শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১১শ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৬৫ | ১ম সংখ্যা

শ্রী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রামানুজাচার্য্য

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ (১ম-১২শ সখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭২ গোবিন্দ হইতে ৪৭৩ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৬ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ মার্চ্চ হইতে ১৯৬০ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)
পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, ন্যায়কোবিদ
পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র কবিভূষণ, পুরাণরত্ন
পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ্

——(*)——

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি	১।৩৩
২। অধিরোহাবদে গুরুগ্রহণ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১৬৫
৩। অবতারী গৌরহরি [কবিতা]	১২।৪৬০
৪। অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৬৬
৫। অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৯
৬। অভিধেয়-বিচার—ভক্তি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৫১
৭। অময়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব	৫।১৯১
৮। আচার্য্যদেবের উপদেশ	৫।১৮৯
৯। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [চুঁচুড়া মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবে]	১১।৪৩৩
১০। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [পিছলদায় মঠ ও বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-দিবসে]	৫।১৯৫, ৬।২২৩, ৭।২৬৪
১১। আণবিক জীব ও পরমাণু	৩।১০২
১২। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ভগবদ্ধামোপলব্ধি	১২।৪৫৬
১৩। আর্ত্তের নিবেদন [শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে—কবিতা]	৬।২৩১
১৪। আশ্রয় [কবিতা]	৯।৩৩৩
১৫। আসামে শ্রীল আচার্য্যদেব	৫।১৮৯
১৬। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—শ্রী [ঝুলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী, ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-উৎসব]	৮।৩২০
১৭। উপনিষৎ-বাণী [শ্বেতাশ্বতর ২] ১।১২, [শ্বেতাশ্বতর ৩] ২।৬৩, [শ্বেতাশ্বতর ৪] ৩।৯৭, [শ্বেতাশ্বতর ৫] ৪।১৪২, [শ্বেতাশ্বতর ৬[৫।১৭২ [ছান্দোগ্য ১] ৮।২৯৭, [ছান্দোগ্য ২] ৯।৩৩১, [ছান্দোগ্য ৩] ১০।৩৭৩, [ছান্দোগ্য ৪] ১১।৪১০, [ছান্দোগ্য ৫]	১২।৪৫১
১৮। একাদশীর চরণে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	১০।৩৮৭
১৯। কার্ত্তিকব্রত-মহোৎসব [সমিতির অধীনস্থ মঠে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে]	১০।৩৯১
২০। কার্ত্তিকব্রতের নিমন্ত্রণ-পত্র [নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে]	৮।৩১৫
২১। কার্ত্তিক-ব্রতের বিধি-নিষেধ	৮।৩১৬
২২। কৃষ্ণং প্রতি প্রার্থনা-ত্রয়োদশকম্—শ্রী[সানুবাদং শ্রীমুচুকুন্দ-কৃতম্]	৬।২০১
২৩। কৃষ্ণ-বলদেব-স্তোত্রৈকাদশকম্—শ্রীশ্রী[সানুবাদং শ্রীঅক্রূর-কৃতম্]	৫।১৬১
২৪। কৃষ্ণভক্তি-লাভের উপায় [কবিতা]	২।৭০
২৫। কৃষ্ণস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনারদ-কৃতম্]	২।৪১
২৬। কৃষ্ণস্তোত্র-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীবরুণ-বিদ্যাধর-কৃতম্]	১।১
২৭। কৃষ্ণস্তোত্র-পঞ্চদশকম্(১)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীঅক্রূর-কৃতম্]	৩।৮১, (২) ৪।১২১

২৮। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমা [সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন] ৮।১০৮
২৯। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান [নিয়মাবলী ও তীর্থস্থানের তালিকাসহ নিমন্ত্রণ পত্র] ৪।১৫৭
৩০। কেশবজী গৌড়ীয় মঠ—শ্রী [ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী মহোৎসব] ৮।৩১৯
৩১। কেশবপুরে বিচার-সভা [বিবরণী] ৬।২৩২
৩২। কৌমারে আচরেৎ ৯।৩৫২
৩৩। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ [শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কথা—কবিতা] ৯।৩৪৯
৩৪। ক্ষেত্রমোহন প্রভুর নির্য্যাণ ৪।১৬০
৩৫। গুরু-চরণে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা] ৮।২৯৪
৩৬। গুরুপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৯।৩২৪
৩৭। গোপাল-আবির্ভাব—শ্রী [শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কথা—কবিতা] ৫।১৭১
৩৮। গোপাল-উল্লাস—শ্রী [শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কথা—কবিতা] ১১।৪০৮
৩৯। গোপালচন্দ্র কবিভূষণ—পরলোকে ৫।১৮৬
৪০। গোপাল-দর্শন—শ্রী [শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কথা—কবিতা] ৪।১৫১
৪১। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—শ্রী [ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবের অনুষ্ঠান] ৮।৩১৮
৪২। গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা [সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন] ৭।২৬৩, ৯।৩৫৫, ১০।৪০০, ১১।৪৪০
৪৩। গৌড়ীয়ের রুদ্র-বর্ষ [কাজীর কাছে হিন্দুর পরব] ১।৩৭
৪৪। গৌর-পূর্ণিমা উপলক্ষে—শ্রীশ্রী [কবিতা] ১।২৫
৪৫। চৈতন্যদেব ও শ্রীহরিনাম—শ্রী ৩।১১০
৪৬। জগদ্গুরুর নিকট কৃপা-প্রার্থনা [কবিতা] ৩।১০৯
৪৭। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ৭।২৭০
৪৮। জয়-বিজয় [পৌরাণিক উপাখ্যান] ২।৭২
৪৯। জলের ছিটায় লগার গুঁতো [কবিতা] ৮।৩০৮
৫০। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ৪।১৪৫, ৫।১৭৯, ৬।২১৬, ৮।৩০০, ৯।৩৩৮
৫১। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—আসাম- শ্রীগোলকগঞ্জ মঠে [উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ পত্র] ৬।২৩৯
৫২। ঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্দামোদর মহারাজের পত্রোত্তর] ৬।২৩৩, ৭।২৭২
৫৩। তদ্ধন [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১১।৪০৩
৫৪। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীযুক্ত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত ও শ্রীযুক্ত সনাতন দাসাধিকারীর সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ] ৮।৩১৭
৫৫। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী-দ্বয় [শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ ও মুনি মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী] ৯।৩৫৬, ১০।৩৯৫

৫৬। ত্রিবিধ অধিকার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৭।২৪৭, ৮।২৮৯
৫৭। দীনার অঞ্জলি [শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-পাদপদ্মে—কবিতা] ৩।৯৫
৫৮। দুর্ব্বাসা ও পাণ্ডবগণ ১০।৩৮৯
৫৯। ধুবড়ী-সহরে সাত্বত শ্রাদ্ধ [শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারীর স্ত্রীর] ৫।১৯০
৬০। ধ্রুব-চরিত্র—শ্রী [কবিতা] ২।৬১
৬১। নন্দনন্দন ও বসুদেব-নন্দন—শ্রী ১।১৬
৬২। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৪
৬৩। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান-শ্রী[জন্মোৎসবপঞ্জীসহ নিমন্ত্রণপত্র]১২।৪৬৯
৬৪। নবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রী [পরিক্রমা ও জন্মোৎসব বিবরণ] ২।৭৭
৬৫। নাম—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১০।৩৬৭
৬৬। নাম-প্রচার—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১১।৪০৫
৬৭। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১২।৪৪৭
৬৮। পতিত-ব্রাহ্মণ বা দরিদ্র নারায়ণ [ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনের বিচারের প্রতিবাদ] ১।২৭,২।৬৫
৬৯। পতিতের প্রণতি-অষ্টক [কবিতা] ১০।৩৭০
৭০। পরব্যোম ৪।১৫৩, ৫।১৭৬
৭১। পরলোকে গোপালচন্দ্র কবিভূষণ ৫।১৮৬
৭২। পরিচয় [কবিতা] ৪।১৪১
৭৩। পলাশ বাবুর দান ৫।১৯১
৭৪। পিছলদায় গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা [বিবরণ] ৫।১৯৩
৭৫। পিছলদা—ভক্তি-বিলোচনে—শ্রী [কবিতা] ৬।২১২
৭৬। পৌরাণিক উপাখ্যান [জয়-বিজয়] ২।৭২, মায়াসীতা হরণ ৩।৯৯
৭৭। প্রচার-প্রসঙ্গ ১২।৪৭৩
৭৮। প্রভুপাদের আরতি—শ্রীল [শ্রীল আচার্য্যদেব বিরচিত] ১১।৪৩৩
৭৯। প্রভুপাদের বিরহোৎসব—শ্রীল [সমিতির বিভিন্ন শাখায়, বিশেষতঃ চুঁচুড়া মঠে] ১১।৪৩১
৮০। প্রয়োজন-বিচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৮।২৯২
৮১। প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর ৬৪তম আবির্ভাব-তিথিতে—কবিতা] ১।১০
৮২। প্রীতি [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৩।৮৯
৮৩। বড় আমি' ও 'ভাল আমি' [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১২।৪৪৪
৮৪। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটী ও তৎসংশোধন-চেষ্টা ১২।৪৭১
৮৫। বামন মহারাজের নিকট পত্র [কবিতা] ৭।২৫৬
৮৬। বাস্তব-বস্তু [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১০।৩৬৫
৮৭। বিগ্রহ ও মঠ-মন্দির—শ্রী [পিছলদায় মঠ ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৫।১৯৫, ৬।২২৩, ৭।২৬৪

৮৮। বিশেষ দ্রষ্টব্য [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত] ১।৪০
৮৯। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ কি ভক্তি ? ১০।৩৮৩
৯০। 'বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থের প্রতিবাদে বিরাট সভা [শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের গ্রন্থ-সমালোচনা] ৪।১৫৯
৯১। বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৩।৮৫
৯২। বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৭
৯৩। ব্যাসপূজা—শ্রী [খড়্গপুরে] ২।৭৬
৯৪। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪৩০
৯৫। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ] ৭।২৬৯
৯৬। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ১১।৪১৪, ১২।৪৬১
৯৭। ভগবানের অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-রহস্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ২।৪৪,৪।১২৪
৯৮। ভ্রম-সংশোধন ৬।২১৫, ৭।২৭১, ১১।৪৪০
৯৯। ভাগবতম্—শ্রীমদ্ ৬।২৫৮
১০০। মাধবেন্দ্র পুরী-কথা [শ্রীগোপাল-দর্শন—কবিতা] ৪।১৫১, (শ্রীগোপাল-আবির্ভাব) ৫।১৭১, (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ) ৯।৩৪৯, (শ্রীগোপাল- উদ্ধার) ১১।৪১৮
১০১। মায়াসীতা হরণ [পৌরাণিক উপাখ্যান] ৩।৯৯
১০২। রক্ষা [কবিতা] ১২।৫৫০
১০৩। রথযাত্রা-উৎসবে আহ্বান--শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ৩।১১৯
১০৪। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [চুঁচুড়ায়] ৬।২৩৯
১০৫। শিক্ষাষ্টক [বঙ্গভাষাসহ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ২।৫২
১০৬। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৬।২৫৮
১০৭। সম্বন্ধ-বিচার (জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪।১৩২
১০৮। সম্রাট্ কুলশেখরের প্রার্থনা ৮।৩১০, ৯।৩৪৫, ১০।৩৭৮, ১১।৪২৬
১০৯। সাকার ও নিরাকারবাদ [পিছলদায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২২৪
১১০। সাত্বত শ্রাদ্ধ—ধুবড়ী-সহরে [শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারীর স্ত্রীর] ৫।১৯০
১১১। সুমেধস্তিথি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৬।২০৫
১১২। হরিনাম—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৯।৩২৬
১১৩। হায় ! মোর কি হইবে গতি ? [কবিতা] ১১।৪২৩
১১৪। হিন্দোল-লীলা-বর্ণনম্—শ্রী [সানুবাদং শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতম্] ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৬১
১১৫। হিন্দোল-লীলা-বর্ণনম্—শ্রী [সানুবাদং শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর কৃতম্] ৭।২৪১, ৮।২৮১

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌর ভগবান

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১১শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৯ গোবিন্দ, ৪৭২ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৫; ইং ১৪।৩।৫৯ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবরুণ-বিদ্যাধর-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
অষ্টাবিংশ-চতুস্ত্রিংশেঽধ্যায়ে—৫-৮, ১২-১৭)

শ্রীবরুণ উবাচ—

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥১॥

(শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া তদীয় দর্শনে অতীব আনন্দিত হইয়া সবিশেষ পূজা-সম্ভারে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক) লোকপাল শ্রীবরুণ বলিলেন,—হে প্রভো, ভগবন্, অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক হইল। অদ্য আমি পরম ধন লাভ করিলাম। সমস্ত রত্নাকরের অধীশ্বর হইয়াও ইতঃপূর্ব্বে এরূপ ধন লাভ করি নাই। আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবকগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন, অতএব আমিও সেবক বলিয়া তাদৃশী গতি আকাঙ্ক্ষা করি॥১॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টি-বিকল্পনা ॥২॥

হে দেব, আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, জীব-নিয়ন্তা, পরিপূর্ণ-স্বরূপ। লোক সৃষ্টিকারিণী মায়া আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২॥

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥৩॥

(হে প্রভো), কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং মূঢ় মদীয় ভৃত্য না জানিয়া আপনার পিতাকে এখানে আনিয়াছে। আপনি এই অন্যায় কার্য্য ক্ষমা করুন ॥৩॥

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥৪॥

হে সর্ব্বদর্শিন্, পিতৃ-বৎসল, গোবিন্দ, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি আমার প্রতিও কৃপা করিবেন। এই আপনার পিতা নন্দ মহারাজকে লইয়া যান ॥৪॥

সর্প (বিদ্যাধর) উবাচ—

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপ-সম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ।৫॥
ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপ-দর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥৬॥

(শ্রীকৃষ্ণ সমুজ্জ্বল-বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে প্রণত পূর্ব্বে সর্পদেহধারী সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরম সৌন্দর্য্য-শোভামান অপূর্ব্ব-দর্শন আপনি কে? কি কারণেই বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই নিন্দিত সর্পগতি লাভ করিলেন?) তদুত্তরে—

সর্প বলিলেন,—(হে হৃষীকেশ!) আমি সুদর্শন নামে প্রসিদ্ধ একজন বিদ্যাধর। একদা আমি স্বকীয় রূপসম্পন্ন শ্রীর সহিত বিমানে

দিক্‌সমূহে বিচরণ করিতেছিলাম, তৎকালে অঙ্গিরা গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া স্বীয় রূপ-দর্পবশতঃ হাস্য করিয়াছিলাম। তখন এইরূপে উপহাসগ্রস্ত হইয়া ঋষিগণ আমার নিজ পাপের ফলেই এই সর্পযোনি লাভ করাইয়াছিলেন ॥৫-৬॥

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥৭॥

(হে ভগবন্) ! সম্প্রতি দেখিতেছি—পরম কারুণিক ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এইরূপ শাপপ্রদান করিয়াছিলেন—যেহেতু অদ্য ত্রিলোকগুরু আপনার পাদস্পর্শে আমি পাপমুক্ত হইলাম ॥৭॥

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্।
আপৃচ্ছে শাপ-নির্ম্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥৮॥

হে দুঃখবিনাশন, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে বিমুক্ত হইয়া নিজ-লোকে গমনের জন্য ভবভীতিগ্রস্ত শরণাগত জনের ভয়হারী আপনার নিকট আদেশ প্রার্থনা করিতেছি ॥৮॥

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।
অনুজানীহি মাং দেব সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥৯॥

হে অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, হে সৎপতে, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে সর্ব্বলোকাধিপতিগণের ঈশ্বর, হে দেব, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন ॥৯॥

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত-দর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥১০॥

হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করিয়াই সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজকে পবিত্র করে সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে পবিত্র হইয়াছি, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?১১॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম)-পরিক্রমায় আহ্বান

পরম কারুণিক প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জীবের প্রতি অশেষ দয়া-পরবশ হইয়া শুদ্ধভক্তি-পথের নির্ম্মাতা ও প্রদর্শকের লীলা দেখাইয়াছেন।

তিনি ও তাঁহার নিজ-জনগণ প্রকট-লীলায় যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিলে আমাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ ঘটিবে এবং আমরা সেই গুরুগণের শ্রীচরণ-কমল হইতে শিক্ষা-লতিকা অবলম্বন করিতে পারিব। আমরা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা প্রবল করিয়া নিজ-জড়াহঙ্কারে ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে যে গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা কখনই ভক্তিপথ নহে। শ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দেশমত যে-সকল অনুষ্ঠান সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল। আমরা শুদ্ধভক্তের দাস, সুতরাং আমাদেরই ভজনীয় বস্তু শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী ভক্তি অবস্থিত। তাহা কর্ম্ম-মিশ্রা বা জ্ঞান-মিশ্রা বা বিদ্ধভক্তি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাই ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই—সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও তদীয় ভৃত্যগণ শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের মূল। শ্রীচৈতন্য-করুণা-কল্পদ্রুমের স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাই ভক্তিপথ-পথিকের একমাত্র আশ্রয়। সেই বৃক্ষের প্রেমফল-নির্য্যাস, প্রেমময়-বিগ্রহ রস-স্বরূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্তিপথের পথিক আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদানুসরণ বিনা ইহ ও পরজগতে অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ বিস্মৃতি হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর পাই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বসতিস্থলে আমরা নিত্য আবাস স্থাপন করিব। এইজন্যই শ্রীধামত্রয়ে শ্রীহরিমন্দির-মঠাদি সংস্থাপন—আমাদের ভক্তির ঐহিক অনুষ্ঠান। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণবসতি-স্থলেই জাতরুচি ব্যক্তির প্রীতি। যেখানে কৃষ্ণবসতি নাই, সেই স্থানই 'গৃহ'; গৃহব্রতগণের বুদ্ধি অপরের দ্বারা, নিজের দ্বারা বা পরস্পরের সাহায্যক্রমে কখনই হরিপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য **গ্রাম্য গৃহবাস অপেক্ষা নির্গুণ কৃষ্ণ-নিকেতনে বাস করাই ভক্তি-পথাশ্রয়। এই রাজসিক গৃহ-পরিত্যাগ ও গৃহব্রতের সঙ্গ-**

ত্যাগের নামই—চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস। খণ্ড, জড়ীয়জ্ঞানের সমষ্টি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ নাই, ভক্তি-প্রসঙ্গ-বিগ্রহ কার্ষ্ণ নাই, আছে কেবল—নির্জ্জনতা, মায়ার ধ্যান ও ধারণা। সেই মায়ামুক্ত হইয়া, মায়াসঙ্গ পরিহার করিয়া ভক্তসঙ্গে তৎসঙ্ঘারামে বাস করিলেই "প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে" —এই বাক্যের সার্থকতা হয়।

কৃষ্ণভক্তগণ! গৌরভক্তগণ! গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তগণ! তোমাদের জন্য * * বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠাদিতে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন। এই সকল মঠে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন আবাহন নাই। মঠ-বাসিগণ যাবতীয় বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চে দেবী-ধামের সর্ব্বত্রই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির আবাহন করাইতেছেন। প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের হৃদয়রূপ জঙ্গম-হরি-মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধ ভজন হইতেছে—অহর্নিশ দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই গৌরলীলা প্রকটিত হইতেছেন। কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের ঔদার্য্য-প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের কেবল-সেবাই ভক্তগণের নিদর্শন হইয়াছে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ শুদ্ধভক্ত এক্ষণে ভক্তিপথের আবর্জ্জনা অপসারণ প্রভৃতি নীরাজন কার্য্যে ব্যস্ত। অনর্থযুক্ত বিমুখ জনগণকে এই ভক্তিপথ সহজে অবলম্বন করাইবার জন্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব। যিনি যতই হরিভজনে নিযুক্ত হইবেন, তিনি ততই স্বীয় অনর্থমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি ভক্তিপথের সেবায় সিদ্ধহস্ত, তিনিই পরমহংস শুদ্ধভক্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরজনগণের বহুল ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনকারী মহাপুরুষ। তাঁহার আশ্রিত অনুচরবর্গ নানাভাবে তাঁহারই সেবাকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির প্রেরণাক্রমে নিযুক্ত।

শ্রীমঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অবস্থিতি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবী তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামের অনুশীলন করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হেয়তা অথবা কাম-ক্রোধাদি মৎসরতা-ধর্ম্ম এই অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ না করিলেই জীবগণের বন্ধন-মোচন হইবে।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"—এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-মত হরিভক্তিকথা ও হরিনাম-কীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া—তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে

শ্রীধামের চতুষ্পার্শ্বে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং জগতের সর্ব্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রচার করিবেন,—ইহাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তন। তাঁহারা যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন,—ইহাই তাঁহাদের 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না—নামাপরাধ করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় জাগতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নাম-কীর্ত্তনের এই দুর্ভিক্ষের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন – ভোগী ও ত্যাগীর মাৎসর্য্য নির্ম্মূলিত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ। তাই বলি, হে ভক্তিপথের পথিকগণ! আপনারা বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না, **শ্রীধাম পরিক্রমা করুন**; কৃষ্ণ-চিন্তাক্রমে কৃষ্ণের চিন্তাকারী মন নিগৃহীত হইবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি প্রেমময়বিগ্রহ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে অবির্ভূত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীধাম নবদ্বীপকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীমাথুর-মণ্ডলের ন্যায় শ্রীগৌড়মণ্ডলও একবিংশ যোজন, তন্মধ্যভাগে পঞ্চযোজন, মতান্তরে ষোলক্রোশ শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপের মূলভূমি যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অভাবে যেরূপ তিনশত বর্ষকাল হইতে প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, গৃহীবাউল ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায়, সর্ব্বসাধারণ জনগণ বৈষ্ণবকে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, অবৈদিক, কাণ্ডজ্ঞানহীন, শিশ্নোদর-পরায়ণ, মূর্খ, আভিজাত্য-বর্জ্জিত, সমাজ-বিপ্লবকারী, ইন্দ্রিয়-দাস মনে করেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অভিন্ন মাথুর-মণ্ডলরূপ শ্রীগৌড়মণ্ডলও লোক-চক্ষুরূপ বিস্মৃতির অতলজলধি-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বীয় উপাস্যদেব শ্রীশচীনন্দনের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়া জীবগণের হৃদয়ে যে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মায়াবাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য ভুবন কম্পিত করিতেছিল তাহাতে বাধা দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-বৈষ্ণব-দর্শনালোক-দ্বারা পাণ্ডিত্যাভিমান-অন্ধকার অপসারিত করেন। জড়শৌক্র-বংশ-অভিমানে স্ফীত নামাপরাধীর দল নাম-বিক্রয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও অপরাধে ডুবিয়া অপরাধময় অবস্থাকেই 'ভক্তি' বলিয়া যে ঘৃণিত কাপট্য 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিতেছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়—প্রদর্শন

করেন। সেই মহাত্মা শ্রীধামের আলোক জগতে ব্যক্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীজীব গোস্বামী এবং অপরাপর প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন; শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বয়ং যে কেবল শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা ভক্তগণের জন্য পরিক্রমার নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমির চতুষ্পার্শ্বে, এতদিন পরে তাঁহার অনুগত দাসবৃন্দের সেবাফলে, এ বৎসরও শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন-নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্তি-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্-ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। **ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্-বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই।** শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্ম-কামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। **'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না।** ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু

তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তি সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর ৬২তম আবির্ভাব-তিথিতে

প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ জয় জয়।
তব আবির্ভাব-লীলা শুদ্ধসত্ত্বময় ॥১॥

কৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ অন্য হইতে নয়।
এইহেতু ধরাধামে তোমার বিজয় ॥২॥

নাম-প্রেম-প্রদানাদি দীন-তারণ-লীলা।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা কভু নহে এসব খেলা ॥৩॥

জগতের গুরু তুমি হও কৃষ্ণ-শক্তি।
বাঞ্ছাকল্পতরু-রূপে দাও প্রেমভক্তি ॥৪॥

তোমার প্রকট-তিথি করিলে পালন।
অনায়াসে পায় জীব কৃষ্ণের চরণ ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ পাইতে যাঁর একান্ত অভিলাষ।
সব ছাড়ি' তুয়া পদে সদা করু' আশ ॥৬॥

সর্ব্ববন্ধ বিমোচন যাঁহা হইতে হয়।
হেন প্রভু জয় জয় ভক্তি-রসময় ॥৭॥

অক্রোধ দয়ালু তুমি জীব-হিতে রত।
মায়ায় মোহিত জনে উদ্ধারিছ কত ॥৮॥
জীবের পরম বন্ধু সাধুজনে গায়।
এহেন করুণাময়ে উলূকে না চায় ॥৯॥
নিত্যানন্দময় তুমি চিন্ময়-স্বরূপ।
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি শ্রীঅঙ্গের রূপ ॥১০॥
শুধাংশু-সদৃশ তোমার শ্রীমুখ-মণ্ডল।
মলয়জ-জিনি স্নিগ্ধ চরণকমল ॥১১॥
যাঁর শীতল ছায়ায় ত্রিতাপ জুড়ায়।
দর্শনে পবিত্র হয় সর্ব্বানর্থ যায় ॥১২॥
সুধাময় তনুখানি সর্ব্ব শোভাশ্রয়।
যাঁহার মহিমা, গুণ সাধু সবে গায় ॥১৩॥
পতিত অধম আমি কোথা মোর জ্ঞান ?
মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ার করিব সম্মান ??১৪॥
কাঙ্গালের নাই কিছু পূজিবার ধন।
ব্যাকুল হইয়া পদে লইনু শরণ ॥১৫॥
নিত্য স্বপ্রকাশ বস্তু যে কমল-চরণ।
ভক্তিহীন হৃদয়ে না যায় ধারণ ॥১৬॥
কামনায় পূর্ণ মোর হৃদয়-গগণ।
কিরূপে হইবে উদয় শ্রীচরণ-ধন ॥১৭॥
তব আবির্ভাব প্রভো ! যেই স্থানে হয়।
পরম পবিত্র তথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১৮॥
সর্ব্ব কু-দর্শন প্রভো ! তোমা হ'তে নাশ।
সর্ব্ব সুদর্শন এবে হইল প্রকাশ ॥১৯॥
তুমি সে করা'তে পার কৃষ্ণের বিলাস।
এই হেতু তুমি এক কৃষ্ণের প্রকাশ ॥২০॥
তোমাকে আশ্রয় কৈলে কৃষ্ণের উদয়।
চৈত্যগুরু-রূপে তব হৃদে বাস হয় ॥২১॥

তোমার প্রদত্ত মন্ত্র যাঁর কর্ণে যায়।
অনায়াসে হয় তাঁর দৈবীমায়া জয় ॥২২॥
কৃপা করি' কর মোর চিত্তের শোধন।
তোমার চরণ হৃদে করিব ধারণ ॥২৩॥
নিজগুণে কর দয়া অধমের প্রতি।
জন্মে জন্মে যেন তব পদে রহে মতি ॥২৪॥
অধম পতিত আমি কেবা কৃপা করে।
তোমা বিনা নাই কেহ জগত-ভিতরে ॥২৫॥
অগতির গতি তুমি পরশ-রতন।
পুনঃ পুনঃ বন্দি তাই কমল চরণ ॥২৬॥
তব শুভ জন্মদিনে করি যে প্রার্থনা।
অযোগ্য অধম বলি না করিও ঘৃণা ॥২৭॥

—দীনহীন শ্রীপ্রবুদ্ধ কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
(নবদ্বীপ)

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর ২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের উপায়-স্বরূপ ধ্যান বলা হইয়াছে। এক্ষণে ধ্যানের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। সাধক পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, সকলের জন্মদাতা পরমপিতা পরমেশ্বর আমার মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকল তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাতে আকৃষ্ট করুন এবং আমার ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া সেই মন ও বুদ্ধির সহায়তার জন্য স্থিরতা লাভ করুক। আমরা যেন নিরন্তর ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকি এবং ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ লাভে পূর্ণরূপে প্রযত্নশীল হই। আমার মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ যেন পরমানন্দ লাভে যত্নবান হইতে পূর্ণভাবে প্রেরণা প্রদান করেন। যে পরমেশ্বরে ব্রাহ্মণাদি অধিকারীসকল মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট বিধিতে অনুরক্ত হন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও মহান্। আমি যেন তাঁহার স্তুতি করিতে পারি। আমরা মন-বুদ্ধি আদির স্বামী, সমস্ত-জগৎকারণ পরমেশ্বরকে নমস্কার-

পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হই। মৎকৃত পরমেশ্বরের স্তুতি যেন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়।

অরণিদ্বারা মন্থনপূর্ব্বক অগ্নি প্রকট করিবার মত শরীরকে নিম্ন অরণি এবং নামকে উত্তর অরণিরূপে গ্রহণ করিয়া জপ ও চিন্তন রূপ মন্থন দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবানে শরণাগত হইয়া রসনাতে তাঁহার নাম জপ করিতে করিতে আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়। তাঁহার শরণাগত হইয়া উক্তপ্রকার সাধন করিতে পারিলে আমাদের সঞ্চিত কর্ম্ম-ফলসকল নাশ হইয়া সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।

সাধনের সময় মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল উন্নত রাখিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাধনকার্য্যে নিযুক্ত হইলে নিদ্রা, আলস্য ও চিত্তবিক্ষেপাদি বিঘ্নসকল অতিক্রম করিতে পারা যায়। তৎপরে সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়কে রূপ-রসাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদিগকে অন্তর্মুখী করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যদি পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে তবে সাধন অতি সহজ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় প্রণবরূপ শ্রীনামের আশ্রয় লইয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকিলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যায়। নানাযোনিতে ভ্রমণ হেতু যে বাসনা, তাহার বিনাশ হইলেই অমরপদ প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটে।

ধ্যানযোগ সাধনের নিমিত্ত যে-ভূমিতে সাধক উপবেশন করিবেন, তাহা যেন সমতল, শুদ্ধ ও মলিনতারহিত হয়। দেবালয় তীর্থস্থানাদিই পরম উপযুক্ত স্থান। শর্করা, অগ্নি, বালুকা-বিবর্জ্জিত, চিত্তবিক্ষেপাদির সম্ভাবনা যাহাতে না হয় অর্থাৎ কোলাহল রহিত হওয়া আবশ্যক। জলাশয় সমীপে থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহাতেও বহু লোকের যাতায়াত থাকিলে ধ্যান ভগ্ন হইবে। স্থানটী শরীর রক্ষার উপযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু ধর্ম্মশালা ইত্যাদি হইলে বহু ব্যক্তির যাতায়াত থাকিবে। উক্ত স্থানের দৃশ্য চক্ষুর পীড়াদায়ক না হইয়া স্নিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। গুহা ইত্যাদি হইলেও বায়ুশূন্য নির্জ্জন স্থান হইলে তথায় আসন স্থাপন করিয়া পরমাত্মায় মনঃসংযোগ করিতে হইবে। সাধকের ধ্যানযোগ আরম্ভ করিবার পর সম্মুখে কখনও কুয়াসার ন্যায়, কখনও ধূম, কখনও সূর্য্য, অগ্নি, নিঃশব্দ বায়ুর সদৃশ, কখনও বা জোনাকীর ন্যায় সামান্য আলোক, আবার কখনও বা বিদ্যুতের ন্যায় চমকান আলোক দৃষ্ট হইতে পারে। এ সকল যোগ-সাধনের উন্নতি-দ্যোতক। ধ্যানযোগে সাধন করিতে করিতে যখন আকাশাদি

পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য আসিবে অর্থাৎ পঞ্চভূত-বিষয়ক পঞ্চসিদ্ধি প্রকট হইবে তখন যোগাগ্নিময় শরীরে রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকিবে না। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধি ব্যতীত শরীরের লঘুত্ব, নীরোগত্ব, ভৌতিক পদার্থে অনাসক্তি, শরীরের উজ্জ্বলতা এবং কণ্ঠস্বরের মধুরত্ব জন্মিবে। শরীরে এক অভিনব সুগন্ধ প্রকটিত হইবে। মল-মূত্রের মাত্রা কম হইবে। এগুলি যোগসিদ্ধির প্রারম্ভিক অবস্থা।

তেজোময় রত্ন মাটিতে পড়িয়া থাকিলে তাহা যেমন মলিন দেখায়, কিন্তু উহাকে ধৌত ও নির্ম্মল করিলে তাহার তেজ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ স্বচ্ছ আত্মা বহু জন্ম ও কর্ম্মের সংস্কারে আবৃত থাকার জন্য প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ধ্যানযোগ সাধন দ্বারা মলিনতা দূর হইয়া আত্মার প্রকাশ হয় এবং দুঃখের অবসান হইয়া সাধককে কৃতার্থ করে। তৎপরে যখন প্রদীপের মত নির্ম্মল প্রকাশময় আত্মতত্ত্বে পরমাত্মার অনুভব হয়, তখন সাধক সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মুক্ত হইয়া যায়।

সেই পরব্রহ্ম সমস্ত দিগ্‌বিদিকে ব্যাপ্ত, জগতে এমন স্থান নাই যেখানে তাঁহার অবস্থিতি নাই। তিনি সর্ব্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকটিত হন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গর্ভে অন্তর্যামীরূপে (গর্ভোদশায়ী) অবস্থিত। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালেই বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি সর্ব্বদর্শী। তিনি অগ্নিতে, বায়ুতে এবং সমস্ত লোকে, ওষধি, বনস্পতি আদিতে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর জগৎরূপ জালের রচনা করিয়া নিজ ঈশিতা-প্রভাবে সমগ্র জগতের শাসন ও সমস্ত লোক ও লোকপালের নিয়মন করিতেছেন। তাঁহার শাসন-প্রভাবে লোকপালগণ স্ব-স্ব-কর্ত্তব্য যথাযোগ্য পালন করিতেছেন। তিনি একাকী, অপরের সহায়তা ব্যতীত, সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিস্তারে সমর্থ, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্তি ও জন্ম-মৃত্যু-নিবৃত্তি হয়।

তাঁহার অপর নাম রুদ্র। বেদান্তে প্রথম অধ্যায়, চতুর্থপাদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত শব্দই ব্রহ্মের বাচক। ভাল্ববেয় শ্রুতিতে সকল নামকে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব বেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাৎ।
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ পিণাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্বাত্মকমিদং বিশ্বং যতোবাস্তে প্রবর্ত্তয়ন্ ॥
কৃত্তিবাসস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্‌ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈ এক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সুপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥

রুজ্ অর্থাৎ সংসার-পীড়ার অপহরণ করেন বলিয়া রুদ্র। সকলের ঈশ বলিয়া ঈশান। সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ বলিয়া মহাদেব। সর্ব্বসুখময় বলিয়া শিব। সকলের সংরোধন করেন বলিয়া হর। বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন বলিয়া কৃত্তিবাস। বিরেচন অর্থাৎ সংসার-মল-নাশহেতু তিনি বিরিঞ্চি। বৃংহন অর্থাৎ বর্দ্ধন-শীলতাবশতঃ তিনি ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য্যহেতু ইন্দ্র। এইরূপ নানাবিধ শব্দে একমাত্র ত্রিবিক্রম সমুদয় বেদ ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন।

সেই পরমেশ্বর নিজ স্বরূপভূত বিবিধ শক্তিদ্বারা সর্ব্বলোককে শাসন করেন, তাঁহার অনন্ত শক্তি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই। এই সমস্ত লোকের রচয়িতা পরমেশ্বর প্রলয়কালে সমস্তবস্তুকে নিজমধ্যে বিলীন করিয়া একক বিরাজ করেন। তিনি এক হইলেও সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু আছে বলিয়া বিশ্বতশ্চক্ষু। সর্ব্বত্র মুখ আছে বলিয়া বিশ্বতোমুখ। সর্ব্বত্র বাহু ও চরণ থাকায় তিনি বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি একস্থানে স্থিত হইয়াও সর্ব্বজ্ঞতাহেতু সর্ব্বত্র সকলকালে সকল প্রাণীর কর্ম্মাদি তিনি দেখিতে পান, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে যেখানে যখন যাহা ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করেন, তিনি সে-সকলই ভোজন করেন। তিনি সর্ব্বত্র সকল বস্তুকে একত্রে গ্রহণ করিতে ও নিজ আশ্রিতজনের সঙ্কট মোচনে সমর্থ। সংসারে এমন স্থান নাই যেখানে তাঁহার শক্তির অস্তিত্ব নাই। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে দুই দুই বাহু দ্বারা ও পক্ষীসকলকে পক্ষ দ্বারা সংযুক্ত করেন অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণীসকল যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, সে-সকলই তাঁহার প্রদত্ত জানিতে হইবে।

তিনি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা ও উদ্ভবের হেতু। যিনি সকলের অধিপতি মহান্ ও জ্ঞানী, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে সংযুক্ত করুন।

হে রুদ্ররূপী পরমেশ্বর! আপনার ভয়ানকতা-শূন্য এবং পুণ্যকর্ম্মদ্বারা প্রকাশিত কল্যাণময়ী সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে আমরা পরমানন্দে মগ্ন হই। হে গিরিশন্ত অর্থাৎ পর্ব্বতে নিবাসকারী সর্ব্বসুখপ্রদ পরমেশ্বর! আপনার সেই পরম শান্তমূর্ত্তি আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। আপনার কৃপাদৃষ্টিতে আমরা সর্ব্বথা পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীনন্দ-নন্দন ও বসুদেব-নন্দন

নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্—অংশী ভগবান্—মূল ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্ বা পরমেশ্বর। নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অনাদি এবং বাসুদেব, বলদেব, নারায়ণ এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণেরও আদি অর্থাৎ মূলকারণ। তাই জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।১)

শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত-অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ—'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২-১৫৩, ১৫৫)

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)

'স্বয়ং রূপ', 'স্বয়ং প্রকাশ',—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এককৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৬)
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এ দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ (ঐ মঃ ২০।২৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব, নন্দনন্দন কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। বাসুদেব কংস-কারাগারে দেবকীর হৃদয় হইতে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন, আর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোকুলে নন্দ-গৃহে যশোদা-গর্ভ হইতে দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হন। দেবকীনন্দন কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। কিন্তু যশোদানন্দন নিত্যকাল দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। বাসুদেব যখন দ্বিভুজ তখন তাঁহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং যখন চতুর্ভুজ তখন তাঁহাকে প্রাভববিলাস বলা হয়। নন্দনন্দনের গোপ-বেশ, গোপ-অভিমান, আর বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, নিজকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান। নন্দনন্দনে ৬৪ গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভব-বিলাস ॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭৫-১৭৮)

বসুদেবনন্দন বাসুদেব নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। ভগবৎ-তত্ত্বে কোন ভেদ নাই, তবে রসের উৎকর্ষ বা মাধুর্য্যের আধিক্যে ভগবৎ-তত্ত্বের মধ্যে মধুর বৈশিষ্ট্য আছে।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র যান না। তিনি মুখ্যা গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়ব্যূহ অন্যান্য গোপীগণের সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥
(লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে ১৬৫ সংখ্যাধৃত যামল-বচন)

এখন প্রশ্ন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না সত্য, কিন্তু প্রকট-লীলায় একই কৃষ্ণকে বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন করিতে দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি ? তদুত্তরে শ্রীল রূপপ্রভু বলিয়াছেন—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্ ॥
(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ২৬৮)

শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় নন্দনন্দনত্ব-আচ্ছাদন ও স্বীয় বাসুদেবত্ব প্রকাশ করত মথুরাপুরীতে গমন করেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ কেবল-মাধুর্য্যবিগ্রহ। কিন্তু বাসুদেব ঐশ্বর্য্যমিশ্র-মাধুর্য্য-বিগ্রহ। বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণের নিজের ঈশ্বর-বুদ্ধি আচ্ছাদিত। কিন্তু বাসুদেবের ঈশ্বর-অভিমান আছে। নন্দযশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণেরও কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, পরন্তু নিজপুত্র, নিজ বন্ধু প্রভৃতি আপন জ্ঞান প্রবল। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সহজ লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মনন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২৭-১৩১)

কৃষ্ণ মুরলীধর বা বংশীবদন, কিন্তু বাসুদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর বা চক্রপাণি। কৃষ্ণ রাধানাথ, গোপীবল্লভ ও রাস-রসিক, আর বাসুদেব মহিষী-গণের পতি বা রুক্মিণীনাথ। কৃষ্ণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা বা উপাস্য, আর বাসুদেব "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম হ'ল বৃন্দাবন, আর বাসুদেবের ধাম হ'ল দ্বারকা-মথুরা। নন্দনন্দন—গোলোক-বৃন্দাবনবিহারী, আর বাসুদেব—দ্বারকানাথ। কৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি। কৃষ্ণের নাম হ'ল গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ঠাকুর বা অভীষ্টদেব। বসুদেব-নন্দন বাসুদেব গৌড়ীয়গণের উপাস্য নহেন, ইনি দ্বারকাবাসী যাদব, নারদ ও পাণ্ডবগণের উপাস্য।

কৃষ্ণের রাসলীলা আছে, কিন্তু বাসুদেবের রাসলীলা নাই। বসুদেবনন্দন গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না; কিন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ্মী, মহিষী, গোপী প্রভৃতি সকলেরই মন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বাসুদেবেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৭-১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭)

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে॥
(ঐ মঃ ২০।১৭৯-১৮০)

বাসুদেব পুরুষোত্তম, আর কৃষ্ণ হ'লেন লীলা-পুরুষোত্তম। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রবল; তথায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্য, কিন্তু ব্রজে কেবল-মাধুর্য্য। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কিশোরশেখর—নিত্যকিশোর, আর বাসুদেব যুবক-লীলাকারী। রাধা-নাথ কৃষ্ণই কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা।

দ্বারকায় পরকীয় ভাব নাই, তথায় স্বকীয়রস। কিন্তু ব্রজে পরকীয়ভাবের অত্যাশ্চর্য্য মধুর বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা। শাস্ত্র বলেন—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪৬-৪৮)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান বা হ্লাদিনীশক্তির প্রভু, আর বাসুদেব জ্ঞান-শক্তিপ্রধান বা সম্বিৎ-শক্তির প্রভু। শাস্ত্র বলেন—

ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্ত-অধিষ্ঠাতা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫৩)

ব্রজে **নন্দনন্দন** কৃষ্ণ পূর্ণতম ভগবান্, আর দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেব পূর্ণতর ভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে 'পূর্ণতর' পূর্ণ॥
এই কৃষ্ণ ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৯৬,৪০০)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ পূর্তর্ণম, দ্বারকায় ও মথুরায় বসুদেবনন্দন পূর্ণতর এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে নারায়ণাদি পূর্ণ।" শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা, পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ-বিভাগ বিভাবলহরী ১১০-১১১)

নন্দনন্দন কৃষ্ণ ৬৪ গুণসম্পন্ন। কৃষ্ণের এই ৬৪ গুণের মধ্যে জীবে ৫০টী গুণ বিন্দুপরিমাণে আছে, ৫৫টী গুণ গিরীশাদি দেবতায় আছে, ৬০টী গুণ পূর্ণরূপে নারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বে আছে এবং ৬৪ গুণ পরিপূর্ণরূপে একমাত্র **নন্দনন্দন** কৃষ্ণেই বিরাজিত। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দঃ বিঃ বিভাবলহরী ২৫)

লীলামাধুর্য্য, ভক্তমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই ৪টী নন্দনন্দন কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"দ্বারকেশ, বাসুদেব ৬২ গুণ-সম্পন্ন।" বাসুদেবের লীলা-মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য রাম-নারায়ণাদি অপেক্ষা বেশী সত্য, কিন্তু রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য বাসুদেব অপেক্ষা আরও অনেক বেশী এবং পরমমধুর ও পরম চমৎকারিতাপূর্ণ। এই ৬২ গুণ ব্যতীত বেণু-মাধুর্য্য এবং কেবল-প্রেমপর ভক্ত-মাধুর্য্য—এই দুইটী গুণ ব্রজবিহারী কৃষ্ণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি; তাহা বাসুদেবের মধ্যে নাই।

বৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী বাৎসল্যরস-রসিক নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র। শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিজ পুত্র, কোন দিনই নন্দের পালিত পুত্র নহেন। 'কৃষ্ণ নন্দের পালিত পুত্র'—একথা কোন শাস্ত্রে নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যশোদাগর্ভসম্ভূত, নন্দাত্মজ, গোপিকাসুত, নন্দসুত, নন্দতনুজ, নন্দাঙ্গজ, নন্দপুত্র, গোপতনয়, ব্রজেন্দ্রনন্দন, নন্দনন্দন প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবেরই পুত্র, পরন্তু নন্দের নিজ পুত্র নহেন'—এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত, অশাস্ত্রীয় ও ভ্রান্তিপূর্ণ। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"বাৎসল্য প্রেম হেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং শ্রীনন্দ-যশোদা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যে বাৎসল্য-প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-ভাব সম্ভব হয় না, নন্দ-যশোদাতে সেই বাৎসল্য প্রেম প্রচুর।" বসুদেব-দেবকী অপেক্ষাও নন্দ-যশোদার বাৎসল্য প্রেম আরও মাধুর্য্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু গোপালচম্পূ-গ্রন্থেও যশোদা-গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ॥
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্॥

কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ ॥
(লঃ ভাঃ পূর্ব্বখণ্ড ২৬৭)

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম-ব্যূহ—বাসুদেব বসুদেব-গৃহে, আর লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত গোকুলে নন্দগৃহে প্রাদুর্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করত কেবলমাত্র একটী কন্যাকেই দর্শন করিয়া তাহাকে লইয়া মথুরাপুরে আগমন করেন। তৎকালে বাসুদেব লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া একাকারে প্রতিভাত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই গূঢ়লীলাটী অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি মহাজনগণ স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ না করিয়া প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে ইহার সূচনা করিয়াছেন মাত্র। যথা—শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৫।১)—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ॥"

[আত্মজ উৎপন্ন হইলে মহামনা নন্দ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই বাক্যে আত্মজ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দনন্দন তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল। নন্দ-নন্দনরূপে উপাসনার কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি কথন-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে—সকল লোকমঙ্গল নন্দতনয় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)]

তথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৬।৪৩)—

"নন্দঃ **স্বপুত্রমাদায়** প্রেষ্যাগত উদারধীঃ ॥"

তথা চ (ভাঃ ১০।৯।২১)—

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং **গোপিকা-সুতঃ** ॥"

[গোপিকাসুত অর্থে যশোদাসুত। এই **গোপিকাসুত** পদটী ভগবানের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, **কৃষ্ণ যশোদারই পুত্র**। 'কৃষ্ণ কখনও গোপিকাসুত ছিলেন না, অথবা অন্য কাহারও সুত ছিলেন'—এই আশঙ্কা এস্থলে নিরস্ত হইয়াছে। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)]

তথা চ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।১)—

"বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে **পশুপাঙ্গজায়** ॥"

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৪৭ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

বসুদেবঃ স্বপাদনিগড়ং স্বয়মেব স্রস্তং বীক্ষ্য যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদা সা নন্দজায়য়া নিমিত্তভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ—

"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥"

—ইতি হরিবংশবাক্যে **'সমং' সহ 'সমকালমেব'** ইতি তত্রাবগমাৎ অত্র তু দেবকী-প্রসবোত্তরকালে এব যশোদা প্রসবদর্শনাৎ উভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতি-প্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে—যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে ইতি **কালভেদেন তস্যা দ্বিঃ প্রসব এব** ইত্যত এব "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট-মহাভুজা (ভাঃ ১০।৪।৯) ইতি বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদাপ্রসূতস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যতে।

ভগবদিচ্ছায় পাদশৃঙ্খল আপনা হইতে খুলিয়া গেলে বসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া কংস-কারাগার হইতে যখন নন্দগোকুলে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন নন্দ-পত্নী যশোদা একটী কন্যা প্রসব করিলেন। হরিবংশ পাঠে জানা যায়—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অষ্টমমাসে দেবকী ও যশোদা উভয়েই একই সময়ে প্রসব করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—**যখন দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন ঠিক সেই সময়ে যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে যশোদা যোগমায়াকেও প্রসব করিলেন। কালভেদে যশোদার দুইটী প্রসবের কথা পাওয়া যাইতেছে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪।৯ শ্লোকে যোগমায়াকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।** যোগমায়া-নাম্নী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করার পূর্ব্বে যশোদা-গর্ভ হইতে যদি কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে যোগমায়া কৃষ্ণের অনুজা এই বাক্য ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫।১ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—

নন্দস্তু ইতি 'তু'-কারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদোঽপি কংস-ভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা জাতকর্ম্মাদিকং কর্ত্তুং ন প্রাভূৎ। নন্দস্তু আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ অতিবিস্মিতমনাঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং জাতকর্ম্ম কারয়ামাস ইতি 'তু'-কারাদেবৈতন্মাত্রে বাসুদেবাদ্ভেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেঽপি কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেতা অবগম্যতে। গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে ইতি পূর্ব্বোক্তৈর্বৈশম্পায়ন-সম্মতাপি। ন চ 'তু'কারোঽত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যম্; নন্দ আত্মজ

উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি 'তু'কারেণ পাদপূর্ত্তেঃ। কিঞ্চ **নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব জাতকর্ম্মোপক্রমশ্রবণাৎ নাড়ীচ্ছেদশ্চ গর্ভজত্বং বিনা কথং সম্ভবেৎ**। কিঞ্চ কৃষ্ণস্য নন্দপুত্রত্বে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ, কিন্তু বহব এব।

পুত্রের জন্ম হইয়াছে দেখিয়া নন্দ কিন্তু মহানন্দে জাতকর্ম্মাদি করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যে 'নন্দস্তু' বলাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে—বসুদেবের পুত্র হইয়াছিল এবং নন্দেরও পুত্র হইয়াছিল; তথাপি কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব মাঙ্গলিক কার্য্যাদি করিতে পারেন নাই, কিন্তু নন্দ তাহা করিয়াছিলেন—ইহাই শ্রীশুকদেবের হৃদ্‌গত ভাব। "যশোদা ও দেবকী সমকালে প্রসব করিলেন"—হরিবংশে এই কথা বলায় শ্রীবৈশম্পায়নেরও ইহাই অভিপ্রায়। শ্লোকে এই 'তু'-কার পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা বলা যায় না। কারণ বিনা 'তু'কারেও পাদপূরণ হইয়া যায়। আর একটী কথা এই যে—**জাতকর্ম্ম-সংস্কার নাড়ীছেদনের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। নাড়ীছেদনাদি ক্রিয়া জাতকর্ম্মের অন্তর্গত। নন্দ জাতকর্ম্মাদি করিয়াছিলেন বলাতে নন্দগৃহে যে কৃষ্ণের নাড়ীছেদাদি হইয়াছিল, তাহাও জানা যায়। অতএব গর্ভজ-সন্তান ব্যতীত নাড়ীচ্ছেদ কি করিয়া সম্ভব?** ইহা হইতেও কৃষ্ণ যে যশোদার নিজপুত্র, তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দ পুত্র, সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল দুই একস্থানে নহে, বহু স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রমাণ-বাক্য আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৌতমীয় তন্ত্রেও দেখিতে পাই—

"**বল্লবীনন্দনং** বন্দে ইতি।" বল্লবীনন্দন—গোপিকানন্দন আর্থাৎ যশোদাপুত্র।

ক্রমদীপিকাও বলেন—

"দেবতা সকললোকমঙ্গলো **নন্দগোপতনয়ঃ** সমীরিতঃ" ইতি।

মন্ত্রেও আছে—**নন্দপুত্রপদং** ঙেঽন্তম্।"

আদি পুরাণে শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

"নন্দ গোপগৃহে পুত্রো **যশোদাগর্ভসম্ভবঃ**।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজকৃত শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন—

অয়ি **নন্দতনুজ** কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহাঁ একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

শ্রীল রূপ প্রভু আরও বলিয়াছেন—

পুত্রমুদারমস্থত যশোদা (স্তবমালা)। অর্থাৎ যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দারেণাপ্যভূৎ তথা॥
(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ২৬৫)

যিনি অপ্রকটলীলায় দেবকী ও যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজিত সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় দেবকী হইতে যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ যশোদার গর্ভ হইতেও প্রকট হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ন তু বসুদেব-নন্দন। শাস্ত্র বলেন—

নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৯)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা উপলক্ষে ঃ—

জগতের পুণ্যাকাশে　　স্বরগের দীপ্তি ভাসে
এস আজি পূর্ণিমা ফাল্গুনী।
তোমার অর্চ্চনা-তরে　　রহিয়াছে অর্ঘ্য ধ'রে
সুপ্তোত্থিতা সুন্দরী ধরণী॥১॥

তোমার পুণ্যের সীমা　　কি ক'ব আমি অধমা
পাপীয়সী অতি হীনা ছার।
জগতের ভক্ত যত　　সেবিছেন কত মত
দিয়ে তোমা নানা উপহার॥২॥

পাপেতে পূর্ণিত যবে　　আচ্ছন্ন হইল সবে
তমোময় ঘোর অন্ধকারে।
তখন পূর্ণিমা শশী　　উদ্ভাসিত করে দিশি
এলে তুমি তম নাশিবারে॥৩॥

জীবের দুর্দ্দশা হেরি' গোলোকবিহারী হরি
আর নাহি থাকিতে পারিল।
তোমা হেন শুভদিনে শুভলগ্নে শুভক্ষণে
নবদ্বীপে আসি' প্রকটিল ॥৪॥

নমঃ নমঃ নমঃ মম সুন্দরী জননী-সম
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তুমি।
গৌর-জয়ন্তী জানি ভক্তি-জননী মানি
সযতনে পালি আমি ॥৫॥

আমারে করুণা কর তম অন্ধকার হর
উদিত হইয়া পরাণে।
ভক্তির আলোক দিয়া শান্ত কর মোর হিয়া
মিনতি জানাই চরণে ॥৬॥

তোমার সেবার ফলে গৌরপদ পা'ব ব'লে
বড় আশা উৎকণ্ঠিত চিতে।
অধমে করিয়া দয়া দিও মোরে পদছায়া
আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ নিতে ॥৭॥

গুরুদেব! দয়া করি' দিয়া মোরে পদতরী
দুস্তর অর্ণবে কর পার।
তোমার করুণারাশি সর্ব্বকাল যাচে দাসী
তব পদে নমি বার বার।৮॥

—শ্রীমতী উষারাণী দেবী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

পতিত-ব্রাহ্মণ বা দরিদ্র-নারায়ণ

(ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনের বিচারের প্রতিবাদ)

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন মহাশয়ের প্রেরিত ইংরাজী **'Truth'** এবং বাংলা **'ভারতাজির'** নামক দুই পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। ডাক্তার বাবু শাস্ত্র-ধর্ম্ম-প্রচার সম্পর্কে বহু প্রয়াস করিতেছেন, সে-বিষয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাঁহার সংস্থানের লিখিত সমস্ত গ্রন্থাদির মধ্যে যে ত্রুটি আছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন না। সনাতন-ধর্ম্মের ভিত্তিকে যে দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যাহা আধুনিক হিন্দু-সমাজে আসুরিক বর্ণাশ্রম নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, এবং যাহার দ্বারা আজ সনাতন-ধর্ম্ম একটা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া জগতে প্রচারিত হইতেছে, সেই জন্মগত হাড়-মাংসের 'হিসাব-কিতাব' নলিনী বাবুর শাস্ত্র-ধর্ম্ম-প্রচারের মধ্যে বেশ ভালভাবেই জমাট হইয়া রহিয়াছে। জীবমাত্রই সনাতন, ভগবান সনাতন এবং সেই উভয় নিত্য চেতনের সচ্চিদানন্দ ভূমিও যে সনাতন, আমরা শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই। জীব ও ভগবানের সনাতন বিলাস-ভূমিকে নিরাকার-নির্ব্বিশেষ করিয়া, পচা হাড়-মাংসের দোকানে যেখানে পূতি-গন্ধ ব্যতীত কোনই উপাদেয় বস্তু নাই, সেইখানে যে সনাতন-ধর্ম্মের আস্ফালন তাহারই বাহবা দিবার জন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার নলিনীবাবু যে অর্থ ও বুদ্ধি ব্যয় করিতেছেন, তাহা আমাদের মতে অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। নলিনী-বাবুর দলের নেতা মহাপণ্ডিত 'কর-পাত্রীজী' এবার কাশীতে নূতন বিশ্বনাথের মন্দির খুলিয়াছেন। তাঁহার মতে কাশীর বিশ্বনাথজী, যাঁহার ভূত-প্রেত লইয়া বিশেষ ব্যবহার বলিয়া অপর নাম ভূতনাথ, তিনি আজ ভূত-প্রেতের সংস্পর্শে অপবিত্র হইয়া গিয়াছেন। দেবাদিদেব পরমবৈষ্ণব শম্ভুকে ভূত-প্রেতগণ স্পর্শ করায় তিনি অপবিত্র হইয়া গেলেন, আর মহাপণ্ডিত 'কর-পাত্রীজী' সেই অপবিত্রতার জন্য কাশীর বিশ্বনাথকে ত্যাগ করিয়া আবার একটি মন্দির স্থাপন করিয়াছেন।—ইহার নাম অর্চ্চায় শিলাবুদ্ধি। 'কর-পাত্রীজী' অপবিত্র শিব (?)কে মন্ত্রশক্তিদ্বারা পবিত্র করিতে সমর্থ; কিন্তু ভূত-প্রেতগণকে পবিত্র করিতে অক্ষম কেন? এই তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম এবং নলিনীবাবু সেই সনাতন-ধর্ম্মের অনুগামী। ভগবান্ নিজে বলিতেছেন যে, যেখানে যত রকমের পাপ-যোনি, ভূত-প্রেত, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি আছে তাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে

সকলেই পরাগতি লাভ করিতে পারে। সনাতন-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ত' আমরা তাহাই বুঝি। সনাতন জীবকে অসনাতন হাড়-মাংসের পূতিগন্ধময় দোকান হইতে তুলিয়া আনিয়া সনাতন শ্রীহরির পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার যে যোগ্যতা, তাহার নাম—সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বয়ং তাহা আচার ও প্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গলের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা,—নলিনীবাবু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে যদি শাস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার করিতেন,আর সর্ব্বনাশী মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণে ভগবানকে নিরাকার করত নিজেদের কদাকার সাকারের যদি বাহাদুরি না করিতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়া তিনি জগতের কিছু মঙ্গল করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কিছু ইংরাজি ভাষায় পত্র-ব্যবহার হইয়াছে। কলিকাতার গো-হত্যা-কসাইখানায় কোন ব্রাহ্মণ-নামধারী মেডিক্যাল অফিসার, ডাক্তার ননিলীবাবুর মতে ব্রাহ্মণ কিনা? এবং পণ্ডিত নেহরু (যাঁহাকে নলিনীবাবু সময়ে-অসময়ে খুবই গালাগালি করেন তিনিও) ব্রাহ্মণ কিনা?—এইরূপ প্রশ্ন করায় তিনি যে ইংরাজি ভাষায় পত্র দিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

(ধর্ম্মরত্ন ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম. ডি., সভাপতি, শাস্ত্র-ধর্ম্ম-প্রচার-সভা হইতে ২৩।২।৫৮তারিখের ইংরাজী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

প্রিয় মহাশয়! আপনার ২৩।১।৫৮ তারিখের পত্র, যাহাতে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সভা এবং পুস্তকাদির বিষয় বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আমরা আপনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমাদের এই শুভকার্য্যে আপনার সহায়তার আশ্বাস পাইয়া আমরা খুবই উৎসাহিত হইলাম। আপনাদের মত মহান ব্যক্তি আজকাল কলিযুগে খুবই বিরল। অপর পক্ষে লোকে এতই অসাধু হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নিজেকে মুখে 'হিন্দু' বলা সত্ত্বেও এবং 'হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষক' বলা সত্ত্বেও (কারণ হিন্দুধর্ম্ম অর্থেই শাস্ত্রধর্ম্ম বুঝায়) তাহারা সকলেই হিন্দু শাস্ত্রের গর্হণ করিয়া থাকে। 'হিন্দু' শব্দে হিন্দু শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষক বুঝায়। অতএব হিন্দুর কর্ত্তব্য হইতেছে যে, হয় তাহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা যথাযথ রক্ষা করুক, আর তাহা না হইলে হিন্দু শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অহিন্দু সম্প্রদায়ে মিলিত হউক। যেমন একজন

মুসলমান ইসলাম-শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে অমুসলমান বলিয়া গণ্য হয়, খৃষ্টান বাইবেল না মানিলে খৃষ্ট-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হয়, বৌদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটিকা ত্যাগ করিলে বৌদ্ধ আর থাকে না বা কোন পার্শী যদি জিন্দা ভেস্তা পরিত্যাগ করে তা'হলে সে আর পার্শী থাকিতে পারে না, অথবা শিখ-গ্রন্থসাহেবকে পরিত্যাগ করিলে আর শিখ-পর্য্যায়ে পরিগণিত হয় না—সেইরূপ হিন্দু যদি নিজেকে হিন্দু বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন বা উহা সুষ্ঠু পালন না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় বঞ্চক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে কোন অধিকার থাকিবে না।

*　　*　　*　　*

এই প্রকার বঞ্চক আধুনিক হিন্দুগণ অপেক্ষা, যে-সমস্ত হিন্দু কোটি হিন্দু-শাস্ত্রের সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য না রাখিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম—যথা, বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ, শিখ-সম্প্রদায়, আর্য্য-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি বহু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অনেক ভাল। হিন্দুগণের এবিষয়ে বিশেষ আপত্তিও নাই বা তজ্জন্য তাহারা দুঃখিতও নহে।　　*　　*

পুনশ্চ আপনি আমাদের প্রশ্ন করিয়াছেন যে, হিন্দু, ব্রাহ্মণ জন্মদ্বারা সিদ্ধ হয়, না—ধর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ হয়? সে-বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট সমাধান করিবার জন্য লিখায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এ বিষয়ে আমরাই আপনাকে একটি পরিপ্রশ্ন করিতেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে কি সে পুত্র তাহার পিতার পরিচয়ে পরিচিত হইবে না? ন্যায্য বিচার এই যে, **পুত্র যতই পতিত বা হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হউক না কেন, সে তাহার পিতার পুত্র সর্ব্বদাই থাকিবে।** আবার পিতা যদি নেশাখোর জুয়াচোর হয় তাহা হইলে সে কি তাহার সন্তানের পিতা না থাকিয়া পিতৃব্য হইয়া যাইবে? না ভ্রাতা হইয়া যাইবে? বা উক্ত কারণে তাহাদের নিত্যপিতা-পুত্র সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে? যদি এই কথা অসম্ভব হয়, অথবা পাগলামি বা হাস্যাস্পদ কথা হয় আর যদি তাহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্বীকার্য্য না হয় অথবা আইনসঙ্গত না হয় বা কোনও হীনব্যক্তি স্বীকার না করে, তাহা হইলে **একজন ব্রাহ্মণের সন্তান নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ থাকিবেন না কেন?** মন্বাদি শাস্ত্রেও এরূপ নির্দ্দেশ আছে—যিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন। তাঁহার শরীর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণই থাকিবেন

যদিও তিনি নিরতিশয় কদাচারসম্পন্ন এবং হীন-চরিত্রবিশিষ্ট হন। **তাহাকে বিপ্রাধম বলা যাইতে পারে, কিম্বা পতিত-ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সদাসর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ থাকিবে। অতএব নেহরু অথবা কসাইখানার ব্রাহ্মণ ডাক্তার অধিকারী যে ঘুষ খাইয়া অবধ্য গরুকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই সব সময়েই ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণই থাকিবেন। এইসকল ব্রাহ্মণের হীন কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে পতিত-ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে—অথবা ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বহির্গত করা যাইতে পারে,** তাহাদের সহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা নিজেকে অব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সত্য বা মিথ্যা ব্রাহ্মণই থাকিবেন। সেই **পতিত-ব্রাহ্মণকে** আবার দণ্ডবিধি বা প্রায়শ্চিত্ত-বিধিদ্বারা পরিশোধিত করিয়া সামাজিক ব্যবহারে আনা যাইতে পারে।

আপনি কি মনে করেন, গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অর্থে আপনার সিদ্ধান্ত যে, ব্রাহ্মণ জন্মদ্বারা নহে পরন্তু কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইবে? অনুগ্রহ করিয়া আপনি এবিষয়ে আমাদের "Caste System and Suppliment" এই পুস্তকখানি ভাল-ভাবে পড়িবেন এবং বিশেষ করিয়া ঐ পুস্তকের ৬, ৫৯, ৬০ ও ৮৩ পৃষ্ঠার প্রতি আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর যদি আপনি জন্মদ্বারা বর্ণ-বিভাগ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আপনিই বলুন যে, নবপ্রসূত শিশু বা বালকদিগকে কোন্ বর্ণে সংজ্ঞা দিবেন এবং সেই সংজ্ঞা দিবার অধিকার কাহার থাকিবে? অথবা সেইপ্রকার সংজ্ঞা বা বিচার বিনা ওজর আপত্তিতে কে কে স্বীকার বা গ্রহণ করিবে? সেইভাবে ত' সকলেই উচ্চ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবে! প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন কি একদিনের মধ্যেই বহুবার গুণের পরিবর্ত্তন দেখা যায়; সুতরাং সে-বিষয়ে কে বিচার করিয়া গুণের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিবে? **সুতরাং গুণ-কর্ম্মের দ্বারা বর্ণ স্থির করা কখনই সম্ভবপর নহে।** আরও দেখুন যে, জগতের মধ্যে যোনি-বিচার, জাতি-বিচার, স্বদেশ-বিচার, শব্দ-বিচার আকৃতি-প্রকৃতি-বিচার, রক্ত-বিভাগ-বিচার, বংশ-বিচার ইত্যাদি সবই পিতা হইতে পুত্র এই ভাবেই চলিতেছে; তবে বর্ণ-বিচার সেইভাবে কেন চলিবে

না? **আমরা স্বীকার করি যে, "জাতিমাত্রোপজীবিগণ" অত্যন্ত জঘন্য এবং সেইরূপ ব্রাহ্মণকে আমরা জঘন্য ব্রাহ্মণই বলি,** কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা ব্রাহ্মণই থাকিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। আমরা আশা করি যে, আপনার এবিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অনুকূলে আমরা বহুপ্রকার যুক্তি দেখাইলাম। ইহা ছাড়াও যদি আপনার সন্দেহ চালু থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে লিখিবেন এবং আমরা সর্ব্বদাই আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। আমাদের মনে হয়, আপনি যদি একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করেন তাহা হইলে খুবই উত্তম হয়। কারণ সাক্ষাতে আমরা আপনার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিব। * * * ইতি—

উক্ত পত্রের আমি যে ইংরাজী ভাষায় উত্তর দিয়াছি, তাহাও এস্থলে বঙ্গানুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্তও আমি আমার পত্রের প্রত্যুত্তর পাই নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি আমার যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং 'পতিত ব্রাহ্মণ,' 'নকল ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি কথাগুলি দরিদ্র-নারায়ণের ন্যায় কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র, শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা নহে।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত, মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত উত্তরের বঙ্গানুবাদ)

প্রিয় মহাশয়! আমি আপনার ২৩।২।৫৪ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত ভগ্নমনোরথ হইলাম। আপনি সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্রধর্ম্ম-প্রচার সভার উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা সকল মনুষ্যজাতিরই উপকারে আসিবে—এই বিচারে ঐ কার্য্য অত্যন্ত মহৎ, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এই মহৎকার্য্য সম্পাদনের বিপক্ষে আমার যে শঙ্কা আপনাদের উপর বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই শঙ্কা আরও গভীরভাবেই আপনার পত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইল। আমি বিশেষ সম্মানের সহিত আপনাদের মতবাদ স্বীকারে অসম্মত হইতেছি; কারণ ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, আপনাদের এই প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধান্ত কোনদিনই আপনাদের উচ্চ আদর্শকে কার্য্যকরী করিতে পারিবে না। হাড়-মাংসের থলি পচা দেহের উপর যাহাদের এত আসক্তি তাহাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই আসুরিক। কারণ, অব্যয় আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তুর বিচার না থাকিলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞতা বলিয়া প্রকাশ পায়। আপনাদের এই প্রকার 'আসুরিক বর্ণাশ্রম'-বিচারই জগতের

সমস্ত দুর্দ্দশার কারণ এবং আমার বিশেষ দুঃখ এই যে, আপনাদের এই বৃহৎ কার্য্য-ক্রমের ভিতর সেই সঙ্কীর্ণতা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আপনার পত্রের 'পুনশ্চ'-(P. S.)-বিভাগে আপনি যে-সমস্ত যুক্তি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইগুলি সমস্তই আপনার পত্রের প্রারম্ভ বিভাগের বিপরীত কথা।

আপনি পত্রের প্রারম্ভে বেশ বিচক্ষণতার সহিত বলিয়াছেন—

"আপনাদের মত মহান ব্যক্তি আজকাল কলিযুগে খুবই বিরল। অপর-পক্ষে লোকে এত অসাধু হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নিজেকে মুখে 'হিন্দু' বলাসত্ত্বেও এবং 'হিন্দু শাস্ত্রের মর্য্যদা-রক্ষক' বলা সত্ত্বেও (কারণ হিন্দুধর্ম্ম অর্থেই শাস্ত্রধর্ম্ম বুঝায়) তাহারা সকলেই হিন্দু শাস্ত্রের গর্হণ করিয়া থাকে। 'হিন্দু' শব্দে হিন্দু-শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষক বুঝায়। অতএব হিন্দুর কর্ত্তব্য হইতেছে যে, হয় তাহারা নিজেদের 'হিন্দু' বলিয়া 'হিন্দু-শাস্ত্রের মর্য্যাদা' যথাযথ রক্ষা করুক, আর তাহা না হইলে হিন্দু শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অহিন্দু সম্প্রদায়ে মিলিত হউক" ইত্যাদি—

আপনি এই সমস্ত কথা বলিবার সময় পণ্ডিত নেহরুর মত ব্যক্তিকেও কটাক্ষ করিয়া অন্যান্য আধুনিক হিন্দুগণের সহিত তাঁহাকে 'অসৎ বঞ্চক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার হিন্দু বা পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই সকল বিপথগামী লোকগুলিকে আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন কিনা? তখন আপনি আপনার নিজেরই কথার বিপক্ষে বলেন যে,—সেই সকল 'অসৎ বঞ্চক'গুলি সকলেই নিরীহ হিন্দু সন্তান বা ব্রাহ্মণ-সন্তান। আপনার এই ভাবের কথাগুলি কি পরস্পর বিরুদ্ধ দোষ-যুক্ত নহে? যদি আপনি এই প্রকার বিপথগামী হিন্দু বা ব্রাহ্মণকে সকল দোষ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ বা হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনার সাধারণ বিপথগামী হিন্দুগণকে 'অসৎ বঞ্চক' বলিবার সার্থকতা কি আছে? আপনি কি বলিতে চাহেন যে, 'ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়' 'হিন্দু পর্য্যায়ের' বহির্গত সমাজ? ব্রাহ্মণ কি হিন্দু-শাস্ত্রের শাসনাধীন নহে? এই প্রকার যুক্তির কি মূল্য থাকিতে পারে? আপনি বলেন যে, **পতিত-ব্রাহ্মণ** (এই কথাটিই বিরুদ্ধার্থবোধক শব্দ, কারণ 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন। অতএব, হয় একব্যক্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইবেন, না হয় সেই ব্যক্তি মূর্খ পতিত হইবে; কিন্তু পতিত ব্রাহ্মণ কিভাবে সিদ্ধ হইবে?) হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অস্বীকার

না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। যদি আপনার ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে আপনার সাধারণ হিন্দুগণকে—যাহারা ঠিক শাস্ত্র বিচার গ্রহণ করে না, তাহাদিগকে 'অসৎ বঞ্চক' বলিবার কি অধিকার আছে? আজকাল যেমন 'সোণার পাথর বাটি'র ন্যায় 'দরিদ্র নারায়ণ' (?) ইত্যাদি অপশব্দগুলি ব্যবহারে আসিয়াছে, আপনিও সেইপ্রকার "পতিতব্রাহ্মণ", "পচা ব্রাহ্মণ", "মিথ্যা ব্রাহ্মণ" ইত্যাকার অনেকগুলি বিরুদ্ধার্থ-বোধক শব্দের আবিষ্কার করিয়াছেন। সনাতন-শাস্ত্রধর্ম্ম-প্রচারকের জন্য এইসকল বিরুদ্ধার্থসাধক শব্দগুলির কোনই সার্থকতা নাই। আপনার যুক্তির অসারতা এইরূপ—যথা, আপনি একব্যক্তিকে 'অসৎ বঞ্চক' বলিয়া একই সময়ে তাহাকে ব্রাহ্মণের উচ্চপদ যাহা শাস্ত্রে খুব উচ্চআদর্শ বলিয়া স্বীকৃত, সেই সম্মান দিবার জন্য খুবই ব্যগ্র। এই প্রকার অপচেষ্টা গান্ধীর 'হরিজন' আন্দোলন অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তিনি যেমন চামার ভাঙ্গীকে 'যেমনটি তেমনই' রাখিয়া তাহাদের 'হরিজন' মার্কা বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছিলেন, আপনিও সেইপ্রকার একটী পতিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইতে চাহেন। একটা পতিত ব্যক্তি যদি নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কতকগুলি বিরুদ্ধার্থপোষক বোকা লেকের নিকট ব্রাহ্মণের সম্মান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অসৎ বঞ্চক কেন ব্রাহ্মণ-পদবী লইতে নিজে অস্বীকার করিবে? আপনার এই মেয়ে মহলের ন্যায়ালঙ্কার আমরা কোনদিনই স্বীকার করিতে রাজি হইব না। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,**
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড।

অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি

'অকিঞ্চন' শব্দের সাধারণ অর্থ—যাহার কোন বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা বা কামনা নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য হইলেও নিজকে দরিদ্র, কাঙ্গাল মনে করেন। পৃথিবীতে জড়বস্তুর অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালগণের হৃদয়েও পার্থিব সুখ-সাধক জড়বস্তু-লাভের উৎকট লালসা দেদীপ্যমান। কোন ধনী ব্যক্তি এইরূপ অকিঞ্চন বা কাঙ্গালকে অর্থাদি প্রদান করিয়া তাহার অকিঞ্চনত্ব বা কাঙালত্বের তাৎকালিক নিবৃত্তি করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু চেতন ভূমিকার প্রত্যেক জীবাত্মাই অকিঞ্চন। শুদ্ধ আত্মা নিত্যকালই জড়বস্তুলাভে

বিতৃষ্ণ বা ভোগ-স্পৃহাশূন্য। তিনি কখনও জড়ীয় তৃপ্তি বা জড়-ভোগসুখ-সমৃদ্ধ হইতে চাহেন না, তিনি বরং অধিকভাবে অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইতেই বাসনা করেন। অকিঞ্চনগণ স্বাভাবতই শরণাগত। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা মহাজনগণের নিম্নলিখিত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

কবে মোর মূঢ়মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন॥

(কল্যাণকল্পতরু লালসাময়ী প্রার্থনা ৫)

মহাজনের এই পদ হইতে বুঝিতে পারি—জীব 'জড়বস্তুর ভোগস্পৃহা অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক'—ইহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মনকে মূঢ় দুষ্ট জানিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে গাঢ়াভিনিবিষ্ট রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। শুদ্ধ জীব স্ব-স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ হওয়ায় জাগতিক 'বড় হওয়ার' দুষ্প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে এবং সকলের ভৃত্যানুভৃত্য হইবার মত চিত্তবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষণ করিতে দৃঢ়সংকল্প করিতেছেন।

মহাজনগণ মানবগণের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া অনেক স্থলে 'বদ্ধ ও মুক্ত', 'জাগতিক ও পারমার্থিক', 'অজ্ঞরূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি' প্রভৃতি শব্দে 'দিব্যজ্ঞান-লব্ধ ব্রাহ্মণ' ও 'দিব্যজ্ঞানহীন শূদ্রের' মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত ভেদ-দ্যোতক শব্দ শ্রবণ করিয়া তথাকথিত নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অনেক সময় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপহাসাত্মক উক্তি দ্বারা সদসদ্-বিচার-রাহিত্যকে বা সর্ব্বসমন্বয়কেই বহুমানন করেন বা জাগতিক ও পারমার্থিক চিত্তবৃত্তির মধ্যে কতটা ব্যবধান বা বৈলক্ষণ্য আছে তাহা চিন্তা করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু যদি জাগতিক একজন সুকাঙ্গাল ও পারমার্থিক কোন সুকাঙ্গাল ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহা লক্ষ্য করা যায়, তবে 'সুকাঙ্গাল'এই একই শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের চিত্তবৃত্তির সমন্বয়ের বিচার যে অত্যন্ত অজ্ঞতামূলক ও বঞ্চনাময় তাহা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

দিব্যজ্ঞানহীন বা বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ অপরা বিদ্যাবান্ হইয়াও শোক-মোহ-ভয়প্রদ বস্তুর ও চঞ্চল পরিণামে ক্ষোভজনক উচ্চপদবী বা অন্যের উপর প্রভুত্ব-লাভের আশায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ও আপ্রাণ চেষ্টাবিশিষ্ট। প্রত্যহ জড়ীয়-ধনের অকিঞ্চিৎকরত্ব, উচ্চপদবী হইতে সহসা পতন, অন্যের উপর প্রভুত্ব

করিতে যাইয়াত তাহারই বশীভূত হওয়ার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইলেও অবিদ্যা-মোহগ্রস্ত জীবসকল অশেষ দুঃখপ্রদ তত্তদ্‌বস্তুর প্রতি লুব্ধ হইয়া অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন, শোকগ্রস্ত ও অবসন্ন হইতেছে। অথচ তাহারা জড়বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চপদবী বা সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চিত্তবৃত্তিকে গর্হণ করা দূরের কথা, দম্ভভরে প্রকৃত অকিঞ্চনতাকে কাপুরুষতা বা উন্মত্ততা বলিয়া বিবেচনা করে ; ইহাই দৈবীমায়ার মোহিনী শক্তি !

যখন আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যোদয় হয়, তখন মহাজনগণের বাণীতে প্রকাশিত অকিঞ্চনতার কথা বা লক্ষণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও চমৎকৃত হই। শ্রীশ্রীরূপানুগ সাধুবৃন্দের বাণীতে ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীতে আমরা অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি সুস্পষ্টীভূতভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বভাব-বিরুদ্ধ নিসর্গগত দাম্ভিকতা পরিহার করিবার জন্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা দৈন্যযুক্ত সেবকই যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সুসংলগ্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন—এই সুবিজ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥

অর্থাৎ 'আমি বিপ্র, ক্ষত্রিয়' এইরূপ বর্ণগত দম্ভকে কিম্বা 'আমি বৈশ্য, শূদ্র' এইরূপ বর্ণগত হীনতাহেতু অশান্তিজনক বিচার হৃদয়ে স্থান দিব না। অথবা 'আমি সন্ন্যাসী', 'আমি বানপ্রস্থ', 'আমি ব্রহ্মচারী' এইরূপ আশ্রমগত দম্ভকে কিম্বা 'আমি গৃহস্থ' এইরূপ বাহ্যাভিমান-জনিত কৃত্রিম দৈন্যকে হৃদয়ে স্থান দিব না। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীগুরুদেব, তদভিন্ন শ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দ, তাঁহাদের শ্রীচরণের লঘুতম রেণুই যে আমার সত্তা—এই শুদ্ধ অভিমান আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধমূল থাকিবে। আমি সকলের দাসানুদাস হইব। আমি দম্ভ-দৈত্যকে আর প্রশ্রয় দিব না। দম্ভ-দৈত্য 'বড়' হইবার বুদ্ধি দিয়া ক্রমশঃ আমাকে অধোগামী নিরয়গামী করিতেছে। বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মধূলি না হইতে পারিলে আর অসমোর্দ্ধ ভূমিকা শ্রীবৃন্দাবনধামে আমার গতি হইবে না। বর্ণ ও আশ্রমাদি ঔপাধিক জড়াহঙ্কার-প্রমত্ত ব্যক্তি হীন অবর লোকেই নিপতিত থাকিবে। 'বড়' হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অধিকতরভাবে লাঞ্ছিত

হইতে থাকিবে। অতএব আমি সুদৃঢ় বিশ্বাস করিব যে, জীবের 'বড়' হওয়ার প্রবৃত্তিই মূঢ়তা এবং ভগবদ্ভক্ত-পদরেণু হওয়ার প্রবৃত্তিই সুমেধা।

জাগতিক কাঙ্গাল বা দরিদ্রগণের যে জড়ীয় বস্তুলাভের আশা হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে, মহাজনগণ সেইরূপ আশা বা বাসনাকে অন্তরে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবার পারমার্থিক কাঙ্গালগণের বৈষ্ণবে রতিলাভের কামনা বা বৈষ্ণবের পদধূলি হইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ত হৃদয়ে জাগরুক থাকে, তাহাই প্রত্যেক জীবাত্মার অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু অকিঞ্চনের ও শরণাগতের একমাত্র অনুক্ষণ স্মরণীয় নিম্নলিখিত শ্লোকটী জানাইয়াছেন—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি ॥

শ্রীশ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ আমি অতি দীন কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। আমার মত ঘৃণ্য জীব আর কেহ নাই। আমি এত দম্ভপরায়ণ ও বহির্ম্মুখ যে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মরূপ-সাম্রাজ্যের ধূলিরূপে অভিষিক্ত বা প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া মায়িক জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার আশায়—অনাদিকাল হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া এখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। এখন মহাজনগণের পাদপদ্মই আমার একমাত্র শান্তি-নিকেতন। তাঁহাদের পদরেণুই আমার স্বরূপ, ইহা জানিয়া কিরূপে কতদিনে মহাজনগণ-শিরোমণি শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মে একটী রেণুরূপে সংলগ্ন হইতে পারিব, এই আশায় পুনঃ পুঃ নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের ভাষায় প্রার্থনা করি—

"প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি ॥"

জাগতিক কাঙ্গালগণ যে বিষয়লাভের জন্য অনুক্ষণ প্রার্থনা করে, পারমার্থিক অকিঞ্চন কাঙ্গালগণ সেইরূপ জড়বিষয়-বাসনারূপ চিত্তবিকার হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য, শ্রীশ্রীরূপানুগ সাধুবৃন্দের নিকট নিরন্তর নিষ্কপটে উচ্চৈঃস্বরে কাতর ভাবে ক্রন্দন করেন। জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গালগণ যে-লোভে অন্ধ-বধির হইয়া সর্ব্বসন্তাপহারী বৈষ্ণবের প্রতি দৃষ্টিপাত অথবা তত্ত্বজ্ঞান-হীনতারূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বিনাশিনী সাধুজন-শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীতে কর্ণপাত করে না, শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের একান্ত কাঙ্গালগণ সেই বিষম বিষয়াভিনিবেশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ও বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-নখশোভা

সন্দর্শন ও তাঁহার বীর্য্যবতী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী অনুক্ষণ শ্রবণের নিমিত্ত ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে প্রার্থনা করেন। পারমার্থিক কাঙালগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপচ মৎকারিতাপূর্ণ তাহা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরুর' গীতিটীতে সুপ্রকাশিত করিয়াছেন,—

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।　　আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।　　না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।　　শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।　　উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।　　নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।　　নিবাইবে তর্কানল চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শুনে উদিবে পুলক।　　রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।　　বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

—শ্রীবাসুদেব দাস (ব্রহ্মচারী)

গৌড়ীয়ের রুদ্র-বর্ষ

"কাজীর কাছে হিন্দুর পরব"

গৌড়ীয়ের একাদশ বর্ষের নাম রুদ্র-বর্ষ। সংখ্যা-বিচারে একাদশ সংখ্যার নাম 'রুদ্র'-সংখ্যা। রুদ্র-দিবসেই গত আত্মার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। শ্লেষোক্তিতেও শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকে অন্তিম ক্রিয়া বলা হয়। কোন ব্যক্তি মৃত হইলেই তাহার শেষ হয় না। শ্রাদ্ধের দ্বারাই তাহার শেষকার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং কাহারও শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ বলিলে তাহাকে নিঃশেষ করা বুঝাইয়া থাকে। গৌড়ীয়ের এই রুদ্র-বর্ষে কতকগুলি মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আবশ্যক। কেন না, যাহারা বায়ুভূত নিরাশ্রয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শনে যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, অথচ তাহাদের ক্ষীণ সত্তা প্রেতযোনি লাভ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনুভূত হয়, তাহাদের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি না হইলে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবে?

গুরু নানকজী এই বৈদিক শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পরজগতের দেবতাগণের প্রতি কোন আস্থা ছিল না। বৈদিক শাস্ত্র, উপনিষৎ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার নিকট বৈদিক ব্রাহ্মণগণের একাদশাহে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া একটা উপহাসের বিষয় ছিল। সুতরাং শ্রাদ্ধ-বিরোধী নানকপন্থী, কবীর পন্থী, নিম্নরেতা, গৃহমস্থী প্রভৃতি প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ও প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বহু সাম্প্রদায়িক-গণের একাদশ বর্ষে সপিণ্ডীকরণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ হয়ত

বলিবেন,—যাহাদের শ্রাদ্ধে বিশ্বাস নাই, তাহাদের জন্য শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যক কি? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বস্তুশক্তি নষ্ট হইবার নহে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বস্তুর ক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না—দ্রব্যগুণ প্রকাশিত হইবেই। সাধারণ কথায় বলে—জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, বিষ খাইলেই মৃত্যু ঘটিবে। কবির-সম্প্রদায়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিষবৎ। তাহা হইলেও 'বিষে বিষক্ষয়', ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। সুতরাং অবিশ্বাসের **'শৈলেন্দ্র'** শাস্ত্রীয় আণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা ধ্বংস হইবেই।

দেব-দানবের লড়াই চিরদিনই আছে ও থাকিবে। হিরণ্যকশিপু সত্যযুগে সর্ব্বাপেক্ষা ধীশক্তি-সম্পন্ন সম্রাট্ হইয়াও ক্ষুদ্র শিশু প্রহ্লাদের ইচ্ছামাত্রই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ও দশদিক্ চিন্তা করিয়া কার্য্যক্ষম দশমৌলি রাবণ কপিকুল-পতি হনূমৎ-চেষ্টায় শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সর্ব্বতোভাবে নিহত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে কংস-নামধারী ক্লীবপুরুষ ভারত-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও শিশু কৃষ্ণের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'মেদিনী-গর্ভোত্থিত শ্রী-হীন শৈলেন্দ্রও' যুক্তি-তর্কের উন্নত শিখরে যতই উত্থিত হউন কেন, তাহা যবন-জোলার উপজীব্য পর্য্যুষিত অমেধ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতিমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত জীব-বৈশিষ্ট্যের গভীরতম শাস্ত্রালোচনার বজ্রাঘাতে শৈলেন্দ্রের উচ্চতম শিখর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রেম-বন্যা পর্য্যুষিত অমেধ্যের পূতিগন্ধ বিধৌত করিয়া অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-ধর্ম্মের অমৃতধারা প্রবাহিত করিবে।

মেদিনীপুর-সহরের শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি কর্ণেলগোলা হইতে সনাতন-ধর্ম্ম-জগতে "আলোকতীর্থ"-নামক এক দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত গোলা বিস্ফোরণ করিয়াছেন। এই কর্ণেলগোলায় নিরপেক্ষ শান্ত নিরীহ ধর্ম্ম-রাষ্ট্রের ধ্বংস বিধানের জন্য জঙ্গী-প্রণালীতে বা মিলিটারী-বিধানে অসৎযুক্তির বারুদে নানাবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। মেদিনীপুর-সহরস্থ উক্ত কর্ণেল-গোলার কেল্লার নাম—"সন্ত ধাম"। আসামী ভাষায় 'স'এর উচ্চারণ 'হ' হইয়া থাকে। বাংলাদেশেও এইরূপ উচ্চারণ বর্ত্তমান 'ঘোষাল' হইলে বিশেষ দোষের হইবে না। যেহেতু ইহা 'সন্ত ধাম' না হইয়া 'হন্ত ধাম' বা Slaughter house (কসাইখানা) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ উহা কবির সাহেবের বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হিন্দু-লাঞ্ছনার একটী প্রধান দুর্গ।

কবির সাহেবের ইতিহাস ভারতের ধর্ম্ম-জগতের ঐতিহাসিকগণের নিকট অপরিচিত নহে। কবির সাহেব নিম্নশ্রেণীর মুসলমান কুলে আর্থৎ জোলার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কতক হিন্দু-সমাজ মুসলমানের আচার ব্যবহারের সহিত তাঁহার কিছু পার্থক্য আছে মনে করিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া দাবী করেন এবং উক্ত সাহেবের হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই দেখিয়া ও মুসলমান-কুলে আবির্ভূত জানিয়া ইসলামীগণ তাঁহাকে দাবী করেন। ফলে তাঁহার মৃতদেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ মুসলমানগণ ভূ-প্রোথিত করিয়া কবর দেন, বাকী অর্দ্ধাংশ হিন্দুগণ কাশীরাজের রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক দাহ করেন। কবির-পন্থীর ইতিহাস ভারতবাসীর নিকট নূতন নহে। শৈলেন্দ্র বাবু বোধহয় বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও আদর্শ লইয়াই 'না হিন্দু, না মুসলমান' এইরূপ এক মাঝামাঝি সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন! কারণ তিনি (শৈলেন্দ্রবাবু) রামকৃষ্ণ মিশন হইতে জানিতে পারিয়াছেন—রামকৃষ্ণদেব হিন্দু হইয়াও মুক্তকচ্ছে মুসলমানের মসজিদে গিয়া 'আল্লা হুঁ আকবর' মন্ত্র জপ করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন! সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মও মন্দ নহে, কেন আর আমরা মুসলমানের হস্তের লগুড়াঘাতে প্রাণত্যাগ করি, ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর ক্ষতি কি? সব ধর্ম্মই সমান! আবার হয়ত মনে করিয়াছেন,—হিন্দু ভ্রাতৃ-সম্প্রদায় ও আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হইলে ত আমার হাতের জল গ্রহণ করিবে না, আমাকে স্পর্শ করিবে না, আমাকে 'অহিন্দু' বলিয়া সমাজচ্যুত করিবে, বর্ত্তমান সমাজতন্ত্রের যুগে আবার হয়ত বিপদে পড়িব!—এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া বোধহয় স্থির করিয়াছেন—Via-media অর্থাৎ মাঝামাঝি উভয় কুল রক্ষা করিয়া এক নবীন পন্থা আবিষ্কার করা যাক্। তাঁহার এই চিন্তার পরিপোষকরূপে কবির সাহেবই আদিগুরুরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা শৈলেনবাবুকে প্রশ্ন করিতেছি,—তিনি কি হিন্দু, না—মুসলমান? কবির সাহেবের 'দুই নৌকায় পা' দেওয়া আছে, তিনিও কি তাহাই করিয়াছেন? যাহা হউক, তিনি আমার এই প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিলেও দোষী সাব্যস্ত হইবেন, 'না' বলিলেও অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। আমরা শৈলেন বাবুকে হিন্দু-ধর্ম্মের বহির্ভূত কবির-পন্থী বলিয়া ধরিতে পারিয়াছি। ইহা তিনি তাঁহার রচিত "আলোক তীর্থ" গ্রন্থের কতিপয় ক্ষেত্রে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও অনেকস্থলেই তিনি স্পষ্টতঃ ধরা

দিয়াছেন যে, তিনি কবির-পন্থী, সুতরাং হিন্দু নহেন। তিনি অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া বৈদিক সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে অযথা সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছে—"**কাজীর কাছে হিন্দুর পরব।**" আমরা উক্ত গ্রন্থের নিরপেক্ষ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ১১শ বর্ষে রুদ্রের অসুর-বিনাশের লীলা স্মরণ করিব। পূর্ণপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই রুদ্রের দ্বারা বহু অসুরকে মোহিত করিয়াছিলেন, 'সুদর্শনে'র দ্বারা অনেক দৈত্যের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় লীলাদ্বারা দানব-দলনের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের ইহাই আদর্শ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ২২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতি-মাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণকারীর নাম —শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি—হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিম বঙ্গ। (৪) প্রকাশক—ঐ। (৫) সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—হিন্দু, সারস্বত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি ভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে,উপরিলিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫। ইং—১৪।৩।৫৯।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

১১শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২১ বিষ্ণু, ৪৭৩ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৬৫ ; ইং ১৪।৪।৫৯ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনারদকৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-চতুর্দ্দশকম্"

(শ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশেঽধ্যায়ে—১০-২৩)

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো॥ ১॥
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ॥ ২॥

(অনায়াসে কেশি-বধকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারদের উক্তি—)

হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, অচিন্ত্যপ্রভাব, হে জগদীশ্বর, হে বাসুদেব, হে নিখিলাধার, হে যাদবশ্রেষ্ঠ, হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে প্রভো, কাষ্ঠ-সমূহের মধ্যস্থিত অগ্নির ন্যায় আপনি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরস্থ আত্ম-স্বরূপ। পরন্তু আপনি অতিশয় গূঢ়, যেহেতু গুহাশয় অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বেরও পরবর্ত্তী সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বনিয়ন্তা মহাপুরুষস্বরূপ॥ ১-২॥

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সস্বজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যত্স্যবসীশ্বরঃ ॥ ৩ ॥

আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে (সাধনান্তর নিরপেক্ষ হইয়া) সৃষ্টির আদিতে স্বীয় মায়া-শক্তিদ্বারা গুণসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পরে ঐ গুণসকল দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার এবং পালন করিতেছেন। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্ ॥ ৩ ॥

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্য-প্রমথ-রক্ষসাম্।
অবতীর্ণো বিনাশায় সেতুনাং রক্ষণায় চ ॥ ৪ ॥

এবম্বিধ আপনি পৃথিবীতে নরপতিরূপে বর্ত্তমান দৈত্য প্রমথ ও রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের রক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়াহয়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ৫ ॥

যে কেশি-দৈত্যের হ্রেষাধ্বনিতে ভীত হইয়া দেবগণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ভাগ্যক্রমে অশ্বরূপী সেই অসুর আপনা কর্ত্তৃক অনায়াসে নিহত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্।
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোহনি তে বিভো ॥ ৬ ॥
তস্যানু শঙ্খ-যবন-মুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ৭ ॥
উদ্বাহং বীর কন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণম্।
নৃগস্য মোক্ষণং শাপাদ্দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ৮ ॥
সমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ৯ ॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্য্যাশ্চ দীপনম্।
দন্তবক্রস্য নিধনং চেদস্য চ মহাক্রতৌ ॥ ১০ ॥
যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥ ১১ ॥

হে জগন্নাথ, অনন্তর শঙ্খ যবন মুর এবং নরকাসুরের বধ, স্বর্গ হইতে সবলে পারিজাত বৃক্ষ হরণ, ইন্দ্রের পরাজয়, বীর রাজগণের কন্যাগণকে বীরত্বরূপ শুল্কাদির বিনিময়ে বিবাহ, দ্বারকায় বিপ্রগোহরণ-জনিত শাপ হইতে নৃগরাজের উদ্ধার, জাম্ববতীসহ স্যমন্তক মণি-গ্রহণ, যমপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রকাসুর-বধ, কাশীপুরীর দাহ, দন্তবক্র-বধ, রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালবধ এবং দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া আপনি অন্যান্য যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তাহা আমি দর্শন করিব এবং কবিগণও ভূতলে ঐ সমস্ত আখ্যান কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৬-১১ ॥

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর বিশ্ববিনাশক কালরূপী আপনি অর্জ্জুনের সারথিরূপে কুরুক্ষেত্রে অক্ষৌহিণী সমূহের নিধন করিবেন। ঐ লীলাও আমি দর্শন করিব ॥ ১২ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপ-পরমানন্দ-রূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্ট-বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িকগুণ-প্রবাহ সর্ব্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৩ ॥

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

আপনি সকলেরই প্রভু, সুতরাং স্বতন্ত্র, অর্থাৎ জীব, কাল, কর্ম্ম কিছুরই বশীভূত নহেন ; এই প্রপঞ্চগত অসংখ্য বৈচিত্র্য বা চিচ্ছক্তিগত বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র্য আপনার নিজ শক্তি-প্রভাবেই রচিত। সম্প্রতি লীলার জন্য কংসাদি মনুষ্যের সহিত তজ্জাতীয় যুদ্ধ-ক্রীড়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনি যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতকুলের (নিত্য) পতি ; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবানের অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-রহস্য

তন্ত্রভাগবত বলেন,—'কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে পরমেশ্বর ভগবান্ দেহ পরিগ্রহ ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ় লোকের বুদ্ধি-অনুসারেই পঠিত হয়।' বরাহ পুরাণ বলেন,—তাঁহার (ভগবানের) বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই। যোগিত্বনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া তিনি—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু।

সেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্‌বিষ্ণুবিগ্রহগণের দেহাদি সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা—উভয়ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দরাশি (সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাঁহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতাধিক্য-শূন্য। ঈশ্বর-বিষ্ণুবস্তুতে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে ঈশ্বর-বিষ্ণুর একটি 'দেহ-স্বীকার' প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয়, তাহা নট-কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীর হস্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগহেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু ঈশ্বর-বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইয়াও 'তাঁহার এই রামরূপ,' 'তাঁহার এই কৃষ্ণরূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—ভগবান্ স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, অথচ সর্ব্বতোভাবে স্থূল ও অণু। চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ-হেতু ভগবান্ যদিও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন, তথাপি পরমেশ্বর-বস্তুতে কোনও প্রকারেই জড়ীয় দোষের আরোপ কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু বহির্দৃষ্টিতে আপাত-বিরুদ্ধ গুণসমূহ থাকিলেও তাহারা পরস্পর-অচিন্ত্যরূপে অবিরুদ্ধ (সমন্বিত)-ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন,—"ভগবান্ পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন তাঁহাতেই অপ্রাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। পরন্তু কোনপ্রকারেই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না; কেন না তিনি পরম-বস্তু। কোন কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি বলিয়া উঠেন যে, গুণ ও দোষ, উভয়ই মায়াদ্বারাই প্রাপ্ত বা আরোপিত। তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্‌-বস্তুতে যখন আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিত্বই নাই, তখন মায়া-

সম্বন্ধী গুণই বা তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং ভগবদ্‌গুণ-রাশি—মায়াদ্বারা প্রাপ্ত বা আরোপিত নহে, পরন্তু সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত। তিনি অমায়িক (অর্থাৎ নিরস্তকুহক অপ্রাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে পরমবস্তু বলিয়া জানেন।"

তবে মায়ামুগ্ধ অক্ষজজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বদ্ধজীবের ন্যায় সর্পদংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার সুমীমাংসা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ আচার্য্যগণ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানতত্ত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত-রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।

(ভাঃ ১।১৪।৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) 'যদাত্মনোঽঙ্গ-মাক্রীড়ং ভগবানুৎসিস্বক্ষতি।' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'অঙ্গং—পৃথিবীম্। যদা ত্যাগাদিরুচ্যেত পৃথিব্যাদ্যঙ্গকল্পনা। তদা জ্ঞেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্‌বিষ্ণুরুৎসৃজেৎ॥—ইতি ব্রহ্মতর্কে।' অর্থাৎ

'অঙ্গ'-শব্দে পৃথিবী। ব্রহ্মতর্ক বলেন,—শাস্ত্রাদিতে ভগবদন্তর্দ্ধানবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন ত্যাগাদি শব্দ কথিত হয়, তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জ্জন করেন না।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য)।

"আক্রীড়'-শব্দে—ক্রীড়া (লীলা)-স্থান অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ। 'অঙ্গ'-শব্দে—নিজভূমি; যেহেতু 'পৃথিবী যাঁহার শরীর' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ) অথবা, ভগবান্ যখন নিজের ক্রীড়া-সাধন অর্থাৎ লীলা-সম্পাদক 'অঙ্গ' অর্থাৎ মনুষ্য-নাট্য (মানুষের ন্যায় প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত লীলানুকরণ) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই কালই কি আসিয়া উপস্থিত হইল?" (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

"'অঙ্গ' অর্থাৎ স্বধামগমন-হেতু প্রাকৃত বিরাট্ রূপ।" (—ক্রমসন্দর্ভ)। (ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৬ শ্লোকে শৌনকাদিমুনির প্রতি শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি—"যয়াঽহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্॥ যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়-সৎকথঃ।" অর্থাৎ—

(যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহেন, এবম্বিধ সাধারণ মর্ত্ত্যজীব) যাদবগণ

হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষ বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে সকল মন্দমতি অজ্ঞ বহির্ম্মুখব্যক্তি উভয়কেই 'সমান' বলিয়া অভিহিত করেন, শ্রীস্থতগোস্বামী এই দুইটি শ্লোকে তাঁহাদিগের নিকট উভয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'যয়া'-শব্দে (মায়ামুগ্ধ সামান্য মর্ত্ত্যজীবসম) যাদবরূপা তনুর দ্বারা পৃথিবীর ভার (কণ্টক যেমন কণ্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তদ্রূপ) হরণ করিয়াছিলেন। 'যাদবতনু' ও 'ভূভারতনু'— এই দুইটি শরীর হইলেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংহারযোগ্য বলিয়া উভয়েই 'সমান' অর্থাৎ প্রাকৃত।

তিনি মৎস্যাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ করেন, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন,—নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া অন্য একটি রূপ ধারণ ও পরিহার করে, তদ্রূপ ভগবান্‌ও (সেই প্রাকৃত-লোক-দৃশ্য) কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিজশ্রীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন।

ভগবানের সশরীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটিয়াছে বলিয়া ভগবান্ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"— (শ্রীধরস্বামিপাদ)।

"এস্থলে 'তনু', 'রূপ' ও 'কলেবর'—এই তিনটি শব্দে শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট এবং দেবাদিপালনেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়কেই বলা হইতেছে ('দেহ' বলা হইতেছে না)। যথা ভাঃ ৩।২০।২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭, প্রভৃতি শ্লোকে তত্তৎ শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ('দেহ' নহে)। যদি সেস্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এস্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্ধেও তাহাই করা সুসঙ্গত। তজ্জন্য ভগবানে ঐভাবটি (স্বরূপগত 'বাস্তব' নহে, পরন্তু) আভাসরূপবলিয়া কণ্টক-দৃষ্টান্তটি সুসঙ্গতই হইয়াছে (অর্থাৎ কণ্টকোন্মোচনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ কণ্টক ও উন্মোচক-কণ্টক, দুইটি যেমন সমান, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট ভূভারতনু অর্থাৎ ভূভারভূত অসুর বা বিরাট্‌রূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতমর্ত্ত্যজীব-সদৃশ যাদবতনু,—এই উভয়ই সমান)। এসম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয় (পরমাত্ম) সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে।

মৎস্যাদি অবতারে 'মৎস্যাদিরূপ' শব্দে দৈত্যবধেচ্ছাময়ভাব। * * শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট যেমন নটস্বরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই পূর্ব্বস্বভাববশে অভিনয়ের সহিত গান করিতে করিতে নায়ক, নায়িকাদের

ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, ঈশ্বর-সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা, "আমি যোগমায়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না"—এই গীতাবাক্যে (৭।২৫), ভক্তিবলেই যোগিগণের নিকট ভগবান্ জনার্দ্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথাও অভক্তিমার্গে দৃষ্ট হন না। 'রোষ বা মাৎসর্য্যবশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না'—এই পাদ্মোত্তর খণ্ডের নির্ণয়বাক্যে এবং 'মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ—বজ্রস্বরূপ' এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তাঁহার 'স্বরূপ' নহে, পরন্তু 'মায়া-কল্পিত'। ভগবানের স্বরূপ-দর্শন করিলে প্রাকৃত দ্বেষ-ভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং **অসুরগণের নিকট স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে তনু-দ্বারা ভগবান্ ভূ-ভাররূপ অসুরবৃন্দকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন,** পুনরায় আর উহার প্রতিবোধন করেন নাই। **ভক্তিদ্বারা দৃশ্য** যে **ভগবত্তনু**, তাহা **নিত্যসিদ্ধই** ; এজন্য 'অজ'-শব্দের প্রয়োগ। * * সুতরাং কোন মৎস্যবেশ-ধারী নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয়-ভক্ষক বক-পক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং সেই বক-পক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্য-রূপটি ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই ভগবান্ কৃষ্ণ 'অজ' (প্রাকৃত জীব দেহবৎ জন্ম-রহিত) হইয়াও বহির্ম্মুখ প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীকৃত তাঁহার যে মায়িকরূপের দ্বারা ভূভাররূপ অসুরবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া অজ ভগবান্ ঐ প্রাকৃত রূপ বা কলেবরটিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গীতা-বাক্যস্থিত (৭।২৫) 'যোগমায়া-সমাবৃতঃ'—পদের অর্থ—'সর্প-কঞ্চুকের ন্যায় মায়া-রচিত দেহাভাসের দ্বারা সমাবৃত'।

এইস্থলে, (পৃথিবী) ত্যাগ-লীলাটি ভগবানের নিজতনুদ্বারা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতন্বা'—এই তৃতীয়া বিভক্তি করণ-কারকে নিষ্পন্ন হইয়াছে), তাঁহার 'নিজতনু'র সহিত পৃথিবী ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতন্বা—এই তৃতীয়া-বিভক্তি 'সহার্থে' নহে),—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, 'সহ'-শব্দ মূলশ্লোকে না থাকায়, অকারণে (অর্থসঙ্গতি নাশ করিয়া) অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্য্য-শব্দেরই গৌরব প্রদর্শিত হয় ; বিশেষতঃ, 'সহ' প্রভৃতি শব্দ-নিষ্পন্ন উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণ প্রভৃতি কারক-

নিষ্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী, এই ব্যাকরণ-ন্যায়ও তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ (—ক্রমসন্দর্ভ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা)।

যাদবাদি ক্ষত্রিয়গণের অন্তিম-দশা শ্রবণে বিষণ্ণতাপ্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে অশ্বাস প্রদান করিতে গিয়া শ্রীসূতগোস্বামী এই শ্লোকদ্বয়ে সিদ্ধান্ত-রহস্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কণ্টকাগ্রদ্বারা কণ্টক যেমন উন্মোচিত হয়, তদ্রূপ যে যাদবাদি তনু-দ্বারা ভগবান্ স্বীয় একপাদভূতা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন। দেবদত্ত যেমন নিজ-বসন পরিত্যাগ ক'রে, তদ্রূপ ভগবান্ স্বীয় সঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; পরন্তু যে শ্রীঅঙ্গদ্বারা ভগবান্ নিত্যক্রীড়া করেন, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই; অতএব ভগবানের **অংশাবতরণ-সময়ে যে সকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল,** ভগবান্ **তাহাদিগকেই যাদবগণ হইতে নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রভাসে পাঠাইয়াছিলেন,** পরে স্বীয় লোক-সমক্ষে মায়া-বলে তাহাদিগের দেহ-ত্যাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গ-লাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকাপুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকটলীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক। 'ভূভার-তনু' ও 'যাদব-তনু'—এই দুইটি তনুর অর্থ এই যে **ভূভারস্বরূপ অসুরগণ** এবং **যাদবাদিরূপ দেবগণ উভয়েই** পরমেশ্বরের নিকট **সমান**। কিন্তু বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বে উভয়েরই তুল্যত্ব থাকিলেও কারণভূত কণ্টকাগ্র (অর্থাৎ যাহাদ্বারা বিদ্ধকণ্টকটিকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বলিয়া উহাকে 'অন্তরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত উপাদেয়) এবং কর্ম্মভূত কণ্টকটি (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া যাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) অপকারক বলিয়া উহাকে 'বহিরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত হেয়) বলিয়া জানান হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যাভূত **স্বদেহ-ত্যাগের ভাণ** করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন, এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহ-

ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না ;—এতদ্দ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট) কালেও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত-তনু-ধারণ বর্ত্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ ভগবান্ মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র, অতএব নটের নিজদেহ ধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহ ত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রাকৃত শরীর-ত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত-কলেবর দ্বারা তিনি ভূভার ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবর-পরিত্যাগরূপ সমস্ত ব্যাপারটাই মোহজনক ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহ-ত্যাগাদি-ধর্ম্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তত্ত্বতঃ করেন না ; যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অভৌতিক (ভূতাতীত অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই ; যথা মহাভারতে,—'এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমষ্টি বা অবস্থিতি নাই।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও,—**'যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধান হইতে বহিষ্করণ কর্ত্তব্য, তাহার মুখদর্শন করিবামাত্র স্ববস্ত্রে স্নান কর্ত্তব্য।'** বৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণুসহস্রনামেও—'অমৃত তাঁহারই অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত-তনু।' এই বাক্যাংশের অমৃত 'অমৃত' (মরণহীন) বপু যাহার,'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কৃত এই দেহ-দেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে। এই শ্লোকের শ্লেষার্থ, এই যে, জহ্যাৎ-পদে 'হা' ধাতুটী ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগকার্য্যটীও দানার্থে প্রযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থিত ভক্তগণকে তাঁহাদের পালন-নিমিত্ত নিজবিগ্রহমধ্যে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট নারায়ণাদি-রূপকে দান করিলেন। এইরূপভাবে পরবর্ত্তী একাদশ-স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ-কার্য্যটীর অবাস্তবত্ব অর্থাৎ মিথ্যা-ভূতত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটি বলিতেছেন। এস্থলে শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভ-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।' (শ্রীবিশ্বনাথ)। (ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) 'আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোক-লোচনম্' শ্লোকের ব্যাখ্যা—

'স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি এতাবৎকাল (প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া) ভগবান্ লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অন্য কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ ছিল না। (—শ্রীধরস্বামী)। 'তিনি চক্ষুর চক্ষু' ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত রীত্যনুসারে লোকলোচনরূপ স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বমূর্ত্তিকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্ (অন্তর্হিত হইয়াছিলেন)। যথা মহা ভাঃ মৌষল-পর্ব্বেও,—'কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ। মোচয়িত্বা তনুং কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্॥" এস্থলে, 'মোচয়িত্বা' (মোচন করাইয়া) শব্দটি 'ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া'—এই অর্থে প্রযুক্ত ; ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া এই অর্থে নহে।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

'স্ববিম্ব-শব্দে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-স্বরূপ ও তৎপ্রতিমা, উভয়ই গৃহীত হয়। 'যস্তু'-পদের অন্তর্গত 'তু'-শব্দ 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি শ্রুতিকে সূচনা করিতেছে।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ)।

এস্থলে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্ত্তি প্রদর্শিত বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া (অন্তর্হিত হইলেন)—এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি-উত্থাপনকারী ভগবত্তনু-পরিত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল। পরবর্ত্তি-শ্লোক সমূহে নিজ-মূর্ত্তির বিশেষণ-প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবপু পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেববপু গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুত্বে বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত হইল। আবার, 'নিজের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন'—এই বাক্যে প্রদর্শন ও অন্তর্দ্ধান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ, সুতরাং ভগবানের কর্ম্মাধীনত্ব বিবাদিগণও (ভগবান্‌ও জীবের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অধীন, যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত হইল।' (শ্রীবিশ্বনাথ)। (ভাঃ ৩।২।১৩ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য) 'আনন্দরূপং

দৃষ্ট্বাপি লোকো ভৌতিকমেব তু। মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বহুস্থিতা॥ —ইতি স্কান্দে' অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ বলেন, 'মায়া-রূঢ় লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও) আনন্দময়রূপকে দেখিয়াও 'ভৌতিক' বলিয়া মনে করে,—অহো বহুলোকের কিরূপ ভ্রান্তি!'

(ভাঃ ৩।৪।২৮-২৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের উক্তি-প্রত্যুক্তি—) 'হরিরপি অত্যাজ অকৃতিং ত্র্যধীশঃ' এবং 'ত্যক্ষন্ দেহমচিন্তয়ৎ' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা—

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী; যেহেতু 'শরীর', 'আকৃতি', 'দেহ', 'কু', 'পৃথ্বী' ও 'মহী'—এই শব্দগুলি অভিধানে একার্থবাচক পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ বলেন,—শ্রীহরির 'দেহত্যাগ'-শব্দে তাঁহার পৃথিবীত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরূপ হইয়াও অসজ্জনগণের মোহ-উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ-সদৃশ একটি মৃতরূপ বা শবদেহ প্রদর্শন করেন।' (—শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবী; যেহেতু 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

'আকৃতি-শব্দে মনুষ্যাকার' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-ধাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে 'মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা' (মর্ত্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবৎ-কর্ত্তৃক) এবং পরবর্ত্তী ৩০শ শ্লোক 'অস্মাল্লোকাদুপরতে' (ভগবান্ এই মর্ত্ত্যলোক হইতে উপরত হইলে),—এই বাক্যদ্বয়ানুসারে 'আকৃতি' শব্দে বিরাট্ আকার। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, **শ্রীহরি আ (সম্যক্ প্রকারে) +কৃতি (প্রপঞ্চোদিত চেষ্টা বা লীলা) ত্যাগ অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন।** 'ত্যক্ষ্যন্'-শব্দে (ত্যজ-ধাতুর দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে পুনরায় বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি ভক্তগণের পালনের নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়া; সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন—'দেহ'-শব্দে ভগবানের বিরাট্ আকার পৃথ্বী' (শ্রীবিশ্বনাথ)

(ভাঃ ১১।৩০।২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি—) 'তনুং স কথমত্যজৎ' শ্লোকাংশের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা,—তনু-মত্যজৎ—অতিশয়েন অহরৎ— ('অজ্ হরণে' ইতি ধাতোঃ) ভূলোকাৎ স্বর্গলোকং প্রত্যহরদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজতনুকে (অতি + অজৎ) অতিশয়রূপে অন্তর্দ্ধান করাইয়াছিলেন,— যেহেতু অজ্ ধাতু এস্থলে হরণার্থেই ব্যবহৃত ; অর্থাৎ ভগবান্ নিজ তনুকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকের (গোলোক-ধামের) দিকে অপহৃত বা অন্তর্হিত করিলেন।' (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা ও নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয়, এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থিত তেজ, তন্মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত তেজ-রশ্মি এবং তেজ-প্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্য-তত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারি প্রকার রূপ নিত্যসিদ্ধ। শক্তিমান্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য-সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র-বিক্রমময়ী। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরাশক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্য দেদীপ্যমানা। অন্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মিপরমাণুস্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় মায়াবৈভব ; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই

তিন নিত্যভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। রূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোকবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধামবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎ-সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎ-পরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী; তটস্থশক্তি-দ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৈভব-মধ্যস্থিত; মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব-স্বরূপভ্রমজনিত জড়াভিমানদ্বারা জড়ধর্ম্মরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার-দুঃখাচ্ছন্ন। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ তদ্বিভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরমব্যোমে চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দাস্যরসাশ্রিত নিত্যসিদ্ধজীবগণ- কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন; যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসবিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর ঔদার্য্য-প্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌরদেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজন্নাথ মিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ড-বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌরভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্ত্য, ওড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধহরিভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া

শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারক দ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন ;—

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুশিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধ জীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভূত তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্" এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকার-দ্বারা শুদ্ধ চিত্তত্বের জড়মল-কর্ত্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসারদুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়াসঙ্গরূপ বৈধর্ম্ম্য পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়ান্তর্গত ভূতভবিষ্যতাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানের নাম সম্বন্ধজ্ঞান। "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্" এই অর্দ্ধপদ-দ্বারা অভিধেয়তত্ত্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির-দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি-দ্বারাই সাধিত হয়,—এইরূপ শাস্ত্রার্থাবধারণরূপা শ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধুগুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন,

বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই প্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বজাত-শ্রদ্ধা বা ভগবন্মাধুর্য্য-লোভ যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ জড়োদ্ভূত স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান-শূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসাধিকার-বিশেষ রসযোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুররসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপ-শক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিদ্ধামের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চিৎসামগ্রী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্‌রসের নিত্যতা-ধর্ম্মবশতঃ তখন ভূতভবিষ্যদ্রূপ জড়মল-দূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদাভাবজনিত বিশুদ্ধচিন্ময়-তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অণুচৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সর্ব্বাত্মস্নপনরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের সিদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজনতত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-মার্জ্জিত। শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রয়োজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং' শব্দদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তিসাধক ধর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরি-কীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন চারি প্রকার। নাম-সংকীর্ত্তন, রূপসংকীর্ত্তন, গুণসংকীর্ত্তন ও লীলাসংকীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-রূপে পরিণত হয়। অতএব নাম-ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের

গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নামসমূহে বহুবিধ পাপ-নাশক ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নামগ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এসমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার মধু-মাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না!" নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে, জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত-শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম-বলে অসৎপ্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব এই কয়েকটী অপরাধ মার্জ্জন-পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নামগ্রহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয়কালেই তদিতর-বিষয়িণী অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যমতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সে সমুদায়ই বিধিনির্দ্দিষ্ট পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ-করাণি চ॥" নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর-অভাবে তদপরাধ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,—'হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহগুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়-জগতে তৃণ অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অসুন্দর হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণুরূপ জীবের এই জড়-জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চিদভিমানই ন্যায়পরা, জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংছেত্তৃকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা ও অপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়াযুক্ত থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবে স্বধর্ম্মরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। নামগ্রহীতা স্বয়ং জড়াভিমানজনিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। ভগবৎকৃপায় যে-সকল আধিকারিক সত্ত্বগণ ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটী লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়-যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃততাই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রদত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ধনই—ধন, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিপোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্ম্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা।

'সংসারদুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপলাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াস-লভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ 'জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি',—এইমাত্র বাসনা করিবেন। অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য? না। ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবৈভবে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ আমার স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলি-সদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পঞ্চ শ্লোকে সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধু-গুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধি-জনিত অবিদ্যারূপ অনর্থ-নাশ, তদন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অখণ্ড একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব' বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, শরীর-মোটন,

হুঙ্কার, হাই, প্রভূতশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা-প্রর্থনাস্থলে সাধক এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,—"হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতদিনে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদগদভাবে স্বর-ভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাম! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দ-বিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।"

রতিরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণতা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয়-দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয় মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণ-রূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ-বুদ্ধি। রতি মমাতিশয়যুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতুসকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রমযোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশয্যপ্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবান্‌ও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে স্নেহ বলি। তদবস্থায় মহাবাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ।

তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগপর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিষয়-সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে জন্মগ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অসমোর্দ্ধ চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগসময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখ-লাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ন'ন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরম-ধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মার্জ্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্য-বশতঃ ঐ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধনকার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন, যথা :—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতুঃ সাধুনা ॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

শ্রীচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীধ্রুব-চরিত্র

পাঁচ বরষের　　ছোট ছেলে ধ্রুব
রাজার দুলাল যিনি,
শশধর সম　　রূপ মনোহর
সুখেতে লালিত তিনি। ১।

একদিন ধ্রুব　　পরম হরষে
ছিলেন পিতার কোলে,
নানা আলাপন　　পিতৃসনে হয়
নানান কথার ছলে। ২।

এমন সময়ে　　কোথা হতে হায়
বিমাতা গর্জ্জে এল,
হাত ধরে টেনে　　নৃপ-কোল হ'তে
ধ্রুবেরে নামায়ে দিল। ৩।

রাগিয়া বিমাতা　　বলিল ধ্রুবেরে
বস কেন রাজ-কোলে?
সুকৃতি যাহার　　রয়েছে প্রচুর
সেই বসে অবহেলে। ৪।

এই ঘটনায়—　　বড় অভিমান
হইল ধ্রুবের মনে,
ঘন-শ্বাস ফেলে　　ভীষণ দুঃখেতে
কেঁদে যায় মা'র পানে। ৫।

সব বিবরণ তাঁহার মাতারে
কহে ধ্রুব একশ্বাসে,
এতে তাঁর মাতা 'ঠিক হইয়াছে'
বলেন ছেলের পাশে। ৬।
বলেন আবার— "রাজার কোলেতে
যে-ছেলে বসিতে চায়,
শ্রীহরি যে দিন প্রার্থনা পূরাবে
সেদিন বসিতে পায়।" ৭।
মাতৃবাক্য শুনে ধ্রুব একদিন
শ্রীহরি ভজিতে চায়,
শ্রীহরির খোঁজে ভ্রমি' দেশে দেশে
মধুবনে শেষে যায়। ৮।
গুরু বিনা কভু হরি নাহি মিলে
কঠোর তপেও ভাই,
ধ্রুবের তপস্যা দেখিয়া শ্রীহরি
নারদে পাঠাল তাই। ৯।
শ্রীনারদ তথা উপদেশ দিতে
শ্রীহরি আজ্ঞায় আসে,
সেই মতে ধ্রুব ভজন করিয়া
শ্রীহরি পাইল শেষে। ১০।
শ্রীহরিরে পেয়ে রাজ্য-অভিলাষ
নিমিষেতে দূর হল,
শ্রীহরি-চরণে লইল শরণ
কামনা পলায়ে গেল। ১১।
শ্রীহরি আদেশে রাজা হইবারে
ফিরে এল নিজ দেশে,
করিল রাজত্ব বহুদিন সুখে
ধ্রুব-লোকে গেল শেষে। ১২।

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, (মথুরা)।

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর ৩)

যিনি সমস্ত জীব এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ—সমস্ত প্রাণীর শরীরে হৃদয়-গুহায় গুপ্তভাবে অবস্থিত, সেই সর্ব্ব-পরিবেষ্টিত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জীব চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যু-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সেই মহান্ হইতে মহান্ 'অবিদ্যার অতীত' আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ পরা জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত পরমপদ প্রাপ্তির আর কোনও পন্থা নাই। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম প্রাণীর মধ্যেও অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজিত বলিয়া তাহা হইতে সূক্ষ্মতর আর কেহ নাই। তিনি সমস্ত ব্যাপক বস্তু হইতেও মহান্। তিনি প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ অন্তরে লীন করিয়া রাখেন। তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্থির পরম-প্রকাশময় নিজধামে নিত্য অবস্থিত। আবার তাঁহার দ্বারাই সর্ব্ব জগৎ পূর্ণ। সেই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত আকার-রহিত ও বিকার-শূন্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জীব অমর হইয়া যায়। আর যে তাঁহাকে জানিতে পারে না সে বারম্বার দুঃখই প্রাপ্ত হয়।

তাঁহার সর্ব্বত্র আনন, সর্ব্বত্র মস্তক ও সর্ব্বত্র গ্রীবাদি বর্ত্তমান। তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহায় নিবাস করেন, আবার সর্ব্বব্যাপী এজন্য তিনি সর্ব্বগত ও মঙ্গলময়।

তাঁহার অপর নাম **"মহাপ্রভু"** তিনি সকলকে শাসন করেন, সকলের হৃদয়ে স্থিত এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণের প্রত্যক্ষ গম্য। জীবহৃদয়ের পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্ররূপে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হয়। (এসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৪-২৫ সূত্র আলোচ্য)।

যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে হইবে এবং যাহা বর্ত্তমানে অন্নদ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে সেই সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার শক্তি হইতে জাত বলিয়া তদভিন্ন। তিনি নিজ অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সকলের সৃষ্টি করেন। তিনি মোক্ষের স্বামী অর্থাৎ জীবের সংসার-বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ। অতএব তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া জীব-মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বত্র হস্ত, চরণ, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিরাজিত। তিনি সর্ব্বত্র সকল শক্তিদ্বারা সকল কার্য্য করিতে সমর্থ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ও সর্ব্বগ বলিয়া এসকলই সত্য। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বিরহিত (অপ্রাকৃত চিন্ময় ইন্দ্রিয়যুক্ত) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় তাঁহার বোধগম্য। তিনি সকলের প্রভু, সকলের শাসক ও জীবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীকে তিনি নিজবশে রাখিয়াছেন। তিনি নবদ্বারযুক্ত মনুষ্য শরীরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়াও লীলার্থ বাহ্য জগতে প্রকট হইয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার ধ্যান সম্ভব।

তিনি অপাণিপাদ অথচ দ্রুত গমনশীল ও গ্রহীতা অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গম্য নহেন, কিন্তু চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সর্ব্বত্র গমনাগমন ও সকল বস্তু গ্রহণে সমর্থ। তিনি অচক্ষু ও অকর্ণ হইয়াও দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারেন অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরহিত অপ্রাকৃত চক্ষুষ্মান্ ও অপ্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্ত। তিনি সর্ব্ব বেদ্য-বস্তুর বেত্তা, কিন্তু তাঁহার বেত্তা কেহ নাই, কেবল তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। তিনি আদি পুরুষ ও মহান্ বলিয়া কথিত। তিনি অণুবস্তুসকলের মধ্যে অণুতম হইয়া জন্মগ্রহণকারী জীবগণের মধ্যে বিরাজ করেন। তাঁহারই কৃপায় সঙ্কল্পশূন্য বা তাঁহার দর্শন করিতে পারিলে জীব শোকরহিত হয় এবং ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইতে পারে।

বেদের রহস্য বর্ণনকারী পুরুষ তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকেন—সেই পরমপুরুষ জন্মরহিত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান সর্ব্বত্র পূর্ণ এবং সমস্ত বিকারশূন্য। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়।

তিনি অবর্ণ হইয়াও নিজ শক্তিবলে সৃষ্টির বহু আদিতে বর্ণের শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন এবং অন্তকালে সমস্ত জগৎকে নিজমধ্যে বিলীন করেন। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তিনি আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধিতে যুক্ত করুন।

তিনিই অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, প্রকাশময় নক্ষত্র, জল, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা। এই সকলই তাঁহার বিভূতিস্বরূপ। তিনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ, তিনি কুমার, কুমারী, তিনিই বৃদ্ধাবস্থায় যষ্টি অবলম্বনে গমনশীল আবার তিনিই বিরাট্-রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত।

তিনি নীলবর্ণ পতঙ্গ এবং হরিৎ ও লোহিত বর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট পক্ষী।

তিনি বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ, বসন্তাদি ঋতু ও সপ্ত-সমুদ্র। সমস্ত বিশ্ব তাঁহা হইতে জাত বলিয়া তদভিন্ন। তিনি বিভূত্ব-হেতু সর্ব্বব্যাপক ও অনাদি। তিনি পরা অপরা শক্তিদ্বয়ের স্বামী এবং তিনি সর্ব্বরূপ। তাঁহার সেই পরা ও অপরা প্রকৃতি-দ্বয়ের মধ্যে অপরা প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ রজঃ-সত্ব-তমোময়ী এবং তাদৃশ প্রকৃতিযুক্ত বহু জীবদেহের সৃজনকারিণী। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া শ্বেতবর্ণ, রজোগুণ রাগাত্মক বলিয়া লোহিত বর্ণ এবং তমোগুণ অজ্ঞান-স্বরূপ এবং আবরক বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ নামে খ্যাত। আর তাঁহার পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবশক্তির দুই প্রকার ভেদ। একপ্রকার জীব মায়াতে মুগ্ধ হইয়া জড়াশক্তিহেতু ভোগপরায়ণ হইয়া মায়াতে অবস্থিত, মায়াবাধ্য। অপর জীব (জ্ঞানী মহাপুরুষ) প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাকে অসার ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া ত্যাগ করেন। এ দুই প্রকার জীবই অজ ও অনাদি।

দুই অজ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বৃক্ষরূপ শরীরে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন। তন্মধ্যে এক অজ অর্থাৎ জীব 'শরীরে আমি'-বুদ্ধি করিয়া নিজকৃত কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, আর অন্য অজ (পরমাত্মা) সুখ-দুঃখের ভোক্তা না হইয়া কেবল সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান। কঠ ও মুণ্ডক উপ-নিষদে এই ভাবের মন্ত্র আছে। একই বৃক্ষরূপে বাসায় অবস্থিত হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ অবগত না হওয়ায় অনীশতাবশতঃ দেহে আসক্তি হেতু সংসার-ভোগদ্বারা শোক-মোহে মুহ্যমান হয়। কিন্তু যদি কোনদিন পরমেশ্বরের অহৈতুকী দয়ায় তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে—পরমপুরুষ পরমাত্মার মহিমার বিষয় জানিতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বথা শোকরহিত হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পতিতব্রাহ্মণ বা দরিদ্রনারায়ণ

(ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনের বিচারের প্রতিবাদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ভগবদ্গীতার বিবৃতি যে গুণ-কর্ম্মের দ্বারাই ভগবান্ বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছেন—একথা আপনি কেন স্বীকার করেন না, বা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্গীতার পচা শরীর সম্বন্ধে, যাহা আপনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, সে বিষয়ে কোনই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ভগবদ্গীতায় এই পচা শরীরাভিমানটাই ধ্বংস করিবার জন্য প্রথম

থেকেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আপনি সেই পচা শরীরের উপরই যতরাজ্যের উপদেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনি এই পত্রের অগ্রিমোক্ত শ্লোকটি বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন।

আপনি বেশ একটি মেয়েলী-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন যে, আমি কি করিয়া এক ব্যক্তিকে, যদিচ সে অত্যন্ত দুর্জ্জন হয়—তাহার পিতৃ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিতে পারি। আমার কথা ঐ প্রকার আদৌ নহে। আমি জীবনের শেষ পর্য্যন্তও কোন ব্যক্তিকেই তাহার পিতৃ-সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত করিতে প্রস্তুত হইব না। প্রত্যেক জীবমাত্রেই তা সে কুকুর, চণ্ডাল বা ব্রাহ্মণ হউক সকলেই ভগবানের সন্তান এটা আমাদের ভালরকম জানা আছে, তা'বলে যে-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে শাস্ত্রে এত বড় করিয়াছে, তাঁদের সহিত কুকুর-শূকরকে এক করিতে প্রস্তুত নহি। শাস্ত্রে যাহাদের অসুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারাও ভগবানের সন্তান ; তাই বলিয়া দেবতাগণ কখনও অসুরের সমতুল্য হইতে পারে না। অসুর—অসুর, দেবতা—দেবতা। পিতৃপক্ষে আমি আরও বলিতে চাহি যে, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন এম্, ডি,র পুত্রের নলিনীবাবুকে পিতা বলিবার সকল অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে যদি এম্, ডি, পরীক্ষায় উৎত্তীর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পিতার জন্য নিজকে এম্, ডি, পরিচয়ে পরিচিত করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। কলিকাতার হাইকোর্টের প্রধান ন্যায়াধীশের পুত্র যদি নিজেকে সখ করিয়া ন্যায়াধীশের পর্য্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, আপনি কি তাহা স্বীকার করিবেন? সেইভাবে ব্রাহ্মণের দ্বারা উৎপাদিত শরীরই ব্রাহ্মণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত। যদি শরীরটাই ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে সেই শরীরটাকে যখন সেই শরীরের সন্তান-সন্ততিগুলি অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ধ্বংস করে, তখন তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয় না কেন বা ঐ সকল ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না কেন? কিন্তু বাস্তবিক শরীরটা কোন দিনই ব্রাহ্মণ নহে। ইহা না জানাই মূর্খতা। যদি শরীরই ব্রাহ্মণ হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তু আত্মা শরীর হইতে নির্গত হইয়া গেলেও ঐ পচা শরীর ব্রাহ্মণ থাকিত। একটি ব্রাহ্মণের শরীর আর একটি শূদ্রের বা চণ্ডালের শরীর একই মাল-মশলায় একই প্রাকৃতিক নিয়মে তৈয়ারী হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণের শরীরকে প্রারম্ভ হইতেই পবিত্র করিবার জন্য যে-সমস্ত সংস্কার বা প্রক্রিয়া

বিহিত হয় তাহা শূদ্রের শরীর সম্পর্কে সম্ভব হয় না। অতএব বর্ত্তমান কালে সেই সকল গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্য অধিকক্ষেত্রে অপ্রচলিত থাকায় এই যুগে একজন উত্তম ব্রাহ্মণ সংস্কার-বর্জ্জিত শরীর উৎপাদন করিলেও তাহা শূদ্র শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কলিযুগে এইভাবে শরীরের উৎপাদন হেতু কলিকালে প্রায় সব শরীরই শূদ্র—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। "কলৌ শূদ্রঃ সম্ভবাৎ" অতএব সংস্কার বর্জ্জিত ব্রাহ্মণের সন্তান শূদ্রভিন্ন আর কিছুই নহে। (জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন)। বরাহ পুরাণে একথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে কলিকালের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-জন্মে যাহারা রাক্ষস ছিল সেই লোকগুলি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া উৎপন্ন হইবে। এবং সেই সকল রাক্ষসগুলির একমাত্র কার্য্য হইবে ভগবান্‌কে নিরাকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গুরু-আচার্য্যগণকে অবজ্ঞা করা এবং শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা করা। অধিকন্তু যাহারা শাস্ত্র বিচার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের সহিত বিরোধ করাও আর একটি ব্যবসায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে 'বিপ্রত্বে সূত্রমেবহি' অর্থাৎ কেবলমাত্র দুপয়সার পৈতা ঝুলাইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কলিকালে পরিচিত হইবে। আচার্য্যগণ ঐ প্রকার পৈতার কোনই মূল্য না দিয়া কলিকালে বৈদিক দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার দ্বারা সমস্ত শূদ্র-স্বভাব ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণের অধিকার প্রাপ্তির জন্য কৃপাপূর্ব্বক সাহায্য করিয়া থাকেন।

আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে নব্য প্রসূত সন্তানকে আমি কোন্ বর্ণে দিব? এই প্রশ্নের উত্তর আমি উপরোক্ত বিবৃতিতেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকন্তু স্পষ্টই বলিতে চাই যে, যে নব্যপ্রসূত শিশুর গর্ভাধান সংস্কার সম্ভব হয় নাই সেই শিশু ব্রাহ্মণের (?) ঔরস-জাত হইলেও তাহাকে শূদ্রবর্ণে স্বীকার করিতে হইবে। **"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ"** ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই প্রকার অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। কিন্তু কলিকালে এই প্রকার সন্তানের অধিক উৎপাদন হইলেও তাহাদিগকে পাঞ্চরাত্র বিধি-দ্বারা সংস্কৃত করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই বিধি দ্বারা যে কোন ব্যক্তি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে— **"তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"**। যদি আপনার মতে জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার থাকিত তাহা হইলে 'দ্বিজত্ব', 'বিপ্রত্ব' ক্রমোন্নতি বা দ্বিতীয় জন্মের বিধান করিয়া

'দ্বিজত্বের' উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। সেই প্রকার দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পর আচার্য্য-কৃপায় শিষ্যে বেদ পাঠের অধিকার জন্মে অন্যথায় শূদ্র বেদ পড়িলেই "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" বিচার পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডিমতে ভগবান্‌কে মানুষ আর মানুষকে ভগবান্ সাজাইয়া অথবা ভগবান্‌কে হাওয়াতে উড়াইয়া দিয়া নিজেই ভগবান্ সাজিবেন। অতএব উপাসনাবিহীন শূদ্র বেদ পাঠ করিবার অধিকার পাইতে পারে না। এবং সেই বেদ-পাঠ-রত বিপ্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারে—তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। ক্রম-পন্থায় দ্বিজত্ব এবং বিপ্রত্বে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণও সংজ্ঞিত হইতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণসংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনি শাস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া 'পতিতকে' ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া—এই প্রকার উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে 'অসৎ বঞ্চক' সম্প্রদায়ের সহিত এক করিবার চেষ্টা করিবেন না।

পরতত্ত্ব যোগ্যতা অনুসারে তিনপ্রকার যথা—(১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, (২) সর্ব্বভূত-স্থিত পরমাত্মা এবং (৩) ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীহরিরূপে আবির্ভূত হন। তার মধ্যে যে-সকল পণ্ডিতগণ পরতত্ত্বের আংশিক অনুভূতি লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্ব্বভূত-স্থিত পরমাত্মার উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। কিন্তু যাঁহারা সেই পরতত্ত্বে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আনন্দ চিন্ময় 'রসো বৈ সঃ'—স্বরূপ দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন তাঁহারা বৈষ্ণব বা ভাগবত নামে অভিহিত হন। সেই প্রকার বৈষ্ণব যখন আরও উন্নত স্তরে অনাদি, আদি-পুরুষ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন তখন তিনি কার্ষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণৈক-শরণ হন। তিনি উপলব্ধি করেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। এই প্রকার কৃষ্ণানুভূতি যাঁহাদের হয় তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম এবং ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আম্নায় পরম্পরায় অনেক প্রসিদ্ধ আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন যাঁহারা তথাকথিত ব্রাহ্মণ পরিবারে আসেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—(১) শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল বলদেব-বিদ্যাভূষণ (গোবিন্দ-ভাষ্যের সম্পাদক), শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভৃতি সমস্ত আর্য্যগণ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত না হইয়াও বহু ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে দয়া করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কোন ভব্য মুসলমান পরিবারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহাকে নামাচার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যে-নাম প্রচার করিবার জন্য নিজে আসিয়াছিলেন সেই কার্য্যের ভার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে দান করিয়া জগতে মহৎ আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই প্রকার কার্য্যের দ্বারা তিনি কি শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন? কখনই নহে, তিনি যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন সে-সমস্তই শাস্ত্রানুমোদিত এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যজ্ঞাপক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্ত-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে-কোন ব্যক্তি হউক না কেন, তিনি যদি শ্রীহরির শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিবার সামর্থ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তম ব্রাহ্মণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আরও উচ্চ অধিকার লাভ করেন। যজ্ঞাদির অধিকার আপনা হইতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই যথার্থ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহারই শাস্ত্রপ্রচার-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। অতএব আপনি যদি বাস্তবিক শাস্ত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্যোগী হ'ন, তাহা হইলে আমার অনুরোধ যে আপনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। সেই প্রকার শাস্ত্র-প্রচার জগতের সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইবে। সেই প্রকার শাস্ত্র-প্রচারের দ্বারাই জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং হিন্দু-ধর্ম্মের গরিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। তদ্দ্বারা দরকার হইলে নেহেরু এবং অন্য কদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া অন্যদেশের সদাচার সম্পন্নকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি এইভাবে হিন্দুধর্ম্মের প্রসার না করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ পতিত ব্রাহ্মণ বা মিছা-ব্রাহ্মণের আধিক্য সৃষ্টি করিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠানটী ম্লেচ্ছ এবং কদাচারে পরিণত করিয়া অন্তিমে আর একটী পাকিস্তানের সৃজন করিবেন মাত্র। ইহার জন্য সাবধান হওয়া উচিত। যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে তাদের জন্য আপনি মোটেই দুঃখিত নন; কিন্তু আমি বলি, তাদের জন্য আপনার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা আবশ্যক, তাহা না হইলে আপনার তথাকথিত শাস্ত্র-প্রচারে ম্লেচ্ছাদির ক্রম-বিকাশই চলিতে থাকিবে—কোন লাভ হইবে না।

আপনাদের কৃত্যাধার পাল্টাইতে হইবে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকথা প্রচার করা হউক এবং 'নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে'ই জগতে প্রকৃত সুখ-শান্তি বিরাজ করিবে।

তাঁহার কৃপাতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবন সবাই একত্রে পরম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে—ব্রাহ্মণেতর জাতি আর ব্রাহ্মণেতর থাকিবে না, সকলেই উন্নত হইবে। "কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়" কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলেই ব্রাহ্মণের সমান এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক অধিকার পাইবেন। এই ভাবেই উদার চরিতের দ্বারাই শাস্ত্র-প্রচার সিদ্ধ হইবে। আপনি আপনার পুস্তকাদিতে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম যদি জগতে গ্রহণ করাইতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ উত্তম বস্তু কেবল পেটিকা-বদ্ধই থাকিয়া যাইবে, তাহার সুগন্ধ কেহই আস্বাদন করিতে পারিবে না।

শেষ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করিব যে, মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই শাস্ত্র প্রচার করুন; কেন-না তাঁহার কৃপা হইলে অতি ক্ষুদ্র বালকও বা বালিশও বহু বাদ-বিসম্বাদ সম্বলিত শাস্ত্র সমুদ্র অনায়াসেই সন্তরণ করিয়া পার হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১)

আমি আশা করি বিচার-ক্ষেত্রে যদি কোন কথা বলিয়া আপনাকে কোন ভাবে আঘাত করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়—
—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্।

কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়

আমি বদ্ধ ক্ষুদ্র-জীব অতি মূঢ় মতি।
কোটী কোটী জনমে মোর নাহি কোন গতি॥
এ জগতে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু যত।
পরম মঙ্গল মোর না চাহে কেহত॥
আনারস কাছে যেমন রস মিলয়।
বিছুটী কাছেতে জ্বালা অনিবার্য্য হয়॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে সদা অমৃত মিলয়।

নরক যন্ত্রণা লাভ অসৎ সঙ্গে হয়॥
গোলোকের গুপ্ত-ধন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।
জীবের উদ্ধার লাগি প্রভুর বিতরণ॥
গুরু-রূপে কৃষ্ণ ধরায় করেন বিচরণ।
মায়া-মোহে জীব তাঁরে না চিনে কখন॥
কৃষ্ণকে প্রীতিসহ যৈছে ভক্ত জন।
করেন প্রফুল্ল মুখে প্রণাম বন্দন॥
তৈছে শ্রীগোবিন্দ-ভক্তে করিয়া দর্শন।
যে জন করেন তাঁরে প্রণাম অর্চ্চন॥
সেই জন কৃষ্ণ-ভক্ত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বৃন্দাবনে বাস তাঁর সুনিশ্চিত হয়॥
গুরু নাহি চিনে মন্দভাগ্য জীবে।
মম প্রভু সম প্রভু আর না মিলিবে॥
সূর্য্যালোকে সূর্য্য যেমন পাই দেখিবারে।
হরিনামে হরি-পূজায় মিলিবে হরিরে॥
গুরু সেবায় গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে।
বিনা শাস্ত্র পাঠে জীবের কৃষ্ণভক্তি মিলে॥
পরমাচার্য্য প্রভুবর পতিতের তরে।
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে বিচরণ করে॥
শৌক্র জন্ম দিলা পিতা নিত্য নন কভু।
দীক্ষা-মন্ত্র দিলা যেই সেই নিত্য প্রভু॥
গুরু সেবাই কৃষ্ণ সেবা শাস্ত্র-সার-মর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি লাভের আর নাহি অন্য ধর্ম্ম॥
অভিমান করি যবে আইলাম দেশে।
অন্তরেতে ক্লেশ পাই অশেষ বিশিষে॥
দিবা-নিশি কত আমি করি যে চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব আমি গুরুর চরণ॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি আমি পাই বড় ব্যথা॥
নিত্যদাস ব'লে সদা মোর অভিমান।
যাহার কারণে মোর মন ম্রিয়মাণ॥
'অচিন্ত্য ভেদাভেদে' প্রভুর অসুর দলন।
পত্রিকার দ্বারা জীবে ভক্তি বিতরণ॥
পরিক্রমা ছলে তীর্থের পাপ-স্খালন।
স্নেহ ভরে ধর্ষে, বর্ষে সেবকে মিলন॥
গুরুতত্ত্ব এক কার্য্যে বহুকার্য্য করে।
মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীব বুঝিতে না পারে॥
সুন্দরানন্দ প্রভু, আর প্রভু বাসুদেবাদি।
প্রভুর পাদপদ্মে অপরাধে অদ্বৈতবাদী॥
হেন প্রভুপাদপদ্মে যেবা অপরাধ করে।
শ্রীকৃষ্ণ পাঠান তারে যমের আগারে॥
এ অধম কৃপা ভিক্ষা চায় বৈষ্ণব-চরণে।
গুরু সেবা করে যেন জনমে মরণে॥

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

পৌরাণিক-উপাখ্যান

"জয় বিজয়"

সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার—ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র। চির কুমার সনকাদি মুনিগণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে চতুঃসন এবং কুমারও বলা হয়। ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, পরে শ্রীনারায়ণের কৃপায় ভক্ত হন। একদিন মুনিগণ শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণ দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠ সেবানন্দময় নিত্যধাম। সেই বৈকুণ্ঠে ধামবাসী ভক্তগণ ভগবৎসুখার্থ অনুক্ষণ ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন। নিষ্কাম ভক্তগণই শুদ্ধভক্তি প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যাহারা শ্রীহরির সেবা না করিয়া তুচ্ছ অর্থ, বিষয়, পুণ্য ও সংসারের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে তাহারা কখনও বৈকুণ্ঠে

যাইতে পারে না। এ সকল দুর্ভাগা লোক অসার সংসারকে সার মনে করে বলিয়া অসার ও অনিত্য লোকে পতিত হয়। ভগবৎ-সেবা, ভগবৎ-কথা ব্যতীত সংসারের সেবা ও সংসারের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে অধোগতি হয়, এমন কি ভক্তি-রহিত ন্যায়াদি-দর্শন-বিষয়ক কথা লইয়া সময় ক্ষেপ করিলেও লোকের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। একমাত্র ভগবৎ সেবা-ব্রত-ভক্তগণই দুঃখকর সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করত চিরসুখী হইবার সৌভাগ্য পান। মনুষ্য-জন্ম দেবতাগণেরও প্রার্থনীয় বস্তু। এমন দেব-দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও যাহারা শ্রীহরির সেবা না কবিয়া সংসারের সেবায় জীবন নষ্ট করে—তাহারা যে মায়ার 'নফর' মহাবিষয়ী বা বিষয়-বিষ্ঠার কীট, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

নিষ্কাম সিদ্ধভক্ত ব্যতীত কেহই বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রে কদাচিৎ কোনও অসুরের কিছুক্ষণের জন্য বৈকুণ্ঠে গমনের কথা শুনা যায়; তাহাতে তার বৈকুণ্ঠ-সুখানুভূতির অভাব বশতঃ না যাওয়ারই তুল্য জানিতে হইবে। কোন রাজপ্রাসাদে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির প্রবেশ যেরূপ কৌতুক বশতঃ পরিজনগণকে সেইসব জন্তু দেখাইবার জন্য রাজার ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়, তদ্রূপ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ কৌতুকবশে কোন অসুরকে কখনও বৈকুণ্ঠে ক্ষণকালের জন্য আনায়ন করেন মাত্র। আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞানী মুনিগণেরও বৈকুণ্ঠে যাওয়ার অধিকার নাই, তথাপি ভগবান্ স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগকে কখন কখন সাময়িকভাবে আনয়ন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি ঐকান্তিক সিদ্ধভক্তগণকে নিজ পার্ষদ-দ্বারা বিমানযোগে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন এবং নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে রাখিয়া স্বধাম-মাধুর্য্য, স্বলীলা-মাধুর্য্য ও স্বসেবা-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। সিদ্ধ-প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত আত্মারাম প্রভৃতি কেহ সেখানে চিরকাল যাইতে পারে না।

এক সময় সনকাদি মুনিগণ ভগবদ্দর্শনার্থ ছয়টী দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক সপ্তম দ্বার অতিক্রম করিবেন এমন সময় তথায় গদাধারী, কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীটাদি-শোভিত দুইজন দ্বারপালকে দ্বার-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। এই দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের নামই **জয়** ও **বিজয়**। জয়-বিজয় সেই আত্মারাম মুনিগণকে নগ্ন ও কুমার দেখিয়া আদর ত করিলেনই না, উপরন্তু বেত্রদ্বারা আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিলেন। তাঁহাদের এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া মুনিগণ

বলিলেন—"ভগবানের অনুক্ষণ শুদ্ধসেবা করিয়া যাঁহারা ভগবৎ কৃপায় বৈকুণ্ঠ-ধাম লাভ করিয়াছেন, তোমরাও সেই সমদর্শী ভক্তগণের অন্যতম। কিন্তু তোমাদের এইরূপ বিষম স্বভাব কেন? ভগবান্ শ্রীহরি প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার ত কোন শত্রু নাই! তোমরা নিজেরাই কপট। তাই 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'-ন্যায়ে আমাদিগকেও নিজের ন্যায় কপট মনে করিতেছ। সুতরাং তোমরা বৈকুণ্ঠে বাসের অনুপযুক্ত; তোমরা পৃথিবীতে গিয়া অসুর-যোনি লাভ কর।" শাপ ভয়ে ভীত হইয়া জয়-বিজয় মুনিগণের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণ মুনিগণের ক্রোধের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীসহ মুনিগণকে দর্শন প্রদানের জন্য পদব্রজে সেই স্থানে শুভাগমন করিলেন। মুনিগণ ভগবানকে প্রণাম করত স্তব দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জয়-বিজয়ও পৃথিবীতে আসিয়া অসুর-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জয়-বিজয় ভূতলে প্রথমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেব-কর্ত্তৃক তাঁহারা হত হইয়া পুনশ্চ রাবণ-কুম্ভকর্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সেইজন্মে তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হত হয়। পরে তৃতীয় বার শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া ব্রহ্ম-শাপ হইতে মুক্ত হন।

এখন প্রশ্ন—জয়-বিজয় প্রথম দুই জন্মে নৃসিংহদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া দেবদুর্লভ ভোগসমূহ, লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুক্তি-লাভ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় জন্মে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু' —এ বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যবান্ প্রাণি-বিশেষ মনে করিয়াছিল। তাই সে মরণকালে ভগবানের রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনফলে রাবণ দেহে প্রচুর ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। সে রাবণ-দেহে জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীর চরণে অপরাধ করায় শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। মৃত্যুকালে রাবণের শ্রীরামচন্দ্রে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিধন-ফলে পরজন্মে সে শিশুপালদেহে প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব সমস্ত ভগবৎ-লক্ষণে লক্ষিত বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে পূর্ব্বজন্মকৃত শত্রুতাহেতু বিদ্বেষভাবে তাহার চিত্ত তাঁহাতে আবিষ্ট ছিল

এবং নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। বদ্ধমূল বিদ্বেষ-বশতঃ ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থাতেই সে পরমসুন্দর কৃষ্ণের রূপ ভুলিতে পারিত না। আক্রোশাদিতেও কৃষ্ণনামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেইরূপের চিন্তা করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজের বিনাশ নিমিত্ত আগত সুদর্শনচক্রের কিরণচ্ছটায় সে নরাকৃতি পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভগবৎ-স্বরূপে দর্শন করিয়াছিল। এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্রে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

হিরণ্যাক্ষও ভগবান্ শ্রীবরাহদেবকে ভীষণ জন্তুবিশেষ মনে করার জন্য ভগবচ্চিন্তার অভাবহেতু তাহার মুক্তি হয় নাই। তাই পরজন্মে কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করে। কুম্ভকর্ণদেহেও রামের প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি থাকায় সে আবার দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। দন্তবক্র শত্রুভাবে বিষ্ণুবুদ্ধিতে সতত কৃষ্ণচিন্তা করার ফলে কৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করে।

আর একটী প্রশ্ন এই যে—গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে কাহারও পতন হয় না। তাহা হইলে বৈকুণ্ঠবাসী জয়-বিজয়ের পতন কি করিয়া হইল? আর আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? তদুত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।১৬।২৯ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"যদিও আত্মরাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না এবং ভগবৎ-পার্ষদ জয়-বিজয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলাচরণ, ভগবানের স্বভক্তের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পতন অসম্ভব, তথাপি লীলাময় শ্রীভগবানের বিশেষ কোনও ইচ্ছাতেই ইহা হইয়াছিল। ভগবানের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদনের ইচ্ছার ন্যায় কোন সময় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুল্য-বলশালী ভগবৎ-পার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্ত্য-জীবের বল অল্প, আবার ভক্তগণের বল সমান হইলেও তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধরূপ প্রতিকূলাচারণ করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবানের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কিরূপে সফল হইবে—ইহা বিবেচনা করিয়া ভগবান্ নিজেই আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে ভক্ত জয়-বিজয়কে অসুর-যোনিতে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। অসুরভাবাপন্ন না হইলে ভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইয়াছিলেন মাত্র"।

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী** কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ।

খড়গপুরে শ্রীব্যাসপূজা

বিগত ১৪ই ফাল্গুন ১৩৬৫, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত খড়গপুর সহরের অন্তর্গত সুভাষ পল্লীস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-আশ্রমের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-জীবন জনার্দ্দন মহারাজের আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা বা ব্যাসপূজা ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদজীউর নব-মন্দিরে শুভবিজয় উপলক্ষে বিরাট্ উৎসব বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সপার্ষদ উক্ত দিবস-চতুষ্টয় উপস্থিত থাকিয়া এই মহদনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

১৪ই ফাল্গুন উক্ত বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য মূর্ত্তির পূজা করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে গঞ্জাম হইতে আগত নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আরতি করেন এবং আচার্য্যদেবের রচিত **শ্রীল প্রভুপাদের আরতি কীর্ত্তনটী** কীর্ত্তিত হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে **শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা উপাখ্যান** ২ দিন যাবৎ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি ধর্ম্মজীবনই মনুষ্য-জীবন এবং পশু হইতে মানবের পার্থক্য, এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে শোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। "নায়মাত্মা **বল**হীনেন লভ্যঃ" এবং "**ভয়ং** দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী বীরপুরুষগণই ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। ভীরু কাপুরুষগণই আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদিতে আবদ্ধ থাকে। এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, **রাজ-নৈতিকতা, অর্থ-নৈতিকতা, সমাজনৈতিকতা প্রভৃতিতে যাহারা আসক্ত, তাহারা সকলেই ভীরু এবং কাপুরুষ।** মায়া ও অবিদ্যার পীড়ন ভয়ে জর্জ্জরিজত হইয়া তাহারাই মায়ার খোসামোদ করিয়া জীবন অতিবাহিত করে।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি বাসরে পূজ্যপাদ জনার্দ্দন মহারাজের চেষ্টালব্ধ অর্থে নির্ম্মিত বিরাট্ নবচূড় মন্দিরে তদীয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদজীউ বিগ্রহগণ ভাগবতীয় কীর্ত্তন ও পাঞ্চরাত্রিক সেবাবিধানমুখে শুভ প্রবেশ করেন। তৎপরে বিধিপূর্ব্বক ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব হইতেই বেদী প্রস্তুত করিয়া কদলীবৃক্ষাদি, আম্রপল্লব ও পতাকাদি দ্বারা ব্যাস-পূজামণ্ডপ সুসজ্জিত হইয়াছিল ; তাহাতে কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, গুরু-পরম্পরা-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চক ও উপাস্য পঞ্চকের পূজা ও হোম বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

শেষ দিবস ১৭ই ফাল্গুন রবিবার সুভাষপল্লীর উক্ত আশ্রমে অকুণ্ঠভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলা ১০টা হইতে প্রসাদের জন্য এত লোক সমাগম হয় যে মঠপ্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া মঠসংলগ্ন একটী বিরাট্ ময়দানে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। লোক সংখ্যা অগণিত, হইলেও সকলের অনুমান দশসহস্রের কম নহে।

এই উৎসবে শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী রাগভূষণ ও শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন এবং শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয়ের মৃদঙ্গ-বাদন শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী প্রভু শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার পাঞ্চ-রাত্রিক বৈধ কার্য্য সম্পাদন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা এবৎসরও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই পরিক্রমা ক্রমশঃ ভক্তজনের প্রিয় হইয়া উঠায় ইহাতে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে, তজ্জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় এত অধিক জন-সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। পাছে পরে আসিলে বাস-স্থানাদির সাঙ্কুলন না হয়, তজ্জন্য কিছু সংখ্যক যাত্রী এ বৎসর পরিক্রমার ৩।৪ দিন দিবস পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে ক্রমশঃ শেষের দিকে যাত্রীদিগকে থাকিবার জন্য স্থান দান করা একটী সমস্যা-স্বরূপ হইয়াছিল কিন্তু পরিক্রমা পরিচালনকারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ বিশেষ দক্ষতার সহিত ইহার সুব্যবস্থা করিয়া যাত্রীদের যথাসম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছেন। পরিক্রমার শেষভাগে বহুসংখ্যক লোক অন্যান্য দল হইতে চলিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহাদের অনেককেই আমাদের আশ্রয়াদি প্রদান করিতে হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীশ্রীনৃসিংহপল্লী ও চাঁপাহাটীতে শিবিরে রাত্রি যাপন করা হয়। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সর্ব্বক্ষণই যাত্রীগণ হরিকথা শ্রবণ করিবার অমূল্য সুযোগ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রচারিত পত্রানুসারে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, বুধবার শ্রীধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় এবং পরদিবস প্রাতে গঙ্গাপার হইয়া প্রথমেই কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসহযোগেই অন্য অঙ্গগুলির যাজন করাই শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদের শিক্ষা। তদুপরি এই ধাম পরিক্রমার প্রবর্ত্তনকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া পরিক্রমায় যাত্রা করিলে সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে—এই জ্ঞান করিয়াই শ্রীবেদান্ত সমিতি সর্ব্বাগ্রে

কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সমাগত হন। বিশেষতঃ আত্মনিবেদন অবস্থাটী সর্ব্বশেষেই উদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষায় নবধা ভক্তির চরমেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তজ্জন্য আমরা আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর সর্ব্বশেষেই পরিক্রমা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যেরূপ স্বীয় পদধূলি দান করিতে সর্ব্বতোভাবে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেও ঐকান্তিক ভক্ত সেই বাধা ও নিষেধকে লঙ্ঘন করিয়াই তদীয় পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিজকৃত পরিক্রমা-বিধিকে আপাত দর্শনে যেন লঙ্ঘন করিয়াই মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণান্তিকে শ্রীধাম পরিক্রমাকালে প্রথম দিবসেই গোষ্ঠীসহ সমাগত হন। ভক্তিকার্য্যটি কোন বাহ্যক্রিয়াকলাপদ্বারা অনুধাবন করা যায় না। পরন্তু ইহার **অন্তর্নিহিত ভাবই** গ্রহণ করা আবশ্যক। সেবার উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিয়মাগ্রহ করিলে ভক্তির ব্যঘাতই হইয়া থাকে—ইহাই শ্রীরূপ-শিক্ষা।

যাহা হউক আমরা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রথমে কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপের **সুরভিকুঞ্জ,** শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরে সমাধি ও ভজনস্থলী **শ্রীশ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ** পরিক্রমামুখে দর্শন করি। সমাধি ক্ষেত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে ভক্ত-সেবারই মহত্ত্ব বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের দ্বারটী পূর্ব্বমুখী জগমোহন সহ নির্ম্মিত আছে। তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ দক্ষিণ মুখী থাকিলেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির প্রাধান্য অধিক দেওয়া হইয়াছে—ইহাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বক্তৃতাটী আরম্ভ করেন। যাত্রীগণ ভক্তিপ্লুত অন্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র পরিক্রমা করেন।

ক্রমশঃ আমরা **সুবর্ণ বিহারে** উপনীত হই। তথায় দর্শনাদি সমাপন করত সমিতির নিজস্ব আয়োজনে যে দধি-চিড়া প্রসাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সকলে তাহা সেবা করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন। এ বৎসর পরিক্রমা চৈত্রমাসে উপস্থিত হওয়ায় এবং এই দিবস বেলা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় দূর হইতে **হরিহর ক্ষেত্র** দর্শন করিয়া **শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের** নিকট আসা হয়।

পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীদিগের বিছানাপত্র ও তাঁবু প্রভৃতি মোটর-লরী যোগে সেবকগণ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাত্রীগণ উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ বিরাট্ বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত শিবির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করত নিদাঘ-তাপ ও পথ-শ্রান্তি দূর করেন। ভোগ রন্ধনকারী সেবকগণও যথা সময়ে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জন্য বিচিত্র পরমান্ন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগাদির প্রস্তুত করিলেন। মহাসংকীর্ত্তনের মধ্যে ভোগ-সামগ্রী নিবেদন হইলে পর যাত্রীগণ সকলেই প্রসাদ সেবা করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকেন। সন্ধ্যায় যথারীতি আরতি কীর্ত্তনের পর পাঠকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত

হয়। অতপর পুনরায় রাত্রে প্রসাদ সেবা করিয়া সকলে নিদ্রামগ্ন হন।

পরদিস অতি প্রত্যুষেই যাত্রীগণ আপন আপন বিছানাপত্র সেবকগণের নিকট জমা দিলেন এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক বাহিত শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে **মধ্যদ্বীপে** উপস্থিত হন। তথায় শ্রীহংসবাহন ও সপ্তর্ষিদিগের গৌরভজন ও পুষ্করতীর্থের অবস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে পাঠ করা হয়। সেই স্থান হইতে যাত্রীগণ ক্রমশঃ গঙ্গা পার হইয়া কোলেরগঞ্জের মধ্য দিয়া **চম্পকহট্টে** শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপস্থিত হন। এবং পূর্ব্ববৎ সমিতির সেবকগণ-নির্ম্মিত শিবিরাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে কোলদ্বীপের অন্তর্গত **সমুদ্র সেন** রাজার অধুনালুপ্ত বাসস্থলীতে সকলে উপস্থিত হন। এই স্থানটী **কোলদ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্রগড়** নামে খ্যাত। কারণ এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে সমুদ্র আসিয়া গঙ্গাদেবীর আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা বিধান করিতেন। এখানে রাজা সমুদ্রসেনের যুদ্ধে ভীমসেন বিপদাপন্ন হইলে কৃষ্ণ তাঁহার রক্ষার জন্য উপস্থিত হন। সমুদ্রসেন সেইকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

রাত্রে শ্রীগৌরগদাধর মঠে পাঠ-কীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। চম্পক-হট্টের মহিমা, শ্রীগদাধর-তত্ত্ব ও গদাধরকে শ্রীমতিরাধারাণীরূপে বিচার করিয়া বাণীনাথের তাঁহার পূজা প্রভৃতি বিষয়ক বহু কথা বক্তৃতামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব কীর্ত্তন করেন। পাঠ-কীর্ত্তনাদির পর যাত্রীগণ প্রসাদ সেবন করত বিশ্রাম করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণও অকুণ্ঠভাবে প্রসাদ সেবন করেন।

পরদিন প্রাতে ক্রমশঃ **ঋতুদ্বীপে** রাধাকুণ্ডাভিন্নস্থান ও **বিদ্যানগরে** শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান ও ব্যাসগাদি প্রভৃতি দর্শন করা হয়। বিদ্যানগরে যাবতীয় বিদ্যা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্থকতা লাভ করেন এবং ভক্তির আনুগত্যে থাকিয়া এই ধামে অবস্থানের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। এখানে যাত্রীগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত **শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ** দর্শন করেন।

যাত্রীগণ অতঃপর **জহ্নুদ্বীপে** শ্রীজহ্নুমুনির স্থানে উপস্থিত হন। তথা হইতে **মোদদ্রুমদ্বীপে** শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠে সকলে আগমন করেন। এই স্থানটী ব্যাসাবতার **শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ক্ষেত্র।** এখানে সন্ন্যাসি মহারাজগণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূত-চরিত্র ও বিচারধারা বক্তৃতামুখে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর তথা হইতে ব্রহ্মাণীতলায় আসিয়া একাদশীর অনুকল্প করা হয়। ক্রমশঃ **শ্রীদেবানন্দ** গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যায় পাঁছান গেল।

তৎপর দিবস **প্রৌঢ়া মায়া (পোড়া মা)** ও শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাজের সমাধি এবং **রুদ্রদ্বীপে** শ্রীল প্রভুপাদের মন্দিরে দর্শন করিয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

পরদিবস প্রাতে সকলেই মহা উল্লাসভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীশ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হন। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলেন এবং আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে এবং ধাম-মাহত্ম্য-গ্রন্থ হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। ক্রমশঃ সকলে শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈতভবন দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিক্ষেত্রে সমাগত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আবেগভরে কীর্ত্তন করেন।

তথা হইতে ক্রমশঃ শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীজয়দেবের পাটে সকলে উপস্থিত হন। এইস্থানে এই বৎসর মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাত্রীগণ, গ্রামবাসীগণ ও বরাহুত ব্যক্তিগণ অনুমান ৫০০০ লোক অকুণ্ঠভাবে আসিয়া প্রসাদ সেবা করেন। আমাদের পরিক্রমার প্রসাদাদি সেবনকালে কাহাকে কোথাও টিকেট বা পরিচয় পত্র দেখাইতে হয় নাই বলিয়া অগণিত লোক দলে দলে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিয়া গেলেন। শ্রীমায়াপুরে উৎসব বিষয়ে **মাননীয় ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সরকার** (নবদ্বীপের বুড়া ডাক্তার) এবং গ্রামবাসীগণ সর্ব্বতোভাবে সমিতিকে সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রসংসার পাত্র হইয়াছেন। আমরা আশা করি প্রতি-বর্ষেই তাঁহারা এইরূপ সহযোগিতা করিবেন। যাত্রীগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব

পরদিবস শ্রীগৌর-জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই যথাবিধি সারাদিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক পঠিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও ভোগরাগাদি দর্শন করত যাত্রীগণ রাত্রে অনুকল্প মাত্র গ্রহণ করেন।

অতঃপর ১২ই চৈত্র বুধবার সাধারণ মহোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতে থাকে। সারাদিবস ধরিয়া দলে দলে সকল শ্রেণীর স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যক্তিগণ অকুণ্ঠভাবে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিতে থাকেন। এই বিরাট্ অন্ন ক্ষেত্র ও উৎসব দর্শন করিয়া সকলেই উচ্চ-কণ্ঠে শ্রীল সভাপতি মহারাজের জয়গান করিয়া যান। এই পরিক্রমার কয় দিবসে আনুমানিক ৫০,০০০ ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বলা বাহুল্য পরিক্রমা ও উৎসব পরিচালনের জন্য প্রত্যহই মাইকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাঠ-কীর্ত্তনাদি এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপ্রভাবে বহু দূরবর্ত্তী লোকও শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

নিজস্ব সংবাদ

১১শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২২ মধুসূদন, ৪৭৩ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৬ ; ইং ১৫।৫।৫৯ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীঅক্রূর-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-পঞ্চদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চত্বারিংশেঽধ্যায়ে—১-১৫)

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥১॥

(শ্রীঅক্রূর অতিশয় প্রীত, পরম-ভক্তিযুক্ত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভাবার্দ্রনয়নে সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাবধানে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ধীরে ধীরে গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীভগবানের স্তুতি করিয়া) বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ! আপনি চরাচর সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, অতএব সকলের আদিভূত অব্যয় নারায়ণ-স্বরূপ, আমি অপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনার নাভিদেশ-

জাত পদ্মকোষ হইতে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ বিরচিত হইয়াছে ॥১॥

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ॥২॥

হে দেব! তুমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার' মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ এবং সমস্ত দেবগণ যাঁহারা এই জগতের কারণস্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থই আপনার শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥২॥

নৈনে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥৩॥

(হে ভগবন্,) প্রধান, কালকর্ম্ম প্রভৃতি মায়িক বস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনাত্মবস্তু বলিয়া আত্মস্বরূপ আপনাকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মাও (জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনাত্ম-বস্তু না হইলেও) মায়ার গুণে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই, অন্য ক্ষুদ্র জীবের কথা কি ?৩॥

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥৪॥

হে প্রভো! হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সাধু-যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব পদার্থসমূহের সাক্ষী এবং অন্তর্যামিস্বরূপ সর্ব্বফলপ্রদাতা অপনার ঈশ্বরস্বরূপেরই নিশ্চিতরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৪॥

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতালিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥৫॥

কতিপয় কর্ম্মযোগী দ্বিজগণ কর্ম্মকাণ্ডময়ী বেদবিদ্যা-কর্ত্তৃক বিবিধরূপে

বিস্তারিত যজ্ঞ-সমূহ দ্বারা বজ্রহস্তাদি বিবিধরূপধারী দেবতার নামে যে যজ্ঞারাধনা করেন, উহাও ব্যতিরেকভাবে আপনারই উপাসনা হইয়া থাকে ॥৫॥

একে ত্বাঽখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥৬॥

যাঁহারা বিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বেদ (বিরক্তি) লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও সমাধিযোগে যে চিন্মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাও জ্ঞানবিগ্রহ আপনারই আরাধনা ॥৬॥

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥৭॥

অপর কেহ কেহ পাশুপত দীক্ষাদি অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে আপনার কথিত পাঞ্চরাত্রিক বিধি-অনুসারে আপনাতে চিত্ত সন্নিবেশ-পূর্ব্বক বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি (নিত্যবিগ্রহ) আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৭॥

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে ॥৮॥

অপর কেহ মহাদেব-কথিত শৈব-পাশুপতাদি নানাবিধ শাস্ত্র অনুসারে শিবরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, উহাও অবিধিপূর্ব্বক হইলেও আপনারই আরাধনা ॥৮॥

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥৯॥

(হে সর্ব্বদেবময়,) প্রভো, যাহারা দেবতান্তরের ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যত্রই আসক্ত তথাপি তাঁহারা সকলে সর্ব্ব দেবতার অন্তর্যামী সর্ব্বদেবময় আপনারই উপাসনা করেন ॥৯॥

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥১০॥

হে প্রভো, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীসকল বৃষ্টিজল-পরিপূর্ণ ও বহু-

স্রোতবিশিষ্ট হইয়া নানাদিক্ হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গসকল চরমে সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ আপনাতেই পর্য্যবসিত হয়। তাৎপর্য্য—বেদসকল পর্ব্বত-সদৃশ, তাহা হইতেই বিভিন্ন মার্গ উদ্ভূত হইয়াছে। বৃষ্টিরূপ মুনিগণ কর্ত্তৃক নানাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। বেদের একদেশ দর্শন জন্য নানা মুনির নানা মত, সমগ্র বেদশাস্ত্র বিচার করিলে "বেদৈরহমেব বেদ্যঃ", "নারায়ণপরা বেদাঃ" প্রভৃতি বচনানুসারে যাবতীয় খণ্ড বিচার একমাত্র নারায়ণেই পর্য্যবসিত হয়, নারায়ণই একমাত্র মূল লক্ষ্যবস্তু বলিয়া বিচারিত হয়।১০॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥১১॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর জীব-সমূহ তাহাতে আবদ্ধ। (সুতরাং তাঁহারা মায়া-মোহিত হইয়া, নির্গুণ-স্বরূপ আপনাকে সাক্ষাদ্ ভাবে ভজন করিতে পারে না) ॥১১॥

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ত্ততে দেব-নৃ-তির্য্যগাত্মসু ॥১২॥

আপনি নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ, অতএব স্ব ব্যতীত অপর বস্তুর সত্তা না থাকায় আপনার বুদ্ধি কুত্রাপি লিপ্ত হয় না, পরন্তু আপনি সকলের বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ, অপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনার অবিদ্যাকৃত এই গুণপ্রবাহ দেব, মনুষ্য এবং তির্য্যগ্ দেহাভিমানী যাবতীয় জীবের প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১২॥

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥১৩॥

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমিষ্যতে ॥১৪॥

হে ভগবন্, অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য্য চক্ষু, আকাশ নাভি, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ মস্তক, শ্রেষ্ঠ দেবগণ বাহু, সমুদ্র কুক্ষি, বায়ু প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধি সমূহ রোমরাশি, মেঘমালা কেশরাশি, পর্ব্বতসকল অস্থি ও নখ, দিন ও রাত্রি নেত্র-উন্মীলন ও নেত্র-নিমীলন, প্রজাপতি মেঢ্র এবং বৃষ্টি বীর্য্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥১৩-১৪॥

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো-
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥১৫॥

হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ভগবন্, সূক্ষ্ম প্রাণি-অণ্ডসকল যেরূপ জলমধ্যে এবং মশকসকল যেরূপ উড়ুম্বর ফল-মধ্যবর্ত্তী কেশর-মধ্যে পরস্পরের বার্ত্তা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ মনঃ প্রভৃতি নিখিল তত্ত্বের আধার-স্বরূপ আপনার বিরাট-বিগ্রহে, অথবা মনঃ প্রভৃতি ষোড়শ কলার সূক্ষ্মকারণস্বরূপ আপনার কারণ-বিগ্রহে বহুজীব-সঙ্কুল এই ভুবন-সকল নিজ নিজ পালকগণের সহিত কল্পিত হইয়া বিচরণ করিতেছে ॥১৫॥

বৈষ্ণবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব

ব্রহ্মা হইতে আম্নায়-বিচারে অচ্যুতগোত্রীয় আচার্য্যগণ যে যে বেদশাখা অবলম্বন করিয়াছেন, কর্ম্মিগণ নিজ নিজ বেদশাখার প্রতিকূল দর্শন করিয়া নিত্যোপাসক শাখাকে নিজ নিজ সংকীর্ণতায় ভেদ বুদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আমরা তত্তৎস্থলে এই সকল কথা বিশদভাবে প্রদর্শন করিব বলিয়া এইস্থলে সেই অসংখ্য কথাসমূহের আর অবতারণা করিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কারবিষয়ে লিখিত হইয়াছে, সংস্কারদ্বারা পাপসমূহ অপনোদিত হয় ; শূদ্র কেবল পাপী বলিয়া তাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই, কেবল পাপিকুলে উদ্ভূত হইলেই যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে অসমর্থ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। একাদশ-স্কন্ধে—"সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" এবং সপ্তম স্কন্ধে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" প্রভৃতি অসংখ্য বিধিদ্বারা সকলেরই পাপ-বর্জ্জিত হইয়া ভগবদুপাসনায় অধিকার আছে। আচার্য্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গম-সঙ্গমনী-টীকায় এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে, দীক্ষাবিধানের সকল অঙ্গ গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি ঘটে না। দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে চ্যুত গোত্রীয় ঋষিকুলকে সাবিত্র্য বিধান অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা-বিধানানুসারে সংস্কার গ্রহণরূপ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার লৌকিক সমাজ-প্রচলিত ব্রাহ্মণতা হয় না।

শৌনকাদি ঋষির উক্তিতে শ্রীসূত গোস্বামীর অনঘত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি পাপী শূদ্র বা সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ছিলেন না, জানা যায়। কিন্তু কর্ম্মশাখিগণ বেদশাস্ত্রের আংশিক অপূর্ণ শাখাবলম্বনে তাঁহাকে সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণেতর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারপ্রাপ্ত চ্যুতধারায় জাত নহেন বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা করিবেন। সেইজন্য শ্রীব্যাসদেব স্বীয় অধস্তন আচার্য্যগণের নিদর্শন জন্য ঋষিগণ-কথিত 'অনঘ' শব্দ শ্রীসূত গোস্বামীতে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসূত গোস্বামী পাপযুক্ত অবর কুলের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীশুকের আনুগত্য করিয়াছিলেন, গুর্ব্বানুগত্যেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণাধিকার হইয়াছিল।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

এই শ্লোক শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রবণ করিবার পর শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজ অবরকুলে উৎপন্ন হইয়াও কায়মনোবাক্যে পরমহংস বৈষ্ণবরাজ শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় সংস্কার গ্রহণান্তর পরিশেষে পরমহংস সংহিতোদ্দিষ্ট বাহ্য-বেশ গ্রহণ করেন। সেই বাহ্য বেশে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত মনোধর্ম্মজীবী ঋষিকুল তাৎকালিক সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে লোক-প্রচলিত হরিবিমুখ দৃষ্টি-অনুসারে ব্রাহ্মণেতর ব্রাত্য সঙ্কর-

কুলোদ্ভূত সাধুমাত্র জানিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহাদের মুখ হইতে 'অনঘ' ও 'ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক' প্রভৃতি বাক্য স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণ জগতের সৌভাগ্যোদয়ে ব্যাঘাতকারক বলিয়া সাধারণ মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কেননা, স্নিগ্ধ-স্বভাব প্রীতিশীল শিষ্যই শ্রীগুরুর নিকট হইতে গূঢ় রহস্য লাভ করেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করায় স্নিগ্ধ শিষ্য-প্রাপ্য সূতলব্ধ জ্ঞান ঋষিগণ সকলেই শ্রবণার্থী হইয়াই সূতের নিকট প্রার্থনা করেন।

গুরুসজ্জায় সজ্জিত অনেকেই শিষ্যের একান্ত মঙ্গলের অভিলাষী না হইয়া বাসনা পরিতৃপ্তির উদ্দেশে শিষ্যকে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা স্বয়ং একান্ত শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অমঙ্গলের কথাও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীসূত গোস্বামীকে 'আয়ুষ্মান্' বলায় ঋষিকুলের স্নেহের পাত্র উদ্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নিকট শ্রবণকামী হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া তিনি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও বহু শিষ্যকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তনকারিসূত্রে 'অয়ুষ্মান্' শব্দ অনভিজ্ঞ-জন কর্ত্তৃক গুরুর অভিজ্ঞতা-বাচক।

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" এই বিধানানুসারে বৈয়াসিক সম্প্রদায় শ্রীগুরুদেবকে সংসার-দাবদগ্ধ মর্ত্ত্যমাত্র মনে করেন না। মর্ত্ত্যের ধর্ম্ম,—পুত্র সৎ হউক বা অসৎ হউক, সকল হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া 'পুত্র' 'পুত্র' করিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃত হন, কিন্তু ব্যাসের তাদৃশ ভাব ফলভোগকামী কর্ম্মীর অজ্ঞান-সম্বর্দ্ধনের ও তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তাদৃশ অভিনয়। বাস্তব-বিচারে শুকদেব পরম বৈষ্ণব সর্ব্বজড়-ভোগত্যক্ত পরমহংস। তাঁহার সঙ্গ-বিচ্যুতি ব্যাসাদি অপর গুরুভক্তের পক্ষে আদরণীয় নহে। ইহাই জড়লোককে বুঝাইতে শ্রীব্যাস গুরুর তাদৃশ লীলাভিনয়, শ্রীসনাতন গোস্বামীর কণ্ডু-রসার ক্লেশ-প্রাপ্তি লীলাভিনয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধবব্যাধদ্বারা শরাঘাত-লীলা প্রভৃতি উপযুক্ত মূঢ়গণের মোহবৃদ্ধির অনুষ্ঠানমাত্র। শ্রীমহাদেবের মায়াবাদ-শাস্ত্র-প্রচার, ব্রহ্মার মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা সামাজিক শাস্ত্র-প্রচার অধিকারহীন মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে। শ্রীশুকদেব জগতে আদর্শ মহাপুরুষ ও জগদ্‌গুরু। তিনি ব্যাসগুরুর নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই সকল জীবে দয়া করিবার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে পরমহংস শুকদেবের পুনরায় পরীক্ষিতের রাজসভায় গমন ও শ্রীসূতাদির সঙ্গ আপাত-দর্শনে বিরোধ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু পারমহংস্যধর্ম্ম-বিচারে

উহাই পরম সদচার না জানিলে গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া যায়। সর্ব্বভূতগণের হৃদয়ে শ্রীশুকোচিত পারমহংস্যভাব উদিত হওয়ায় উদ্ভিজ্জ তরুগণও শ্রীশুকদেবকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। তিনিও অন্তর্যামিত্ব-সূত্রে সকল তরুর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জগদ্‌গুরুর সেবা সমগ্র জগতে করিয়া থাকেন। পিতার বৈষ্ণব-পুত্রাহ্বান ও বৈষ্ণবসঙ্গ-বিচ্যুতিতে সকল বৈষ্ণব-হৃদয় বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও বৈক্লব্যজনিত প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। ইহাই শ্রীগুরুদেবের মুখে কীর্ত্তিত বিষয়ের শ্রবণ ও কীর্ত্তন-জ্ঞাপক। শ্রীব্যাসাশ্রিত কাননাভ্যন্তরস্থিত বৃক্ষগণও ব্যাসের আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবশে বৈষ্ণব-পূজার আবাহন করিয়াছিল। যাহাদের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহারা বৈষ্ণবের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন আছে, ঐরূপ অন্যায় আরোপ করেন। সেইজন্যই অজ্ঞান ভাবের পোষণজন্যই ব্যাস সাংসারিক বন্ধন-দশা প্রচার করিলেন; তাহাতে গৃহব্রতগণ পুত্রজন্য শোক বুঝিয়া ধর্ম্মকে মূঢ়তার বশবর্ত্তী বলিয়া শিক্ষা করিল, ব্যাসের অধস্তনগণ বৈষ্ণবসঙ্গ-বিরহ অতীব ক্লেশকর ইহাই বুঝিল। এতাদৃশ পরমহংস বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবের কোন দিনই সংসারের ক্লেশ ছাড়িবে না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রীতি

প্রীতি—এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটি তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ-নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

প্রীতিই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়—তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও

নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগ-বাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব-দেবত্বে ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতি লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

পিরীতি বলিয়া　　এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে　　হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি এক চিতে　　ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর　　মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"॥
পুন যে মথিয়া　　অমিয়া হইল,
তাহে ভিঁয়াইল "তি"।
সকল সুখের　　এ তিন আখর,
তুলনা দিব সে কি?
যাহার মরমে　　পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।

ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার ॥
এহেন পিরীতি না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

পদার্থ দুই প্রকার, চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

চিৎ পদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি ?

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্ম বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র [illegible]ত-শক্তি দ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধ জীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতি-

র্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতি-ধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ **প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়।** জড় জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে একবস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহৎ জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।১৩) বলিয়াছেন ;—

স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি। সে-সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড় জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন ;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া　　আছয়ে যে-জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি　　যে-জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥
'পিরীতি' 'পিরীতি'　　তিনটী আখর
পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে　　নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত ॥"

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্

আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও **জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস।** তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন-সিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ, মুক্ত জীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্।

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একেবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখ-সমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমানন দ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া, এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে আপনা-দিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্ম-জগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন।

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব, তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;—

কানু যে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।

ভাবিয়া দেখিনু　　শ্যাম-বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও　　ধরম-করম
মন স্বতন্ত্ররী নয়।
কুলবতী হৈঞা　　পিরীতি-আরতি
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করম　　কপালে আছিলা
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী　　ভজ নিজ পতি,
থাক্ ঘরে কুল লই ॥
গুরু দুরজন,　　বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে　　এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া ॥
পরসী দুর্জ্জন　　বলে কুবচন,
না যাব সে লোক, পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়　　কানুর পিরীতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া ॥

জীব এ-জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূল দেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান, ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোকনিন্দার

ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১)

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণী শক্তি স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতিয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাগবত প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতিমাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আসুরক্তি, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৫।৬)—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। (ইত্যুপক্রম্য) ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড় জগতে ও লিঙ্গ জগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন হে

মৈত্রেয়ী! স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গ শরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ করিবে; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে-কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। **বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম, কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র।** আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহার মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান-ইতি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত পাদপদ্মে

দীনার অঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার,
তব পাদপদ্মে কোটী কোটী নমস্কার।
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর,
যাঁহা হইতে হরিনাম জগতে প্রচার।

জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের কুমার,
যাঁহা হইতে কলি জীব পাইল উদ্ধার।
সর্ব্বজীব হৃদয়েতে পরমাত্মারূপে,
নিত্য বিরাজিত যিনি চৈতন্য-স্বরূপে।

শচী-গর্ভ-সিন্ধুমাঝে যাঁর অবতার,
সেই বিশ্বম্ভর পদে করি নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কবে মোরে করি দয়া,
ভক্তদ্বারে কৃপা করি দিবে পদ ছায়া।

শ্রীনিত্যানন্দ

আমা হেন পতিত চণ্ডাল দুরাচার,
নিত্যানন্দ বিনা কেবা করিবে উদ্ধার।

জয় জয় নিত্যানন্দ অবধূত রায়,
পতিত অধমে যিনি সতত সদয়।

অপার করুণাধার প্রভু নিত্যানন্দ,
জীবে হরিনাম দিয়া যাঁহার আনন্দ।

তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণাম,
জীবাধমে কৃপা কর পতিত পাবন।

কেমনে পাইব আমি গৌরাঙ্গ চরণ,
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ হও কৃপাবাণ।

শ্রীঅদ্বৈত

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই,
গোলোক হইতে যেঁহ আনিল কানাই।

যাঁর প্রেম আকর্ষণে গোলোকের পতি,
নরতনু ধরি কৈল নবদ্বীপে স্থিতি।
যাঁহার কৃপায় লোক দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ,
জয় জয় সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।

বৃন্দাবন লীলারস আস্বাদন তরে,
আনিলেন যিনি গোরা নদীয়া নগরে।
জীবে হরিনাম দিতে আর লীলা রঙ্গে,
ভাসাইতে মরুভূমি প্রেমের তরঙ্গে।
ধর্ম্ম রক্ষিবারে আর বিনাশিতে অরি,
হরিনাম ব্রহ্ম অস্ত্র সহ গৌরহরি।
আসিলেন দয়া করি যিনি ধরাধাম,
তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
কৃপা কর এ-অধমে অদ্বৈত নিতাই,
গৌর-কৃষ্ণ সেবা অধিকার যেন পাই॥

—শ্রীপ্রফুল্ল কুমারী দেবী (ভাগলপুর)

———

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর ৪)

পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর দিব্য চৈতন্যময় ধামে দেবগণ-সেবিত হইয়া বিরাজিত। বেদসকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। যে ব্যক্তি এই পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না, তাঁহার বেদাধ্যয়ন দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ তাঁহার অধ্যয়ন বৃথা। কিন্তু যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন তাঁহারই অচ্যুত পরমধামে গমনের যোগ্যতা হয়। তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না।

সমস্ত বেদের মন্ত্ররূপ ছন্দ, যজ্ঞ, ক্রতু (জ্যোতিষ্টোমাদি বিশেষ যজ্ঞ) বিবিধ ব্রত, শুভকর্ম্ম, সদাচার, তাহার নিয়ম, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পদার্থসকল সেই মায়ী-পুরুষ সৃজন করিয়া থাকেন। এই জগতে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রযত্নশীল জীব ব্যতীত অন্যান্য সকলেই মায়ানিরুদ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করে।

মায়ার অপর নাম 'প্রকৃতি' এবং মায়ী-পুরুষ 'মহেশ্বর'-নামে প্রসিদ্ধ। সেই প্রকৃতিরই অঙ্গভূত কার্য্য-কারণে জগৎ ব্যাপ্ত। মায়াধীশ পরমেশ্বর সমস্ত যোনির একমাত্র অধ্যক্ষ, সমস্ত কারণের কারণ-স্বরূপ। পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি কার্য্যসকলের উৎপাদন করেন। পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা। সমস্ত

জগৎ তাঁহা হইতেই জাত এবং প্রলয়ে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, বরদাতা, স্তুতিযোগ্য, পরমদেব, সর্ব্বসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরকে জানিয়া জীব পরম শান্তির অধিকারী হন। সর্ব্ব-শাসক রুদ্ররূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তি ও উদ্ভবের জনক; তিনি সকলের অধিপতি ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভেরও জনক বলিয়া সর্ব্বাদি। সেই পরমদেব আমাদিগকে শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত করুন।

যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর দেবগণেরও অধিপতি, যাঁহাতে সমস্ত লোক আশ্রিত, যিনি অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্ত প্রাণীর শাসক, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বাধার আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হবিঃ অর্পণ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তাঁহারই পূজাদি কর্ত্তব্য।

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মরূপে হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত বলিয়া যিনি আত্মার অত্যন্ত সমীপে বর্ত্তমান, যিনি অখিল বিশ্বের রচয়িতা, বিশ্বরূপ, অনেক রূপের ধারণকারী, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় শিবকে অর্থাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে জানিলে জীব অত্যন্ত শান্তির অধিকারী হন।

সেই পরমেশ্বর স্থিতিকালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা করেন। তিনি সর্ব্বজগতের অধিপতি। সর্ব্ববেদজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহারই ধ্যান করেন। তাঁহারই স্মরণ ও চিন্তন দ্বারা তাঁহাতে চিত্ত সংলগ্ন রাখেন। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুপাশ ছেদন করিতে পারা যায়। মাখনের মধ্যে অবস্থিত তৎসারভূত পদার্থ ঘৃতবৎ যিনি সর্ব্বসার ও সূক্ষ্ম বলিয়া অদৃশ্যরূপে অবস্থিত, আবার সর্ব্বজগৎকে সর্ব্বব্যাপীরূপে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থানকারী পরমেশ্বরকে নির্ম্মল হৃদয়ে অবগত হইয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

সর্ব্বজগতের উৎপাদনকারী মহাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমদেব জীবগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাঁহার গুণপ্রভাব অবগত হইয়া নির্ম্মলচিত্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত জীব একাগ্রমনে তাঁহার চিন্তনদ্বারা জন্ম-মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হন।

অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নাশ হইলে সেই পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হন। সেই তত্ত্ব দিবা বা রাত্রি নহেন, সৎ বা অসৎ নহেন, কিন্তু এসকল হইতে বিলক্ষণ একমাত্র অবিনাশী কল্যাণময় উপাস্যদেব পরম্পরাক্রমে আগত সাধনক্রমে অনাদিকাল হইতে উপাসিত হইয়া আসিতেছেন। সেই পরমপুরুষকে কেহ উপর হইতে বা নীচে অথবা মধ্যে ধারণ করিতে পারেন না, কারণ তিনি সর্ব্বথা

অগ্রাহ্য (গ্রহণের যোগ্যতার অতীত) তত্ত্ব। কোন বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা হয় না। তাঁহার অপর নাম 'মহদ্‌যশঃ'। তাঁহাকে জানিতে, ধরিতে বা গ্রহণ করিতে তিনিই সমর্থ হন, যিনি তাঁহার রহস্য অবগত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। পরমেশ্বরের সেই সেই স্বরূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য নহেন; সুতরাং কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। সেই পরমেশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির প্রভাব শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য অবস্থা লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা মৃত্যুপাশ অতিক্রম করা যায়। সেই অজ পরমেশ্বর সকলকে জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে পারেন—ইহা জানিয়া সংসারভয়ে ভীত জীব তাঁহার শরণাপন্ন হন। অতএব হে পরমেশ্বর! আপনি আমাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ মহাভয় হইতে মুক্ত করুন। আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। তাহা হইলে আমাদের সকল বস্তুই বিনষ্ট হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পৌরাণিক-উপাখ্যান (৮)

মায়াসীতা হরণ

অনেকের ধারণা—দুষ্ট রাবণ শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণু। শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য প্রেয়সী মহালক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, আর শ্রীসীতাদেবী পরমেশ্বরী। শ্রীরামচন্দ্র স্বরূপ-শক্তিমান্, আর শ্রীসীতাদেবী স্বরূপশক্তি। সীতানাথ শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী ব্রতধর, আর জগন্মাতা শ্রীজানকী পতিব্রতা-শিরোমণি—ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বয়ং লক্ষ্মী। রাম ও সীতা জীব নহেন বা মানুষ নহেন; উভয়েই ঈশ্বর বস্তু।

শ্রীসীতারাম উভয়েই অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ, জগদীশ্বর তত্ত্ব। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন হয় না। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'। সুতরাং মায়াবদ্ধজীব রাক্ষসরাজ দুষ্ট রাবণ মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীসীতাদেবীকে স্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শনই করিতে পারে না। তাহা হইলে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ কি করিয়া সম্ভব, ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যে সীতাদেবীকে বদ্ধজীব দর্শন করিতেই অসমর্থ, মায়াবদ্ধ রাক্ষসাধম রাবণের পক্ষে সেই সীতাহরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণের কথা বর্ণিত আছে। ভগবানের পার্ষদ ভক্ত জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভগ্রন্থে জানাইয়াছেন যে—"সীতাহরণ ব্যাপারটী মায়িক। বৃহদগ্নিপুরাণাদি শাস্ত্রে মায়াসীতা হরণের কথা দৃষ্ট হয়।"

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য প্রেয়সী। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের যাবতীয় লীলার সহায়কারিণী। ঈশ্বর প্রেয়সী শ্রীসীতাদেবী সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে অসমর্থ। কপট সন্ন্যাস বেশধারী দুষ্ট রাবণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বনমধ্যে আসিয়া সমাগত হইলে শ্রীসীতাদেবী অন্তর্হিত হইয়া অগ্নিদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেব মায়াসীতা প্রস্তুত করিয়া রাবণকে বঞ্চিত করিলেন। জনকনন্দিনী অগ্নিপুরে রহিলেন। অগ্নিপরীক্ষাকালে অগ্নি মায়াসীতাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক মূলসীতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মায়াসীতা হরণ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণ বলেন—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥

সীতাদেবী অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অগ্নিদেব ছায়াসীতা প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই মায়াসীতাকেই হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন অগ্নি-পরীক্ষা করেন তখন ছায়াসীতা বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

দক্ষিণদেশীয় জনৈক রামভক্ত বিপ্র সীতাহরণ প্রসঙ্গ শুনিয়া মর্ম্মাহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেনে না কর বিচার॥
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
বারণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্রাম করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না ভাবিহ মনে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৯১-১৯৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল॥
তবে মায়াসীতা অগ্নে কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২০২-২০৩, ২০৫-২০৭)

এখন প্রশ্ন—যদি সীতাহরণ না হইয়াই থাকে তবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে—ঈশ্বর-প্রেয়সী জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীর প্রতি ভোগবুদ্ধি যে কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই মহা-অপরাধময়ী দুর্ব্বুদ্ধির জন্যই রাবণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। সেব্য-বস্তুর প্রতি ভোগ বুদ্ধি হইলে এরূপ সর্ব্বনাশ হয়।

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী,
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ

আণবিক জীব ও পরমাণু

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ (বিঃ পুঃ)

আণবিক শক্তির পরিবেশন যুগে আণবিক জীবতত্ত্বের কিছু পরিবেশন হইলে আশা হয়,—ভৌতিকবাদী নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিককুল জীবতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া তাহার স্বরূপ এবং কার্য্যক্রম বিষয়ে অনেক কিছু গবেষণা করিতে সক্ষম হইবেন।

পরতত্ত্ব বিষ্ণু ভগবানের যে শক্তি তাহা স্বরূপতঃ চিন্ময় বা চেতনবস্তু। সেই শক্তিই বিবিধ নামে পরিচিত হইয়া বিবিধ শক্তি-বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়। যেমন একই বৈদ্যুতিক শক্তি প্রক্রিয়া অনুসারে কখন শীতল এবং কখন উষ্ণ ভাব প্রকাশ করে, সেই ভাবেই ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তি পরা হইয়াও বহুভাবে পরিদৃষ্ট হয়। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'। শক্তির বৈচিত্রতা প্রভাবেই সেই বিষ্ণু শক্তিই তটস্থা নামে পরিচিত হয়। আবার সেই শক্তিই জড়াশক্তি বা মায়াশক্তি বলিয়াও পরিচিত হয়। কিন্তু মূল শক্তির রূপ চিন্ময় ব্রহ্মময়ী, তাহা পরম ব্রহ্ম ভগবান্ হইতে অভেদ। শক্তির পরিণামই সনাতন এবং অসনাতন জগতের বৈচিত্র্য বিলাস, কিন্তু তারতম্য বিচারে তটস্থা শক্তি জীব এবং মায়াশক্তি জড়াপ্রাকৃতির পার্থক্য আছে। আবার স্বরূপশক্তি হইতে মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিরও পার্থক্য আছে।

বৈজ্ঞানিকগণ জড়াশক্তির যে পরমাণু-বিচার করেন, সেই পরমাণু-বিচার জীবশক্তিরও হইতে পারে। দুইটি পরমাণু কিন্তু এক নহে। আজ কাল জড় পরমাণুবাদের অনুসন্ধানে যে কেন্দ্রীয় শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনের অনুসন্ধান চলিতেছে তাহার উপযুক্ত উত্তর উপরিউক্ত বিষ্ণুপুরাণ-উদ্ধৃত ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তির পরমাণু বলিয়াই বিবেচিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তির পরমাণু শাস্ত্রদৃষ্টে 'কেশাগ্র-শতভাগস্য' যে পরমাণুর নির্দ্দেশ আছে তাহাই জীব পরমাণু এবং সেই জীব পরমাণুই জড় পরমাণুর কেন্দ্রীয় শক্তি। উপরিউক্ত বিচার অনুসারে আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, জড় পরমাণুর যেমন কোন হিসাব কিতাব নাই সেই প্রকার চিৎ পরমাণুরও কোন হিসাব কিতাব নাই বা হইতে পারে না বলিয়াই সমস্ত জিনিষটাই অচিন্ত্য বা 'অবাঙ্মনসো গোচর' বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ভগবানের শক্তিই যখন অবাঙ্মনসো গোচর বলিয়া পরিগণিত হইল, ভগবানের মহিমাকেও অবাঙ্মনসো গোচর বলিতেই হইবে। এমনকি, শাস্ত্রে এরূপ কথাও

বলা হইয়াছে যে, ভগবৎশক্তির পরমাণুগুলিও যদি কেহ গণনা করিয়া ফেলে তাহা হইলেও ভগবানের মহিমার কেহই অন্ত পাইবে না। ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অনন্তদেব অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত মুখে কীর্ত্তন করিয়া সীমা পান নাই। আমরা ক্ষুদ্র জীব সেই ভগবানের কি ভাবে অন্ত পাইতে পারি।

ভগবানের সমস্ত শক্তিই অচিন্ত্য হইলেও শক্তির পরিচয় বিচারে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করিতে পারি যে, জড়পরমাণু যেভাবে অবস্থিত আছে ঠিক সেই ভাবেই চিৎপরমাণুও অবস্থিত আছে। পার্থক্য কেবল তাত্ত্বিক মাত্র। জড়পরমাণুবাদে অনুসন্ধানমূলে যখন বৈজ্ঞানিকগণ শীর্ষস্থানে পৌঁছিবেন, অবশ্যই তখন জীবপরমাণু সম্বন্ধেও অবগত হইবেন।

এই চিৎপরমাণুগুলি জড়পরমাণুর সঙ্গেই অমিশ্রিতভাবে ও সূক্ষ্মভাবে খেলা করিতেছে। চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিবার কোন অবকাশ না থাকিলেও শাস্ত্রদৃষ্টে তাহা অনুভব করা যায়। এই চিৎপরমাণুগুলি কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা শাস্ত্র-দৃষ্টে বুঝিতে পারি। যথা—

কেশাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ (শ্বেঃ উঃ ৫।৯)

কেশের অগ্রভাগকে ১০০০০ হাজার ভাগ করিয়া যে একভাগ অনুমান করা যায় তাহাই জীবের স্বরূপ। জড়পরমাণুর সঙ্গে সঙ্গেই এই চিৎ-পরমাণুগুলিও ভাসমান আছে। এই ভাবে ভাসমান অবস্থাতেই চিৎপরমাণুর সূক্ষ্ম শরীরের অহঙ্কারানুসারে জড়পরমাণুর সহিত সংযোগ-বিয়োগ ঘটিলে চিৎপরমাণুর জড়শরীর গঠন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে জীবাণু কীটাণু দৃষ্ট হয়, সেইগুলি হইতে সুরু করিয়া বৃহদাকার হস্তী, তিমিমৎস্য আদি সমস্ত জড় শরীরগুলি ঐ ক্ষুদ্র চিৎপরমাণুর আবরণ মাত্র। এই জড় আবরণকেই ভগবদ্‌গীতায় জীবের বহির্ব্বাসরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ (গীঃ ২।২২)

বৈদিক গ্রন্থাদিতে আমরা তিমিঙ্গিল নামে কোন জলজন্তুর পরিচয় পাইয়া থাকি। এই তিমিঙ্গিল মৎস্য বড় বড় তিমিমৎস্যকেও গিলিয়া খায়। সুতরাং তাহাদের শরীরের আকার, আফ্রিকাদেশে গরিলা আদি বৃহদ্‌বনমনুষ্য সবারই ঐ চিৎপরমাণুই মূলবস্তু। এই চিৎ পরমাণুগুলি সর্ব্বদাই নিজের ব্যক্তিত্ব ইচ্ছাদ্বেষ আদি রাখে বলিয়াই প্রত্যেকটিই অণুচেতন স্বতন্ত্র জীবাত্মা। চৌরাশী-

লক্ষ জীবজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই এই চিৎপরমাণু পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মারূপে অবস্থান করিতেছে। চৌরাশীলক্ষ জীবজাতির মধ্যে আমরা কয়েকটি মাত্র এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য অনন্তকোটি বসুধার মধ্যে ঐ সকল জীবজাতি নানা ভঙ্গীতে বিরাজমান আছে। সেই জীবজাতির বাহ্যিক শরীরও বিভিন্ন প্রকারের। আকাশের বহু ঊর্দ্ধে একপ্রকার দেবতা বিশেষ জীব-জাতি বর্ত্তমান আছেন যাঁহারা বিনা বিমানেই স্বেচ্ছায় উড়িয়া উড়িয়া বিভিন্ন বসুধাদিতে বিচরণ করেন।—

যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং **বৈহায়সানামুত** যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥
যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্তর্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥
বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারং ॥

(ভাঃ ২।২।২২-২৪)

ভোগপিপাসু অণুচৈতন্য জীবাত্মা সদ্য মুক্তি বা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে চাহে। তাহারা ভৌতিক জগতের বিভিন্ন ভোগাকাঙ্ক্ষায় বিমোহিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জগতের বড় বড় পদ লাভ করিবার প্রয়াস করে। সেই প্রকার জীবাত্মাগণের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মপদ অথবা সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান অথবা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য অথবা সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা তাহাদের সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ বাসনাময় শরীরের সহিত স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া তাহাদের বাসনানুকূল লোকে যাইতে পারে। বড় বড় যোগীগণ এই প্রকার বাসনানুকূল লোক প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্মজড়গণ বা স্পুটনিকের বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের কর্ম্মফলস্বরূপ স্পুটনিকের সাহায্যে এই সমস্ত উচ্চলোকে যাইতে পারে না। এই সমস্ত উচ্চলোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিকটবর্ত্তী চন্দ্রলোকেও যাইতে পারিবে না। উপরস্থ উচ্চলোক সমূল বায়ুর গতির স্থান হইতেও অনেক উচ্চে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুর উপরে যাইবার জন্য যে যান্ত্রিকসাহায্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা নিষ্ফল হইবে। বায়ুর উপরে যাইতে হইলে যাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া সমাধি লাভ করিবার উপায় জানেন তাঁহারাই বায়ুর উপরে যাইতে পারেন। মহামুনি নারদ এ বিষয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি যোগবলে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বহির্ভাগে

সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। এই কার্য্য জড়বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকগণের সাধ্যাতীত। ভগবদ্‌ভক্ত এবং অষ্টাঙ্গ-সিদ্ধ যোগীগণই এইপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যেমন শরীরের মধ্যে বহুপ্রকার নাড়ী (Veins) আছে যাহার ভিতরে বায়ুর গমনাগমন দ্বারা শরীরে বহু কার্য্য সাধিত হয়, সেই কার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বায়ু চলাচলের বহু প্রকার নাড়ী বা avenue আছে। ব্রহ্মাণ্ডের সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যাহারা সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা প্রবেশ করিতে পারে তাহারাই ইচ্ছামত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। এই সব কার্য্য স্পুটনিকাদির দ্বারা সাধ্য হয় না। অষ্টাঙ্গযোগী এবং ভক্তযোগীগণ যাঁহারা এই সমস্ত জড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ লোকে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেহান্তে আকাশে গমন করত প্রথমে ব্রহ্ম লোক যাইবার বায়ুপথে গমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর পথে অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান। লোকান্তরে যাইবার বাধা স্বরূপ পাপসকল বিধৌত না হইলে পরবর্ত্তী উচ্চলোকে কেহ যাইতে পারে না। যেমন মাদ্রাজ হইতে কাশ্মীর যাইবার জন্য সমুচিত অর্থের আবশ্যকতা আছে, যেমন এই ভুলোক হইতে স্বর্গলোক যাইতে হইলে যথেষ্ট পুণ্যার্জ্জন করিবার আবশ্যকতা আছে সেইপ্রকার এক লোক হইতে অন্য উচ্চলোকে যাইতে হইলে নিষ্পাপ হইবার আবশ্যকতা আছে। আসুরিক ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ গায়ের জোরে যান্ত্রিক সাহায্য লইয়া যে উচ্চলোকে যাইবার চেষ্টা করে তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। জড় জগতেই এক লোক হইতে অন্য উচ্চলোকে যাইতে হইলেও নিষ্পাপ হইবার আবশ্যকতা আছে; সুতরাং ভগবানের নিকট বৈকুণ্ঠ লোকে যাইতে হইলে আমাদের কিরূপ নিষ্পাপ হইতে হয় তাহা চিন্তা করা দরকার। গীতাতে ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন যে, 'যেষাম্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্, তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'—ভগবানের সঙ্গে যাঁহারা একত্র বাস করিবেন, ক্রীড়া করিবেন, তাঁহাদের কত পুণ্য অর্জ্জন করিতে হয় তাহা চিন্তা করা আবশ্যক।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

(ভাঃ ১০।১২।১১)

জন্মজন্মান্তরে পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশির এবং সুকৃতির ফলেই জীবাত্মা ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিতে পারে। ফাঁকি দিয়া স্পুটনিক সাহায্যে চন্দ্রলোকেই যাওয়া যায় না ত' ভগবানের নিকট যাওয়ার কোন কথাই নাই। যাহারা ধর্ম্মধ্বজী

সহজিয়া কপট বৈষ্ণব হইয়া লোককে ফাঁকি দিয়া মূর্খ লোকদের ভোগা দেয় তাহারা কোনদিনই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ছোট হরিদাসকে 'বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রীসম্ভাষণ' অপরাধে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবদ্ ভজনের প্রয়াসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের স্ত্রী-সংঘটিত ব্যাপার যে কিরূপ অপরাধ তাহা যে বুঝিতে পারে না, সেই বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর বেশে ডুবে ডুবে জল খায় আর কামিনী কাঞ্চনের দাস হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর আনুগত্যে এই সকল মহা অপরাধীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবারই উপদেশ দেন।

ব্রহ্মলোক পথে যাহারা যাইতে সমর্থ হয় তাহারাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপরাশি ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডেই যে শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্রে ধ্রুবলোক আদি ভগবদ্ ভক্তের লোক আছে সেইস্থানে উপস্থিত হয়।

আমরা ইচ্ছা করিলে সাধন প্রণালী অনুসারে সেই সমস্ত শরীরও পাইতে পারি। এসমস্ত কথা আমরা শাস্ত্র দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারি। ভবিষ্যতে যদি জড় বিজ্ঞানের এমনই উন্নতি হয় তাহা হইলে স্পুটনিক সাহায্যে সেইসব স্থানে যাইতে পারিবে; কিন্তু সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। রুশ দেশের স্পুটনিক যে ভাবে প্রথম প্রথম প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল এখন যেন সে উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মোটকথা এই যে, চিৎ পরমাণুই জড় পরমাণুর vital force. চিৎ পরমাণু বিনা জড় পরমাণুর শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বৈজ্ঞানিকগণ এই চিৎ পরমাণুরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন—ইহাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই চিৎ পরমাণুর অনুসন্ধান আরম্ভ হইলেই বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের সন্ধান পাইবেন। কারণ চিৎ পরমাণুগুলি বিভুচিৎ ভগবানের অংশবিশেষ।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)

যেমন সূর্য্যের অংশবিশেষ সূর্য্যের কিরণকণাসমূহ, সেইভাবেই সূর্য্যলোক বা সূর্য্যেলোকের অভ্যন্তরে সূর্য্যের অংশবিশেষ সূর্য্যাংশু-কিরণমালার সমতুল্য চিৎপরমাণুগুলি পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যের অংশবিশেষ।

ভৌতিক জগতের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেমন সূর্য্যাংশুকিরণমালা বিস্তৃত হইয়া আছে, ঠিক সেইভাবে চিদাকাশেও কৃষ্ণসূর্য্যের অংশুমালাগুলিও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে।

ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি বসুধাদি নিজ নিজ কালচক্রে (orbit)এ ভ্রমণ করিতেছে। যেমন রুশী স্পুটনিক ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের যান্ত্রিক যাহায্যে কালচক্রে বা orbitএ ২।৬ মাস ভ্রমণ করিয়া ধ্বংস হইয়া যায়, সেই প্রকার ভৌতিক বসুধাগুলিও কোটি কোটি বৎসর ভ্রমণ করিবার পর দম ফুরাইয়া গেলেই ধ্বংস হইয়া যায়। সমস্তই অনন্ত কালের অধীন।

ঠিক ভৌতিক বসুধাদির মতই চিদাকাশে অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠলোক আছে। সে সমস্ত বৈকুণ্ঠ লোকের outer space বা চিদাকাশই ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ। নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মবাদিগণ এই চিদাকাশেই পৌঁছায়, বৈকুণ্ঠ লোকে তাহাদের প্রবেশ হয় না। এবং যদি বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ না হয় তাহা হইলে ঐ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদে আরূঢ় হইয়াও আবার ব্রহ্মাণ্ড-আকাশে পতিত হইয়া জড় সবিশেষকে আশ্রয় করে।

"অরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বসুধাদিকে লোক বলা হয়, আর ব্রহ্মজ্যোতির অন্তর্গত বসুধাদিকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই বৈকুণ্ঠ জগৎ সনাতন আকাশ ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির পরিচয়। আর এই মায়িক জগৎ ভগবানের একপাদ বিভূতির পরিচয়। 'একাংশেন স্থিতো জগৎ'।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ (গীঃ ৮।২০)

বৈকুণ্ঠলোকগুলি কোটী কোটী সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী। সেখানে সূর্য্যের আলো, চন্দ্রের রশ্মি বা অগ্নির প্রকাশের কোন আবশ্যকতা নাই।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ (গীঃ ১৫।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠ লোকের বিষয় এবং তথাকার বৈচিত্র্যসমূহের বর্ণনা এই ভাবে আছে। যথা—

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ ॥
(ভাঃ ২।৯।৯-১১)

ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তাঁহার বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই বৈকুণ্ঠ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-রূপ পঞ্চ মহাক্লেশ এবং মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্রও স্থান নাই। সেই বৈকুণ্ঠ লোকে মায়িক গুণগুলি যথা রজঃ তমঃ অথবা রজস্তমঃ মিশ্রিত সত্ত্বগুণও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই; সুতরাং তাহার অনুসঙ্গীর কি কথা আছে। সুর ও অসুর সকলেই সেই সকল বৈকুণ্ঠবাসী ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠবাসিগণের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কমনীয়তাপূর্ণ বৈকুণ্ঠ শরীরের দৃষ্টান্তবিশেষ) তাঁহাদের চক্ষু পদ্মসদৃশ বিশাল এবং তাঁহাদের পরিধান-বস্ত্র পীতবর্ণ। তাঁহারা অত্যন্ত কমনীয় এবং সুকুমার শরীর। সকলেই চতুর্ভুজ এবং তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অতিশয় বিস্তৃত এবং প্রভাশালী মণিযুক্ত পদক দ্বারা দেদীপ্যমান। তাঁহারা সকলেই অতিশয় তেজস্বী।

সেই বৈকুণ্ঠ লোকের বাহিরে যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ আছে সেই ব্রহ্মজ্যোতির কণাগুলিই (সূর্য্যরশ্মির কণার সম) চিৎপরমাণু। সেই চিৎপরমাণুর সাহচর্য্যে ভৌতিক পরমাণুর রূপ হয় এবং তাহাই ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করে বা চালিত করে।

যস্য প্রভা প্রভবতোঃ জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রঃ সং ৫।৪০)

সেই বৈকুণ্ঠ বস্তু চিৎকণদ্বারা যে বৈকুণ্ঠ জগৎ, সেখানে এই ভৌতিক পরমাণুর লেশমাত্র নাই। সেখানে সমস্তই চিন্ময় অদ্বয়-জ্ঞান। সেখানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ যে বস্তু, বৈকুণ্ঠও সেই বস্তু এবং তথাকার অধিবাসীও সেই বস্তু। সেই জন্য অনেক সময় সেখানকার বৈচিত্র্যকে "লীন" বলা হয়। কিন্তু সেই লীন শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অস্তিত্ব লোপ হইল বা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইল। বস্তুতত্ত্বে সবগুলি এক হইয়াও সেখানে চিদ্বৈচিত্র্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সবুজ পক্ষী যেমন সবুজ বৃক্ষে প্রবেশ করিলে তাহাকে লীন বলা হয়, পরন্তু পক্ষীর অস্তিত্ব লোপ হয় না, সবুজ রং-সাদৃশ্যেই লীন বলা হয় মাত্র। চিৎকণ-জীব যাহারা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি চায়, তাহাদেরও নিরাকার বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকে। কোন অবস্থাতেই জীব চিৎকণ চিদ্বৈভবে মিশিয়া যায় না। পার্থক্য এইমাত্র যে,

অচিৎ জগতে যেমন চেতনের শরীর-আবরণ অচিৎ হয় সেখানে সেই পার্থক্য নাই। সেখানে দেহ-দেহী সবই একবস্তু চিদৈশ্বর্য্য।

যখন জীবাত্মার এইভাবে দেহ-দেহী ভেদ সেখানে থাকে না, তখন ভগবানের আর কি কথা আছে। ভগবানের ত' দেহদেহী ভেদ নাই—ইহাই জানিতে হইবে। ভগবানের দেহ, মন এবং আত্মা সবই একটি। তিনিই চিদচিৎ জগতের একমাত্র কেন্দ্রস্থান।

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড

জগদ্‌গুরুর নিকট কৃপা-প্রার্থনা

জগদ্‌গুরু শ্রীকেশব পতিত-পাবন।
আমার উদ্ধার লাগি' প্রপঞ্চাগমন ॥১॥
মো সম পাতকী নাই সংসার-ভিতরে।
কিরূপে হইবে গতি ভাবিয়ে অন্তরে ॥২॥
আমি অতি পরাধীনা সংসার-কাননে।
কিরূপে পাইব সেবা ভাবি রাত্রি দিনে ॥৩॥
স্বজনাখ্য দস্যু সব আত্মীয় নামে যারা।
হরিনাম শুনিলে মুখে ক্রুদ্ধ হয় তারা ॥৪॥
কেন বিধি পাঠাইলে এরূপ গৃহেতে।
দাবাগ্নি জ্বলিছে সদা আমার মনেতে ॥৫॥
কবে প্রভু কৃপা করি' কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যতত্ত্ব শিখাইবে চরণে রাখিয়া ॥৬॥
কোটি কোটি মুখে গুণ গাহিতে নারে যাঁর।
এ অধমা এক মুখেতে কি গাহিবে তাঁর ॥৭॥
তোমার হুঙ্কারে জগৎ হয় থর থর।
কু-সিদ্ধান্ত নিবারিতে কত শক্তি ধর ॥৮॥
তুমি অবস্থান কর যেই সব স্থানে।
তীর্থগণ আসে সেথা সঙ্গের কারণে ॥৯॥

এ জগতে গুরুরূপে তুমি কর্ণধার।
অপরাধ খণ্ডাইয়া মোরে কর পার॥ ১০॥
কতপাপী উদ্ধারিলে নাহি তার লেখা।
এ জগতে আমি মাত্র রহিলাম একা॥ ১১॥
এইমাত্র ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-সেবকে ভক্তি রহুক আমার॥ ১২॥

—কৃপাভিলাষিণী অধমা
কুমারী শ্রীরেবারাণী চন্দ্র

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীহরিনাম

শ্রীহরিনাম সর্ব্বযুগেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বিচারিত হইলেও অন্যান্যযুগে ধ্যান, যজ্ঞ এবং অর্চ্চন-বিধিরও বহুল প্রচলন ছিল। যেমন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ বিষয়ে অজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগনিবারণার্থে ত্রিকটু নিম্বাদি নানাবিধ ক্লেশকর ও কষ্টসাধ্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদির ব্যবস্থাকেও জানিতে হইবে। সুচতুর ও মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃতসঞ্জীবনীর ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বিনা যন্ত্রণা ও বিনা ক্লেশেই নিরাময় করিয়া থাকেন, সেইরূপ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও অজামিল, রত্নাকর প্রভৃতিকে একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয় করিয়া সর্ব্বাধিক পাপ হইতে অনায়াসে নির্ম্মুক্ত হইয়া অতীব সুখে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিতে দেখা যায়। সত্যযুগে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বায়ুভুক্ হইয়া, ঊর্দ্ধপদ ও হেঁটমুণ্ডে থাকিয়া কঠোর তপস্যা ও ধ্যানাদিতে বহু-কষ্টে সাধকগণ যাহা লাভ করিতেন, অজামিল অনায়াসে ও অতীব সুখকর শ্রীনাম কীর্ত্তন-পন্থায় তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লাভ করিলেন। ত্রেতাযুগে রত্নাকরের ন্যায় ঘোর পাপী, যাহার সংস্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শনমাত্রেই জলাশয়েরও জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সেই ব্যক্তিও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিশ্রেষ্ঠ মুনির পদবী লাভ করিলেন। সুতরাং অন্যান্য যুগে যে হরিনামের মাহাত্ম্য অন্যান্য পন্থা হইতে হীন ছিল তাহা কখনই নহে। তবে অনধিকার হেতু এইরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তুতেও সকলের রুচি ছিল না বলিয়াই অন্যান্য যুগে আড়ম্বরপূর্ণ মার্গে সাধারণ ব্যক্তিগণ আসক্ত হইতেন।

পরন্তু শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কেবল কলিযুগে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যযুগে তাহা এত অধিক ছিল না, অথবা অন্য পন্থা সাধনে শক্তিহীন বলিয়াই কলিযুগের মানবগণ এই নিকৃষ্ট সাধন (?) হরিনাম করিবেন—তাহা নহে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের অনধিকারী ব্যক্তির ন্যায় এই কলিযুগে বহু ব্যক্তিকে তজ্জন্য শ্রীনাম গ্রহণে অনাদর করিয়া অন্যান্য মার্গে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। এ স্থলে বিশেষ বিচার এই যে, অন্যান্য যুগে জীবগণের সামর্থ্য ছিল বলিয়া শ্রীনাম ব্যতীত অন্য পন্থারও তখন ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ তৎকালে জীবহৃদয় বর্ত্তমান কালের ন্যায় পাপমলিন না হওয়ায় অন্য পন্থাগুলি ভক্তির আনুগত্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কলিহত জীবগণ সেই শক্তি-সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত বলিয়া কলিকালে অন্য পন্থা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং একমাত্র শ্রীহরিনামই বিহিত হইয়াছে জানিতে হইবে। যথা ঃ—

হারের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিসন্তরণ উপনিষদ্ ও পদ্মপুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র তার-স্বরে এই কথা কীর্ত্তন করিয়া কলির জীবকে একমাত্র শ্রীহরিনামাশ্রয় করিবার এবং অন্যান্য পন্থা পরিত্যাগ করিবারই উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্রিসত্য করিয়া এই বিধি ও এই নিষেধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'হরের্নাম' পদটী একবার মাত্র উল্লেখ না করিয়া তিনবার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি আছে—তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। তিনবার উল্লেখের দ্বারা ইহা শাস্ত্রের ত্রিসত্য করিয়া প্রতিজ্ঞাই সূচিত হইয়াছে। শাস্ত্র এইরূপে বলিতেছেন যে, হরিনামই কলিকালে **একমাত্র** সাধন। পাপমলিনচিত্ত মানবের তথাপি বিশ্বাস না হওয়ায় 'হরের্নাম' পদের সহিত প্রতি বারেই 'এব' পদটী উচ্চারণ করিলেন। এব—নিশ্চয়ার্থে। সুতরাং 'এব' পদের দ্বারা অধিকতর নিশ্চয় ভাব প্রকাশ করিলেন। তথাপি মন্দভাগ্য মানব মনে করিতেছে—সামান্য 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া কি কখনও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সমতুল্য বস্তুকে লাভ করা সম্ভবপর হয়? এত আড়ম্বর-পূর্ণ যাগ-যজ্ঞ-পূজা-যোগের ফল শুধু হরিনাম করিলে কি পাওয়া যাইবে? তাহাদের এই সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য শাস্ত্র 'কেবলম্' পদটী উদ্ধার করিলেন। অর্থাৎ কেবল হরিনামই কর্ত্তব্য, ইহার সহিত কিছুটা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি না মিশাইলে সম্যক্ ফল ফলিবে না—এ বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছেন। তাহা আরও স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য সাক্ষাদ্ভাবে নিষেধ-বাক্য

উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন—'নাস্তি', 'নাস্তি', 'নাস্তি'। তিনবার উচ্চারণ দ্বারা পূর্ব্ববৎ ত্রিসত্য প্রতিজ্ঞাই সূচিত হইতেছে। এবং অধিকতর দৃঢ়তার জন্য তিনটী পদেই 'এব' পদটী সংযুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই হরিনাম ব্যতীত অন্য পন্থা বা সাধন কলিকালে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত—ইহাই জ্ঞাপন করিলেন। শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করত যে সমস্ত মানব শ্রীহরিনাম আশ্রয় না করিয়া অন্যান্য মার্গে প্রধাবিত হইতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্র ও ভগবচ্চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র অধোগতিই লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অবতীর্ণ হন এবং শাস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত এই বাণীকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে এই শ্লোকটী আর কাহারও আদরের বিষয় বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই যেন এতকাল শাস্ত্রমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুধু এই শ্লোকের আবিষ্কারক নহেন। তিনি ছিলেন—এই শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি এই শ্লোকস্থ "কেবলম্" পদটীর অটুট আদর্শ ছিলেন এবং তদ্দ্বারাই কৈবল্যের শুদ্ধস্বরূপ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই হেতু তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থাকে তাঁহার লীলায় সর্ব্বত্রই গর্হণ করিয়াছেন। তিনি নামাত্মক ভক্তিযোগকে অন্যান্য মতের সহিত তজ্জন্য কোথাও সমপর্য্যায়ভুক্ত বা সমান বলিয়া শিক্ষা দেন নাই। তিনি শ্রীহরিনামকে অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব বলিয়াই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি অভিন্ন বস্তু—ইহাও তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া জীবকে জানাইয়াছেন। যথা :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

তিনি পদ্মপুরাণ হইতে আরও জানাইলেন—"ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।" সুতরাং শ্রীনামের সহিত অন্যান্য শুভক্রিয়াকে সমান জ্ঞান করিলে তাহা কখনই নামভজন হইবে না। পরন্তু ইহাতে শ্রীনামের চরণে অপরাধ অর্জ্জিত হইবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও নিখিল শাস্ত্রের শিক্ষা।

শ্রীনামভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

অর্থাৎ জীবগণের বহু ধর্ম্মে রুচি হইলেও সকল ধর্ম্মই একই স্তরের নহে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ **বিষ্ণুর শ্রীনাম-গ্রহণদ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।**

শাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রেই এইরূপ পরধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সমস্ত মতেই যে একইরূপ ফল ফলে না, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে সকল মতকে এক না বলিয়া সবগুলির তুলনামূলক বিচারদ্বারা ভক্তিপথকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে দেখা যায়—গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম ও সর্ব্বগুহ্যতম প্রভৃতি তারতম্যমূলক শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা 'সকল মতই এক বা সমান' ইহার নিষেধ করিয়া চরমে শরণাগতিমূলক ভক্তিধর্ম্মকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্য অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে ত্যাগ করিবার বিধিও প্রদত্ত হইয়াছে। যথা ঃ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সমস্তধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় করিবার উপদেশ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু কুত্রাপি বিষ্ণুভক্তিকে ত্যাগ করত অন্য উপাসনার বিধি নাই; পরন্তু মোহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ এরূপ করিলে শাস্ত্র তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। যথা ঃ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যো অন্যদেবমুপাসতে।
তক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত পরিত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।

সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত অন্যান্য মত বা ধর্ম্ম হইতে ভক্তিকে স্পষ্ট করিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা **ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা**॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি যেরূপ আমাকে অধীন বা বশীভূত করিতে পারে, সাঙ্খ্যজ্ঞান বা যোগাদি পন্থা তদ্রূপ পারে না।

উপনিষদেও ভক্তিরই মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষো **ভক্তিরেব ভূয়সী**॥

যুক্তির দিক্ হইতে দেখিলেও বিচারিত হয় যে, এই জগৎ পরজগতের প্রতিবিম্ব বা ছায়াসদৃশ। মূল বিম্বে যাহা বর্ত্তমান, এখানে তাহারই হেয়

প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় মাত্র। এজগতে এমন দুইটী বস্তু নাই যাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান। কিছু না কিছু ভেদ পরস্পর অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে। একই মাতৃগর্ভে একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও দুইটী ভ্রাতাও সর্ব্বতোভাবে সম হইতে পারে না। প্রতিবিম্বে যদি এরূপ পরিদৃষ্ট হয়, তবে মূল বিম্বেও তদ্রূপ নিত্যভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বৈশিষ্ট্যহীনতা ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ব্রহ্মের স্বভাব। জোর করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করিলেও তাহা কখনই তদ্রূপ নহে। নির্ব্বিশেষ বচন শাস্ত্রের অচিদ্বৈশিষ্ট্য নিরসনপূর্ব্বক চিদ্বৈশিষ্ট্য স্থাপনের প্রয়াস বলিয়াই জ্ঞাতব্য। বর্ত্তমান যুগের যে 'সকলই সমান' বিচার—ইহা হাস্যাস্পদ বিচার মাত্র। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু ও ঠগ, সৎ ও অসৎ—এই বৈশিষ্ট্য কখনই রদ করা যাইবে না। তজ্জন্য 'সব সমান' করিয়া চিৎকারটী মাত্র মৌখিকই রহিল, কার্য্যে তাহা কখনই পরিণত হইবে না বা হইতে পারে না। কারণ বস্তুই বৈশিষ্ট্যময়। সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্রও সেই বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান বলিয়া সমস্ত মত কখনই একই ফল প্রসব করে না।

বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল যুগে, সব সমানের যুগে, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগে সর্ব্ব-বিভাগেই উচ্ছৃঙ্খলতাই নৃত্য করিতেছে। এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতাই উদারতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 'সব সমান' মন্ত্রের কুফলে সমাজ এতই উচ্ছৃঙ্খল যে বালক বৃদ্ধকে সম্মান করে না, লঘু গুরুকে ভক্তি করে না, মূর্খ পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করে না। এই সব-সমান কুমন্ত্রের কুফলে সামাজিক জীবন এখন অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া নিস্তার লাভের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পরিয়াছে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়াছে। তৎফলেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় অর্থে 'সব সমান' দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু সমন্বয় শব্দে এইরূপ 'সব-সমান' না হইয়া 'যথাযোগ্য' অর্থই সঙ্গত। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াদির যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠাকেই যেমন অন্বয় বলা যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি মতের মধ্যে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া অন্যগুলিকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদানই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধুনা এই উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইতেছে। তজ্জন্যই উচ্ছৃঙ্খল ও দাম্ভিক সমাজ আজ হীন হইয়াও নিজেকে হীন বলিয়া মানিতে নারাজ। আহার-বিহার, আচার-বিচার ও ধর্ম্মচিন্তায় তামসিক ভাবাপন্ন হইয়াও সত্ত্বগুণাপন্ন সদাচারী ও সদ্ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণের সহিত সমান মর্য্যদা দাবী করিতেও লজ্জিত হয় না। সেই জন্য সম্প্রদায়ের গণ্ডীকে ভঙ্গ

করিয়া তমোগুণের প্রতিষ্ঠামানসে সৎসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া আসুরিক স্বভাবের পরিচয় দিতেছে।—ইহাই কলিকালোচিত বৃত্তি। সাধুসমাজ ইহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত নহেন। তাঁহারা জানেন—অসত্যের প্রতিষ্ঠা কোন দিনই নাই। তামসিক কালের অনুকূলে তাহা কিয়দ্দিন মাত্র প্রবল থাকিয়া দৈব বলে অচিরেই নাশ প্রাপ্ত হইবে।

কলিকালে এই প্রকার তামসিক মতবাদ বা অসৎ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইবে—ইহা অবগত হইয়াই কলিজীবের রক্ষার নিমিত্ত শ্রীব্যাসদেব সৎসম্প্রদায়-গুলির নাম পদ্মপুরাণে উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন। যথা ঃ—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

অর্থাৎ যে-সমস্ত মন্ত্র ও মতবাদ সৎসম্প্রদায়ের অনুগত নহে তদ্দ্বারা বিফলতাই লভ্য হইবে, জীবের যে প্রয়োজন ভগবৎসেবা তাহা কখনই লাভ হইবে না। কত না কত ভুঁইফোড় ভগবান্ (?) নিরন্তর গজাইয়া উঠিয়া মনগড়া, শ্রুতিস্মৃতি-বিধান-শূন্য কত না কত আজব ছড়াকে মন্ত্রাদি বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিতেছে! কত না কত সৃষ্টিছাড়া মতবাদকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে! ত্রিকালজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব কলিকালের ভাবী অবস্থা সম্যক্ দর্শন করিয়াই শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায়কেই জগৎ পবিত্রকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষণ করিয়া এই সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই চারিটী সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সকলেরই মত—শ্রীবিষ্ণুই পরাৎপর তত্ত্ব; তাঁহার সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং এই সৎসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তি কখনই নির্ব্বিশেষ মার্গের 'যত মত তত পথ' অথবা বিষ্ণুভক্তিকে স্মার্ত্ত-সমাজের পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ নির্ব্বিশেষবাদী ও পঞ্চোপাসকী হইয়া নামাপরাধ প্রচার করেন নাই। ঐকান্তিকী ভক্তিই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয় ছিল। ধর্ম্মধ্বজী, জগৎবঞ্চক ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মনস্তুষ্টি করত অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তিনি কোন প্রকারেই শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সমস্ত দার্শনিক জগৎকে জানাইয়াছেন যে,—নির্ব্বিশেষবাদই নামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা এবং এই নির্ব্বিশেষবাদ বেদাদি শাস্ত্রের অভিমত নহে। নির্ব্বিশেষবাদ আসুরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য অসচ্ছাস্ত্ররূপে আচার্য্য শঙ্করদ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে মাত্র। যথা ঃ—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ (পদ্মপুরাণ)

সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদকে অঞ্চলে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যাহারা শ্রীনামের সাধন (?) করে, তাহাদের হরিনামে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনামে দিবারাত্র ভেদ জানিতে হইবে। 'এতাবানেব' শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত নামগ্রহণকে ভক্তিযোগ বলিয়াই আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর নাম কখনই ভক্তিযোগ নহে। যেহেতু নির্ব্বিশেষবাদে ত্রিপুটী অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব নাই। তজ্জন্য যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্যমুক্তি কামনা করিয়া ওঁকার তত্ত্বে আকৃষ্টচিত্ত তাঁহারা শ্রীনামকে তৎসাধনরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ত হইতে পারেন না; পরন্তু ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ নামকে শাস্ত্রে নামাপরাধ বলিয়াই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐরূপ নামাপরাধের প্রচারক ছিলেন না। তিনি জানাইয়াছেন ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ঐরূপ মুক্তি-বাঞ্ছা ও ভুক্তি-বাঞ্ছাকে তিনি পিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং পিশাচীগ্রস্ত জীবের শুদ্ধনামে মতি হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-প্রচার শুদ্ধভক্তি; ইহা কর্ম্ম বা জ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ নহে। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা 'সব সমান' মতের পথিক তহোদের নাম কখনই ভক্তিযোগ নহে; উহা কর্ম্ম বা জ্ঞানের অন্তর্গত নামাপরাধ ভিন্ন কিছুই নহে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলেই স্ব স্ব সাধনকে কষ্টকর ও তদ্দ্বারা সম্যক্ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সকলেই সাধনকালে এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নামবলে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করে। শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক নিজ লাঞ্ছনা অঙ্গীকার করিয়াও তত্তৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীকে তাহাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন; কিন্তু নামের মুখ্য ও প্রকৃষ্ট ফল প্রেমভক্তি কখনই প্রদান করেন না।

নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কখনই একবস্তু নহে। কর্ম্মীর ভুক্তি অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসুখ নামাপরাধেই অনায়াসে লভ্য হয়। এই কারণে কর্ম্মিগণও এই নামগ্রহণকে অতীব আদর করে। তাহারা মাতাপিতার শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞকর্ম্মের ছিদ্রাদি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে এই নাম কীর্ত্তন করে। নামের কৃপায় তাহাদের পিতৃগণ স্বর্গাদিতে বাস করিতে পারিবেন জানিয়া শ্রাদ্ধাদিতে এই নামকীর্ত্তন নামভজন বা নামসেবা নহে। গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে সকলে মিলিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন চালাইতে থাকে। তাহাদের এই প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তন নামসেবা নহে—ইহা নামের দ্বারা নিজের সেবা-সাধনের চেষ্টামাত্র। শুদ্ধ ভক্তগণ এই

প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে মনে কষ্ট অনুভব করেন। যে নাম সেব্যবস্তু, তাঁহাকে নিজ ভোগে লাগাইয়া নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহারা অন্তরে অতীব ব্যথিত হন। এইরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনকে তজ্জন্য নামপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। তদ্ধেতু শুদ্ধনামভজনকারী এবম্প্রকার নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সহযোগীতা দূরে থাকুক তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

কর্ম্মীদিগের ন্যায় জ্ঞানী ও যোগীরাও কৃচ্ছসাধ্য জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভে অসমর্থ হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেশ-মার্গ যে ক্লেশকর তদ্বিষয়ে শ্রীগীতা বলেন—

ক্লেশোঽধিকতর তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতষাম্।
অব্যক্তা গতির্হি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

অর্থাৎ—নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অধিকতর। কেন না, দেহধারী (স্বরূপতঃ নিত্য বিশেষ) জীবের পক্ষে নির্ব্বিশেষ গতি (প্রতিকূল অনুশীলন বলিয়া) অত্যন্ত দুঃখেই লভ্য হয়। সুতরাং কেবলজ্ঞানে মুক্তিলাভ করা এইরূপ কষ্টসাধ্য দেখিয়া জ্ঞানী ও যোগিগণও এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করে। পরন্তু উদ্দেশ্য—নামের সেবা নহে, নামের নিকট হইতে ঐরূপ নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য মুক্তিকে লাভ করা মাত্র। তজ্জন্য শুদ্ধভশুগণ ইহাকেও নামাপরাধ মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন এবং এই প্রকার নামসঙ্কীর্ত্তনকারীদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করেন। ভক্তগণ জ্ঞানী ও যোগীর ঈপ্সিত নির্ব্বিশেষ মুক্তি বা কৈবল্যকে অত্যন্ত ঘৃণা ও ভীতির চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশাপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দ্রংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

অর্থাৎ যোগী ও জ্ঞানীদিগের অদরণীয় কৈবল্যমুক্তিকে ভক্ত নরক সদৃশ ক্লেশকর ও ঘৃণ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করত শুদ্ধভক্তির আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন তাঁহার নিকট প্রেমসুখের তুলনায় কৈবল্যমুক্তিকে নরকতুল্য যন্ত্রণাদায়ক ও ঘৃণ্য বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। কর্ম্মীর বাঞ্ছনীয় ইন্দ্রপদবী বা ব্রহ্মা-পদবীকে কীটপদবীবৎ অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। স্বর্গসুখকেও আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বস্তু বলিয়াই তিনি মনে করেন। সুতরাং ভুক্তি-মুক্তিকামীর নামসঙ্কীর্ত্তনকে ভক্তগণ নামাপরাধ মধ্যেই গণ্য করেন।

শুদ্ধজ্ঞানী বা ভক্তিপথের অনুশীলনকারীর জড়মুক্তি শ্রীনামের আভাসেই লভ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার মুক্তি কৈবল্যমুক্তি হইতে বিলক্ষণ। আনুসঙ্গিকভাবে ভক্তগণ অযত্নেও তাহা নামাভাস হইতে লাভ করিয়া থাকেন। অজামিল সেইপ্রকার নামাভাসে মুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ নামাভাসও নাম-

অপরাধ থাকিতে সম্ভব হয় না। নামাপরাধ-শূন্য শুদ্ধভক্ত ইহা আনুসঙ্গিক-ভাবে লাভ করেন। যথা :—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

অর্থাৎ দিব্যকিশোরমূর্ত্তি শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইলে মুক্তি করযোড়ে শুদ্ধভক্তের সেবার জন্য অবস্থান করেন এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি আজ্ঞাবাহীবৎ ঐ প্রকার ভক্তের জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত হরিনাম এবম্প্রকার শুদ্ধাভক্তি ; ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীদিগের নামাপরাধ নহে। ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর অধিকারের বহির্ভূত বস্তু। কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ লইয়া সেই নাম কীর্ত্তন করা যায় না। মায়াবাদী শ্রীকৃষ্ণে অপরাধী, তাহারা তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপাদি স্বীকার করে না। তজ্জন্য তাহারা প্রেমপ্রদাতা হরিনাম কীর্ত্তনে চিরদিনই অপারগ হইয়া প্রেমধনে বঞ্চিত। পঞ্চোপাসকী স্মার্ত্তকুল যতই কেন হরিনাম কীর্ত্তন করুন, তাঁহারাও "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ"—বচনানুসারে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে তাঁহার বিভূতিস্বরূপ অন্যদেবতার সহিত সমান জ্ঞান করত চিরদিন অপরাধী থাকিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে এবম্প্রকার ভেদ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ মানবকুলের সরলতা ও শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধার সুযোগ লইয়া কতিপয় নির্ব্বিশেষবাদী ও স্মার্ত্তধুরন্ধর নিজ নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে ও সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী মানবগণকে প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে ; এমনকি, শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেও অধিক পরিমাণে নামপ্রচার করিতেছে বলিয়া তাহারা উক্তি করিতেও লজ্জা বোধ করে না। সুতরাং সাধু সাবধান। এবম্প্রকার নামাপরাধকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীহরিনাম বলিয়া কখনও মনে করিবেন না।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমা

শ্রাবণ মাসে যাত্রা করা হইবে।

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬ ; ইং ৯।৫।৫৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী **২১শে আষাঢ় ১৩৬৬, ইং ৬ই জুলাই ১৯৫৯,** সোমবার হইতে **৩২শে আষাঢ় ১৩৬৬, ইং ১৭ই জুলাই ১৯৫৯, শুক্রবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ** বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২১শে আষাঢ়,** ৬ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন,** গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৩শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, বুধবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **২৪শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে আষাঢ় ১১ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিক-অন্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২৭শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, রবিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **২৮শে আষাঢ়,** ১৩ই জুলাই, সোমবার হইতে **৩০শে আষাঢ়,** ১৫ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৩১শে আষাঢ়,** ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

৮। **৩২শে আষাঢ়,** ১৭ই জুলাই, শুক্রবার—ভোর ৫টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন; দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

১১শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৪ ত্রিবিক্রম, ৪৭৩ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
সোমবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ ; ইং ১৫।৬।৫৯

সানুবাদং

শ্রীঅক্রূর-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-পঞ্চদশকম্" (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশেঽধ্যায়ে—১৬-৩০)

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥১৬॥

(অক্রূর কৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন),—হে প্রভো, মধু-কৈটভ বধ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক লীলা সাধনার্থ আপনি যে-সকল নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন সেইসকল রূপের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা লোকের সর্ব্বপ্রকার শোক মোহাদি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয় ; সুতরাং তাঁহারা পরমানন্দে আপনার যশোকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥১৬॥

নমঃ কারণ-মৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধু-কৈটভ-মৃত্যবে ॥১৭॥

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিতুদ্ধার-বিহারায় নমঃ শূকর-মূর্ত্তয়ে ॥১৮॥

আমি প্রলয়সমুদ্রে বিচরণশীল সর্ব্বকারণ মৎস্যরূপী এবং মধু-কৈটভ-বিনাশন হয়শীর্ষরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে ভগবন্, আমি মন্দরধারী বৃহদাকৃতি কূর্ম্মরূপী এবং প্রলয়-সলিল মধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারশীল বরাহরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥১৭-১৮॥

নমস্তেঽদ্ভুত-সিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তভ্যং ক্রান্ত-ত্রিভুবনায় চ ॥১৯॥

হে সজ্জন-ভয়-বিনাশন, অদ্ভুত নৃসিংহরূপী এবং পদবিন্যাসে ত্রিলোক আক্রমণশীল বামনরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥১৯॥

নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥২০॥

হে দেব, গর্ব্বিত-ক্ষত্রিয়রূপ বন-সংহারকারী পরশুরামরূপী এবং রাবণ-সংহারক রামচন্দ্ররূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২০॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥২১॥

হে প্রভো! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২১॥

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়-ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥২২॥

হে ভগবন্, বেদবিরুদ্ধ-শাস্ত্র-প্রণয়নে দৈত্য-দানবগণের মোহনশীল নির্দ্দোষ-স্বভাব বুদ্ধরূপী এবং ম্লেচ্ছতুল্য ক্ষত্রিয়বিনাশন কল্কিরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥২২॥

ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহং-মমেত্যসদ্‌গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু ॥২৩॥

হে ভগবন্, আপনার মায়ায় মোহিত এই নিখিল জীবলোক অনিত্য

দেহাদিতে 'অহং' 'মম' এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়া কর্ম্মমার্গেই ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥২৩॥

অহঞ্চাত্মাত্মজাগার-দারার্থ-স্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥২৪॥

হে প্রভো, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমিও স্বপ্নতুল্য অস্থির দেহ, পুত্র, কলত্র, ধন এবং স্বজনাদি-বিষয়ে সত্যবুদ্ধিতে আসক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি ॥২৪॥

অনিত্যানাত্ম-দুঃখেষু বিপর্য্যয়-মতির্হ্যহম্।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥২৫॥

আমি অনিত্য কর্ম্মফলকে নিত্য, অনাত্মস্বরূপ দেহকে আত্মা এবং দুঃখস্বরূপ গৃহাদিকে সুখ মনে করিয়া সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে ক্রীড়াশীল ও তমোগুণে আবৃত রহিয়াছি, পরন্তু আত্মার পরম প্রেমাস্পদ-স্বরূপ আপনাকে অবগত হই নাই ॥২৫॥

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥২৬॥

অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ জলজাত তৃণাদিদ্বারা আবৃত জলকে না দেখিয়া জলপানের জন্য মরীচিকার অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আপনার স্বরূপ আমার নিকট মায়াচ্ছন্নরূপে প্রতীত হওয়ায় আপনাকে ত্যাগ করিয়া দেহাভিমুখী হইয়াছি ॥২৬॥

নোৎসহেঽহং কৃপণ-ধীঃ কাম-কর্ম্মহতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥২৭॥

আমার বুদ্ধি বিষয়-বাসনায় যুক্ত থাকায় কাম ও কর্ম্মদ্বারা ক্ষোভিত, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক বিষয়াভিমুখে আকৃষ্যমাণ মনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥২৭॥

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।

পুংসো ভবেদ্‌যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥২৮॥

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, তাদৃশ আমি যে অদ্য অসাধুজনের দুষ্প্রাপ্য ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব, যৎকালে জীবের সংসার-দশার অবসান হয়, তৎকালেই সৎসেবাদ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে ॥২৮॥

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়-হেতবে।
পুরুষেশ-প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্ত-শক্তয়ে ॥২৯॥

হে দেব, সমস্ত জ্ঞানের কারণস্বরূপ বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, জীবের সুখ-দুঃখাদি-প্রাপক কাল-কর্ম্মাদিরও অধীশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ, অনন্ত শক্তিমান্ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২৯॥

নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূত-ক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥৩০॥

হে নাথ! বাসুদেব এবং সর্ব্বভূতাশ্রয়, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে হৃষীকেশ! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! এই শরণাগতকে রক্ষা করুন ॥৩০॥

শ্রীভগবানের অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-রহস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫২ পৃষ্ঠার পর)

(ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) 'ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা— 'শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজের শ্রীমূর্ত্তিকে অন্তর্হিত করিয়া **তৎপ্রতিকৃতি মূর্ত্তি রাখিয়া মর্ত্ত্যমানবের অনুকরণমাত্র করিলেন,**'—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবর্ত্তী (ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোক) "দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশ্বস্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥"—পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে উক্ত অনুকরণাভিনয় স্ফুটীকৃত হইবে।'

(—শ্রীধরস্বামিপাদ)

'ইচ্ছা-শরীরিণা' শব্দে ইচ্ছাধীন শরীর যাঁহার, তৎকর্ত্তৃক ; অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তিমাত্রেই তাঁহার আবির্ভাব (ও তিরোভাব) ; তদ্বিষয়ে অন্য কোন কারণ ভাবিতে হইবে না।' (—ক্রমসন্দর্ভ)

'ইচ্ছা-শরীরিণা' শব্দে ইচ্ছামাত্রেই যিনি সর্ব্বজন-স্তুত উত্তম শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্ত্তৃক।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)

(ভাঃ ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে সারথি দারুকের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি—) 'মন্মায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ' এ শ্লোকের ব্যাখ্যা—'দারুককে সান্ত্বনা-প্রদানের নিমিত্ত মৌষল ও দেহত্যাগাদি লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়াবলে রচিত, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। **অধুনা প্রাকৃত লোকচক্ষে প্রকাশিত 'মৌষল' ও 'দেহত্যাগাদি' এই সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়ারচিতা,** তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষাশীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, মদ্বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)

(ভাঃ ১১।৩১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"ভগবান্ আগ্নেয়-ধারণা দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন। তন্ত্রভাগবত বলেন,—'অন্যান্য সমস্ত দেবগণই আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্ব-স্ব দেহকে দগ্ধ করিয়া পরম পদ লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণাদি সর্ব্বরূপবান্ নৃসিংহরূপী দেব ভগবান্ হরি তাঁহাদের সকলের লিঙ্গদেহকে নাশ করিয়া সেই সকল দেবতাদ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্ব-প্রলয়কালে নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করেন।" (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)

"যোগিগণ 'স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু' (এই গুণবিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগ-ধারণা-দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্রূপ নহেন ; **স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তাহার সহিতই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন।** তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের সর্ব্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি ; সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে, জগতেরও দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। * * অদ্যাপি দেখা যায় যে, ভগবদুপাসকগণের ধ্যান-ধারণা দ্বারাই ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকার-

লাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। * * ভগবত্তনুর 'লোকাভিরাম' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, —ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ।' (—শ্রীধরস্বামী)

বাক্যের মধ্যে কোন পদের অন্যার্থ প্রতীত হইলে "আকাশ-স্তল্লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২২), ইএ ন্যায়ানুসারে উপদেশ-পদসমূহের দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। অতএব 'দগ্ধ্বা' প্রভৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, 'লোকাভিরামাং' প্রভৃতি পদসমূহ তাহাকে উপমর্দ্দনপূর্ব্বক 'অদগ্ধ্বা' পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'লোকাভিরামাং' পদের দ্বারা ভগবত্তনুর জগদাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উক্ত 'লোক'-শব্দে মহাবৈকুণ্ঠস্থ নিত্য পার্ষদাদি ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সকলকেই উদ্দেশ্য করিতেছেন; আবার 'ধ্যান-ধারণামঙ্গলং' শব্দে তাঁহার সাধকজীবের আশ্রয়ত্বও উদ্দেশ করিতেছেন। ধারণা ও ধ্যান-প্রভাবে ধারণা-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা (যে ভগবত্তনু) মঙ্গলরূপা, তাহারই আবার অন্যথাত্ব (দাহনিবন্ধন নশ্বরতা-হেতু হেয়তা) কিরূপে সম্ভব হয়? 'স্বতনুং'-পদের কর্ম্মধারয় সমাসোক্তির দ্বারা (নীলোৎপলে নীলত্ববৎ) ভগবত্তনুতে সত্তার অব্যভিচার অতিশয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর যোগী প্রভৃতি জনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য;. কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং যোগিগণের দেহত্যাগ-শিক্ষার জন্যই আগ্নেয়-ধারণার পশ্চাৎ স্বীয় তনু অন্তর্হিত করিলেন,—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; অন্যরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। * * অতএব 'স্বতনু দগ্ধ না করিয়া' এই বাক্যে 'স্বেচ্ছাময়ী মায়াদ্বারা কল্পিত-তনুকেই দগ্ধ করিয়া' এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই পূর্ব্বে (ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে) ভগবান্‌কে 'ইচ্ছা-শরীর' বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছাক্রমে প্রকটিত হন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। সুতরাং তাঁহার আগ্নেয় ধারণাও তদ্রূপই কল্পনাময়ী। কৃষ্ণসন্দর্ভেও 'ইচ্ছা-শরীরী'-পদ 'স্বেচ্ছা-প্রকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অথবা, ইচ্ছারূপ শরীর; তাহার ন্যায় উহা যাঁহার ক্রিয়া-সাধক, তৎকর্ত্তৃক'—এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়। সে-স্থলে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই তিনি যে মায়ার প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে—ব্যাখ্যা সুষ্ঠুই হইয়াছে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)

যোগিগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ মৃত্যুভ্রম নিষেধ করিয়া ভগবান্ যে আগ্নেয়ী ধারণার

দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং 'অদগ্ধ্বা' এই পদে তাঁহার তনু যে লোকাভিরামা এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন-বিষয়,—এই কারণদ্বয়ও কথিত হইয়াছে'। (—শ্রীধরস্বামিপাদ)

কোন কোন পণ্ডিত—'ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল' অর্থাৎ ভগবান্ স্বতনুকে দগ্ধ করিয়া দাহোত্তীর্ণ হওয়ায় অধিকতররূপে উজ্জ্বলীকৃত শুদ্ধজাম্বুনদের ন্যায় স্বতনুকে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন,—এরূপও বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ভগবত্তনুর অপ্রাকৃতত্ব-বিষয়ে সন্দিহান ও প্রতিবাদী, তাহাদিগকে তিনি স্বতনুর বহ্নিকর্ত্তৃক অদাহ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।'

(—শ্রীবিশ্বনাথ)

(ভাঃ ১১।৩১।১১—১৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা—)

সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্ত্যগণের মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায়, তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়া-শক্তি-বলে অনুকরণাভিনয় মাত্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত লীলা হইতে উপরত হইয়া স্ব-মহিমবলে নিত্য অপ্রকটরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে না; কেন না, এই অবতারেই তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব বহুভাবে দেখা গিয়াছে। * * যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্ম-রক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্ত প্রকারে তিনি অশেষ শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত-জগতে স্থিতি-সৃষ্টি-নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্ত্যদেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মর্ত্ত্য-যাদবাদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন। অন্যথা, পূর্ব্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি-লাভকে অনাদরপূর্ব্বক যোগ-বিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক-সংসারে নিরত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে,—এই আশঙ্কায় তাহা যাহাতে না হয়, তদুদ্দেশ্যেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ করিবার জন্যই তাঁহার অন্তর্দ্ধানলীলা।'

(—শ্রীধরস্বামিপাদ)

তনু-ভৃজ্জননবদপ্যয়বচ্চ ঈহা—'তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা'। 'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইতি। 'অজাত-জাতবদ্‌বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ

তথা। মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ ॥'—ইতি ব্রাহ্মে। জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্‌বিভুঃ ॥ প্রকাশয়েদদেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্। মায়য়া মৃতকং দেহং তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ। কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যুভাবাৎ পরাত্মনঃ ॥ ইতি চ। 'জীব-বিষ্ণোরভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিযোজনে। বিষ্ণোর্দুঃখং ব্রণিত্বাদি পরাভবস্তথৈব চ ॥ অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ বেদাদাবুক্তবদ্‌ভাসতে বিভোঃ। ক্বচিদবিমোহায় দৈত্যানাং সুদুরাত্মনাম্ ॥—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। 'অগ্রাবস্তর্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা। ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ ॥' ইতি চ।" অর্থাৎ—

"তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্মগ্রহণের ন্যায় এবং মৃত্যুলাভের ন্যায় চেষ্টা। শ্রুতি বলেন,—সর্ব্বজীবেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বিচরণ করেন। তিনি বদ্ধজীববৎ জন্মরহিত হইয়াও বহুরূপে অবতীর্ণ হন।' ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।' অন্যত্রও—**ভগবান্ পুরুষোত্তমই জগতের মোহনের নিমিত্ত মানুষী চেষ্টা প্রদর্শন করেন।** আবার বিভু বিষ্ণু স্বয়ং জড়দেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়াবলে মৃতদেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির অমৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কিরূপে হইতে পারে? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—'বেদাদিতে কোথাও কোথাও সুদুরাত্মা দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, বিপক্ষের শরাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যতাদি প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে।' অগ্রে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত জীববৎ দেহবিয়োগ নাই।" (—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)

'যাদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?—এইরূপ সিদ্ধান্ত-স্থাপন-মুখে বলিতেছেন। যে যাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাগবত তনুধারী পার্ষদ, তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের ন্যায় মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেত্তা নিজের বা পরের জীবিত-দেহকে নিহত ও দগ্ধ করিয়া পুনরায়

উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ। বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে তাদৃশ শক্তিমত্তা বিচিত্রা নহে। এইরূপ 'সীতয়ারাধিতো বহ্নিচ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতা সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ং॥'—এই বৃহদগ্নিপুরাণ-বাক্যানুসারে প্রাকৃত জীব রাবণ কর্ত্তৃক অপ্রাকৃত ভগবল্লক্ষ্মী সীতাহরণের মায়িকী বা মিথ্যালীলার দৃষ্টান্তাভাস এবং শ্রীসঙ্কর্ষণাদির প্রতিও মুগ্ধ জনগনের অন্যথা-প্রতীতির দৃষ্টান্তাভাস মায়িকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন।

অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের পাল্য বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুলাভও সম্ভব হয় নাই। সেই কৃষ্ণ কি নিজজন যাদবগণের রক্ষণে সমর্থ ছিলেন না? অতএব যাবদগণের যে অন্যরূপ (দেহত্যাগ-লীলা) দর্শন, তাহা তাত্ত্বিক-লীলানুগত নহে; পরন্তু তাঁহার সশরীরেই গোলোক-গমন—অতীব যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে,—'যাদবগণ না হয় সশরীরেই স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান্ যখন বিরাজিত হইয়াই আছেন, তখন তাঁহাদের ত' ভগবদ্বিরহ-দুঃখ ছিল না; পরন্তু ভগবান্ যদি নিজজন-রক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তাহা হইলে তিনি মর্ত্ত্যলোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অন্যান্য পার্ষদগণকে আবির্ভূত করাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ কেন মর্ত্ত্যলোকে প্রকট থাকিলেন না?' তদুত্তরে সিদ্ধান্ত-স্থাপনমুখে ভগবান্ ও যাদবগণ, উভয়েরই যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ অব্যভিচারী, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'যদিও ভগবান্ অশেষশক্তিমান্, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্হিত করিয়া 'যাদবগণ ব্যতীত এই মর্ত্ত্যলোকে আমার কি প্রয়োজন?' এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক ভগবান্ এই প্রপঞ্চে আর কিঞ্চিৎকালও নিজ-তনু অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না; পরন্তু স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন।'(—ক্রমসন্দর্ভ)

'ভগবান্ ও তদীয় পরিকরগণের সর্ব্বলোকদৃষ্ট অন্তর্দ্ধান-শ্রবণে দুঃখিত পরীক্ষিৎ-মহারাজকে শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দেহধারি-জীবগণের ন্যায় পরমেশ্বরের জন্মচেষ্টা ও মরণচেষ্টা মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে, পরন্তু বস্তুতঃ বা তত্ত্বতঃ নহে। **শুক্র-শোণিত-বিকৃত-দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জড়সুখ-দুঃখময়;**

কিন্তু চিন্ময়বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবল-চিৎসুখময়। 'আনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্মোক্তে গ্রহমোচনে॥'—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন,—'ভগবান্ হরির রূপ জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে 'গ্রহণ' ও 'মোচন' (অর্থাৎ ত্যাগ), এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক নট যেমন (জীবদ্দশায় অবস্থান করিয়াই) নিজের ও পরের মিথ্যাভূত জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। ভগবান্ স্বয়ংই বিকল্পে পূর্ব্বোক্ত মুনিশাপ-নিবন্ধন মহান্ উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শস্ত্রাস্ত্রাঘাত-প্রহরাদি সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগদানানন্তর সেই মর্ত্ত্য যাদবগণের সহিত স্বয়ং ঐরকাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষণকাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যদিও ভগবান্ নিরঙ্কুশ-ঐশ্বর্য্যময় এবং অশেষ শক্তিমান্, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট-দেবগণকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজের ও পার্ষদ যাদবগণের শরীর এই মর্ত্ত্যলোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অন্তর্হিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন ; যেহেতু মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার আর কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ ভগবান্ মর্ত্ত্যলোকের অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু স্বীয়ধাম গোলোকেরই অপেক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মর্ত্ত্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় তাঁহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধব-বাক্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং উহা যে অসুরসম্মত ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য তাহা স্বয়ং শ্রীউদ্ধবই (ভাঃ ৩।২।১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—'ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে-সকল মর্ত্ত্য যাদব এবং শিশুপালাদি যে-সকল ভগবানের বৈর-ভাবাশ্রিত বিরোধিগণ প্রাকৃত বিরোধমূলে ভগবানের নিন্দা করে, তাহাদের তাদৃশ বাক্যে কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত আমার বুদ্ধি কখনও মোহভ্রান্ত হয় না অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি উহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মূঢ়।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)

(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মহাভারত-তাৎপর্য্যে ২য় অঃ ৭৯-৮৩) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কোথাও জীববৎ জন্মগ্রহণই নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুই বা কোথায় ? তিনি

কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বতন্ত্র ভগবানের দুঃখই বা কোথায়? সর্ব্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্য কৃষকের ন্যায় আপনাকে দুর্ব্বল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জানেন না বা স্ত্রৈণবৎ পত্নী-বিরহে দুঃখী হইয়া সীতার অন্বেষণ করেন, ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে; তিনি যে অসুরের শস্ত্রাঘাতে মোহপ্রাপ্ত হন, ভিন্নত্বক্ হইয়া রুধির মোক্ষণ করেন, অজ্ঞের ন্যায় অন্যের নিকট জানিবার ইচ্ছা করেন এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা অসুরগণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন; সুরগণ উহাকে 'অসত্যকুহক' অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনামাত্র বলিয়াই জানেন। **ভগবান্ শ্রীহরির যে প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত দেহধারী জীবের ন্যায় নহে, পরন্তু তৎসমুদয়—নির্দ্দোষগুণ-সম্পূর্ণ।** তদ্ব্যতীত যে, অন্যথা-দর্শন, তাহাতে দুষ্টগণই, এমন কি, তত্ত্বানভিজ্ঞ সরল সজ্জন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন। পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা—জীবগণের স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির যোগ্যতানুযায়ি-ফল-প্রাপ্তি-নিমিত্তই জানিতে হইবে।

(ঐ মহাভারত-তাৎপর্য্যে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪) 'ভগবান্ হরি যে যে আবির্ভাব-কালে ভ্রান্তি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্ব্বজীবপ্রভু ঈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগ-অনুকরণে অসুরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটি ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।'

শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক-করি-কেশরী শ্রীবাদিরাজস্বামি-কৃত 'যুক্তিমল্লিকা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শুদ্ধিসৌরভ' নামক অংশে ১৮—৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য, এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায়—"চক্ষুর্দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, 'ইহা সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ'—চন্দনকাষ্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষুঃ নাসিকারই সাহায্য গ্রহণ করে; অন্যথা, পূর্ব্বে নাসিকা দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌরভ অনুভূত না থাকিলে, চক্ষুর্দ্বারা দর্শনমাত্রেই যেমন উহার সৌরভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ অন্যান্য প্রমাণগুলিও শ্রৌতার্থ-জ্ঞাপনে

শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করে ; সুতরাং অপ্রাকৃত-বস্তুর উপলব্ধিতে শ্রুতিরই প্রাবল্য বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তুবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ উপজীব্য শ্রুতির বিরোধ-নিবন্ধন স্বার্থসাধনে সমর্থ নহে ; অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ববিচার-বিষয়ে অজ্ঞগণের দোষদৃষ্টি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।"

এতদ্ব্যতীত গীতায় ৪।৬, ৯, ১৪ ; ৭।৬, ৭, ২৪, ২৫ ; ৯।৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ ; ১০।৩, ৮ ; ১৬।১৯, ২০ প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।

অতি অলক্ষিতে,- (ভাঃ ১১।৩১।৮-৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি—) 'দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥ সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্। গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্তৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ অর্থাৎ—

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের আকাশ-গমনকালে মানবগণ যেমন উহার গতি লক্ষ্য করিতে পারেন না, পরন্তু দেবগণই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ-পরিত্যাগরূপ অন্তর্দ্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পরন্তু কেবল তদীয় পার্ষদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সম্বন্ধ-বিচার

(জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ)

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি ? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়-নিষ্ঠ নহে—কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সারগ্রাহী-চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমে সম্বন্ধ-বিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করত প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়-জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যতিক্রম-যোগে উৎপন্ন-চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিৎবৃত্তির পীড়া-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি। তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোনক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রোফন যন্ত্র দ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তি-যন্ত্র দ্বারা

কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়-জগতের বিষয়সকল যুক্তি-বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড় সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্ম-দর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-যন্ত্র-যোগে জড়-জগতের তত্ত্ব সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড় এই তিনটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রি-তত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রি-তত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন।

সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্ব-সংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্র-সকল দ্বারা মূল-ভূতসকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত-জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাঁহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম গতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল-ভূত ৬০, ৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষীতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়।

বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদ্গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ (গীঃ ৭।৪)

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্র-

গুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ও প্রকৃতি-বিচারে, সাংখ্য ও বেদান্তে ঐক্য আছে বলিতে হইবে।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ দেশীয় অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডিয় বহুতর বিজ্ঞ লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'—শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৫)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পারমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। সে প্রকৃতি জীব-স্বরূপা, যাহার সহিত এই জড় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব-জন-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্তার ও জীবসত্তার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্তা চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়া-বিশিষ্ট। জড়সত্তা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে, সন্দেহ নাই ; যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

সপ্তধাতু-নির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব ও চৈতন্য—এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্তায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত **শরীরটী** সম্পূর্ণ ভৌতিক।

জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্তায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠান-রূপ অবস্থা লক্ষিত হয়—তাহার নাম **ইন্দ্রিয়**।

এই ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা **মন** বলি। ঐ মনের চিত্ত-বৃত্তি-ক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তি-ক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তি দ্বারা বিষয়-জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি-ক্রমে লাঘব-করণ এবং গৌরব-করণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয় সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নর-সত্তায় বুদ্ধি ও চিন্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহং ভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং ও মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নরসত্তার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম **অহঙ্কার**।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়-জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—**ইহারা** জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূতমূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্তা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনাভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়-জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়া-পরিচয়; এই চৈতন্য ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়?

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছা-ক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ-অবস্থাকে চৈতন্যসত্তার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়—এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ-বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা-বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য যে—শুদ্ধ আত্মার জড় সন্নিকর্ষে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস, আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না।

অতএব নরসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ 'আত্মা', 'আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র' ও 'শরীর'। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে জীব,

চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ শরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর, কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব চিদানন্দ-স্বরূপ। 'অহঙ্কার' হইতে 'শরীর' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সত্তা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্তা ভিন্ন।

শুদ্ধ জীবের সত্তা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ শুদ্ধজীবের সত্তা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ-উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥

(ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। **অব্যয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ-শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। **শুদ্ধ** অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব-রহিত। **এক** অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব-রহিত। **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা। **আশ্রয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে। **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার-রহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক্** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে; প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয় নয়। **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল,

স্বয়ং প্রকৃতি-মূলক নয়। **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্তা নাই। **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত অহং-মম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই সদাভাসনিষ্ঠ, চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে **প্রকৃতি-শব্দে** কেবল ভূত-সকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত, তন্মাত্র, চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তা-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে-সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ ও কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশ-কাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে; ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার।

শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **সূক্ষ্ম অস্তিত্ব**, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **লৈঙ্গিক অস্তিত্ব** এবং ভৌতিক অর্থাৎ **স্থূল অস্তিত্ব**। স্থূলবস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব (সূক্ষ্মাস্তিত্ব হইতে) কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না।

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ দেশকাল-নিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার

কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মিক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেন না উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণসমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ-পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থদ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাববিশেষ। যেমন জীব সম্বন্ধে একটী ক্ষুত্র চিৎ স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্ব-সদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক। সে সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধচিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস-ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুঃ" গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে জীব-স্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণে ঐ পঞ্চাশটি গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাঁহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা

বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, **এই ত্রি-তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ বিচার**। নিম্নলিখিত "ভগবদ্গীতার" শ্লোক-চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব (গীঃ ৭।৪-৭)

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চ তত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতপ্রোত-ভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্।

ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাবক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তি-পরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরাশক্তির ক্রিয়া-পরিণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীবও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্ন তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ-সমুদায় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হয় যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎ সত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য-বিশেষ, অতএব পরম-চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্যবস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায়,

পরমেশ্বরগত প্রীতি-ধর্ম্মের বিকারই বিষয়-রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃতরাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজনা করাই শ্রেয়, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যে-কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবনযাত্রা-রূপ জড়-সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। **ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য।** জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তির ভগবৎ-স্বেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব-গণের সংস্কার গৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারা-রক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা; ইহা "গীতাতে" কথিত হইয়াছে। যথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তি-বিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরিচয়

চলে যাওয়া দিনগুলি মোর
　　মাঝে মাঝে আসে মনে।
ভেবে দেখি চেয়েছিনু যাহা,
　　হয়নিক পাওয়া,
　　র'য়ে গেল সুদূর গহনে॥১॥
হিয়ার মাঝে বসাইয়া যারে
　　অকপটে করিনু সেবন।

হানে সেই সুশাণিত বাণ,
নিষ্ঠুর প্রতিদান ;
তবু নাহি টুটে মোর টান ॥২॥
পথহারা তরীখানি প্রায়
বারে বারে হ'নু ক্ষত।
তবু মোরে যেতে হবে কোথা,
কেমন করে যাব,
আজও বুঝি রহিল অজ্ঞাত ॥৩॥
নানা দিকে নানা আলো দেখি'
আরও আমি হৈনু দিশাহারা।
এক বই দুই নাহি শুনি
মনে তাই গণি—
এক কেন তবে বহুভরা ॥৪॥
কে তুমি, কহিছ বারে বারে—
নিঃশক্তিক বস্তু নাহি ভায়,
চিদৈশ্বর্য্যময় চিদাকার
ভেদাভেদ-তত্ত্ব ;
নির্ব্বিশেষে প্রেম কোথা হায় !৫॥

—শ্রীচরণাশ্রয়দাস

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর ৫)

ব্রহ্মা হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, অনন্ত, অবিনাশী, দেশকালাতীত, মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন পরমেশ্বরের আশ্রয়ে বিদ্যা ও অবিদ্যা বর্ত্তমান। পরিবর্ত্তনশীল ক্ষরতত্ত্ব—অবিদ্যা এবং তাহা হইতে ভিন্ন জন্ম-মৃত্যু-রহিত অবিনাশী কূটস্থ তত্ত্বকে অক্ষর তত্ত্ব বলে। তাহা উপনিষদে বিজ্ঞানাত্মা নামেও প্রসিদ্ধ। এই ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের শাসক, স্বামী পরমেশ্বর ঐ দুই তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদেব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সমস্ত যোনির, সমস্ত কারণের

অধিপতি। তিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টির সময় এক প্রকৃতিকে বহু প্রকারে (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত প্রভৃতি) বিস্তার করেন এবং প্রলয়ে সমস্ত বস্তুর সংহার করেন। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়া সকলের শাসন করেন। সূর্য্য যেরূপ অধঃ, ঊর্দ্ধাদি চতুর্দ্দিক প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান, তদ্রূপ সর্ব্বঐশ্বর্য্যপুর্ণ পরমেশ্বর একাকী সর্ব্ববস্তুকে প্রকাশ করিয়া সকলের কার্য্যক্ষমতা প্রদান করিয়া বিরাজ করেন।

সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ নিজ সঙ্কল্পপ্রভাবে প্রকট করেন—প্রকটিত বস্তু-সকলকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া বিচিত্র জগৎ রচনা করেন—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপাদিত বস্তুসকলের সহিত কর্ম্মানুসারে জীবগণের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া একাকী সমগ্র জগতের যথাযথ শাসন করিয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপে বেদের প্রকাশ। কিন্তু তিনি বেদে গূঢ়রূপে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার বর্ণন বেদে গুপ্তরূপে আছে। ব্রহ্মা বেদের প্রাকট্য স্থান জানেন। তিনি ব্যতীত আর যে যে প্রাচীন দেবতা এবং ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া আনন্দস্বরূপে মগ্ন হইয়াছেন।

যে-সকল জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ, তাহারা স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগের জন্য নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। মৃত্যুর পরে তাহাদের তিন প্রকার গতি হয়—দেবযান, পিতৃযান এবং জন্ম-মৃত্যু-চক্রে ভ্রমণ। যতদিন পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, ততদিন কর্ম্মের প্রেরণায় ঐ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। দেবযান-গতির দ্বারা জীবের ব্রহ্মলোকে গমন হয়। তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ সংসারে আসিতে হয় না, কিন্তু অপর দুই মার্গে মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না।

মনুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলিয়া তাহাতে অবস্থিত পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ত্রিগুণাতীত ও রবিতুল্য জ্যোতির্ম্ময়। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আসিতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীবাত্মা আরাগ্রমাত্রস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, অহংতা, মমতা এবং আসক্তি প্রভৃতি দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে জীবাত্মার স্বরূপ আরাগ্রমাত্র (লৌহ কণ্টকের অগ্রভাগমাত্র) বলিয়া এক্ষণে কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার একভাগের পুনঃ শতাংশের এক অংশস্বরূপ বলা হইতেছে। জড়ীয় বস্তুর দৃষ্টান্ত দ্বারা চেতন বস্তুর

পরিমাণ ধারণা করা অসম্ভব। তবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাণে জীবের স্বরূপ, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে সূর্য্যকিরণ ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। চেতন ও সূক্ষ্মবস্তুর জড় ও স্থূলবস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; তবে সূক্ষ্ম হইলেও জীবের চেতনা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। তাহাকে "গুণাদ্ বালোকবৎ" অর্থাৎ আলোকের মত গুণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, একটী আলোক গৃহের একদেশে স্থাপিত হইলেও তাহার আলোক যেরূপ সমস্ত গৃহে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবের স্বরূপ সূক্ষ্ম হইলেও সূক্ষ্ম বা স্থূল যেরূপ শরীর হউক না কেন, সারা শরীরে চেতনতা প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম হইলেও জীব অনন্ত ভাবযুক্ত হইতে সমর্থ। জীবাত্মা বাস্তবপক্ষে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে, কিন্তু যখন যে শরীর গ্রহণ করে তাহাতে সংযুক্ত হইয়া ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট হয়। সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, ভোজন ও বৃদ্ধি—এ সকলের দ্বারা সজীব শরীরের বৃদ্ধি এবং জন্ম হয়। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মোহবশতঃ সংকল্প, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের দ্বারা সহবাস হইলে জীবাত্মা গর্ভে প্রবেশ করে। অতঃপর মাতার ভোজন ও জলপান প্রভৃতি কার্য্যে রস উৎপন্ন হইয়া শরীর বৃদ্ধি হয়। ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম ও বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কচ্ছপের সংকল্প মাত্রে পোষণ অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়। পক্ষীর স্পর্শ দ্বারা, মৎস্যের দর্শন মাত্রে, আবার মনুষ্যাদি প্রাণীর পান ও ভোজনাদি দ্বারা রস-সঞ্চার হইয়া গর্ভস্থ সন্তানের পোষণ হয়। বৃক্ষ-লতাদির বৃষ্টি দ্বারা পোষণ হয়। জীবাত্মা কর্ম্মফল-ভোগের জন্য যেরূপ জন্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহার পুষ্টি হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভ্রমণ জন্য বিভিন্ন যোনি প্রাপ্তি ঘটে। জীবাত্মা নিজকৃত কর্ম্মের সংস্কারবশে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতরূপ শরীর-ধর্ম্মে যুক্ত হইয়া এবং অহংতা ও মমতা দ্বারা বশীভূত হইয়া নানাপ্রকার শরীর গ্রহণ করে। এসকল জন্মে তাহার স্বতন্ত্রতা নাই, কিন্তু জীবের কর্ম্মানুসারে দৈবের প্রেরণায় তাহাকে জন্মগ্রহণে বাধ্য করে। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ ইহা অবগত আছেন। সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা জীবাত্মার ন্যায় বিকারী নহেন, কিন্তু সর্ব্ববিকারশূন্য। তিনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান, এবং সর্ব্বশাসক। সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলে জীবাত্মা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়।

শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, আশ্রয়রহিত, জগতের উৎপত্তি ও সংহারকারক, কল্যাণস্বরূপ এবং ষোলকলার রচনাকারী (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত) পরমেশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা উপাসনা করিতে পারিলে জীবাত্মার প্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া সংসার-চক্র হইতে সদাকালের জন্য নিবৃত্তি ঘটে। অন্যথা সংসার-চক্রে ভ্রমণ হইতে কোন উপায়ে নিষ্কৃতি হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, অন্যান্যপুরাণ ও বিভিন্নশাস্ত্র মহাজনানুগত্যে আলোচনা করিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে—জীব কৃষ্ণের নিত্যসেবক এবং কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু। কৃষ্ণসেবাই জীবের পরমধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিভু-চেতন, জীব অণুচেতন। জীব হ'ল আত্মা, আর ঈশ্বর হ'লেন পরমাত্মা। ভগবান্ বৃহদ্বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু, জীব ক্ষুদ্র বস্তু। ভগবান্ স্বাধীন, জীব অধীন। ভগবান্ সেব্য বা উপাস্য, জীব সেবক বা উপাসক। ভগবান্ নিয়ামক, চালক, পালক ও রক্ষক, আর জীব নিয়ম্য, পাল্য, রক্ষিত বা আশ্রিত। ভগবান্ মায়াধীশ বা মায়ামুক্ত, আর জীব মায়াবশযোগ্য বা মায়াবদ্ধ।

কৃষ্ণদাস জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে কষ্ট পাইতেছে। 'আমি ভগবৎ সেবক'—একথা ভুলিয়া গিয়া জীব অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেকে পুরুষ-স্ত্রী, পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, পণ্ডিত-মূর্খ, শিক্ষক-ছাত্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, গৃহস্থ-সন্ন্যাসী, কর্ত্তা-ভোক্তা, ধনী-নির্ধন, পাপী-পুণ্যবান্, বিষয়ী-নির্ব্বিষয়, ভোগী-ত্যাগী প্রভৃতি মনে করিতেছে। আবার কখনও নিজেকে দশের সেবক, দেশের সেবক, মানুষের সেবক, ভারতের সেবক, জগতের সেবক, দেবতার সেবক, দরিদ্রের সেবক, রোগীর সেবক প্রভৃতি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছে। আবার কখনও নিজেকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি কল্পনা করিয়া সেই সেই ব্যাপারকেই নিজের ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিতেছে। এসবই অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তিমাত্র। ভগবদ্দাস-অভিমানই জীবের স্বরূপের পরিচয়। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু সবই বিরূপের অভিমান বা অনাত্ম পরিচয়মাত্র। জড়-অভিমান, জাগতিক অভিমান, প্রাকৃত অভিমান বা মায়িক পরিচয় জীবের নিত্য পরিচয় বা বাস্তব স্বরূপ নহে। ভগবদ্দাসই জীবের বাস্তব স্বরূপ এবং ভগবদ্দাস্যই জীবের বাস্তব ধর্ম্ম- অকৈতব ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্ম সবই দেহ-মনোধর্ম্ম বা তথাকথিত অনিত্য ধর্ম্ম। ভগবৎ সেবাই একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম বা নিত্য কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই ভাগবতধর্ম্ম, সদ্ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম নহে।

ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে অজ্ঞানতা বা জড়াভিমান দূর হইয়া বাস্তব পরিচয় ভগবদ্দাসাভিমান উদ্বুদ্ধ হইলে জীব কৃষ্ণভজন করিতে করিতে সংসার-দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরসুখী হইতে পারে।

জীব কোন দিনই ঈশ্বর নহে। জীব নিত্যকাল জগৎপিতা ঈশ্বরের সন্তান বা সেবক। জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদপ্রকাশ। কৃষ্ণ শক্তিমান্-তত্ত্ব, প্রভুতত্ত্ব, আর জীব শক্তিতত্ত্ব—সেবকতত্ত্ব। জীব কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তি নহে, পরন্তু তটস্থাশক্তি। কৃষ্ণ পুরুষ বা পুরুষোত্তম, আর জীব প্রকৃতি। জীব যে ভগবানের নিত্যসেবক—একথা সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি কোন কোন দুর্ভাগা নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া নরকের যাত্রী হয়। আবার কোন কোন ব্যক্তি দেহ বা মনকেই জীব বলিয়া ভ্রান্ত হয়। তাই আজ আমরা কতিপয় সজ্জনের অনুরোধে 'জীব যে ভগবানের নিত্যদাস'—ইহা বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি। কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কলিকালে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন, তাহাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া আমরা প্রথমে তাহা উল্লেখ করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০ অঃ)
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥ (ঐ মঃ ২২।২৪-২৬)
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত-জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭ অঃ)

গীতা বলেন—ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গী ৭।৪-৫)

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চভূতস্বরূপ স্থূল জগৎ ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ। এই অষ্ট-প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—অপরা বা জড়া ; ইহার নাম মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার (ভগবানের) আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এ জগতে পরিপূর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬০) বলেন—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি ; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি (যাহা মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা [ভিন্না] বলিয়া উক্ত হইয়াছে) ; অবিদ্যাশক্তিই মায়াশক্তি।

জীব যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—
কেশাগ্রশতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি'।
তা'র সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯)

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—
কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪০ ধৃত শ্লোক)

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া সেই এক এক ভাগকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেরূপ হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম বস্তু। জীব চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষন্মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে ৮১ শ্লোকেও আমরা পাই—
বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥

কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম—প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

(শ্রুতিগণ ভগবানকে স্তব করিয়া বলিতেছেন)—হে ধ্রুব! যদি তনুভৃজ্জীব-সকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত অর্থাৎ বিভু হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু' ও 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে, তাহাদের কুমত—'মতবাদে' দূষিত।

শ্রুতিও বলেন—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৯)

জীব কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ-তুল্য সূক্ষ্ম। সে আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভের যোগ্য। অন্ত্য অর্থে মৃত্যু; তদ্‌রাহিত্যই আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ। 'অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ ॥'

(বেদান্তসূত্র ২।৩।১৮ মাধ্বভাষ্যধৃত গৌপবশ শ্রুতিবাক্য)

জীবাত্মা অণু। ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাশীবাসী নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদাচার্য্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও বলিয়াছেন—

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ ??
গীতা-শাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ??
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২-১৬৩)

জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন ॥

পদ্মপুরাণ বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৭৬-৭৮)

[যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।]

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যকেও বলিয়াছেন—

প্রভু কহে, 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

(ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য ; ভাঃ ১।৭।৫-৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামিবাক্য)

[ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট ; কিন্তু জীব স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং নানাবিধ ক্লেশে অভিভূত।]

যেই মূঢ় কহে,—জীব হয় ঈশ্বর-'সম'।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৮০)

[আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি ; অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহি ; কিন্তু আমি পরমানন্দ-মূর্ত্তি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।]

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩২-৩৪)

জীব যে কৃষ্ণের দাস—এ সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (১৭৮ অনুচ্ছেদ) ওঁ=অ+উ+ম—এই প্রণব-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গোক্ত পদ্মপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন—

অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

'অ' কারে বিষ্ণু এবং 'উ' কারে লক্ষ্মী কথিত হইয়া থাকেন। 'ম'-কার বাচক পঞ্চবিংশতত্ত্ব অর্থাৎ জীব তাঁহাদের উভয়ের দাস।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮ অণুভাষ্য)

পদ্মপুরাণে আমরা আরও পাই—

দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥

এই জগতে স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবই ভগবানের দাস। ভগবান্ শ্রীনারায়ণই এই জগতের স্বামী, পালক এবং ঈশ্বর।

জগতে ব্রহ্মাদি সকলেই ভগবান্ শ্রীহরির দাস—"দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যসকলং জগৎ॥" (পদ্মপুরাণ)

বেদান্ত-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বেদান্তের ২।৩।৪৩ সূত্রের ভাষ্যে পদ্মপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥

প্রণবান্তর্গত 'ম'কার অর্থে জীব। এই জীব ক্ষেত্রজ্ঞ এবং নিত্যকাল কৃষ্ণাধীন বা কৃষ্ণাশ্রিত। জীব শ্রীহরিরই নিত্যদাস, তিনি কদাপি আর কাহারও সেবক নহেন।

তাই ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন— একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥
কেহ মানে কেহ না মানে—সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬ পঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কথা

শ্রীগোপাল-দর্শন

সন্ন্যাসী মাধব পুরী　　কত দেশান্তর ঘুরি'
শ্রান্তমনে আইলা বৃন্দাবন।
সেথা পুরী প্রেমোন্মাদে　　নাচে গাহে হাসে কাঁদে
কাহিনী সে বর্ণিতে নাহি জ্ঞান ॥

ব্যাকুলিত অন্তরে　　ঊর্দ্ধে চান বারে বারে
অপরূপ রূপ তাঁর দেখিতে।
মধুর সে ভাবাবেশে　　বাহ্যজ্ঞান নাহি আসে
বহির্ব্বাস নাহি রহে কটিতে ॥

গিরি গোবর্দ্ধন-পাশে　　কি নব আনন্দ-আশে
পৌঁছি' সেথা নাচেন দিবারাত্র।
আছাড়ি' পড়েন ভূমে　　যথা তথা স্থানাস্থানে
চূর চূর হইল ক্ষতে গাত্র ॥

তাহে ক্লিষ্ট নহে কভু　　মাধবেন্দ্র পুরী প্রভু
কি অদ্ভুত প্রেম ভগবানে।
নৃত্য-গীত শেষ করি'　　শৈল-পরিক্রমা সারি'
আইলেন গোবিন্দ-কুণ্ড পানে ॥

সিনান করিয়া জলে　　বসিলেন তরুতলে
স্তব্ধ রজনী লাগিল নামিতে।
সহসা হাসিয়া এক　　সুন্দর গোপবালক
আইসে তথা দুগ্ধ-ভাণ্ড হাতে ॥

ধরি' তাই পুরী আগে কহে,—"তুমি পিয়ো একে
তোমা লাগি' আনিনু দুগ্ধাহার।
মাগিয়া খাও না কেন উপবাসী রহ হেন
ধেয়ান করিছ সদা কার??"

পাইয়া বালক-সঙ্গ পুলকে ভরিল অঙ্গ,
সন্তোষ হইল পুরী অন্তরে।
জিজ্ঞাসে কি তার নাম কোথা তার আছে ধাম
কেমনে উপবাসী জানে তাঁরে॥

সে গোপ-বালক কহে,— "হেথা মোর ধাম রহে
এ গ্রামে কেহ না রয় উপবাসী।
অযাচক জনে হেথা আহার জোগাই সদা
তাই তোমা' দুগ্ধ দিতে আসি॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ কৈল তোমা' দরশন
তাই মোরে পাঠাল দুগ্ধ দিতে।
গো-দোহন করিবারে শীঘ্র যেতে হবে মোরে
আর বার আসিব ভাণ্ড নিতে॥"

এতেক ভাষণ কয়ে গেলা অন্তর্ধান হয়ে
পুরী-মনে লাগে চমৎকার।
পিয়া দুগ্ধ মাজি' ভাণ্ড রাখে পুরী তার জন্য
ভাণ্ড নিতে সে না আইসে আর॥

অহর্নিশ জপে পুরী হরিনাম প্রাণ ভরি'
নিদ্রা নাহি আইসে কোননতে।
এলে তন্দ্রা রাত্রি শেষে নেহারে স্বপনাবেশে
সে বালক সমুখে উপনীত॥

ধরিয়া পুরীর হাত লয়ে গেলা তার সাথ
কোথায় এক মনোরম কুঞ্জে।
কুঞ্জ দেখায়ে বলে— শীত-বর্ষা-গ্রীষ্মকালে
রহি হেথা বড় দুঃখ ভুঞ্জে॥

ডাকি' হেথা গ্রাম্য সবে কাঢ় মোরে কুঞ্জ হ'তে
মূর্ত্তি মোর রাখ পর্ব্বত' পরে।
তথা এক মঠ গড়ি' ঢালি অঙ্গে ঠাণ্ডা বারি
স্নপন কর এ গাত্র ভক্তিভরে॥

তোমার আসার আশে　　কতদিন ছিনু ব'সে
নির্জ্জন কুঞ্জে সেবা পরিহরি'।
এবে তব প্রেম-বশে　　সেবা লই তব পাশে
সবারে তরা'তে মনস্থির করি॥
'বজ্রের' স্থাপিত মুই　　ইহোঁ অধিকারী হই
'শ্রীগোপাল' নামে আমার খ্যাতি।
গোবর্দ্ধন-ধারী নামে　　প্রাদুর্ভূত গোবর্দ্ধনে,
ভক্তাধীনে সর্ব্বকাল থাকি॥
সেবক মোর ম্লেচ্ছ-ভয়ে　　শৈল হ'তে মোরে লয়ে
লুকায়ে কুঞ্জ-মধ্যে, গেলা পলায়া।
আছি পড়ে' এই স্থানে　　কাঢ় এবে সাবধানে,
অন্তর্দ্ধান হৈলা এত কহিয়া॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পরব্যোম

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণে 'পরব্যোম' কথাটির কিছু আলোচনা আছে। 'পরব্যোম' শব্দে চিদাকাশ বুঝায়। যেমন ভৌতিক জগতে জড়াকাশ আছে, সেই প্রকার চিজ্জগতেও পরব্যোম বা চিদাকাশ আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কূপমণ্ডুক জড়-বৈজ্ঞানিকগণ শাস্ত্র-বিশ্বাস না করিয়াই বড় হইতে চায়। বড় বড় বিদ্বান্‌গণ, এমন কি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ পর্য্যন্ত বলেন,—বিজ্ঞানের সঙ্গে না মিলিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করিবে না। এইরূপ মতবাদ একটী রোগ-বিশেষ। "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক। বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ প্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছে। মুখে বেদ মানি, কিন্তু বেদে যে-সকল কথা লিখা আছে সেগুলি মানি না—এই প্রকার মনোবৃত্তির দ্বারা কোনদিনই কেহ ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

একটি ছোট বটফলের মধ্যে অসংখ্য বীজ দেখা যায়। এক একটি বীজদ্বারা এক একটি বটবৃক্ষ জন্মায় এবং এক একটি বটবৃক্ষ অনন্ত ফল দান করে, আবার সেই অনন্ত কোটি বটফলের মধ্যে অনন্ত কোটি বটবৃক্ষের বীজ বর্ত্তমান। এই সামান্য উদাহরণ দ্বারাই আমাদের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, ভগবানের বহিরঙ্গা,

অন্তরঙ্গা আদি শক্তির কার্য্য কি বিপুল। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'। পেচক যেপরূ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিনের বেলায় সূর্য্যরশ্মিকে স্বীকার করে না, সেইরূপ একপ্রকার জড় বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁহারা ভগবান্‌কে এবং ভগবানের অনন্ত শক্তিকেও স্বীকার করেন না। স্বীকার না করিলেও যাঁহারা ভগবদ্বিশ্বাসী, তাঁহারা ভগবানের অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়া অনন্ত মহিমার কথা চিন্তা করত তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার গুণগান করিয়া নিজের জীবন এবং অন্যের জীবনও সার্থক করেন।

ভগবানের রাজ্যের মধ্যে (চিদ্রাজ্য ও অচিদ্রাজ্য) অনন্ত কোটি জীবশক্তি বর্ত্তমান। অচিদ্রাজ্যের মধ্যে তারতম্য-বিচারে আব্রহ্ম-স্তম্ব বহু প্রকার জীব বর্ত্তমান। সুতরাং ভগবানের মহিমা সকল জীব একভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। যোগ্যতা অনুসারে ভগবানকে বুঝিতে পারে এবং কেহ কেহ যোগ্যতা-বিচ্যুত হইয়া ভগবানের বিষয়ই বুঝিতে পারে না। ব্রহ্মা একটি জীবতত্ত্ব, আবার পিপীলিকা-ছারপোকাও জীবতত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্মার যে পরিমাণে বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিকাশ, সেই হিসাবে অন্য জীবের অর্থাৎ পিপীলিকাদি পর্য্যন্ত জীবতত্ত্বের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক কম। সেইজন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ব্রহ্মাদি মহাজনগণের নিকট জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে। পিপীলিকার মত বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানও অসঙ্গত এবং অসম্যক। ব্রহ্মাদি মহাজনগণ যথা—ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, কুমার, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলী, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজ —এই দ্বাদশ মহাজনের পদাঙ্কানুসরণ করিলেই যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায়। বেদ এবং বেদানুগ শাস্ত্র—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, রামায়ণ (মূল), মহাভারত, মনুসংহিতাদি শাস্ত্র হইতে জ্ঞানভাণ্ডার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে নারদকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন বা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে যে সমস্ত বেদানুগ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা পরব্যোম বা ত্রিপাদ বিভূতির কথা জানিতে পারি। কবিরাজ গোস্বামীর পরব্যোমের বিচার মনগড়া খামখেয়ালী নহে। অনেক মূর্খ পাঠককে আমরা স্বকর্ণে বলিতে শুনিয়াছি যে, পরব্যোম বলিয়া কোন জিনিষ নাই, উহা গ্রন্থকারের কল্পনামাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের আদি ৪র্থ এবং ৫ম পরিচ্ছেদ অনেকেই বুঝেন না বা পাঠ করেন না। কিন্তু গ্রন্থকার ঐ গুলিই বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে বলিয়াছেন।

মহাজনগণের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। প্রথম প্রথম হয়ত বুঝিবার অসুবিধা হইবে, কিন্তু ভক্তি এবং সেবাবুদ্ধিতে পাঠ করিলে ঐ সকল শাস্ত্র-মর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। গৌণ অর্থ করিবারও প্রয়োজন নাই; মুখ্যার্থই উপাদেয় এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী মুখ্যার্থই গ্রহণ করেন। শাস্ত্রের অর্থগুলি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না বলিয়া শাস্ত্র মিথ্যা হইবে না, কিন্তু আমারই অযোগ্যতার পরিচয় হইবে। উপরিউক্ত শাস্ত্রের মধ্যে বাস্তবসত্য নিহিত আছে, কারণ ঐ সকল শাস্ত্র 'রামা-শ্যামা'র মনোধর্ম্মের উল্লেখমাত্র নহে, পরন্তু পরম মুক্তগণের শ্রুতি-স্মৃতিলব্ধ পরম্পরাগত জ্ঞান-ভাণ্ডার। প্রবীণ আচার্য্যগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মূর্খগণ যদি মহাজন-পন্থার ব্যতিক্রম করিয়া নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহা কদাচ গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা নাস্তিক। নাস্তিকের কথা কখনই গ্রহণীয় নহে, তাহা সর্ব্বদাই খণ্ডনীয়। আচার্য্য-উপাসনার দ্বারাই জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁহার কৃষ্ণসন্দর্ভের মধ্যেও পরব্যোমের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর ঐ অংশের ভাষান্তর এইভাবে করিয়াছেন। যথা—

"কি-প্রকার ধামে ভগবান্ বিচরণ করেন, তদ্বিষয় উক্ত হইতেছে। 'এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেমন প্রিয় পুরীসমূহের অবস্থিতি আছে, সেইপ্রকার পুরীত্রয় তাঁহার লীলার উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত।'—এই স্কন্দপুরাণের বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে-সকল স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে, এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃত সৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুতন্ত্রে, স্বতন্ত্রভাবে সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান, কথিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের চতুর্দ্দশাক্ষর ধ্যান-প্রসঙ্গে ৮৫ পটলে দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, নানা কল্পলতাকীর্ণ ব্যাপক, অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে গুণসাম্যাবস্থা সর্ব্বজড় কারণের কারণ প্রকৃতি অবস্থিত। সেজন্য যে-প্রকারে পৃথিবীতে হরিধাম সমূলে বর্ত্তমান, তথায়ও সেই প্রকার। এই ন্যায় হইতে দ্বারকা এবং গোকুলাত্মক কৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতারই উপলব্ধি হয়।

"স্বয়ং ভগবানের বিহার ক্ষেত্র বলিয়া, ঐ ধামসমূহ যে সর্ব্বোপরি, ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান 'গোলোক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতায় সহস্রপত্রবিশিষ্ট পদ্মাত্মক মহৎপদ গোকুল বলিয়াই

খ্যাত। তাহার চতুরস্র অর্থাৎ চারি ঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া সংজ্ঞিত। সেই কৃষ্ণের ধামে নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা-অন্তঃপুর আছে। তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে। —বলদেব প্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেই ধাম নিত্য উদ্ভূত। তন্ত্রশাস্ত্রেও সেই প্রকার বুঝা যায়। বলদেবের অংশ অনন্তদেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস, তাহাই ভগবদ্ ধাম। গোকুলের আবরণসমূহ এইরূপ কথিত হয়।— সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিকস্থিত চতুরস্রস্থল চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে গোকুল এই নাম নাই; কিন্তু চতুষ্কোণের অভ্যন্তরমণ্ডল 'বৃন্দাবন' নামে খ্যাত। কেবল বাহিরের বৃত্ত শ্বেতদ্বীপ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার অপর নাম 'গোলোক'। ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠকে বুঝা যায়। নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সেই ধামসকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহা হইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণ-লোকের স্থিতি সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাত্মক দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল নামক স্থানত্রয়— তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই শুনা যায়; যেহেতু, অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিক রূপবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায় তাহাদিগকেও অভিন্ন জানিতে হইবে।"

উপরিউক্ত বিবৃতিদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি হইতে বহু দূরে এবং উপরে পরব্যোম বা চিদাকাশে কৃষ্ণলোক বলিয়া অপ্রাকৃত স্থান অবস্থিত। সেখানে তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য আনন্দ-চিন্ময়-রসে প্রভাবিত হইয়া তিন ধামে —দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে নিত্য বিরাজমান। প্রপঞ্চে সেই ধামগুলিও পরব্যোমের ধামসমূহের অভিন্ন জানিতে হইবে। প্রপঞ্চের মধ্যে শিশুমার চক্রে ধ্রুবলোকের সন্নিধানে যেমন বৈকুণ্ঠলোক বর্ত্তমান, সেই ভাবেই কৃষ্ণলোকের দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলাখ্য স্থানসমূহের অবিকল স্থানসমূহই প্রপঞ্চাগত দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন।

যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম পবিত্রধাম, সেই প্রকার তাঁহার নিবাসস্থল ধাম-সমূহও পরম পবিত্র ও পূজ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্"—এই উক্তি করিয়া বৃন্দাবন ধামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমভাবে পূজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সকল ধাম ভগবানের ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই প্রকট হইতে পারেন। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় এবং স্ব-মায়ায় সকল স্থানেই আবির্ভূত হইতে পারেন, সেইপ্রকার তিনি উক্ত ধামসমূহকেও সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে পারেন। অতএব প্রপঞ্চাগত ধামসমূহকে অভিন্ন ভগবত্তনু স্বীকার করাই সিদ্ধ। এই দুই ধামের সহিত কদাচিৎ পার্থক্য বিবেচনা করা অনুচিত। প্রপঞ্চাগত ধামসমূহকে ভৌতিক মনে করাও অপরাধজনক। দুই ধামই অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ও প্রপঞ্চাগত বৃন্দাবন উভয়ই অপ্রাকৃত। আমাদের প্রাকৃত অনুভবের সাহায্য করিবার জন্যই সেই চিন্ময় ধাম প্রকৃতপক্ষে উদিত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্।

শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী পরিক্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এ বৎসরও **শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা**মুখে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, **কেদারনাথ,** তুঙ্গনাথ প্রভৃতি ৬৪টী তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **১৪ই আগষ্ট ১৯৫৯, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৬৬, শুক্রবার হাওড়া-ষ্টেশন ৬নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮৷৷০ টার সময় যাত্রা করিবেন।** ধর্ম্মপ্রাণ সকলেই নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করুন। ইতি—ইং ৯।৬।৫৯ ; **নিঃ—সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীপক্ষে **৩০০৲** টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ প্রবল শীতের উপযোগী বিছানা (মশারী সহ), জামা, গরম কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা, ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য

কিছু **লজেন্স্** অথবা **তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ।৫ **সেরের মধ্যে** লইবেন।

৩। কোন যাত্রী ।৫ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১০০৲ আগামী ১৭ই শ্রাবণ, ইং ৩।৮।৫৯ তারিখের মধ্যে **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে বা জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ২৮শে শ্রাবণ, ইং ১৪।৮।৫৯ সোমবার বেলা ১টা হইতে ৫টার মধ্যে হাওড়া-ষ্টেশনে ৬নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতি ভাড়া অতিরিক্ত লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতি, লাঠি ও বিছানা ঢাকিবার জন্য রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ৩০।৩৫ দিন সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা, ব্যাসঘাট, **দেবপ্রয়াগ,** কীর্ত্তিনগর, **শ্রীনগর,** রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, **গুপ্তকাশী,** উখীমঠ, রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ,** শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, গৌরীকুণ্ড, **কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ,** আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমান্‌চটী, **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ,** তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামৌলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য — ১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়-কৃত 'বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থের প্রতিবাদে বিরাট্ সভা

আমরা বৃন্দাবনের শ্রীযুত গোবর্দ্ধনদাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ-বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ গোস্বামিগণ ও বাবাজী মহারাজগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে মাননীয় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের লিখিত **"বৈষ্ণব-দর্শন"**-নামক বিরাট্ গ্রন্থের তীব্র প্রতিবাদকল্পে বিগত ইং ২২।৪।৫৯ তারিখে বৃন্দাবনে 'শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই গৌরাঙ্গ মন্দিরে'র সম্মুখে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় তাঁহার গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করা হয়। আমরা উক্ত সমালোচনার দুই একটী বিষয় নিম্নে পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। যথা—

প্রথমতঃ শ্রীযুত নাথ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন বলিয়া বিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব-গৌড়ীয় অথবা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দার্শনিক ঐতিহ্য-জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। উক্ত সভার সভাপতি মহোদয় সভাস্থ সভ্যমহোদয়গণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ করেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীল মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার বিরুদ্ধে যে-কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হইবে, তাহা বৈষ্ণবগণের পাঠযোগ্য নহে। **দ্বিতীয়তঃ** গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমপূজ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সেবকাচার্য্য, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। নাথ মহাশয় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে অস্বীকার করায় উক্ত আচার্য্য পাদপদ্মে তিনি অপরাধী। **তৃতীয়তঃ** নাথ মহাশয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোনপ্রকারে সুসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার রচিত ও সংগৃহীত 'গৌড়ীয়-দর্শন'-নামক বিরাট্ গ্রন্থখানি কোন শুদ্ধবৈষ্ণব পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য হইতে তিনি চিরতরে বিদায় লইবেন ইত্যাদি।

উক্ত সভায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণকে অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং নাথ মহাশয়ের লিখিত 'বৈষ্ণব-দর্শন' গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ইত্যাদি। *

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা আমরা শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থের প্রতিবাদে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এবং তাহাতে নাথ মহাশয়ের 'বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থেরও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পাঠকগণ গত ২ বৎসরের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা হইতে ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। উক্ত প্রবন্ধ প্রচারের ফল-স্বরূপই এইরূপ সভায় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা আশা করি, ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান হইতে এইরূপ প্রতিবাদ হইবে। —**সম্পাদক**

ক্ষেত্রমোহন প্রভুর নির্য্যাণ

১। বিগত ২রা পৌষ, ১৩৬৫ সাল, বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত **ক্ষেত্রমোহন (মাল) দাসাধিকারী** প্রভু পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাসবাটী মেদিনীপুর জিলান্তর্গত ঝিনুকখালি গ্রামেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ডাক্তারী বিদ্যায় বহু অর্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করত তথায় শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১২৮২ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৬৫ সালের ২রা পৌষ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮৩ বৎসর হরিভজনের সুযোগ লাভ করেন।

১১শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৭ বামন, ৪৭৩ গৌরাব্দ শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৬৬ ; ইং ১৭।৭।৫৯ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীঅক্রুর-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-স্তোত্রৈকাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশেঽধ্যায়ে—১৭-২৭)

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্॥১৭॥

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পাদপ্রক্ষালন-বারি মস্তকদ্বারা ধারণ করিয়া দিব্যবস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, উত্তম অলঙ্কার ও বিবিধ পূজাদ্রব্যদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনপূর্ব্বক অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া অক্রূর বিনয়-নম্রভাবে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন),—আমাদের ভাগ্যবলে দুরাচার কংস অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছে এবং আপনাদের দুই ভ্রাতাকর্ত্তৃক যদুকুল দুরন্ত কষ্ট হইতে রক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে॥১৭॥

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্॥ ১৮॥

আপনারা দুইজন পুরুষোত্তম, এই জগতের কারণ এবং জগন্ময় আপনাদের উভয়ের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন কারণ বা কার্য্যই বর্ত্তমান নাই ॥১৮॥

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্ব-শক্তিভিঃ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরম্ ॥১৯॥

হে ব্রহ্মন্, আপনি রজঃ প্রভৃতি শক্তিদ্বারা নিজকর্ত্তৃক বিরচিত এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রুত এবং প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া বিবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন ॥১৯॥

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু
মহাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
ষ্বাত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥২০॥

ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতগণ যেরূপ স্বীয় রূপান্তর পরিণত, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থসমূহে বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও আপনি লীলার্থ স্বীয় অভিব্যক্তিস্থল নর-মৃগাদি শরীরে এবং বাল্য-যৌবনাদি-অবস্থায় নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥২০॥

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃ-সত্ত্বগুণৈঃ স্ব-শক্তিভিঃ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণ-কর্ম্মভির্ব্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ ॥২১॥

আপনি স্বীয় শক্তিভূত রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্বগুণদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার এবং পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, পরন্তু স্বয়ং উক্ত গুণসমূহ বা কর্ম্মসমূহে আবদ্ধ হ'ন না, যেহেতু আপনি জ্ঞানাত্মা জীবের ন্যায় আপনার বন্ধন-হেতু-ভূত অবিদ্যা নাই ॥২১॥

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বা-
দ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।

অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥২২॥

যদি বলেন,—"আমার অবিদ্যা না থাকিলে এই অবিদ্যা সম্বন্ধীয় দেহ কোথা হইতে আসিবে?" তদুত্তর এই যে, আপনার দেহাদি উপাধি অবিদ্যাহেতু, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হয় নাই; অতএব জীববৎ আপনার সংসার অথবা জন্ম লাভ হয় না। যদি জীবের ন্যায় অবিদ্যা-জনিত দেহই আপনার হইত, তবে আপনিও জীববৎ জন্মাদিমান্ হইতেন। আপনার দেহ উপাধিত্বাভাবহেতু জীববৎ আপনার পৈতৃক ধাতু সম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র হইয়া থাকে, যেহেতু আপনার দেহ-দেহী-পার্থক্য নাই, অতএব আপনার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই ॥২২॥

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বাধ্যেত পাষণ্ড-পথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি ॥২৩॥

আপনি জগতের কল্যাণ-কামনায় যে বৈদিক ধর্ম্মমার্গের প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বেদমার্গ যে যে-সময়ে পাষণ্ডমার্গানুযায়ী অসদ্‌গণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, আপনি তত্তৎকালে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥৩২॥

স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণী-শত-বধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥২৪॥

হে বিভো, আপনি শত সহস্র অসুর-রাজগণের বিনাশদ্বারা ভূভার অপনয়নের জন্য বসুদেবের গৃহে স্বাংশ বলদেব সহ অবতীর্ণ হইয়া এই যদুকুলের যশোবিস্তার করিতেছেন ॥২৪॥

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্ব্বদেব-পিতৃ-ভূ-নৃদেব-মূর্ত্তিঃ।

তৎপাদ-শৌচ-সলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্‌গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥২৫॥

হে অধোক্ষজ ! হে ভগবন্ ! আপনি দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং মনুষ্য—এই পঞ্চ যজ্ঞ দেবতামূর্ত্তি ; আপনার পাদশৌচ সলিলরূপিণী গঙ্গাদেবী ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। সেই জগদ্‌গুরু আপনি অদ্য আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমার গৃহকে অতি পবিত্র করিলেন ॥২৫ ॥

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥২৬॥

হে দেব ! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ এবং কৃতজ্ঞ ; অতএব কোন্ পণ্ডিত জন আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে আশ্রয় করে ? কোন কালে কোন ভক্ত আপনার যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও আপনি তদ্বিনিময়ে তাঁহাকে যাবতীয় বিষয় প্রদান করেন, কেবল তাহাতেই আপনি নিবৃত্ত হন না, অপচয় এবং উপচয়বিহীন নিজকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। (কোটী কোটি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াও আপনার কিছু উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হয় না এবং আপনাকে ভক্তসমীপে প্রদান করিলেও অচিন্ত্যশক্তিহেতু আপনার কিছুমাত্র অপচয় হয় না) ॥২৬॥

দিষ্ট্যা জনার্দ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুত-কলত্র-ধনাপ্ত-গেহ-
দেহাদি-মোহ-রশনাং ভবদীয়-মায়াম্ ॥২৭॥

হে জনার্দ্দন! আপনি সনকাদি যোগীন্দ্র এবং ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশ আপনি যে অদ্য আমাদের ন্যায় অধমগণের গৃহে প্রতীতির বিষয় হইয়াছেন, তাহা নিতান্তই সৌভাগ্যসূচক ; অতএব হে প্রভো, আপনি আমাদের আপনার মায়াজনিত পুত্র, কলত্র, ধন, স্বজন, গৃহ-দেহাদিতে দুষ্পরিহার্য্য মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন ॥২৭॥

———

অধিরোহবাদে গুরুগ্রহণ

অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতার-বাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহ-প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহবাদের রুচিক্রমে প্রথমমুখেই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত; 'আমাকেই গুরুদেবকে দুরস্ত করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন অশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যা-জনিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তনযোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুকে বিকৃত করেন, কেন না, পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্যও অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে, ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্য সত্য ঐরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরন্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরবস্তুকে প্রদানলীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য সত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাঁহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্য সত্যের আশ্রিত। অধিরোহ-বাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয়, তাহা কলি-জনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির

আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়-কথা বা গ্রাম্য-কথা নামে দৃঢ়রূপে জানিব। **শাস্ত্র ও গুরুর বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক।** আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম

কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়-বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থ-সিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ —কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা, সংসার যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এইপ্রকার কার্য্য-সকল নিত্য কর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ-বিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎ-পরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদায় কাম্য, যথা—সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতি-শাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দয়া-বিধি, রাজ্য-শাসন-বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ-বিধি, সন্ধি-বিধি, বিবাহ-বিধি, কাল-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধি-সকলকে ঈশ-ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসার-বিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারত-ভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে; যেহেতু এইসমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রম-রূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে

স্বাভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ-ভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারত-নিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য-কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির বিচার শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারত-ভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অনেক দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। **স্বভাব চারি প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বভাব, ক্ষত্র-স্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করিলেন।** ভগবদ্গীতার শেষে বর্ণিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ১৮।৪১)

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গী ১৮।৪২)

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—**এই নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।**

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ-নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব, এই **সাতটী ক্ষাত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।**

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীঃ ১৮।৪৪-৪৫)

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য—**এই তিন বৈশ্য স্বভাবজ কর্ম্ম। নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র স্বভাবজ কর্ম্ম করেন।** স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধিলাভ করেন।

এইপ্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে **গৃহস্থ,** ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষগণকে **ব্রহ্মচারী,** অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-গৃহীত পুরুষদিগকে **বানপ্রস্থ** ও সর্ব্বত্যাগী-দিগকে **সন্ন্যাসী** বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন।

বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রমসকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্র-গণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করত তাঁহাদের অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা-বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে যত প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনা-পূর্ব্বক ও কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবক-বৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। **স্বদেশ-বিদ্বেষই** তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও **বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণ-প্রিয়তাও** প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা দোষ-শূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? **আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।**

প্রাচীন রীতি ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে **কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন।** বর্ণ নিরূপণ-কালে বিচার্য্য ছিল এই যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষ-জনিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার-সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সময় হইতে অন্ধ-পরম্পরা নামমাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্য-যশঃ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ;—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋগিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না।

সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে-বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সু-বিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষীতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

অতএব হে স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থাসকলকে নির্ম্মল করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম,

ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারত-ভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি-নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! **বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকলপ্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।** ঈশ্বর-ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয়-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধ জীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম সকলে পারমেশ্বরী ভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়-চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।৩২)

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব-বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগদ্বারা ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বর পূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্য-কর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাতে ঈশ্বর-ভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কথা

শ্রীগোপাল-আবির্ভাব

হাসিয়া মাধব-পুরী　　মনে মনে কি বিচারি'
প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমি' পর।
কৃষ্ণে না চিনিতে পারি'　　দেয় ভূমে গড়াগড়ি
পুরীর জীবনে লাগে ধিক্কার॥
আদেশ-পালন আশে　　ক্ষণিক কাঁদিয়া শেষে
সুস্থির হইল পুরীর মন।
তবে প্রাতঃস্নান করি'　　গ্রাম-মধ্যে গিয়া পুরী
কহিল সবারে বৃত্তান্ত কথন॥
শুনি' তা' সবার মনে　　প্রেম উপজিল ক্ষণে
বিগ্রহ তুলিতে কুঞ্জ-পানে ধায়।
কুঠারি কোদালি ল'য়ে　　দেখিল মাটী খুঁড়িয়ে
মাটি-তৃণে শ্রীঅঙ্গ ঢাকা রয়॥
আনন্দে বিস্মিত সবে　　ঠাকুর উঠাতে তবে
একত্র হৈলা যত শক্তিধর।
ঠাকুর যে মহাভারি　　কেহ না চালাতে পারি'
অতিকষ্টে তুলিল পর্ব্বত 'পর॥
বসাইল ঠাকুরেরে　　পাথর সিংহাসন 'পরে
পৃষ্ঠাবলম্বনে দিলা এক শিলা।
গ্রাম্য-বিপ্র হ'য়ে খুশী　　উৎসব করিলা আসি'
আর আর যত দানী ছিলা॥
শ্রীঅঙ্গের যত মলা　　মার্জ্জনে চিক্কণ হৈলা
মহাসিনান কৈল শত ঘটে।
তুলসী ও ফুল-মালে　　গোধূমাদি তণ্ডুলে
আর ভোগ্য-দ্রব্যে সাজাল পর্ব্বতে॥
আপনে মাধব পুরী　　তবে অভিষেক করি'
বসন পরা'ল প্রভুর গায়।
সন্দেশাদি দধি দুগ্ধ　　আর যত ভোগ্য দ্রব্য
অর্পিল সকলি গোপালে তায়॥

করিয়া বহু আরতি কৈলা দণ্ডবন্নতি,
অন্নকূট কৈলা ভালমতে।
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বরিল বৈষ্ণব করি'
আত্মনিবেদি শ্রীঠাকুর-পদে ॥
গোপাল-প্রকট-কথা প্রচারিল হেথা-সেথা,
শুনি' সবে আইসে ভেট দিতে।
স্বর্ণ-রৌপ্য-বস্ত্রাদি ভাণ্ডার করিল বৃদ্ধি
ব্রজবাসী গাভী দিলা হর্ষ-চিতে ॥
ক্ষত্রিয় এক মহাধনী গড়িল মন্দিরখানি
রহিল গোপাল সেথা ভালমতে।
কেহ বা কৈল প্রাচীর কেহ পাক-ভাণ্ডার,
সবে ব্যস্ত হৈল গোপাল সেবিতে ॥
গৌড়ের ব্রাহ্মণদ্বয় পুরীর শিষ্য হয়
গোপাল সেবিতে চিত্ত হরষিত।
রাজ সেবায় দুই বৎসর কাটিল যে নিরন্তর,
পুরীর হর্ষ ক্রমে হইল বর্দ্ধিত ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর ৬)

এই জগতের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন, স্বভাবই এই জগতের কারণ। প্রকৃতিবাদীর ইহাই মত। অপরে কালকে কারণ বলেন। যেহেতু কালক্রমে জগতের উৎপত্তি, আবার কালবশে বিনাশ ঘটে, কিন্তু ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ জনগণ বাস্তবিক ইহার উৎপত্তির কারণ অবগত নহেন। জগতের বিচিত্র রচনার হেতু একমাত্র পরম পুরুষ পরমেশ্বর। তিনি স্বভাব, কাল আদি সমস্ত কারণের অধিপতি। তাঁহার দ্বারাই এই সংসারচক্র ভ্রামিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

চক্র, দণ্ড ও মৃত্তিকা ঘট নির্ম্মাণের উপাদান হইলেও কুম্ভকার ব্যতীত যেরূপ উহা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতি আদির ক্রিয়া থাকিলেও পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত কিছুই সম্ভব হয় না। সেই জগন্নিয়ন্তা সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর এই সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার দ্বারাই সর্ব্ববস্তু ব্যাপ্ত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন ও চিন্ময়। তাঁহার প্রেরণায়ই জগৎ যথানিয়মে চলিতেছে। তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ ও আকাশের কার্য্য-করণ শক্তি প্রদান করিয়া জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কিছুই সম্ভব হইত না। পরমেশ্বর নিজ প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চভূতাদি দ্বারা জীবাত্মাকে সম্বন্ধ করাইয়া জগতে ভ্রমণ করাইতেছেন। গুণান্বিত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে যদি জীব অহংতা, মমতা ও আসক্তি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম-সংস্কারেরও সর্ব্বথা বিনাশ হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্তির যোগ্যতা ঘটে। জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ কেবল অহংতা ও মমতা। তাহার নাশে সংসার নাশ হয়।

জগৎকারণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ত্রিকালাতীত। তিনি ষোলকলারহিত অর্থাৎ সংসার-সম্বন্ধশূন্য হইয়াও প্রকৃতির সহিত জীবের সংযোগকরণের কারণ, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তাঁহার এই তত্ত্ব অবগত আছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে বহুদূর গমন করিতে হইবে না। আমাদের হৃদয়ে তিনি নিত্য বর্ত্তমান। এই বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া সর্ব্বাধার পরমেশ্বরের উপাসনা করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এই সংসার প্রপঞ্চ নিরন্তর ভ্রান্ত হইতেছে। কিন্তু তিনি সংসার-বৃক্ষ, কাল বা আকৃতি আদি হইতে ভিন্ন, এসকলের অতীত বস্তু। তিনি ধর্ম্মবৃদ্ধি, পাপ-নাশাদি সকলেরই কারণ, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং সমস্ত জগতের আধার। তাঁহাকে হৃদয়-প্রদেশে অবগত হইলে অমৃত-স্বরূপ প্রাপ্তি হয়।

সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সমস্ত লোকপালগণের ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার নাম "মহেশ্বর"। তিনি সর্ব্বদেবের একমাত্র আরাধ্য, সকল পতিগণের পরমপতি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। সেই স্তুতিযোগ্য প্রকাশ-স্বরূপ পরমদেব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি সর্ব্বপূজ্য।

তাঁহার কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমান কেহই নাই। তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-

রূপাদি বিবিধ শক্তি বর্ত্তমান। তাঁহার এজগতে কেহ পতি নাই, সকলেই তাঁহার সেবক। তাঁহার শাসকও কেহ নাই, সকলেই তাঁহার শাসনের অধীন। জগতে তাঁহার কোন চিহ্নও নাই। কিন্তু তিনি সকল কারণের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি ও অধীশ্বর। তাঁহার জন্মদাতা বা অধীশ্বরও কেহ নাই।

মাকড়সা যেরূপ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া নিজেকে তন্মধ্যে গুপ্ত রাখে, তদ্রূপ পরমেশ্বর নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে অনন্ত জগতের উৎপাদন করিয়া নিজকে তন্মধ্যে গুপ্ত রাখিয়াছেন। এজন্য সংসারী জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে নিজতত্ত্ব প্রদর্শন করুন।

সেই একমাত্র পরমদেব পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত। তিনি সকল কর্ম্মের ফলদাতা ও সকলের নিবাস-স্বরূপ। আবার তিনি শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, চেতনস্বরূপ, সকলের চেতন প্রদানকারী, বিশুদ্ধ ও নির্গুণ তত্ত্ব।

সেই বিশুদ্ধ চেতন-স্বরূপ পরমেশ্বর সকলের বশী। তিনি বীজ-স্বরূপ প্রকৃতিকে অনন্তরূপে প্রকাশ করেন অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, পঞ্চভূতাদি সকল কারণের প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই পরম পুরুষকে যাঁহারা আত্মস্থ হইয়া অনুক্ষণ দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী, তদ্ভিন্ন জাগতিক ভোগ-সুখাকাঙ্ক্ষী জীব তাদৃশ সুখের আভাসও পান না।

নিত্য জীবগণের মধ্যে নিত্যস্বরূপে বর্ত্তমান পরমেশ্বর একাকী সকল জীবের কর্ম্মফলাদির বিধানকর্ত্তা, সেই সাংখ্য-যোগগম্য সর্ব্বকারণকারণ পুরুষের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্ববন্ধন মুক্তি হয়।

তাঁহার ধামে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা অথবা বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না। সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রকাশ কেবল ত্রিলোকে। কিন্তু সেই পরমজ্যোতির্ম্ময় চিৎসূর্য্যের আলোকে আলোকান্বিত হইয়াই সূর্য্য-চন্দ্রাদির আলোক জগৎপ্রকাশে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

এক প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর জলে অগ্নিরূপে বিরাজিত। জলস্থিত অগ্নির নাম বাড়বাগ্নি। তাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই যদ্দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়। সেই পরমেশ্বর বিশ্বরচয়িতা, বিশ্ববিৎ ও নিজেই নিজের প্রকটকারী। অপর কেহ তাঁহাকে প্রকট করিতে পারে না। তিনি কালেরও কাল। তিনি সৌহার্দ্দ, প্রেম, দয়া আদি কল্যাণময় দিব্যগুণযুক্ত। তিনি সমস্ত জীবের ত্রিকালঘটিত শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি ও জীবের স্বামী।

অতএব সত্ত্বাদিগুণের নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা। তিনিই জীবগণের সংসার-বন্ধন, স্থিতি ও মোক্ষ সকল বিষয়েরই হেতু। তাঁহারই কৃপায় জীব মুক্ত হইতে পারে। সেই পরমেশ্বর তন্ময়, স্ব-স্বরূপে স্থিত, অমৃতস্বরূপ, সদা একরস; জগতের উৎপত্তি-বিনাশাদি পরিণামে তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি সমস্ত ঈশ্বর-গণের (লোকপালগণেরও) অন্তর্যামী। সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমপুরুষ জগতের স্থিতি-নিয়মনাদি কার্য্য একাকী করিয়া থাকেন, অন্য কাহারও তাদৃশ যোগ্যতা নাই। তিনি সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত বেদজ্ঞান তাঁহাতে প্রকাশ করেন; অতএব সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশকারী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া মুমুক্ষুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সংসার-সম্বন্ধ-রহিত, ক্রিয়াশূন্য, পরম শান্ত, সর্ব্বদোষরহিত, অমৃতস্বরূপ, মোক্ষের সেতু (যাহার আশ্রয়ে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়) এবং যিনি দগ্ধকাষ্ঠের জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় নির্ম্মল প্রকাশস্বরূপ, সেই পরমতত্ত্বের আমরা ধ্যান করি।

যদি কেহ আকাশকে চর্ম্মবৎ বেষ্টন করিতে সমর্থ হয় তবে সেই পরম দেবকে না জানিয়াও দুঃখের অন্ত হইতে পারে অর্থাৎ যেরূপ কোনদিন কেহই অসীম আকাশকে বেষ্টন করিতে পারে না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে না জানিলে জাগতিক দুঃখেরও অবসান হইতে পারে না।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে সমস্ত বিষয়-সুখ বর্জ্জন করিয়া নিরন্তর পরম পুরুষের চিন্তাদ্বারা তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাকে অবগত হইয়া-ছিলেন। তিনি ঋষিসকল-সেবিত সেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরমশান্ত আশ্রমাভিমানশূন্য সাধকের নিকট উপদেশ করিয়াছিলেন।

এই রহস্যময় জ্ঞান বেদের অন্তিমভাগে পূর্ব্বকল্পেও বর্ণিত হইয়াছিল। কল্প-কল্পান্তর ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে। যাহার অন্তঃকরণ বিষয়-বাসনা-শূন্য তাদৃশ ব্যক্তিকেই উপদেশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাদৃশ অবস্থারহিত পুত্র বা শিষ্য হইলে এই জ্ঞান লাভের অনধিকারী। যাঁহার পরম-পুরুষে পরমভক্তি এবং জ্ঞানদাতা গুরুদেবেও তাদৃশ ভক্তি বিদ্যমান, তাঁহারই হৃদয়ে এইসকল শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়, অন্যথা নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

পরব্যোম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

বৈকুণ্ঠস্থিত ধামসকল চিন্ময়, আর প্রপঞ্চের ধামসকল ভৌতিক—এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, উভয় ধামই চিন্ময়। যাহারা চিন্ময় ধাম কি উপলব্ধি করিতে পারেন না বা ভৌতিক দর্শন ব্যতীত যাহাদের যোগ্যতার অভাব, তাহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য ভগবানের অর্চ্চাবতার ধামসহ অবতীর্ণ হন। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের নিকট এই ধাম এবং অর্চ্চা-বিগ্রহ ভৌতিক মনে হইলেও, তাঁহাদের ভক্তিযোগের ক্রমোন্নতি হইলে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনের দ্বারা তাঁহারা ধাম ও অর্চ্চা-বিগ্রহের যাথার্থ্য দর্শন করিতে পারেন।

ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য একই সময়ে এবং তাঁহার চিন্ময় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন না করিয়াও সমানভাবে সর্ব্বত্র প্রকটিত হইতে পারেন। ভক্তিযোগ-পরিপুষ্ট ভক্তগণ ভগবানের এই চিন্ময় সত্তা সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।"

অর্থাৎ বিষয়-বাসনা বা ভোগ-বাসনা-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান ও ভগদ্ধামের দর্শন হয় না। আমরা যে পরিমাণে বিষয় হইতে মুক্ত হই বা ভোগ এবং ত্যাগ-বাসনা হইতে মুক্ত হই, সেই পরিমাণে আমরা ভগবান এবং ভগবদ্ধামের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করি। রোগীব্যক্তি যে-সমস্ত কারণের দ্বারা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেইসকল কারণের অন্তর্গত স্বভাব এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে এবং চিকিৎসকের নির্দ্দেশ প্রতি-পালন না করিতে পারিলে যেমন রোগ মুক্ত হয় না, সেইরূপ বিষয়-বাসনা, ভোগ ও ত্যাগ-ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্ময় দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যায় না। কুবিষয়ী রোগী একই সময়ে কুপথ্য গ্রহণ এবং রোগ হইতে আরোগ্য লাভ কখনই করিতে পারে না।

আধুনিক ভৌতিক সভ্যতা, কুবিষয়-রোগ সংক্রামকভাগে বিস্তার করিতেছে। জীবাত্মা স্বরূপতঃ চেতন-সূর্য্যের স্ফুলিঙ্গ মাত্র; সুতরাং পূর্ণ-চেতন ভগবান্ এবং জীবাত্মা চৈতন্য-সম্পর্কে একই, পার্থক্য এইমাত্র—ভগবান্ বিভু,

জীবাত্মা অণু। গুণগত বিচারে ভগবান্ এবং জীবাত্মা এক হইলেও শক্তিগত বিচারে ভগবান্ এবং জীবাত্মা পৃথক্। গুণগত বিচারে ভগবান্ ও জীবাত্মার অস্তিত্ব সনাতন, সুতরাং তাঁহাদের নিরুপাধিক আদান-প্রদান সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠেই সম্ভব। কারণ সনাতন জীব যিনি অধুনা ভৌতিক আবরণের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন তাঁহার সেই প্রকার ভবরোগগ্রস্ত পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পরিকল্পনায় ভগবদ্ধামে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মায়া-বিমোহিত মূর্খ ব্যক্তিগণ দুর্ব্বাসনার দ্বারা প্রধাবিত হইয়া মনুষ্যজাতির চেতন স্বরূপের কোন হিসাব কিতাব না রাখিয়া "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" বিচারে সকলকেই বিপথগামী করিতেছে। সেই-সকল বিমোহিত নেতৃগণের অধীনে বহুবৎসর পরিমাণের যোজনাগুলি কোন দিনই মনুষ্য-জাতিকে ত্রিতাপ-যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যোজনা ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে, অন্তিমে দুরন্তবীর্য্য মৃত্যু তাহাদের সকল যোজনাই নিষ্ফল করিয়া দিবে। ভবরোগগ্রস্ত জীবসমূহের মৃত্যু ভবরোগের একটি লক্ষণ মাত্র; ইহা ছাড়া জন্ম, বার্দ্ধক্য এবং জরা আদির আরও লক্ষণ আছে: সেই ভবরোগের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠ জগতে ফিরিয়া যাওয়াই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

ব্রহ্মসংহিতায় ভগবদ্ধামের পরিচয় আমরা এইভাবেই পাইয়া থাকি—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু-কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মা কহিলেন—ভগবদ্ধাম চিন্তামণি-নির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারা সুশোভিত এবং বহু কল্পবৃক্ষ-লতাদ্বারা পরিবেষ্টিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সাধারণ গোপ-বালকের ন্যায় সহস্রশত-লক্ষ্মীগণের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া সুরভি গাভী-সমূহকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

উপরিউক্ত ব্রহ্মসংহিতার বিবৃতির দ্বারা আমরা ভগবদ্ধামের যে পরিচয় পাইতেছি, তথায় জীবন যে কেবল মাত্র নিত্য ও জ্ঞানময় তাহা নয়, পরন্তু আনন্দময়ও, কারণ জীবনকে আনন্দ দিবার জন্য সেখানে সুরভি গাভী-প্রদত্ত প্রচুর গো-রসের ব্যবস্থা আছে। তথাকার অট্টালিকাদি কাঠ-পাথরের না

হইয়া স্পর্শমণির দ্বারা প্রস্তুত, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের বিপুল বৈভব তথায়ই বাস্তবরূপে প্রকাশিত। সেখানকার উদ্যানগুলি কল্পবৃক্ষ-লতাকীর্ণ এবং যে লক্ষ্মীর কৃপা পাইবার জন্য আমরা বহু প্রকারের তপস্যা সাধন করি, সেইপ্রকার অনন্তকোটী লক্ষ্মীগণ সেখানে সদা সর্ব্বদা বিরাজমান।

পরব্যোমে এই কৃষ্ণধাম সর্ব্বোচ্চলোক। সেই পরব্যোমে অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ ধাম যে আছে, তাহা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই। ব্রহ্মার জন্ম হইবার পর তিনি নারায়ণের কৃপায় অপ্রাকৃত অনুভবের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই অপ্রাকৃত অনুভবের দ্বারা কৃষ্ণ-লোকও দর্শন করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে বিধিভক্তি যাজনের দ্বারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন পরিস্ফুট হইলে সকলেই সেই কৃষ্ণলোক বা বৈকুণ্ঠ-লোক ঠিক সেই ভাবেই দর্শন করিতে পারেন, যেরূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 'টেলিভিসান্' যন্ত্রের দ্বারা বহু দূরের বস্তু দর্শন করিতে পারেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে বৈকুণ্ঠ-লোক সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা এইরূপ,—বৈকুণ্ঠলোকে জড়া প্রকৃতির বৈভব সত্ত্বঃ, রজঃ, তমোগুণের কোন প্রভাব নাই। মায়িক জগতে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বগুণের যে বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহাতে সত্য, শম, দম, শৌচ, তিতিক্ষা, আর্য্যব, আস্তিক্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান আদি বহু উত্তম গুণের পরিচয় পাই।

কিন্তু ঐসকল উচ্চ আদর্শ গুণগুলি রজস্তমোগুণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত না হওয়ায় সেইগুলি সমস্তই অসম্পূর্ণ ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি-সম্ভূত ঐ সমস্ত গুণগুলি প্রাকৃত সত্ত্বঃ, রজঃ, তমোগুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় আমরা সেইগুলির পরিচয় শুদ্ধ সত্তায় দেখিতে পাই। বৈকুণ্ঠ জগতে ঐসকল গুণগুলি প্রাকৃত গুণ হইতে নির্গুণ হইয়া অপ্রাকৃত গুণ নামে পরিচিত হয়; সেই সকল অপ্রাকৃত গুণ ভৌতিক জগতের সর্ব্বোচ্চলোক—সত্যলোকেও পরিদৃষ্ট হয় না। সেইজন্য সত্যলোকের পরিস্থিতিও বৈকুণ্ঠলোকের পরিস্থিতির সহিত সমান নহে। মায়িক জগতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নিম্নলিখিত পাঁচটি অপগুণ, যথা—

অজ্ঞান, ত্রিতাপ-যন্ত্রণা, অহঙ্কার, ক্রোধ এবং পরহিংসা—এই পাঁচটি অপগুণ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। বৈকুণ্ঠ জগতে এইসকল অপ-গুণের লেশমাত্র নাই। প্রাকৃত জগতের সমস্ত বস্তুই সৃষ্ট বস্তু। আমরা যে-কোন বস্তুর চিন্তা মনে মনে করিতে পারি। আমাদের শরীর, মন পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সৃষ্ট বস্তু। আমাদের

অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবিত কালেই সমস্ত ধন-সম্পত্তি মাঠে কিম্বা কারখানায় প্রস্তুত হয়। এই প্রকার প্রস্তুতকরণ কার্য্য ব্রহ্মার জন্মকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যেমন কৃষি, বাণিজ্য উদ্যোগাদি রজঃগুণের প্রভাবে দৃষ্ট হয়, সেই ভাবে ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বত্রই সেই রজঃগুণের প্রভাব বিস্তৃত আছে। ইহার পরিচয় আমরা শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও পাইয়া থাকি। বৈকুণ্ঠ জগতে যেহেতু রজোগুণের কোন প্রভাব নাই, সেইকারণ সেখানে কোন বস্তুই সৃষ্ট বস্তু নহে। বৈকুণ্ঠ জগতের বস্তুগুলি নিত্যকাল আছে এবং যেহেতু তথায় প্রলয়ের কারণ তমোগুণও নাই, সেইহেতু সেখানে কোন বস্তুর প্রলয় হয় না। অতএব বৈকুণ্ঠ জগৎই সনাতন ধাম। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,**
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ **শ্রীশ্রীল** ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"**কৃষ্ণ** বৃহচ্ছিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে ; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃশ্য। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব শক্তি। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম।

"অণুচৈতন্য জীব স্বভাবতঃ পূর্ণচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের দাস। জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা-শক্তির পরিচয়। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। সেই নিজ নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া জীব বদ্ধ ভাবে থাকেন। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে আসিলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হন। জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা ; এইস্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবানও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ। এইজন্য এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম।"

জীব যে ভগবানের সন্তান বা সেবক এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ বলেন—নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

(যজুর্ব্বেদীয় নারায়ণোপনিষৎ)

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ এবং সমস্ত জীব সকলেই জগৎপিতা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং সকলেই যে ভগবানের সন্তান বা সেবক, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

অহং ভবো দক্ষ-ভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশ-মুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধার্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ (ভাঃ ২।৪।১৪)

ব্রহ্মা বলে, শুন মুনি কহি তত্ত্ব কথা।
প্রভু যে করিব তাহা না হয় অন্যথা ॥
আমি, ভব, শশী, সূর্য্য সুরেশ সত্বর।
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি বহি নিরন্তর ॥ (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

যজুর্ব্বেদ আরও বলেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। অতএব সকলেই কৃষ্ণের সন্তান বা সেবক।

শ্রুতিতে আমরা আরও পাই—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হে বিশ্বের জীবগণ, তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র অর্থাৎ শ্রীহরির নিত্যসেবক।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ (গীঃ ১০।৮)

ভগবান্ বলিতেছেন—আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির হেতু এবং আমা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাত হইয়া বুধগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

মুখ-বাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

ঈশ্বরের মুখ ভুজ উরু পদ হনে।
চারিবর্ণ-আশ্রম জন্মিল তিন গুণে ॥
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই করে।
উরে বৈশ্য জনমিল শূদ্র পদতলে ॥
সে প্রভু সবার পিতা সবার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে সে পতিত পামর ॥ (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয় ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অধ্যায়)

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥ (ঐ অধ্যায় ৩।৪৬)

স্কন্দ পুরাণ বলেন—

অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নিরূপিতম্।
সমস্তলোকনাথস্য শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ ॥

ভগবান্ শ্রীহরি সকলের নাথ অর্থাৎ নিত্য প্রভু। প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই এই অসার সংসারে একমাত্র সারবস্তু।

এজগতে দাস্য জিনিষটা ঘৃণ্য ও দুঃখকর। কিন্তু ভগবদ্দাস্য তদ্রূপ নহে। জগতের দাস্য ও জগদীশ্বরের দাস্য এক নহে। ভগবদ্দাস্য পরম সুখকর ও অত্যুত্তম জিনিষ। ইহা সর্ব্বপুরুষার্থ-শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস্য লাভ মহাভাগ্য-সাপেক্ষ। কৃষ্ণ-দাস্যে যে সুখ আছে সে সুখ এজগতে নাই, স্বর্গে নাই, এমন কি ব্রহ্মানন্দেও নাই। কৃষ্ণদাস জীব গুরু-কৃষ্ণের কৃপায় যখন নিজের এই স্বরূপ ও ধর্ম্মের কথা জানিতে পারিয়া ভগবৎসেবায় মগ্ন হয়, তখন সে দুঃখের হাত হইতে চিরতরে

নিষ্কৃতি পাইয়া পরমসুখী হইয়া থাকে। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

বেদে ভাগবতে কহে—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি রমা-অজ-ভবের যতন॥
শঙ্কর নারদ আদি যাঁর দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ মাগি খায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮ম অধ্যায়)

অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

(ঐ মঃ ১৭শ অধ্যায়)

সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
সেবকবৎসল প্রভু চারিবেদে কয়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ কৃষ্ণদাস নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্বকর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্য-ভাব যে করে প্রার্থন।
গঙ্গালভ্য হয় কালে বলি' নারায়ণ॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥

এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু করি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহিসর্ব্বজ্ঞে র্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার—ব্যাখ্যা) মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্তস্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
ভক্ত হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
'দাস' নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ-অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অধ্যায়)

নারদপঞ্চরাত্রও বলেন—

শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যং চ সর্ব্বমুক্তঃ পরং মুনে।
বৈষ্ণবনামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্॥

হরিসেবা বা হরিদাস্যই প্রকৃত মুক্তি বা বিমুক্তি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি। এই ভগবদ্দাস্যই সারাৎসার বস্তু।

ভগবদ্দাস্য-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই—

নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরং পদম্
নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখম্॥

(হরিভক্তিকল্পলতিকা)

ভগবদ্দাস্যের ন্যায় এমন শ্রেয়োবস্তু আর কিছু নাই এবং ভগবদ্দাস্যের ন্যায় এত সুখ ও এত লাভ কোন কিছুতেই নাই।

জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৮৯)

সহস্র সহস্র জন্ম সাধনের ফলে যাঁহার 'আমি বাসুদেবের দাস'—এই সুবুদ্ধি হয়, তিনি জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু' জ্ঞান।
আপনাকে করে তার 'দাস'-অভিমান॥

সেই অভিমান মুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও—জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদ গণ।
বিধি-ভব-নারদাদি শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করায় উন্মত্ত॥
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্য-গো-ঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ-মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার।
তাহাকেও প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার।
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে॥
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥

শুন উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ, আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি, তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণসেবন॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥
তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মীণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্র-বদনে যেহোঁ শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব দেব অবতংশ॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রকাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণ-দাস॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ অঃ)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পরলোকে

(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক)

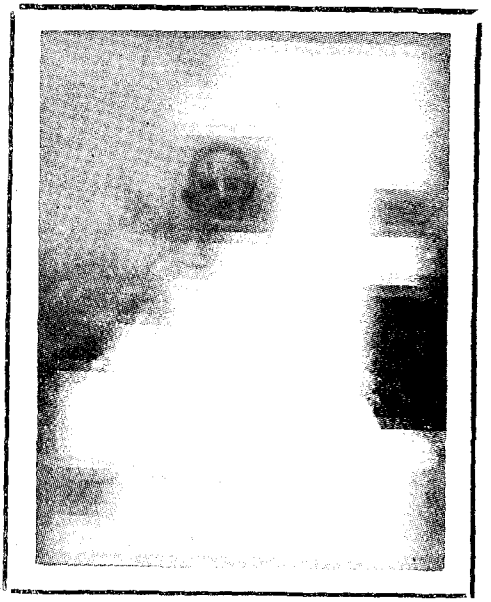

গোপাল চন্দ্র কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট আজ আমাদের একটী গভীরতম মনোবেদনার উল্লেখ করিয়া বিরহ-কাতরতার লাঘব করিতেছি। আমাদের শ্রীপত্রিকার পাঠকমাত্রই **পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র কবিভূষণ পুরাণরত্ন** মহাশয়ের নাম অবগত আছেন। বিশেষতঃ কবিতা-সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, শব্দবিন্যাস, ভাষার গাম্ভীর্য্য, পদ-লালিত্য প্রভৃতি পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলির তালিকা নিম্নে মুদ্রিত করিতেছি। তাঁহার বিরহ-কথা স্মরণ হইলে তাঁহার রচিত কবিতাগুলিই আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে।

তিনি ৭২ বৎসর বয়সে বিগত ১লা চৈত্র ১৩৬৫, ইং ১৫।৩।৫৯, রবিবার রাত্র ৩৷৷০ ঘটিকায় সজ্ঞানে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ১১ই চৈত্র, বুধবার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সাত্বত-স্মৃতি "শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকা" অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। গোপাল বাবু শ্রৌতী মহারাজেরই পদাশ্রিত ছিলেন।

গোপাল বাবু "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র সেবায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীপত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী রাগভূষণ মহাশয় শ্রীপত্রিকার নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট একখানি পত্রের দ্বারা তাঁহার প্রয়াণ কালের কথা যাহা জানাইয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"তিনি আপনার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। আপনার প্রতি তাঁহার দৃঢ়শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় তাঁহার নিকট বহুপ্রকারে আমরা পাইয়াছি। বিশেষতঃ আপনার **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা**র তিনি প্রাণ ভরিয়া আর্ত্তি-সহকারে সেবা করিয়াছেন। এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্তও শয্যাশায়ী অবস্থায় গৌড়ীয়তে পুনরায় 'আর্ত্তি-নিবেদন' জানাইবার বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরের (১০ম বর্ষ) ১২শ সংখ্যা গৌড়ীয় আসিয়াছে শুনিয়া হরিদাসের (মোহিনী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) নিকট হইতে উহা লইয়া, যদিও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল তথাপি, আগ্রহ-সহকারে পত্রিকাতে হাত বুলাইয়া উহা মাথায় স্পর্শ করিয়া হরিদাসকে বলিলেন,—'ইহাই আমার গৌড়ীয়-পত্রিকা শেষ গ্রহণ। তুমি পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে ভাল করিয়া গৌড়ীয় গাঁথিয়া রাখিও।' শেষে হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িয়া শুনাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং রাত্র ২৷৷০টায় হরিদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করে। পাঠ শুনিতেছেন কিনা হরিদাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি 'হাঁ' বলেন এবং হরিনাম করিতেছেন বলিলেন। কিন্তু এক মিনিট পরেই তাঁহাকে চুপ করিয়া যাইতে দেখা যায়। তখন তাঁহার হাত জপবদ্ধ ছিল। তিনি গৌড়ীয়ের প্রথম হইতেই বাক্য ও মনের দ্বারা সেবা করিয়া আসিতেছিলেন।"

পুরাণরত্ন মহাশয়ের জীবনের চিন্তাধারা তাঁহার রচিত কবিতা-সমূহের মধ্যেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লেখনীই লেখকের প্রকৃত জীবনী। আমরা তাঁহার আত্মীয়-পরিবারবর্গের বিরহ-কাতরতায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার লিখিত কবিতাগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।—

	কবিতার নাম	পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে]	১।৮।২৯৮
২।	ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশক—শ্রীশ্রীমৎ	১।১০।৩৭৮
৩।	আশা-মরীচিকা	২।২।৫১
৪।	বদ্ধজীবের ক্লেশ ও পরিত্রাণের উপায়	২।৭।২৫৪
৫।	রাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী	২।৮।২৯৪

৬। প্রার্থনা ২।১০।৩৭৩
৭। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বন্দনা ৩।৫।১৭২
৮। জগন্নাথাষ্টক—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসবোপলক্ষে] ৩।৬।২১২
৯। গোপালভট্ট-গোস্বামীর চরণ-কমলে দীনের ভক্ত্যর্ঘ্য—শ্রীশ্রীমদ্ ৩।৭।২৫৫
১০। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের চরণ-কমলে ৩।১০।৩৭৯
১১। গুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ—শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরকৃত ৩।১২।৪৪৯
১২। ক্রোধের কুফল ও তাহার সম্বরণোপায় ৪।১।১১
১৩। দীনের নিবেদন—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-চরণে ৪।৩।৯৪
১৪। আমাদের কর্ত্তব্য [প্রবন্ধ] ৪।৬।২৩৫
১৫। ভক্ত্যুপহৃত দুর্ব্বাদল—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-বাসরে ৪।১০।৩৭৩
১৬। দীনের কাতর প্রার্থনা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ৫।১।১২
১৭। বৈরাগ্য ৫।২।৫৪
১৮। প্রার্থনা-পঞ্চক (১) ৫।১১।৪২৫, (২) ৫।১২।৪৬০, (৩)৬।১।১১, (৪)৬।২।৫৩
১৯। ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-বাসরে ৬।৩।৯৭
২০। প্রার্থনা-পঞ্চক (৫) ৬।৪।১৩১, (৬)৬।৫।১৭১, (৭) ৬।৬।২১১, (৮) ৬।৭।২৫৩, (৯) ৬।৮।২৯০, (১০) ৬।৯।৩৩২
২১। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি—প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে ৬।১০।৩৭৩
২২। ভক্ত্যুপহৃত নব-দুর্ব্বাদল—শ্রীব্যাসপূজা-স্মরণে ৬।১১।৪২৭
২৩। বন্দনা-গান—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ৬।১২।৪৫০
২৪। বিজ্ঞপ্তি ৭।৭।২৫১
২৫। শ্যামসুন্দর—শ্রীশ্রী ৭।৯।৩৪৯
২৬। শান্তি-নিকেতন ৮।১।২০
২৭। গৌর পূর্ণিমা-তিথি-বন্দনা-গীতিকা—শ্রীশ্রী ৮।২।৬৯
২৮। কাতর প্রার্থনা—দীন সেবকের [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের ঝুলন পর্ব্বোপলক্ষে] ৮।৬।২৩১
২৯। ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের চরণে ৯।১।৩১
৩০। সরস্বতী প্রভুপাদের বন্দনা—শ্রীল ১০।১।১৮
৩১। পতিতের প্রার্থনা—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব উপলক্ষে ১০।৪।১১৬
৩২। কৃষ্ণের বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী (বসন্ত পঞ্চমীতে) ১০।১২।৩৯৮

আসামে শ্রীল আচার্য্যদেব

ধুবড়ী-নিবাসী শ্রীযুত পলাশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের এক জরুরী পত্র পাইয়া বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, ২১শে মে১৯৫৯, বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীধাম-নবদ্বীপ হইতে আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বেই কাটিহারে রেল-দুর্ঘটনা হওয়ায়, গোলোকগঞ্জে পৌঁছিতে প্রায় ১২ ঘণ্টা বিলম্ব হয়। পলাশ বাবু প্রমুখ মঠের সেবকগণ আচার্য্যদেবের পৌঁছ-সংবাদ-সম্বলিত টেলিগ্রাম পাইয়া রেল-ষ্টেশনে ২৩শে মে, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করিয়া গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে লইয়া যান। আচার্য্যদেব শ্রীমঠে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ তাঁহার পূজা ও আরতি করেন। তিনি শ্রীমঠের গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া **বিগ্রহদাত্রী** কালডোবা-নিবাসী মৃত বনোয়ারী মোহন পাল মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী **শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী পাল** ও গোলোকগঞ্জ-নিবাসিনী **শ্রীমতী সুচিত্রা-বালা দেবী** মহোদয়া-দ্বয়ার প্রচুর প্রশংসা করেন। এইরূপ অপ্রাকৃত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সেবিতা **শ্রীমূর্ত্তি** আসাম-প্রদেশের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন কি, ভারতের অন্যত্রও এইরূপ মূর্ত্তি অতীব বিরল। আচার্য্যদেব বিগ্রহ-দাত্রীগণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন।

আচার্য্যদেবের উপদেশ

আচার্য্যদেব উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "চক্ষুর দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করিয়া কর্ণের দ্বারা বিগ্রহ-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। চোখের দেখায় অনেক ময়লা থাকে, কানের শোনায় ময়লা খুব কম। তজ্জন্যই দীক্ষাগ্রহণের সময় কর্ণের দ্বারাই দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব কানের মারফৎ দিব্য-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সব ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভোগে লাগে, তন্মধ্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার জন্য সৌন্দর্য্য-দর্শন করিতে লালায়িত হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ দর্শন নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগ-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই শ্রীবিগ্রহের দর্শন। 'আমি বিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে' পরম-মঙ্গল হয়। ভগবান্ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই আমাদের ভোগ্যতত্ত্ব। কিন্তু ঈশ্বরই একমাত্র ভোক্তা, আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য। সুতরাং আমরা দ্রষ্টা নহি, দৃশ্য।

এই সকল কথা সাধারণ লোকের ধারণায় বিদ্রোহ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব চিন্তাস্রোত। আপনারা এই বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কর্ণই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।"

ধুবড়ী-সহরে সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীল আচার্য্যদেব গোলোকগঞ্জ মঠে ৩ দিবস অবস্থান করিবার পর উক্ত শ্রীযুক্ত পলাশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে, বুধবার ধুবড়ী-সহরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তারিণী দেবীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধ সাত্বত-বিধিমতে অর্থাৎ শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"নুসারে সমাধানের জন্য তৎপূর্ব্বদিবস ১১ই জ্যৈষ্ঠ ধুবড়ী-সহরে যান। ধুবড়ী-সহরের অন্তর্গত শান্তিনগরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাস-অধিকারী (অম্বিকা বাবু) মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যাপাড়াস্থ পলাশ বাবুর বাস-ভবনে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত স্মৃতি-অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সহরের আমন্ত্রিত বহুলোক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দর্শনান্তে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ সম্মান করেন।

পলাশ বাবুর স্ত্রী তারিণীবালা বিগত ১১ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, শনিবার রাত্র ১০ ঘটিকায় আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। এই দিবস শান্তিনগরে শ্রীযুত অদ্বৈত প্রভুর গৃহে বৈষ্ণব-সমাগমহেতু একটী উৎসব হয়। সেই উৎসবে তিনি সর্ব্বতোভাবে যোগদান করেন এবং তথা হইতে প্রসাদাদি সম্মান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ"-পদ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অসুস্থ বোধ করায় শয্যা গ্রহণ করেন এবং শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। ইঁহারা উভয়েই আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য। পলাশবাবুর গুরুদত্ত নাম—শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে ইঁহারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পারমার্থিক জীবন যাপন করিতেছিলেন।

পলাশ বাবুর দান

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, ধুবড়ী-সহরের অন্তর্গত বিদ্যা-পাড়া-নিবাসী শ্রীযুত পলাশচন্দ্র গুহ মহাশয় পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজকে তাঁহার সোপার্জ্জিত নিজস্ব বিদ্যাপাড়াস্থিত কতিপয় অস্থাবর-সমেত স্থাবর ও বাসগৃহাদি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, ২৯শে মে ১৯৫৯, শুক্রবার একখণ্ড নিব্যূঢ়সত্ত্বে দানপত্র দলিল সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিয়া দান করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভাপতি-মহারাজের অনুকূলে দখলাদি পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার সত্যপ্রচার কল্পে এইরূপ দান আদর্শ বলিয়া মনে করি এবং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বান্তকঃরণে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকুন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

অমায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে, রবিবার—সন্ধ্যার গাড়ীতে আচার্য্যদেব রঙ্গিয়া হইয়া পরদিবস সকালে মোটরযোগে কামরূপ-জেলার অন্তর্গত অমায়াপুরে শ্রীযুত কৃষ্ণগোবিন্দ দাসাধিকারী (পণ্ডিত প্রভু), শ্রীযুত প্রাণেশ্বর দাসাধিকারী (সওদাগর প্রভু) ও শ্রীবাণেশ্বর দাসাধিকারী (ডাক্তার বাবু) মহোদয়গণের বাটীতে পৌঁছেন। উক্ত ভক্তমহোদয়গণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তথায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটী শাখামঠ স্থাপনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই অনুরোধ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা অন্ততঃ ২৫ বিঘা জমি উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতি তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। অমায়াপুর হইতে গোলোকগঞ্জ ফিরিবার পথে রঙ্গিয়া ষ্টেশনের সংলগ্ন বাজারে শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

তথা হইতে আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণসহ পুনরায় গোলোকগঞ্জ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতোমধ্যে পিছলদায় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য নানাপ্রকার জরুরী সংবাদাদি পাইয়া ৮ই জুন তারিখে বাংলায় যাত্রা করিয়া ১০ই জুন চুঁচুড়া মঠে পৌঁছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

পিছলদায় গৌড়ীয় মঠ
ও
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ৫ই আষাঢ় ১৩৬৬, ২০শে জুন ১৯৫৯, শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-পূর্ণিমা-দিবসে মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার অধীনস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত পিছলদা-গ্রামে **"শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ"** স্থাপিত হয়। এই মঠে **শ্রীশ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয় তথাকার ১৫।২০ মাইলের অন্তর্গত গ্রামসমূহের স্ত্রী-পুরুষ সকল ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ একপক্ষকাল পূর্ব্বেই কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পিছলদায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব ১লা আষাঢ় সদলবলে তথায় উপস্থিত হন। উৎসবের পূর্ব্বদিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পিছলদায় পৌঁছেন। চুঁচুড়া-ষণ্ডেশ্বরতলা-নিবাসী শ্রীবিষ্ণুবৈভব ব্রহ্মচারী কতিপয় বিশিষ্ট মহিলা-ভক্তসহ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-দর্শনের জন্য উপস্থিত হন। আসাম গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের রক্ষক পণ্ডিত শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সাজ-সরঞ্জাম, ও বিগ্রহগণের অলঙ্কার-বস্ত্রাদি এবং শ্রীমঠের আবশ্যকীয় বাসনপত্র প্রভৃতি নবদ্বীপ ও কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। এই সম্পর্কে ডিঃ কাশিমপুর নিবাসী সজ্জনপ্রবর শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র পড়্যা মহাশয়ের প্রচুর অর্থানুকূল্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন, শ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর বিগ্রহ ও উৎসবের নানাবিধ খরচের অধিকাংশ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কল্যাণপুর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও উৎসবের প্রচুর তণ্ডুলাদি দান করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীমন্দিরের অন্তর ও বহির্দ্দেশ বিচিত্র রংএ চিত্রিত করিয়া শ্রীমন্দিরের অতীব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার সেবাদর্শ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, তিনি প্রতিবৎসর শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় অনুমানিক ৫০/০ মণ চাউলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বোপরি পিছলদা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের মঠ স্থাপন সম্বন্ধে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যদ্বারা সার্ব্বভৌম চেষ্টা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

গৃহী ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার জীবন আমরা আদর্শ বলিয়া মনে করি। তাঁহার প্রধান সহায়ক-স্বরূপে স্থানীয় শ্রীযুত কোকিল রক্ষিত ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস, শ্রীনিরাপদ মাইতি এবং ডিঃ কাশিমপুর নিবাসী শ্রীমুরারি মোহন প্রধান প্রভৃতির সেবা চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ

পূর্ব্বদিবস মঠের সেবকগণ ও স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ডাদি সুশোভিত করিবার জন্য পঞ্চপ্রকার রঙ্গীন কাগজে পতাকা, মালা, পুষ্পাদি রচনা করেন। পরদিবস অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রত্যুষে উষঃ-কীর্ত্তন ও অধিবাস-কীর্ত্তনের পর মন্দিরাদি পুষ্প-পতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। তৎপর শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ কদলীবৃক্ষ, দ্বাদশ বট-অশ্বত্থ বৃক্ষ ও দ্বাদশ যজ্ঞডুমুরের বৃক্ষ রোপিত হয়। কদলী বৃক্ষ-দ্বাদশকের সম্মুখে স্বস্তিক-চিহ্নসমন্বিত দ্বাদশ কুম্ভ স্থাপিত হয়। কুম্ভ সমূহ আম্রপল্লব ও বৃন্তযুক্ত নারিকেল (ডাব) ও পুষ্পমালার দ্বারা শোভিত হয়। তৎপরে পিছলদার পশ্চিমদিকে এক মাইল দূরবর্ত্তী স্রোতস্বিনী হইতে শ্রীমঠের দীক্ষিতা সধবা পুত্রবতী ৫জন মহিলা-ভক্তের দ্বারা বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও ব্যাণ্ড-পার্টী-সহযোগে কুম্ভ-পঞ্চকে জল আনীত হয়। বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-বিগ্রহদ্বয় স্নান-মণ্ডপে আনীত হয়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীনারায়ণ-শিলা, শ্রীরাধা বিনোদবিহারীজীউর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত হন। তৎপরে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা পঞ্চামৃতের দ্বারা এবং পরে অষ্টোত্তরশত কলসী সুবাসিত স্রোতস্বিনী-জলে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি স্নান সম্পন্ন হয়।

ইতোমধ্যে ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব বেদ-চতুষ্টয় হইতে মন্ত্রাদি (আংশিক) ঈশোপনিষৎ, বিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীমদ্ভাগবত-জন্মলীলা, গোপাল-সহস্রনাম, শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা (আদি-অন্ত), শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (জন্মলীলা), শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (জন্মলীলা) উচ্চৈঃস্বরে পাঠ হইতে থাকে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বেদ-চতুষ্টয় ও বিষ্ণুসহস্রনাম ; কল্যাণপুরের শ্রীযুত রাসবিহাসী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত ও গোপাল সহস্রনাম ; পূর্ব্বচক নিবাসী শ্রীযুত ভুবনমোহন ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং বেগমপুর নিবাসী শ্রীযুত সনাতন

দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত একসঙ্গে যুগপৎ পাঠ করেন।

এইরূপ বিপুল সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের ও বেদাদি শাস্ত্রপাঠের অপ্রাকৃত ধ্বনি-মুখরিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ মন্দিরাভ্যন্তরে শুভবিজয় করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিবিক্রম মহারাজকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হরিভক্তি-বিলাসোক্ত মন্ত্রাদিদ্বারা শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। একই সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহগণ অধিষ্ঠিত হইলেও ঔদার্য্য বিগ্রহদ্বয় মাধুর্য্য বিগ্রহদ্বয় হইতে পৃথক্ প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠান্তে আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সহস্র সহস্র জনস্রোত বিশেষ উৎকণ্ঠা-সহকারে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে থাকেন। এইপ্রকার বিপুল জনসমাগম পূর্ব্বে কোনও উৎসবে লক্ষ্য করা যায় নাই। মন্দির সম্মুখে ১৭৫' × ৫৫' ফুট দীর্ঘ বিরাট্ প্রাঙ্গনে পিছলদা-বাসীগণ সভামণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিরাট্ মণ্ডপে 'তিল' ধারণের স্থান অবশিষ্ট ছিল না। এইরূপ জন-সমাগম গ্রামবাসীগণ পূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজাদি হইবার পর ভোগ নিবেদিত হয়। ভোগারতি কীর্ত্তনের পর বেলা ২-৩৫ মিনিটে মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। মন্দির প্রাঙ্গনে ও শ্রীমন্দিরের উত্তর-সংলগ্ন হরিসভা-মণ্ডপে দুইস্থানেই বিতরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনুমান ৪৫০০ হাজার দর্শনার্থীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, সন্ধ্যা সমাগত হইলে আনুমানিক ৩।৪ হাজার ব্যক্তি প্রসাদ প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

তৎপরে সন্ধ্যারতি ও আরতি-কীর্ত্তন, এবং তুলসী-আরতি-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পর শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত জন-সমাবেশকে আহ্বান করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী-ভাষায় শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম পৃথক্ প্রবন্ধে পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীবিগ্রহ ও মঠ-মন্দির *

(শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা)

আধুনিক ভারতের অবস্থা

আজ আপনারা অসংখ্য লোক এই পিছলদা-গ্রামে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন—দেখিয়া প্রাণে কিঞ্চিৎ আশা সঞ্চারিত হইতেছে। বহুকাল পরে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কয়েকবৎসর মাত্র স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। এই স্বধীনতার নামে আপনারা কি পরিমাণ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তাহা আপনারাই স্ব-স্ব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতেছেন। আমি ভারতের বহুক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ধর্ম্মালোচনার সম্বন্ধে যাহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতেছি, তাহার দুই একটী কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে পারি। আমার হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছি, তাহার কারণ—আপনাদের এই স্থানে আজ এই বিপুল জনসমাগম দেখিয়া। বর্ত্তমানে স্বাধীনতায় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্থান নাই। এমন কি, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নামে অধর্ম্ম-সাপেক্ষতাই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে, আমাদের দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে এমন দুর্নৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসৎচিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। "নাহি জান বন্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন"—কথাটি যদি সত্য হয়, অথবা "এ্যায়সা দিন নহি রহেগা" উক্তিটী যদি স্মরণ করা যায়, এবং ইহা যদি সত্য বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয়, তাহা হইলেও আমার মনে হয়, দেশের এই ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদের আরও কয়েক পুরুষ অপেক্ষা করিতে হইবে। মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নিম্নগামী করিয়া দেওয়া অতীব সহজ, কিন্তু তাহাকে তুলিয়া ধরিতে বা উন্নত করিতে বহু আয়াস স্বীকারেও সম্ভবপর হইবে না। আজকাল সাম্যবাদের ছলনায় উন্নত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক নীচে নামাইয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত সমান করিয়া দিবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রবলা হইয়াছে, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা অদৌ নাই। সুতরাং আজকালকার রাজনৈতিক,

---

* ৫ই আষাঢ় ১৩৬৬, ইং ২০শে জুন ১৯৫৯, শনিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিছলদায় 'শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ' ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবস সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব-প্রদত্ত বক্তৃতার তাৎপর্য্য।

সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিতেছি,—ভারতের সম্মুখে অতীব দুর্দ্দিনের বিভীষিকা তাহার লোলিহান জিহ্বা বিস্ফারিত করিয়া রহিয়াছে—এবং ধর্ম্মের অভ্রভেদী হাহাকার ও আর্ত্তনাদ সমগ্র ভারতের হৃদয়-গুহায় গভীরতম ভীতির সঞ্চার করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের অবনতি শুধু ভারতের অবনতি নহে, উহা বিশ্বের অবনতি। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার ছলনায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের উপায় উদ্ভাবন দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। কিন্তু আজ আপনাদের এই বিপুল জন-সমাবেশকে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা-দিবস আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত করিয়াছে —দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। ভারতভূমি—পুণ্যভূমি—ধর্ম্মভূমি। তাই গীতায় দেখিতে পাই,—বিরাট্ যুদ্ধক্ষেত্রও ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পিছলদাগ্রাম ও গ্রামবাসী

পিছলদা-গ্রাম সম্বন্ধে আপনাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাতায়াত-পথে পিছলদায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া পিছলদা গ্রামের বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। নবদ্বীপ হইতে পুরী যাতায়াত-পথে তাঁহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থানই অত্যন্ত পবিত্র স্থান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি অনুগ্রহ করিয়া যে-যে-স্থানকে তাঁহার বিশ্রামক্ষেত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেরই উল্লেখ করিয়া মহাজনগণ তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সেই স্থানের মধ্যে 'পিছলদা' একটী বিশেষ স্থান। পিছলদার চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানের আবহাওয়ায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য পিছলদা-গ্রামবাসী ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীগণের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি প্রার্থনামুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ পিছলদা-গ্রাম-বাসীগণের ধর্ম্মভাবযুক্ত চিত্তবৃত্তি, ভগবৎ-সেবায় উৎসাহ, সরল হৃদয়তা প্রভৃতি আমাকে এত আকৃষ্ট করিয়াছে যে, আমি এইরূপ গণ্ডগ্রামে, দুর্গম স্থানে, দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি নাই। এমনকি সেই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ তাহার সম্মুখে আর একটী মঠকেও আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার মূলে কয়েকজন আদর্শ পুরুষের আপ্রাণ চেষ্টা। তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে কৃতজ্ঞতার হানি হইবে—

কল্যাণপুরের **শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভু,** ডিঃ কাশিমপুরের **শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র পড়্যা,** পিছলদা গ্রামের **শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ দাস-অধিকারী ও রক্ষিত পরিবারবর্গের** উৎসাহ ও যত্ন আমাকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছে। সর্ব্বমূল কথা—পরম-স্নেহভাজন **শ্রীমান্ সুদাম-সখা ব্রহ্মচারী ;** সে-ই সর্ব্বপ্রথমে আমাকে এই পিছলদা গ্রামে আকর্ষণ করে। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম আজও দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখে ভাসিতেছে।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয়

আপনারা সকাল হইতে বেলা ২৷৷০টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীমঠে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু** এবং **শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউ** ও **শ্রীশ্রীরাধারাণী** পরপর দক্ষিণ হইতে বামদিকে দণ্ডায়মান বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—দর্শন করিয়াছেন। এই বিগ্রহ-চতুষ্টয় একই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইহার মধ্যে দুইটী প্রকোষ্ঠ আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ঔদার্য্যযুগল শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহদ্বয় দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে এবং মাধুর্য্যযুগল শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ উত্তর বা বাম প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন। এই বিগ্রহ-চতুষ্টয় মদীয় গুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে নিত্য-বর্ত্তমান বলিয়া গুরুপাদপদ্মেরলেখ্যা-মূর্ত্তি এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিচারে শ্রীনিত্যানন্দই গুরুপাদপদ্ম। তত্ত্বতঃ এক হইলেও লীলাগত বৈশিষ্ট্য-হেতু আমার সাক্ষাৎ উদ্ধার কর্ত্তা পরমহংসকুলের স্বামী অর্থাৎ তাঁহাদের সেব্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** মহারাজের আলেখ্য-মূর্ত্তি সর্ব্বাগ্রে পূজিত হইয়া উক্ত বিগ্রহচতুষ্টয়ের পূজা-সৌষ্ঠব সংরক্ষিত হইবে।

বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের জয় গান

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউকে 'গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী'রূপে উপাস্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ, লীলাগত, সাধ্যগত, সাধনগত বিচারে ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকাহেতু মদীয় গুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণকে আমরা 'গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী' বলিয়া জয়গান করিয়া থাকি। পিছলদা-পাদপীঠের সংলগ্ন এই 'পিছলদা গৌড়ীয় মঠের' বিগ্রহগণকেও মদীয় গুরুদত্ত পদ্ধতিতে জয়গান করিলে কোনপ্রকার আপত্তি হইবে না। গুরু-দেবের জয়গানেই নিত্যানন্দের জয়—ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাদ্ বলদেবহেতু একই প্রকোষ্ঠে রাধারাণীর সহিত অবস্থিতি করিলে রসাভাস দোষ ঘটিবে। তজ্জন্য রাধারাণী কৃষ্ণের

সহিত পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন। "গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর" জয় এবং "গৌর-নিত্যানন্দ"প্রভুর জয় পৃথকভাবে গান করিতে হইবে। আমাদের চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণও এইপ্রকার, বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই।

'মঠ' কাহাকে বলে ?

'মঠ' বলিতে আমরা কি বুঝিব, তাহা প্রণিধান করা আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণ 'মঠ'-শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের তাহার বাহিরে গেলে চলিবে না। 'মঠ্'-ধাতুর অর্থ—'বাস করা,' অর্থাৎ যেখানে বাস করা যায়—সেই গৃহকেই মঠ বলা হয়। সুতরাং 'মঠ' ও 'গৃহ'—এই দুইটী শব্দের মধ্যে ধাতু-প্রত্যয়-গত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। 'মঠ্'-ধাতু অল্ প্রত্যয় করিয়া 'মঠ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তথাপি মঠ বলিলে সাধারণ গৃহকে বা গৃহস্থের কোনও গৃহকে লক্ষ্য করা যায় না। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বিচার করিলে এক একটী পদ বা শব্দ পৃথকভাবে এক-একটী বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে; শব্দের অর্থ তাহাকেই বলা যায়। বিদ্বদ্রূঢ়ি বা অভিধাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শব্দার্থ বিচার করিলে ঘর, বাড়ী, গৃহ প্রভৃতি শব্দসমূহ হইতে মঠ শব্দের প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ 'মঠ'-শব্দের অর্থ নিরূপণে বলিয়াছেন—"মঠন্তি বসন্তি **ছাত্রাদয়ো** যত্র মঠঃ।" এই বাক্যের মধ্যে 'ছাত্রাদয়ঃ' একটী পদ আছে—এই পদের অন্তর্গত 'আদি' শব্দের ব্যাখ্যায় কোবিদগণ বলেন—"অস্মিন্ বাক্যে আদি-শব্দেন পরিব্রাজক-ক্ষপণকাদিণাং গ্রহঃ"। সুতরাং যেস্থানে ছাত্রাদিসমূহ বাস করেন তাহাকেই মঠ বলা হয়। এস্থলে 'আদি'-শব্দের দ্বারা পরিব্রাজক, ক্ষপণক অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির বাসস্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার অন্য কারণও বিদ্যমান। গৃহ ও মঠের পার্থক্য নিদ্ধারণ করিতে গিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" অর্থাৎ ঘর, বা গৃহকেই 'গৃহ' বলা হয় না, "গৃহিণী'কেই গৃহ বলা হয়। গৃহস্থের ঘর বা গৃহই 'গৃহ' এবং ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের গৃহই 'মঠ'। সুতরাং মঠ ও গৃহ এক নহে। বাহ্যতঃ একই উপাদানে বা দ্রব্যাদিদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তাহা এক নহে।

মন্বাদি সংহিতাকার, পরাশরাদি স্মৃতিকার সকলেই শ্রীমঠাদিতে শ্রীমন্দিরের অবস্থিতির ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য বর্ত্তমান ভারতীয় দেবোত্তর আইনসমূহে দেব- মন্দির ব্যতীত কোন মঠাদির অবস্থিতি অঙ্গীকৃত

হয় নাই। কেবলমাত্র ছাত্রগণের মায়িক বা সাংসারিক শিক্ষা বা নিরাকর-নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় দিবার জন্য মঠ মন্দিরের আবশ্যকতা শাস্ত্রকারগণ উপলব্ধি করেন নাই। কারণ ছাত্রগণের অবস্থিতি-স্থান বলিয়া আজকালকার স্কুল-কলেজের যে ছাত্রবাস বা বোর্ডিং হাউস প্রভৃতি তাহাকে 'আদৌ' মঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। আজকাল প্রত্যেক বোর্ডিংএ একজন শিক্ষক পরিচালকরূপে বা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ঐশ্রেণীর শিক্ষক বা ছাত্রদের অবস্থিতি ক্ষেত্রকেই মঠ বলা হয় না। এমন কি, তদনুরূপ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর অবস্থিতিক্ষেত্রকেও 'মঠ' বলা হইবে না, যদিও শাস্ত্রকারগণের মতে 'মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদয়ঃ' বলিলে মঠ বুঝায়; কারণ, যেস্থানে শ্রীবিগ্রহের অবস্থিতি নাই অর্থাৎ উপাস্য-তত্ত্বের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা কখনও মঠ নহে। **মঠ বলিলে শ্রীমন্দিরের অবস্থিতি অবশ্যই বুঝাইবে।** সুতরাং "মঠ-মন্দির" এই যৌগিক শব্দ আমাদের মঠ শব্দের প্রকৃত অর্থকে জানাইয়া দেয়। ইংরাজী-ভাষার শব্দবিন্যাসে 'Q'-র সঙ্গে 'U'-র যেপ্রকার সম্বন্ধ, মঠের সহিত মন্দিরেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। মঠে সন্ন্যাসিগণই শিক্ষক এবং ব্রহ্মচারিগণই ছাত্র। বানপ্রস্থগণ অধিকার অনুসারে শিক্ষক ও ছাত্র—উভয়বর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং মঠ বলিলে ত্যাগিগণের 'আশ্রম' বুঝিতে হইবে। মঠের পরিচালনা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থী—এই আশ্রমত্রয়বাসিগণের একমাত্র কৃত্য। ত্যাগী বলিতে বিশেষতঃ উক্ত আশ্রমত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তগণকে লক্ষ্য করা হয়। ঈশ্বরোপাসনাই ত্যাগের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা ব্যতীত ত্যাগ নিতান্ত শুষ্ক ও নিরর্থক।

মঠের উদ্দেশ্য

শাস্ত্রকারগণ মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন কেন? তাঁহার কারণ আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মঠ-মন্দিরে বিশ্ববাসীকে মায়ার হাত হইতে অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাদির পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শিক্ষা দিবার জন্য। ত্রিগুণের অন্তর্গত স্থানে অবস্থিত থাকিয়া গুণাতীত হওয়া অতীব কঠিন। সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ নির্গুণ ক্ষেত্রই আমাদের একমাত্র উদ্ধার লাভের স্থান। আমাদের সেই স্থানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য, মঠ-মন্দিরই সেই নির্গুণ স্থান

নির্গুণস্থানের পরিচয়

সাধারণ দার্শনিকগণ নির্গুণ ক্ষেত্র বলিলে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে যাহা কিছু বুঝা যায়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত বা সগুণ। সুতরাং কিছু বুঝিবার চেষ্টা করামাত্রই মায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হইবে। মায়ার অতীত বলিয়া কিছু নাই—ইহাই তাঁহাদের মতে সিদ্ধান্ত। 'নির্গুণ' একটী মিথ্যা ধারণার পরিপোষক শব্দমাত্র। তজ্জন্য ভারতীয় বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ী মায়ার অতীত রাজ্যে পৌঁছিবার ভাণ করিতে গিয়া কেহ শূন্য-দেশকে, কেহ ব্রহ্ম-দেশকে, কেহ বা বেহেস্ত্, কেহবা হেভেন্, কেহবা দয়াল-দেশ প্রভৃতিকে নির্গুণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহাদের কাহাকেও নির্গুণ স্থান বলা যায় না। শাস্ত্রীয় যুক্তির কথা দূরে থাকুক, লৌকিক যুক্তির নিকটও ঐ শ্রেণীর মতবাদিগণের বিচার হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমি বৌদ্ধ, শাঙ্কর, মহম্মদীয়া, খ্রীষ্টানীয়া, কবির, নানক-পন্থীয়াগণের বিচারকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি। ইহাঁরা সকলেই নিরাকার-বাদী, সুতরাং নাস্তিক। সাকার-নিরাকারবাদী সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে নির্গুণ সম্বন্ধে একটা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। **'নির্গুণ' বলিতে প্রাকৃত গুণহীন এবং অপ্রাকৃত গুণসমষ্টিকে লক্ষ্য করা হয়।** গুণ বলিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করে। গুণ মাত্রই সর্ব্বদোষের আকর—এইরূপ বিচার গুণগ্রাহী ব্যক্তির নহে। যাঁহারা গুণের আদর করিতে জানেন না, তাঁহারাই অযথা নির্গুণের আদর করিয়া থাকেন। **গুণের আদর না করাই সর্ব্ব-দোষের আকর। গুণের আদর না করিয়া যাঁহারা 'নির্গুণ' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সর্ব্বদোষে দোষী।** তজ্জন্যই নিরাকারবাদীগণের মধ্যে অসৎপ্রকৃতির প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে দেখা যায়। গুণের আদর না করাই তাহার প্রধান কারণ। গুণের আদর না করিয়া সমস্ত সৎগুণরাশি যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের মানুষত্ব থাকে কোথায়? নির্গুণবাদীগণ 'নির্গুণ'-শব্দের এক অভিনব অসম্ভব অর্থ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় নির্গুণ তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত হেয় গুণসমূহের নিষেধ করিয়া নির্গুণ-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ **যে-গুণের নিত্যস্থিতি নাই, তাহাই প্রাকৃত ও হেয় গুণ। যে-গুণ নিত্যস্থিতি-শীল, তাহাই অপ্রাকৃত।** (ক্রমশঃ)

১১শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৮ শ্রীধর, ৪৭৩ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৬৬ ; ইং ১৭।৮।৫৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমুচুকুন্দ-কৃতং "শ্রীকৃষ্ণং প্রতি প্রার্থনা-ত্রয়োদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
একপঞ্চাশত্তমেধ্যায়ে—৪৫-৫৭)

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ—

বিমোহিতোঽহং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখ-প্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥৪৫॥

শ্রীমুচুকুন্দ বলিলেন—হে ঈশ! স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয় জাতীয় লোকই আপনার মায়ায় বিমোহিত, সুতরাং অনর্থ-দৃষ্টিযুক্ত হইয়া আপনাকে সেবা করে না, পরন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখেচ্ছায় দুঃখজনক গৃহেই আসক্ত হইয়া থাকে ॥৪৫॥

লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধ-কূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥৬৫॥

হে অনঘ! মনুষ্য এই কর্ম্মভূমিতে ভাগ্যক্রমে অযত্নবশতঃ দুর্ল্লভ এবং অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্ম-যুগলের সেবা করে না, পরন্তু পশুর ন্যায় বিষয়-সুখ-বাসনায় গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্য-শ্রিয়োন্নদ্ধ-মদস্য ভূপতেঃ ।
মর্ত্ত্যাত্ম-বুদ্ধেঃ সুত-দার-কোশ-ভূ-
ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্ত-চিন্তয়া ॥৪৭॥

হে অজিত! আমিও দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, পুত্র, স্ত্রী, কোষ ও রাজত্বের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন এবং রাজ-সম্পদে অভিমত্ত হইয়া দুরন্ত চিন্তায় এযাবৎ কাল নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত করিয়াছি ॥৪৭॥

কলেবরেঽস্মিন্ ঘট-কুড্য-সন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্ ।
বৃতো রথেভাশ্ব-পদাত্যনীকপৈ-
র্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥৪৮॥

এতদিন ঘট-কুড্য-তুল্য এই অনাত্ম-পদার্থ শরীরে "আমি মানবগণের অধিপতি"—এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়া রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক এবং সেনানীগণে পরিবৃত অবস্থায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আপনাকে চিন্তা না করিয়া অতিশয় মদমত্ত হইয়াছিলাম ৪৮॥

প্রমত্তমুচ্চৈরিতি-কৃত্য-চিন্তয়া
প্রবৃদ্ধ-লোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥৪৯॥

হে ভগবন্! যাহারা নিরন্তর "এই কার্য্যের পর অমুক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব"—এইরূপ মনোরথ পরম্পরায় নিতান্ত অসাবধান হইয়া

বিষয়-লালসাযুক্ত এবং বিষয়প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় অত্যধিক লোভগ্রস্ত হয়, নিত্যপ্রবুদ্ধ, কালরূপী আপনি—ক্ষুধাতুর সর্পের সহসা মূষিক আক্রমণের ন্যায় সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন ॥৪৯॥

পুরা রথৈর্হেম-পরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেব-সংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্-কৃমি-ভস্ম-সংজ্ঞিতঃ ॥৫০॥

পূর্ব্বে যে দেহ সুবর্ণমণ্ডিত রথ অথবা গজসমূহে ভ্রমণকালে রাজ-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, সেই দেহই আপনার দুরতিক্রমণীয় কালগতিতে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে ॥৫০॥

নির্জিত্য দিক্-চক্রমভূত-বিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সম-রাজ-বন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্য-সুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়া-মৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে ॥৫১॥

হে ভগবন্, যিনি নিখিল দিঙ্‌মণ্ডল বিজয়ান্তে সংগ্রামশূন্য অবস্থায় উত্তম সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া আত্মসদৃশ রাজগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হ'ন, তাদৃশ পুরুষও কামিনীগণের মৈথুন-সুখযুক্ত গৃহে ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া থাকেন ॥৫১॥

করোতি কর্ম্মাণি তপঃ-সুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্ত-ভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধ-তর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥৫২॥

যাহারা অতিশয় বিষয়ভোগ-লালাগ্রস্ত, তাদৃশ ব্যক্তিগণ "আমি জন্মান্তরে ইন্দ্রত্ব লাভ করিব"—এইরূপ সঙ্কল্প-বশবর্ত্তী হইয়া ঐহিক ভোগ-শূন্য অবস্থায় তপস্যায় আসক্ত হওয়ায় সুখানুভবের অবসরই প্রাপ্ত হয় না ॥৫২॥

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ-সমাগমঃ।

সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৫৩॥

হে অচ্যুত! এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধন-দশার শেষ হয়, তখনই সৎ-সঙ্গম ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয় তখনই 'সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ', 'নিখিল কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা' আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয় ॥৫৩॥

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্য্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ড-ভূমিপৈঃ ॥৫৪॥

হে ভগবন্! তপস্যার জন্য বন-গমনাভিলাষী বিবেকী রাজচক্রবর্ত্তিগণ ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহকারে ভবদীয় ধ্যানভক্তি সিদ্ধির জন্য যে রাজ্যাদির সঙ্গ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেন, আমার উক্ত রাজ্যাদি-সঙ্গ যে যদৃচ্ছাক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা আপনারই অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতেছি ॥৫৪॥

ন কাময়েঽন্যং তব পাদ-সেবনা-
দকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্ম-বন্ধনম্ ॥৫৫॥

হে বিভো! আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় ভবদীয়-পাদপদ্ম-সেবন-ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। যেহেতু কোন্ বিবেকী পুরুষ মুক্তি-প্রদাতা আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয় বন্ধন-হেতুভূত বর প্রার্থনা করে ॥৫৫॥

তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো
রজস্তমঃ-সত্ত্ব-গুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥৫৬॥

হে ভগবন্! অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের

সম্বন্ধযুক্ত কাম্য-বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়, নির্গুণ, নিরুপাধিক, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অক্ষর, পরমপুরুষ আপনার শরণাগত হইতেছি ॥৫৬॥

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষ-ষড়মিত্রো লব্ধ-শান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্
অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥৫৭॥

হে শরণপ্রদ! পরমাত্মন্! ঈশ! আমি ইহলোকে দীর্ঘকাল কর্ম্মফলে পীড়িত, অনুতাপে সন্তাপিত, এবং তৃষ্ণার্ত্ত ইন্দ্রিয়-শত্রুগণের তাড়নায় শান্তিশূন্য হইয়া দৈব-বশতঃ সত্য, অভয়, অশোক ভবদীয় পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই আপদ্‌গ্রস্তকে রক্ষা করুন ॥৫৭॥

সুমেধস্তিথি

অধোক্ষজ পরতত্ত্বের অমন্দোদয়কারিণী করুণার প্রকাশমূর্ত্তি ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আজ অপ্রকট তিথি। এই তিথিতে পরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান-গৌরসুন্দরের আর একটি কারুণ্য প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুও অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুমেধা-সকল গৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা এই তিথির আরাধনা করেন বলিয়া এই তিথির নাম সুমেধা-তিথি অর্থাৎ এই তিথি সকল সুমেধারই বরণীয়া—স্মরণীয়া—বন্দনীয়া।

গৌরশক্তি গদাধর ও গৌরশক্তি দামোদর যেরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সেইরূপ গৌরশক্তি গৌরকিশোর ও গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—অভিন্ন-তনু। কেননা, গৌরসুন্দর অদ্বয়জ্ঞান, গৌরশক্তি-সমূহ—অভিন্ন। **যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়াও কেবল একগুরুবাদের পক্ষা-বলম্বী, তাহারা কার্য্যতঃ অদ্বয়জ্ঞান-বিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী।** এক জগদ্‌গুরুবাদে যে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, জগদ্‌গুরু-লীলা-অভিনয়কারী পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই অজ্ঞান-তিমির তাঁহার শিক্ষাঞ্জন-শলাকাদ্বারা বিদূরিত করিয়াছেন। **তিনি তাঁহার অসংখ্য নিজজনকে মহান্ত-গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজন-অনুসারে তাঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল একগুরুবাদি-গণের ভগবৎ-করুণা-ধারা ধারণে অসমর্থতা জানাইয়াছেন।**

একজগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণাবতার মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করেন। মহান্তগুরুও—জগদ্‌গুরু। তাঁহারা "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মহান্ত-গুরুরই চিত্তবৃত্তি ঐকতানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন।

যেস্থানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্যগুরুও জগদীশ-জগদ্‌গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধান প্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না। অধোক্ষজ ভগবদ্‌-বিষয়বস্তুর আশ্রয়াধারে যে জগদ্‌গুরুত্ব নিহিত, তাঁহারই করুণা গোলোক হইতে ভূলোকরূপ স্থানে, কালের অভ্যন্তরে পাত্ররাজরূপে আনন্দময় মূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। সেই কারুণ্য-মূর্ত্তি বহির্জ্জগতে তাঁহার সেব্য অর্চ্চাবতার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাতেই অন্তর্যামী, তাঁহাতেই বৈভব, তাঁহাতেই ব্যূহ এবং তাঁহাতেই পরতত্ত্বের অবস্থিতি প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবগণের কালগত বৈষম্য, অদ্বয়জ্ঞানাভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিঘ্ন বিদূরিত করেন। আবার তিনিই অধিকতর দয়াপরবশ হইয়া শব্দব্রহ্মের দ্বারা জীবের বদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট যে স্থূল-সূক্ষ্মাদি পরিচয়, তাহা সম্মার্জ্জিত করাইয়া শুদ্ধ চেতন-বৃত্তি উন্মেষণ করান এবং পরতত্ত্ব নির্ণয়কালে সেব্যবুদ্ধির স্থূলজাড্য ও সূক্ষ্মনৈপুণ্য অপসারণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে স্বরূপধর্ম্ম দেখাইয়া দেন; স্থূলরতি-প্রভাবে সেব্যের ভজন অথবা সূক্ষ্মরতিবশে উপাস্য-সেবার মর্য্যাদা-নিগড় অতিক্রম করাইয়া কেবলা সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ ও গোপীনাথ-তত্ত্বে রসোৎকর্ষের তারতম্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ সেবকের উপাসনার মধ্যেও তাদৃশ রস-তারতম্য অবস্থিত। মধুর-রসবিরহে বাৎসল্য-রসাধিষ্ঠান, বাৎসল্য-রসবিরহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্য-রসবিরহে দাস্যরসাধিষ্ঠান, দাস্য-রসবিরহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্ত-রসবিরহে 'অশান্তি' নামক বিরুদ্ধ রস বা বিরস-ভাব প্রকাশিত। চিৎসম্ভোগ ও চিদ্‌বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষান্তরে অচিৎসম্ভোগ ও অচিদ্‌বিয়োগের প্রবল প্রতীতি তত্তৎস্থান অধিকার করে। আশ্রয়ের পূজার অভাবে, গুরুপূজা-বিরহে জীবের যে সম্ভোগের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে আত্মপরিণতি, তাহা কোনদিনই সুফল প্রসব করে না।

ভগবানের করুণাশক্তি অমন্দোদয়-দয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নগণের সর্ব্বোত্তম অহৈতুকী করুণার প্রকাশকারী মহান্তই গুরুদেবের কার্য্য করিয়া স্বীয় দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু, বান্ধব ও লীলার সহচরগণ 'বিষ্ণুভক্ত' বা 'প্রপন্ন' নামে প্রসিদ্ধ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়গণের অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় বিষয়রূপে অবতীর্ণ হন। যেকালে আশ্রয়-ভেদাংশ ভগবৎ-সেবাকল্পে নাম-মন্ত্রের পৌরোহিত্য করিবার জন্য এ প্রপঞ্চে আগমন করেন, সেই কালেই বৈষ্ণবসমাজ-সমূহ গঠিত হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহ প্রকাশ-সমূহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মপর জনগণের সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করেন। মহান্তগুরু লীলাপ্রবেশ-দ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমা লীলাগ্রহণে উপযোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হন এবং বিষ্ণুভক্তিপর জনগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া থাকেন। সামাজিকপর শ্রীগুরু-দেব তাঁহাকে বৈষ্ণব-সমাজে তুলিয়া লইয়া বিষ্ণুভক্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন। তখন জীব নিজের অভীষ্ট সমাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ বিদূরিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তখন আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে অভিযানের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই 'পথ' বলে। 'ত্যাগ' বা 'ভোগ'-রাজ্য হইতে নিত্যসেব্যবস্তুর সেবালাভের জন্য মায়িক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে গমনের যে মধ্যবর্ত্তি-স্থান, তাহাই সাধন-ভক্তিপথ। বিবাদময় কলিযুগের বিষম কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাপরের অর্চ্চন-পথ, ত্রেতার যজ্ঞ-বিধি ও সত্যের ধ্যানে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয়—কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। সেই সকল পথের সুষ্ঠু বিবরণ পরিজ্ঞাত করাইয়া যিনি সার্ব্বজনীন সহজ রাজকীয় পথ—বিশুদ্ধ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণা-কল্যাণ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক।

ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌর-জনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্তু আমরা ভাগ্যহীন প্রপঞ্চে অবস্থিত জন, প্রকটাপ্রকট-ভেদ-বিচার বর্ত্তমানকালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহান্তগুরুর অপ্রকট লীলা-স্মৃতিদিবস তাঁহারই প্রকট লীলার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। জড়বিষয়-মরুতপ্ত জীবনে অভিধাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজন লাভ করিবার ইহা একটি সর্ব্বোত্তম সুযোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা।

আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিতে থাকিব। মহাজনের অনুসরণ-কার্য্যই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। আমরা স্বল্পপথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবায়াই নিযুক্ত থাকিব। ভগবৎ-সেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বাস্তবসিদ্ধি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবায় পরিণত করিবে।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তির পথ। সেই পথে মহাজনের পদাঙ্কানুসরণই ভক্তি, আর উহার অবৈধ অনুকরণ—অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়লুব্ধ, জড়ভোগতৃপ্ত, কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি 'মহাজন'। যিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রস্তাবিত সাধনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত করিতে না পারেন, তিনি দুর্জ্জয়, অসজ্জন, মহাজন-বিরোধী ভোগী বা ত্যাগী। এই সকল জনের সঙ্ঘ ও সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধর্ম্মনিরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। এই সকল কথার উপদেশক একদিন অজ্ঞজীবের অজ্ঞতা বিদূরিত করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' হইবার দুরাশার বিরুদ্ধে 'অকিঞ্চন' বা 'তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব'-সম্পন্ন হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের পরকল্যাণপর তদীয়-বুদ্ধি-রহিত 'সোঽহং'-জ্ঞান মূর্ত্তিমান অনর্থের প্রকাশক এবং জড়ের আত্মম্ভরিতায় 'তৃণাদপি সুনীচ'-জ্ঞানই পরম মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরম প্রেষ্ঠজন তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতার সীমা, অমানী ও মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিত্য হরি-কীর্ত্তনের প্রণালী-চিন্তার মণি বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি জয়যুক্ত হউন। সেই চিন্তামণির কিরণে নিষ্ণাত হইলেই জীব-মাত্রেই মানব-জীবনের চরম তাৎপর্য্য লাভ করিবেন।

চিন্তামণিদাতা জগতে যে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তাহা দশাপরাধযুক্ত জনগণের অধিগম্য বস্তু নহে, নামাভাসপর মুমুক্ষুগণের স্পর্শযোগ্য নহে; কিন্তু নামাভাসোৎকণ্ঠ নামাভাসপর জনগণের নামগ্রহণ-লালসার সিদ্ধি। সুতরাং সেই চিন্তামণিই স্মৃতিরূপে শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামদাতা গুরু-তত্ত্বের প্রকৃষ্ট পূজা বিধান করে। আমরা সেই নামাভাস ও নামাপরাধাতীত শুদ্ধনাম-প্রচারের বর্ত্তমান যুগীয় মূলপুরুষ গৌর-কারুণ্যশক্তি ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অনুসরণে শ্রবণ-জন্য কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয় বিষয়াশ্রয়ের বিবেক-বিশিষ্ট হইয়া উদ্বুদ্ধস্বরূপে শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতেছি। আজ শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিশ্ববৈষ্ণব-সুমেধা, ভক্তিবিনোদানুগ সুমেধা, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিভিন্ন মঠের সেবক সুমেধা-সম্প্রদায় সকলেই প্রচার-আচার-আদর্শ ভক্তিবিনোদ প্রভুর স্মৃতি-তিথির আরাধনা করুন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান

জ্ঞানও পরমার্থ-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত, জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায় অজড়তা-সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত-নিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু জড়াশ্রিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য-ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টাদ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা করত প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্ম-সমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পত্তির সাধন করিতে হয়।

যে-কাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান থাকে সেকাল পর্য্যন্ত শারীর-কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞানবাদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। এই প্রকার সাধনটী ভগবৎ-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ভগবদ্গীতায় ভক্তির উদ্দেশ্যে ভগবান্ কহিয়াছেন ;—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীঃ ১২।৩-৫)

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌কেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্ত চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধজীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি গতি দুঃখজনক হয়।

এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানানুশীলনদ্বারা জীবের জড়-বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ কৃপাবলে চিদ্গত বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট-ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড় জগতের ভাবসকল নর-সমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথম অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়-যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধি-চক্ষে বৈকুণ্ঠস্থ 'বিশেষ' দেখিতে পান। তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া আধ্যাত্মিক নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞানটী ভগবৎ-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবৎ-জ্ঞানোদয় হইলে, তদ্রহস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। **অতএব পরমার্থ প্রাপ্তির সাধকরূপ জ্ঞান, অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট আছে।** ভগবৎ-জ্ঞানালোচনা করিলে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতা প্রয়োজন-রূপা বিশুদ্ধা প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবৎ-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই **অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান**। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ।

প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবৎ-জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবৎ-বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাবসকলকে ব্রহ্মবোধ করেন। ইহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদি-মধ্য-নিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥
অমুনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥

(ভাঃ ২।১০।৩৩-৩৫)

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল-রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্মরূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিতসকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ উভয়ই অজ্ঞান-জনিত ও পরস্পর বিবদমান।

যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই **অতিজ্ঞান**-জনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না ; যথা ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত্য যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞান-জনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরম ফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-মুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞান-বশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন।

সদ্‌যুক্তি দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন-লিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্ম নির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেননা, এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীন-তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পর-ব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধন-রূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় ; ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ঘটে না।

মায়াবাদ-শতদূষণী গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে তত্তৎসম্প্রদায়-বিরোধ থাকে

না। আদৌ আত্মার 'বেদন'-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটী ব্যাপ্তি। ১। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম-জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি। ২। রসানুভবাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান, উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক ও আস্বাদ্যগত যে একটি অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটি বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। জ্ঞান-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করত সম্পূর্ণ আনন্দ-বর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপিছলদা—ভক্তি-বিলোচনে

(১)

জয় জয় জন্মভূমি পিছলদা-ধাম।
যেথায় জীবের হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
ভূমি যার চিন্তামণি সলিল অমৃত।
তরুগণ কল্পতরু জ্যোতি হয় চিৎ॥
জনগণ সর্ব্বক্ষণ হরিগুণ গায়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(২)

'পিছল'-ব্যাখ্যাতে হয় বিমুখে গমন।
আসক্তি হৈতে পিছলে কৃষ্ণে পড়ে মন॥
'পিছলদা'-অর্থে কয় বৈষ্ণবের গণ—
সংসারে বিরাগ 'দেয়' কৃষ্ণেতে মনন॥

হেন স্থানে যেবা যায় কৃষ্ণকৃপা পায়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(৩)

মন্ত্রেশ্বর করে যাঁর পাদ-প্রক্ষালন।
দেবগণ করে যাঁর সতত বন্দন॥
মুনিগণ করে যাঁর স্বরূপ চিন্তন।
ভক্তগণ করে যাঁর মহিমা কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য লীলাস্থল হয়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(৪)

পুরী হৈতে মহাপ্রভু করিলা গমন।
জননী, জাহ্নবী দুই করিতে দর্শন॥
মহাপাত্র বঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি' চলে পথে দুইজন॥
ভক্তে কৃপা হেতু হেথা করিল বিজয়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(৫)

জগত-তারণ নাম হরি-সংকীর্ত্তন।
প্রবর্ত্তিল গৌরহরি সহ-ভক্তগণ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"॥
ধামের ধূলায় ভক্ত গড়াগড়ি যায়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(৬)

সর্ব্বত্র বিরাজে শ্রীকেশব, নারায়ণ।
মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন॥

ত্রিবিক্রম, শ্রীবামন, দেবেশ শ্রীধর।
হৃষীকেশ, পদ্মনাভ আর দামোদর॥
যত অবতার শোভে বিবিধ শোভায়।
নমি আমি বার বার পিছলদা-পায়॥

(৭)

ভক্তের গোপন ধন অজ্ঞাত যে ছিল।
কৃপা করি' লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিল॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধু-শ্রেষ্ঠ তিনি মহাজন।
দয়ার সাগর যিনি সর্ব্বভূতে সম॥
গুরুবর মহারাজ শ্রীকেশব রায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(৮)

জীব নিস্তারিব—এই শ্রীগুরু-স্বভাব।
ব্রত যার আচরণ পূর্ণ মনোভাব॥
মায়ার শৃঙ্খলে বদ্ধ মোদের কল্যাণে।
গড়িল 'গৌড়ীয় মঠ' পিছলদা-ধামে॥
দয়াময় গুরুবর শ্রীকেশব রায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(৯)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাধ্যমে।
চারিশত তিয়াত্তর শ্রীগৌরাব্দ মানে॥
পূর্ণচন্দ্রে, জগন্নাথ-স্নানযাত্রা দিনে।
প্রতিষ্ঠিল শ্রীবিগ্রহ যোগ শুভক্ষণে॥
জগৎ কল্যাণকামী শ্রীকেশব রায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(১০)

মন্দিরে বিরাজে গৌর-গোবিন্দ মূরতি।
জগতের মনলোভা কিবা শোভা অতি।

মধুর মধুর হৈতে অতি সুমধুর।
ঔদার্য্য, মাধুর্য্য-গুণে অতি ভরপুর॥
নিত্য নব নব ভাব রূপের প্রভায়।
নমি আমি বার বার নমি তাঁর পায়॥

(১১)

বৃন্দাবনবাসী যত গোস্বামীর গণ।
নবদ্বীপবাসী যত গৌর-নিজজন॥
নীলাচলবাসী যত জগন্নাথ-ভক্ত।
সাধুসঙ্গ ভক্তি-রসে যাঁহারা আসক্ত॥
পতিত-পাবনকারী বৈষ্ণব সবায়।
নমি আমি বারবার নমি তাঁর পায়॥

(১২)

আমি তব নিত্যদাস ওহে পরমেশ।
এ কিঙ্করে কর দান কৃপা-কণা-লেশ॥
করম-বিপাকে প্রভু যথা হয় স্থিতি।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি॥
চরণে শরণ দাও কিশোর-শেখর।
নমি আমি তব পদে নমি বার বার॥

দীনহীন সেবক—**শ্রীমুরারিমোহন প্রধান**
শ্রীপিছলদা (মেদিনীপুর)

ভ্রম-সংশোধন

প্রতি সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ থাকিয়া যায়। সেগুলি সহজবোধ্য বিধায় সংশোধন-লিপি মুদ্রিত হয় না। কিন্তু গত ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (আষাঢ় সংখ্যা), ১৯৬ পৃষ্ঠার ৩য় ছত্রের ১ম শব্দ 'শিখা' ভুল ছাপা হইয়াছে। উক্ত **'শিখা'** স্থলে **'জিহ্বা'** হইবে, এবং ঐ সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রের **'নির্গুণ স্থান'**এর পর ছেদ হইবে। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন।—**প্রকাশক**

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

জীব দেহ-মনের অতিরিক্ত চেতন বস্তু। ভগবান্ বিভু-চেতন, আর জীব অণু-চেতন। অণু-চেতন জীব বিভু-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি বা সেবক। মহাজনের উপদেশে আমরা পাই—"জীব অণু-পদার্থ; অণু-পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম চেতন-পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল বস্তু পরিচয়। বৃহদ্বস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীবসমূহ তাঁহার অনন্ত পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ (অণুচৈতন্য) জীবসমূহ নিঃসৃত। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নির শক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্যবিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হন। যে-পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে, সে-পর্য্যন্ত সেই পূর্ণধর্ম্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অণুচৈতন্য জীব অপারগ হইয়া প্রকাশ পান। প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল প্রেম, অতএব কৃষ্ণদাস্য-স্বরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম্ম।"

পদ্মপুরাণ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

জ্ঞানশ্রিয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতে পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ-স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥

জীব জ্ঞানাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, জ্ঞানগুণ অর্থাৎ জ্ঞানই তাহার গুণ; চেতন, প্রকৃতির অতীত, জন্মরহিত, নির্ব্বিকার অর্থাৎ বিকাররহিত, স্বরূপতঃ একরূপ বিশিষ্ট, অণু অর্থাৎ জড়পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ জড়-দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি-ভাবাপন্ন, চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ অর্থাৎ 'আমি'-শব্দবাচ্য, অব্যয়, ক্ষেত্রী অর্থাৎ জড়দেহরূপ ক্ষেত্রাধিপতি, বিভিন্নরূপ অর্থাৎ ভগবান্

হইতে পৃথক্, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষর অর্থাৎ ক্ষরধর্ম্ম-রহিত। এই সমস্ত গুণযুক্ত হইয়া ভগবানের দাস-স্বরূপ তত্ত্ব।

জীব কৃষ্ণের শক্তি—তটস্থ-শক্তি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র জীবের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীব ইতি কথ্যতে॥

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বসংবেদ্যাৎ চিৎপুঞ্জাদ্ভগবতঃ সকাশাদ্বিনির্গতং চেত্তদা গুণরাগেণ রঞ্জিতং বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেণ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু কেবলয়া প্রধানী-ভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণং স্যাত্তদা অন্তরঙ্গয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বীয়-কল্যাণ-গুণেন রঞ্জিতং ভগবত্যনুরক্তীকৃতং চিন্ময়াকারযুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মায়া-চিচ্ছক্ত্যোস্তটস্থবর্ত্তিত্বাত্তটস্থমিতি তন্নামকৃতম্। (ভাঃ ১০।৮৭।৩২ টীকা)

অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তেজপুঞ্জস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অনন্ত জীবের প্রকাশ রহিয়াছে। জীব ভগবানের তটস্থশক্তি। সে যখন মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মায়াকর্ত্তৃক গুণত্রয়ে যুক্ত হয়, তখন কর্ম্মানুসারে দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি শরীর লাভ করিয়া দুঃখ ভোগ করে। আর যখন সৎসঙ্গ-ক্রমে ভক্তিদ্বারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিচ্ছক্তির অনুগ্রহ লাভ করত তাহার অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণ-সংযুক্ত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন চিন্ময়াকার ব্যক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে নিত্যানন্দ লাভ করে। মায়া ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া জীবকে তটস্থশক্তি বলা হইয়াছে। জীবের সত্তায় চিজ্জগৎ ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়স্থানে যাইবার যোগ্যতা নিহিত আছে বলিয়াই সে তটস্থ নামে অভিহিত।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'তটস্থ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তট বলে। জলের সংলগ্ন স্থানেই ভূমি। তট কোথায়? তট কেবল জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী বিভাগকারী সূত্রবিশেষ। তট অতিসূক্ষ্ম স্থান—স্থূলচক্ষে দেখা যায় না। চিজ্জগৎকে জলের সহিত তুলনা করিলে এবং মায়িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগ-কারী সূক্ষ্মসূত্রই তট, সেই সন্ধিস্থলে জীবশক্তির অবস্থিতি। জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপরদিকে মায়ারচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের

চিচ্ছক্তি অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তদুভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সূক্ষ্ম জীব। কৃষ্ণের তটস্থশক্তি হইতে জীব; অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ। তাহাতে উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দুইদিকেই দৃষ্টি চলে। উভয়শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ-স্বভাব। তট জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়। আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণ-শক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বতন্ত্রতা-টুকু জীবের আছে। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'। জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত; নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌বলের অভাবে মায়ার অভিভাব্য—মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই।"

জীব যে 'তটস্থ', সে-সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিতেছেন—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং **তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ।** (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।৯)

জীবের দুইটী স্থান, অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সন্ধিস্থল তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। **তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব—উভয়স্থানই দেখিতে পান।**

শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।১৮)

যেরূপ মহামৎস্য নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পশ্চিম—এই দুই কূলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব জড় ও চিদ্‌বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় প্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও জাগরণান্ত কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থশক্তি জীব চিচ্ছক্তির কৃপা লাভ করিয়া যখন প্রেমিক হন তখন তাঁহার হৃদয়ে আর ভোগ-বাসনা-বীজ থাকে না, তাহা সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥

সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৭)

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন—"ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবকে অহরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ভগবৎ-সেবা-সমুদ্রের অতল বারিতে কৃষ্ণ-সেবেতর ভোগ-বাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্‌গম-সম্ভাবনা রহিল না।"

ষড় গোস্বামীর অন্যতম জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে 'জীব' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"জীব ভগবানের শক্তিরূপ অংশ। জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি উভয়ের তটে ও মধ্যস্থলে অবস্থান হেতু তাহার তটস্থ সংজ্ঞা। জীব অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মতা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। জীব ভগবানের অংশ—বিভিন্নাংশ। তটস্থত্ব হেতু জীব মায়াশক্তি হইতে অতীত চিদ্রূপা শক্তি, কিন্তু স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে। জীব অণুস্বতন্ত্র। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন। জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস।

জীব দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ—অনাদি কাল হইতে ভগবদুন্মুখ; অন্যভাগ—অনাদি কাল হইতে ভগবদ্ বিমুখ। অনাদি ভগবদুন্মুখ জীব অন্তরঙ্গ-শক্তির বিলাসানুগৃহীত হইয়া ভগবৎপার্ষদরূপে নিত্য সেবানন্দে মগ্ন। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব মায়াবদ্ধ সংসারী।"

ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ।
'নিত্য পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১৫)

সমস্ত শাস্ত্র জীবকে ভগবৎ শক্তি বা ভগবৎ সেবক বলা সত্ত্বেও যে কেহ কেহ জীবকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলে—ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। তাহাদের ন্যায় পাপী, অপরাধী ও নারকী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। তাহাদের জন্ম জন্ম নরক প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায়—

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি' যো বদেৎ।
মহানরক-জালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥

যাহারা অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'সমস্তই ব্রহ্ম'—এই উপদেশ করে, তাহারা সেই অপরাধে অনন্তকাল নরক ভোগ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন—

বিষয়-স্নেহসংযুক্তো 'ব্রজাহমি'তি যো বদেৎ।
কল্পকোটি-সহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥

যে ব্যক্তি মায়িক বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া 'আমি ব্রহ্ম'—এই কথা বলে, সে ব্যক্তি কল্পকোটী সহস্র বৎসর নরকে পচিয়া থাকে। শাস্ত্র আরও বলেন—

সংসার-সুখ-সংযুক্তং 'ব্রহ্মাহমি'তি বাদিনম্।
কর্ম্ম-ব্রহ্ম-পরিভ্রষ্টং তাং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

সংসারী ব্যক্তি যদি 'আমিই ব্রহ্ম'—একথা বলে, তবে সেই দুর্ভাগাকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করিবে।

জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বর-ভজন।
তাহা ছাড়ি' আপনারে বলে নারায়ণ॥
গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষা॥
যাঁর দাস্য লাগি শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে॥

নিদ্রা হৈল 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে।
জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সুপুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২৯।৪৯-৫০)—

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত, সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বাক্যম্—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্॥
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥

এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।
ইহা না বুঝিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ??
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেমভক্তি-যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়)

যাহারা সাযুজ্য-মুক্তিকামী তাহারা নরকভোগান্তে স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা-পর্ব্বতাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরায়রামানন্দ-সংলাপে আমরা পাই—

মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোহাঁর গতি ?
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৬)

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন—"জড়-ভোগহীন মুক্তিবাদিগণ চরমে চিৎক্রিয়াহীন অর্থাৎ সুপ্তচেতন স্থাবরদেহ ও জড়-ভোগযুক্ত ভুক্তিবাদিগণ পরলোকে ভোগোপযোগী দেবদেহ লাভ করেন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা আরও পাই—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না চায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৮)
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৮)
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' মুক্তি দেখে নরকের সম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৭)
'স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি' মানে।' (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৩)
(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীবিগ্রহ ও মঠ-মন্দির

(শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

ভগবন্ মন্দির—নির্গুণ

প্রাকৃত মায়িক সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণকেই হেয় বলা হয়। ভগবদ্ধাম,ভগবন্মন্দির কোন প্রাকৃত গুণের অন্তর্গত নহে। সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে শুদ্ধিলাভ করিলে নির্গুণ হয়। শাস্ত্রে কোনস্থলে তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ-সত্ত্ব ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব এক নহে ; সত্ত্বগুণ মায়িক। শুদ্ধসত্ত্ব—যাহাতে মায়িকত্ব বা মায়িক দোষ স্তব্ধিভূত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিশেষরূপে শুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলিলে, 'শুদ্ধসত্ত্ব' অতিক্রম করিয়া তাহা নির্গুণতা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ-সমূহের সমাবেশ হইয়াছে। সত্ত্বগুণ নির্গুণের ছায়া। শাস্ত্রকারগণ এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বকেই নির্গুণ বলিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার নির্গুণের ধারণা অলিক ও মিথ্যা। আমরা তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব ও নির্গুণের আশ্রয়, অবস্থিতি বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—খেলাধূলা, তাস-পাশা, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির ক্ষেত্রকেই 'তামস' স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; গ্রাম, সহর-বাজার, সাধারণ জনসমূহের অবস্থিতি-ক্ষেত্রই 'রাজস' ; পর্ব্বত-গুহা, বন, অরণ্যাদি নির্জ্জন ক্ষেত্রকে সাত্ত্বিক ক্ষেত্র বলে ; এবং শ্রীভগবানের বিহার ও বসতি-স্থল (মঠ-মন্দিরাদি) নির্গুণ। স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন—

বনন্তু **সাত্ত্বিকো** বাসো গ্রামো **রাজস** উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং 'মন্নিকেতন্তু **নির্গুণম্**' ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

তিনি আরও বলিতেছেন—'মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্', 'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ', 'মৎ-সেবায়াস্তু নির্গুণা' প্রভৃতি বাক্যগুলি 'নির্গুণ' সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রণিধান-যোগ্য ও শিক্ষণীয়।

আপনারা পিছলদা গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা ভগবানের বিহার-ক্ষেত্র-বিধায় নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ধাম—ইহা রাজস ক্ষেত্র নহে। ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই উক্তির অনুরূপ গীতাশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

—ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে, যেহেতু আমি মানুষের ন্যায় শরীর ধারণ করিয়াছি। দৈত্য-দানবগণই মানুষ মনে করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব কোন প্রাকৃত ভূমিকায় পদ নিক্ষেপ করেন না; নিত্যকালই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় অপ্রাকৃত নির্গুণ ভূমিকায় বিচরণ করিয়া থাকে। তাই আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা-সমূহ ভক্তি-বারিধির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করিয়া এই স্থানের অপ্রাকৃতত্ব ও নির্গুণত্ব অনুভব করুন। এই যে আপনাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীভগবানের মন্দির ও সেবকখণ্ডাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্গুণ বিশুদ্ধসত্ত্ব। কোন সগুণ স্থানে ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের অবস্থিতি নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—ভগবন্মন্দির নির্গুণ, মন্নিষ্ঠগণ নির্গুণ, তাঁহার একান্ত আশ্রিতগণ ও সেবকগণ নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই এই উক্তি; ইহা কোনও মনুষ্যের মেধাশক্তি-প্রসূত বাক্য-বিন্যাসমাত্র নহে। সুতরাং বেদবাণী-স্বরূপ।

গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদস্বরূপ বলায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। কারণ বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আচার্য্য শঙ্করও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধির পথ নাসা-রন্ধ্র। এই নাসিকা অপেক্ষা মুখপদ্মের শ্রেষ্ঠত্বই সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং নাসা-ধ্বনি অপেক্ষা বদন-বাণীই শ্রেষ্ঠ। তাই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার অধরামৃত-স্বরূপ গীতা ও ভাগবতে যে বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ বেদ, এমন কি, বেদবাণী অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।

সাকার ও নিরাকারবাদ

আমাদের দেশে বহু নিরাকারবাদী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারা কোন প্রকারেই সাকার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সাকারকেই কেন্দ্র করিয়া নিরাকারের কাল্পনিক ধ্যানে মগ্ন থাকিতে চাহেন। এই নিরাকারের কাল্পনিক ধ্যান

হইতেই আমাদের দেশে নাস্তিকতার উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের আকার নাই, কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই, আছে কেবল অলিক কল্পনা। এই অলিক কল্পনার মূলই বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা বেদ-বিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। পরন্তু ঈশ্বরের নিত্য আকার বা স্বরূপ স্বীকার করাই আস্তিক্য-বাদ। যাঁহারা এই নিত্য 'রূপের' অস্বীকার করেন, তাঁহারাই নাস্তিক। অথচ নিরাকারবাদী নাস্তিকগণ সরল বিশ্বাসী ধার্ম্মিকগণের চিত্তে ভ্রম-ধারণা জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। আমি এই নাস্তিকগণের অধিক আলোচনা করিতে এখানে সময় পাইতেছি না। তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই-একটী কথা আলোচনা না করিলে আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হইয়া পড়ে। তাই আমি সেই সম্প্রদায়ের কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মতবাদ ও বিচারধারা অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।—

খৃষ্টানী নিরাকারবাদ ও কর্ম্মবাদ

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যদেশীয় খ্রীষ্টানগণের কথা বিচার করা যাউক। খৃষ্টানগণ ভারতীয় হিন্দু-ধর্ম্মোপাসকগণকে পৌত্তলিক (Idolater) বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এস্থলে বলা বাহুল্য, যাঁহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বর-শক্তির শ্রীমূর্ত্তি স্বীকার করেন অথবা গুণসমূহের আকার স্বীকার করেন, তাঁহারাই খৃষ্টানগণের আক্রমণের পাত্র বা Victim বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা আচার-ব্যবহারে এবং চিন্তাধারায় উক্ত খৃষ্টানী-ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের (খৃষ্টানগণের) আক্রমণ হইতে কিছুটা দূরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং আমার একথা বলা কখনও অসঙ্গত হইবে না যে, আধুনিক নিরাকারবাদের উৎপত্তি কতকটা খৃষ্টানী মত হইতেই সংগৃহীত। আমাদের দেশে যে নিরাকার জ্ঞানবাদ প্রচলিত তাহা খৃষ্টান-ধর্ম্মেরই প্রতীক বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

এ দেশের বর্ত্তমান ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনাদির কর্ম্মবাদ সম্পূর্ণ খৃষ্টান ধর্ম্মেরই ভুক্তাবশেষ। কারণ অস্মদ্দেশীয় যে প্রাচীন কর্ম্মবাদ তাহা সম্পূর্ণই বেদ-বিধি-বিহিত। সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মের কথা গীতা বা অন্যান্য স্মৃতি-সংহিতাদিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গীতার কর্ম্ম-বাদকে খৃষ্টানী কর্ম্মবাদের পরিপোষক মনে করা অত্যন্ত ভ্রান্তি-মূলক। তথা-কথিত কর্ম্মী মিশন বা সঙ্ঘাদির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সনাতন বৈদিক কর্ম্মের অনুকূল

নহে। বৈদিক কর্ম্মই কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান প্রচলিত কর্ম্মবাদ 'অকর্ম্ম' বা 'বিকর্ম্ম' বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাই খৃষ্টানী কর্ম্মবাদ। আমাদের দেশে খৃষ্টান মিশনারীগণ স্কুল, কলেজ, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি নানাবিধ দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করিয়া আপাত প্রলোভন দেখাইয়া দেশের প্রভূত অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশন বা বিবেকানন্দ মিশনের আদর্শ কর্ম্ম। আজকাল ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘও এই শ্রেণীর কর্ম্মবাদের উপাসক। ইহাদের প্রচারের ফলেই আমাদের দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অনার্য্যসমাজী, কবিরপন্থী, নানকপন্থী হইয়া যাইতেছেন। সুতরাং খৃষ্টানী-কর্ম্মিগণ ও নিরাকারবাদিগণই সর্ব্বতোভাবে আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শত্রু।

খৃষ্টানীমতে সাকারবাদ

আমরা যে খৃষ্টানগণের কথা আলোচনা করিতেছি তাঁহাদের নিরাকারবাদই যদি সর্ব্বোত্তম হইয়া থাকে তবে এত বড় বড় গীর্জ্জা (Church) প্রস্তুত ও তাহার শীর্ষস্থানে ও অভ্যন্তরে ক্রশ (Cross) চিহ্ন স্থাপন করিয়া উপাসনা-ক্ষেত্র নির্ম্মাণের সার্থকতা কি? নিরাকারপন্থিগণের কর্ত্তব্য,—মাঠে-ময়দানে গিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পরমেশ্বরের নিরাকারত্বের উপাসনা করা অথবা অসীম সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া সসীম গীর্জ্জাগুলিকে ধূলিসাৎ বা ভস্মীভূত করিয়া নিরাকারে পরিণত করা। নিরাকারত্বের প্রাধান্য দিতে হইলে ঐরূপ করাই উচিত। আরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য এই যে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম প্রামাণিক গ্রন্থ Bible (বাইবেল) ; তাহাতে দেখা যায়, মানুষ সম্বন্ধে লেখা আছে—"God created men out of His own image"—এই বাক্যটীও মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। কারণ ভগবান্ যদি মানুষকে তাঁহার "নিজের আকৃতি অনুসারে তৈয়ারী করিয়া থাকেন" এবং ইহাই যদি বাইবেলের সুসিদ্ধান্ত বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে ভগবান্ 'নিরাকার' প্রতিপন্ন কিরূপে হইলেন? পরন্তু এস্থলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ন্যায়ই ভগবানের আকৃতি। বাইবেল-গ্রন্থ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন। আধুনিক Protestant ও Catholic Missionaryগণ ইহার যতপ্রকারই ভাষ্য-টীকা ও explain করিয়া উক্ত বাক্যটীকে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতেছে না। যদি বাইবেল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে "God created men out of His own image"

—এই বাক্যটী উৎসাদিত করিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান খৃষ্টান-প্রচারক পাদ্রী মহোদয়গণের নিরাকারবাদ প্রচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ হইত। কিন্তু উক্ত বাক্যটী যখন মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই তখন বৈদিক সনাতন-ধর্ম্মী আচার্য্যবর্গের প্রবর্ত্তিত সাকারবাদের নিকট মস্তক বিক্রয় করিতে বাধ্য।

পশ্চাত্যদেশের একজন বৈজ্ঞানিক Darwin, তিনিও আকৃতির মধ্যে মনুষ্যাকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মনুষ্যের আকৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে পার্থিব সমুদয় আকারই পাওয়া যাইবে। শ্রেষ্ঠ আকারের মধ্যে সমুদয় নিকৃষ্ট আকারই অনুস্যূত আছে। ইহা 'সম্ভব' প্রমাণ ও 'কৈমুতিক' ন্যায়ের বিচারের দ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে।

ইসলামী সাকার-নিরাকারবাদ

আমাদের দেশে মুসলমান ভাইরাও নিরাকারবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবদেশে এইপ্রকার নিরাকারবাদের চলন ছিল না। ইহা মহম্মদের নবাবিষ্কৃত উপাসনা বলিয়া মুসলমানগণের ধারণা। খৃষ্টান-মুসলমানগণের চিন্তাধারার মৌলিকতা অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সাকার উপাসনাই উক্ত মতদ্বয়ের মৌলিকত্ব। যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারের অনুমান ৬০০ বৎসর পর মক্কা-মদিনায় মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার হয়। তখন হইতেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের নাম 'ইসলাম ধর্ম্ম' বা 'মুসলমান ধর্ম্ম' হইয়াছে। মহম্মদের সময় মক্কা-মদিনায় যে উপাসনার প্রচলন ছিল, তাহা ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকায় তাহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্য মহম্মদকেই ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হয়। কিন্তু তিনি যে 'কোরাণ সরিফ' প্রণয়ন করেন, তাহা গাব্রিয়েলের (Gabriel) নিকট প্রাপ্ত হন। গাব্রিয়েলকে স্বর্গীয় দূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি স্বর্গের দূত হইলে স্বর্গরাজ্য বা বেহেস্ত কোন নিরাকার-স্থান প্রতিপন্ন হইবে কি-প্রকারে?—শ্রোতৃমণ্ডলী ইহা বিচার করিবেন। আমার বক্তব্য, যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মমত অর্থাৎ বাইবেলের ধর্ম্মমতের সহিত মহম্মদীয় ধর্ম্মমতের প্রচুর পরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এবং উভয়েরই পূর্ব্ব-পুরুষের Genealogical Table (কুলজি) খোঁজ করিলে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ যিশুখৃষ্টের (Jesus Christ) জননী মেরী হজরৎ এসরাইলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—অবশ্য এসময়ে মহম্মদীয় ইসলাম

ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। এমন কি, বাইবেলের চিন্তাস্রোতের অবিকল চিন্তা-স্রোত মুসলমানগণের 'হাদিসের' * মধ্যে পাওয়া যায়।

সেই 'হাদিসে'র একটী আয়াত (প্রমাণ-বচন) আমার যতদূর স্মরণ-পথে আছে ততদূর আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইহা বাইবেলেরই প্রতিধ্বনি—**"ইন্নালাহা খালাকা মেন্ সুরাতিহি"**। 'সুরত' শব্দের অর্থ আকার; অর্থাৎ খোদা তাঁহার নিজের আকারের ন্যায় মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তুলনা করিয়া দেখুন—বাইবেলের **"God created men out of His own image"** (ভগবান্ তাঁহার নিজের আকারের অনুরূপ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন)—এই বাক্যের সহিত কি পার্থক্য হইল? সুতরাং **কোরাণে, বাইবেলে উভয় গ্রন্থেই ভগবানের নরাকৃতি অনুমোদিত হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান নিরাকার-বাদী, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেও 'ভগবান্ নিরাকার' প্রতিপন্ন হন না। পরন্তু তিনি নরাকৃতি পুরুষ।** এস্থলে আমি নিরাকার বিষয়ে খৃষ্টান-গণের সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি মুসলমানদের সম্বন্ধেও তাহার পুনরুক্তি করিলে দোষাবহ হইবে না। মুসলমানগণও নিরাকারের পক্ষপাতী হইয়া মসজিদ গড়েন কেন? মসজিদ নির্ম্মাণ না করিয়া মাঠে-ময়দানে, আকাশে-সমুদ্রে নিরাকারের ধ্যান করিলেই ত হইত? সুতরাং খৃষ্টান-মুসলমানগণের কথিত পৌত্তলিকতা বা 'বুৎপরস্ত' (ভূতপূজা) তাঁহাদের স্ব-স্ব-ধর্ম্মমতের মধ্যেও বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনগণের সাকারবাদ

বৌদ্ধ ও জৈনগণ নিরাকারবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বিরাট্ বিরাট্ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। বুদ্ধগয়া, কাশী, সারনাথ, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানগুলি বৌদ্ধগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষী-স্বরূপ। মাউন্ট আবু (Mount Abu), পাণ্ডারপুর, কলিকাতার পরেশনাথ মন্দির প্রভৃতি স্থানগুলি জৈন-মূর্ত্তি-পূজার নিদর্শন-স্বরূপ। প্রকৃতপ্রস্তাবে বৌদ্ধ-জৈনগণের শ্রীমূর্ত্তি সমূহ পুতুলবিশেষ; ঐ সমস্ত মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না, কেবল পুণ্যস্মৃতি জাগরণের উদ্দীপন মাত্র; ইহারা উপাস্য বিগ্রহরূপে সেবিত হন না। আমরা আপনাদের নিকটবর্ত্তী

* সনাতন-ধর্ম্মে বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যাস্বরূপে পুরাণ-সমূহ যেরূপ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার মুসলমান-সমাজেও কোরাণের ব্যাখ্যা-স্বরূপ 'হাদিস'ও পূজিত ও সম্মানিত হইয়া থাকে।

শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথক্ষেত্রের ইতিহাস হইতেও বৌদ্ধগণের মূর্ত্তিপূজার ইঙ্গিত পাইয়া থাকি। জগন্নাথ-মন্দির কোনসময়ে বৌদ্ধ-গণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া 'বুদ্ধ', 'ধর্ম্ম' ও 'কীর্ত্তি'-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। উহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে বুদ্ধদেব, শ্রীসুভদ্রাদেবীকে 'কীর্ত্তি' এবং শ্রীবলরামকে 'ধর্ম্ম'—এইরূপ কল্পনা করিয়া সম্মান বিধান করিতেন। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা-মূর্ত্তির পুনঃ প্রকাশ করেন। শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে তাহা পৌত্তলিকতা বা বুৎপরস্ত-বাদেরই প্রতীক হইয়া পড়ে। এইজন্যই খৃষ্টান ও মুসলমানগণ হিন্দু-ধর্ম্মোপাসনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনের শূন্যবাদে এবং নিরীশ্বরবাদে কোনও পার্থক্য নাই।

মদ্রদেশীয় আচার্য্য শঙ্করের সাকার-নিরাকারবাদ

দক্ষিণ-দেশীয় আচার্য্য শঙ্করের নিরাকার-বাদেও সাকারবাদ ব্যবহারিক রূপে পঞ্চোপাসনার মধ্য দিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা"—এই বাক্যকেই পৌত্তলিকতার সৃষ্টিকারক বলিয়া মনে করি। সাধকের হিতসাধনের নিমিত্তই 'রূপ-কল্পনা'। হিত বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে আর রূপের আবশ্যক নাই। রূপের দ্বারা অরূপ প্রাপ্তি—ইহাই যুক্তি-বিরুদ্ধ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের বা শ্রীমূর্ত্তির অথবা 'নরাকৃতি পরব্রহ্মে'র নিত্যত্ব অস্বীকার করিলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। ব্যবহারিক আকার বা ঔপচারিক আকার স্বীকার করিয়া পরিণামে শ্রীমূর্ত্তির বিলোপ-সাধন করা বা জলাশয়ে বিসর্জ্জন করা পৌত্তলিকতার অন্তর্গত। আমরা তজ্জন্য জ্ঞানবাদীর সাকারবাদ বা 'ব্রহ্মের রূপকল্পনা'-বাদ বেদান্ত-দর্শনের বিরুদ্ধ মতবাদ বলিয়া মনে করি। কারণ, বেদান্ত-দর্শন বলেন—"ন প্রতীকে ন হি সঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৪) প্রতীক উপাসনার দ্বারা মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু 'সঃ' এই পদের দ্বারা সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ ভগবানের নিত্য-উপাসনাই মোক্ষের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'প্রতীকে' ঈশ্বরবুদ্ধি এইরূপ অধিকরণ-অর্থে অথবা 'প্রতীকেন' করণে তৃতীয়া-অর্থে যে-কোনরূপে অর্থ গৃহীত হউক না কেন, বেদান্ত-দর্শন প্রতীকোপাসনা মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং সাধকের হিতের জন্য "ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা" বৈদান্তিক উপাসনা নহে; পরন্তু উহা পৌত্তলিকতারই পরিপোষক মাত্র। ভগবানের নৈমিত্তিক মূর্ত্তি সিদ্ধিকালে বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং পরিণামে উপাস্য-বস্তুটীকে নিরাকার সাব্যস্ত করিয়া নাস্তিকতার আবাহন করে। আমরা

এই শ্রেণীর নিরাকারবাদের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের নিরাকারবাদ অন্যান্য নিরাকারবাদ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিলেও তাহা একপ্রকার নাস্তিকতা।

ভারতীয় অন্যান্য মতসমূহের সমালোচনা

আচার্য্য শঙ্করের পর আচার্য্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, রামানন্দ, নিম্বার্ক প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া বিশ্বে বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় সাকার-বাদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। আপনারা সকলেই তাঁহাদের বিধি-বিধান-অনুসারে অর্চ্চন-পূজাদি করিয়া আসিতেছেন। এস্থলে তাঁহাদের কথা আমরা আলোচনা করিলাম না।

আসাম-দেশীয় শঙ্করদেবের সাকার-নিরাকারবাদ

আনুমানিক ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আসাম-দেশীয় শঙ্করদেব যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্যভাবে 'মহাপুরুষিয়া' নামে পরিচিত। প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি অদ্বৈতবাদী হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপর নির্ভর করিয়া সাকার-নিরাকারের যে চিন্তাস্রোত তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। যদিও তিনি কৃষ্ণোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত মূর্ত্তির অর্চ্চা স্বীকার করেন নাই। আসামের কুত্রাপি শঙ্করদেব বা তাঁহার অনুগত মাধবদেবাদি জনগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বা রাধাকৃষ্ণের কোন অর্চ্চামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের কাল্পনিক মূর্ত্তির অর্চ্চন-পূজাও পৌত্তলিকতারই অন্তর্গত। মহাপুরুষিয়াগণ শঙ্করদেবের ও তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেবের রচিত গ্রন্থ কোন গৃহে স্থাপন করিয়া তাহারই পূজা, ভোগরাগ ও আরতি বিধান করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহাদের মহোৎসব। ইহা কতকটা শিখ-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। অথবা শিখগণই আসাম-দেশীয় শঙ্কদেবের এই মত অনুকরণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা মহাপুরুষিয়া-সম্প্রদায়কেও নিরাকারবাদী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, যদিও তাঁহাদের মধ্যে সাকারবাদের প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আসামদেশীয় শঙ্করদেব তাঁহাদের স্ব-রচিত "শ্রীচৈতন্য-ভতিমা" নামক একটী পদ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান ও অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচায়ক—সন্দেহ নাই। তাঁহার সমাজ-সংস্কারাদি দুর্নীতি পরিহারের উপদেশগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের অনুরূপ। (ক্রমশঃ)

পরমোপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে

আর্ত্তের নিবেদন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার,
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার।
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
গোলোকের ধন আনি' করিলে প্রচার।
জীব-দুঃখ দূর লাগি' আপনে আসিয়া,
কলিজীবে উদ্ধারিলে নাম-প্রেম দিয়া।
যাগ-যজ্ঞ-দান-হোম-ব্রত-চান্দ্রায়ণ,
তিন যুগে যত ছিল কৃচ্ছ্র তা সাধন।
সকল নিবারি' নামে সর্ব্বশক্তি দিয়া,
কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম অভিন্ন করিয়া।
নিজ ভাণ্ডারের গুপ্তধন উঘাড়িয়া,
দুর্ব্বল জীবেরে দিলে কৃতার্থ করিয়া।
কলিজীবে দিলে নিজে করি' সংকীর্ত্তন,
কলি-নিস্তারক নাম—'হরে কৃষ্ণ রাম'।
এহেন দয়াল বদান্যের শিরোমণি,
কোন যুগ-অবতারে কভু নাহি শুনি।
এহেন নামেতে মোর নহিল বিশ্বাস,
জড়সুখে মজি কৈনু অসতে বিলাস।
সর্ব্বশুভ তব নামে না হইল রুচি,
কেমনে এ নরাধম হ'বে বল শুচি।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মোর না হইল রতি,
আমা সমা ত্রিভুবনে নাহি পাপমতি।
কৃপা করি' কর যদি শুভ দৃষ্টিপাত,
তবে তো উদ্ধার পাই হ'তে আত্মঘাত।
নাহি কর্ম্ম-জ্ঞান-বল ভক্তি-প্রেমধন,
কেবল ভরসা মাত্র তব শ্রীচরণ।
তব দাস তোমা বিনা নাহি মোর গতি,
শুধু এ ভরসা মম হে জগৎপতি!

তব পাদপদ্মে যেন রহে মতি মম,
এইমাত্র ভিক্ষা মাগে এ পতিতাধম।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ার সাগর,
শ্রীচরণে পড়ি' কাঁদে অধম পামর।

—শ্রীপ্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী (ভাগলপুর)

কেশবপুরে বিচার-সভা

বিগত ১১ই আষাঢ় ১৩৬৬, ২৬শে জুন, শুক্রবার—কল্যাণপুর হইতে রিক্সাযোগে আসিবার পথে ইটামগরা গ্রাম হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে (১॥০ মাইল দূরে) কেশবপুর গ্রামে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বৈকাল ৬॥০ টায় কেশবপুর ময়দানে বিচারসভা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি বৈষ্ণবের 'দেব-দেবী-পূজা করা কর্ত্তব্য কিনা', তৎসম্বন্ধে একঘণ্টা-কাল বক্তৃতা করেন। এস্থলে স্মরণীয় যে, গত বৎসর ১৩৬৫ সালে উক্ত গ্রামে একটী শীতলা-দেবীর বারোয়ারী পূজা হয়। এই পূজায় **শ্রীযুত অযোধ্যা-নাথ দাসাধিকারী** মহাশয়কে ২৲ চাঁদা দিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি বলেন যে, আমরা শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত এবং তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেব-দেবীর পূজায় যোগদান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ-বিধায় তিনি তাহাতে অর্থ সাহায্য করিতে অপারক। এইরূপ বলায় গ্রামবাসিগণ তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দেব-দেবীর পূজা কর্ত্তব্য কিনা, তৎসম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করেন। তজ্জন্য গত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিচার-সভা আহূত হইলেও বিপুল বর্ষা-প্লাবনে উক্ত সভা হইতে পারে নাই। এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও আচার্য্যদেব পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ পিছলদায় মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে উপস্থিত হওয়ার সুযোগে কেশবপুর গ্রামে এই বিচার-সভা আহূত হয়। এই সভায় প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের বক্তৃতার পর আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ দাসাধিকারী মহাশয় কোন অন্যায় করেন নাই এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে দেব-দেবীর পূজা নিষিদ্ধ ও ইহা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম—ইহা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করেন। আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম পরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পরের দিন উক্ত গ্রামস্থ স্কুল-প্রাঙ্গনে সন্ধ্যাকালে অপর একটী সভার আয়োজন হয়। তাহাতে তিনি ধর্ম্মজীবন যাপন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, ধর্ম্মহীন জীবন পশু-জীবনের তুল্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনা করেন। উক্ত দুই দিবসই মাইকের সাহায্যে বক্তৃতা হইয়াছিল। অতঃপর ২৮শে জুন, রবিবার তিনি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার

(শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের প্রশ্ন-পত্র)

(To) His Holiness Tridandi-Swami Srimad
Bhakti Prajnan Keshab Maharaj
Sri Uddharan Gaudiya Math
Chowmatha, P. O. Chinsura (Hooghly) W. B.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) ১৮।৭।৫৯

শ্রীশ্রীভাগবত-চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পরম-পূজ্যপাদ মহারাজ! একটী বিষয় জানিবার জন্য আপনাকে লিখিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক উত্তরদানে সংশয় নিরসন করিবেন। বহু লোকের এবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।—

আপনার **শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায় ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে ২৮শে শ্রাবণ, শুক্রবার বিদ্ধা একাদশীতে ব্যবস্থা হইয়াছে**। পি. এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকায় এবং বেণীমাধব-পঞ্জিকায় উক্ত দিবস 'রাত্রৌ ইন্দ্রাদি-দেববিহিত ঝুলনযাত্রারম্ভঃ' এবং পূর্ব্বাহ্ণ ঘ. ৯।৩২।২৭ মধ্যে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গন্ধর্ব্বাচরিত ঝুলনযাত্রারম্ভঃ' দিয়াছেন। পরদিবস গোস্বামিমতে একাদশীদিবস পরিত্রারোপণ দেখা যায়। **উক্ত ঝুলন-যাত্রা ব্যাপারে কয়েকটী মতভেদ দেখা যাইতেছে**। এসম্বন্ধে **শ্রীপাদ মাধব মহারাজ** পর্য্যন্ত তেজপুর হইতে সংশয়াপন্ন হইয়া পত্র দিয়াছেন। **নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় পরিত্রারোপণী শুদ্ধা একাদশী হইতেই ঝুলনের প্রারম্ভ দেখা যায়। শ্রমণ মহারাজের নিকট লোক মারফত সংবাদে বুঝিলাম, তাঁহার বিচার নাকি নিখুঁত এবং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার বিচার—স্মার্ত্ত। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ** উৎসব-পঞ্জীতে শ্রমণের যে ব্যবস্থা তাহাই দিয়া ফেলিয়াছেন। একথা গতকল্য তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের time এ কি-প্রকারে অনুষ্ঠিত হইত জানিবার জন্য **'নদীয়া-প্রকাশে'** সন্ধান করিলাম। নবম বর্ষের ৪৪৮ গৌরাব্দে ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবারে (১৪৯শ সংখ্যা) প্রকাশিত সংখ্যায় বার্ষিক উৎসব-পঞ্জীতে উক্ত বৎসর ৪ঠা ভাদ্র একাদশীর উপবাস-তিথিতে ঝুলনযাত্রা লিখিয়া ৭ই ভাদ্র

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা মহোৎসব, উক্ত দিবস শ্রীবলদেবাবির্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থানুযায়ী মনে হয়, শুদ্ধা একাদশীতেই ঝুলন আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ অনুষ্ঠান ৪ দিবস কাল ছিল। শ্রীধর মহারাজ গৌড়ীয়-পত্রিকাতেও কোন বর্ষে ঐরূপ পাইয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, **আপনার বিচারানুযায়ী পঞ্চম দিবস যাবৎ ঝুলনের ব্যবস্থা এবং শ্রমণের বিচারে চতুর্থ দিবস যাবৎ স্থিতি।** পি. এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকায় ও আপনার একই ব্যবস্থা। উক্ত পঞ্জিকাতে একটী শ্লোক আছে—

"শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু **একাদশ্যাদি পঞ্চকে।**
হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গমভীপ্সুনা॥"

এই শ্লোকটী কোথায় পাওয়া যায়? যদি প্রামাণিক হয়, তবে প্রণিধানযোগ্য। উহাতে **'পঞ্চকে' শব্দের দ্বারা কি একাদশী আদি পঞ্চম দিবস যাবৎ—এইরূপ অর্থ হয়?** এই বিচারেই ত' পাঁচ দিন হওয়া বিধি। 'নদীয়া-প্রকাশে' ৪ দিন দেখা গেল। শ্রমণের বিচারেও তাহাই। তবে শ্লোকোক্ত উক্ত 'পঞ্চকে' শব্দের সার্থকতা কোথায়? **শ্রমণ মহারাজ শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি সম্বন্ধে ভ্রান্তি করিয়াছেন এবং তাহা স্বীকারও করিয়াছেন।** প্রায়ই অনবধানযুক্ত সিদ্ধান্ত আমাদের চক্ষে পড়িয়া যায়। **আপনি সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্তটী জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন প্রার্থনা।** দণ্ডবৎ জানিবেন। নিবেদন ইতি—

—দাসাভাস **শ্রীভঃ প্রাঃ দামোদর**

উক্ত পত্রের উত্তর

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

দামোদর মহারাজ! তোমার ১৮।৭।৫৯ তাংএর পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। মায়াপুরের তীর্থ মহারাজের দলের পঞ্জিকার সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পঞ্জিকার বিচারের পার্থক্য উপস্থিত হইলেই, উভয় পঞ্জিকাকারকেই তাঁহাদের পার্থক্যের বিষয় অবগত করানো বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তিথি, পর্ব্ব, ব্রত, উপবাসাদির বিচারে শ্রমণ মহারাজ বা তীর্থ মহারাজের ভুল হইতেছে, কিম্বা আমাদের ভুল হইতেছে—ইহা সকলেরই জানা দরকার। তোমার এই পত্র পাইবামাত্রই উত্তর দিতে গিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, ইহার উত্তর কেবল তোমাকে দিলে চলিবে না, ইহা সর্ব্বসাধারণেরই জ্ঞাতব্য

বিষয়। অতএব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাতেই বিস্তারিত সমালোচনাসহ উত্তর দিতেছি। বিশেষতঃ তুমি লিখিয়াছ—"**শ্রীপাদ মাধব মহারাজ** পর্য্যন্ত তেজপুর হইতে সংশয়াপন্ন হইয়া পত্র দিয়াছেন"; এমন কি, **"পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ** উৎসব-পঞ্জীতে শ্রমণের যে ব্যবস্থা তাহাই দিয়া ফেলিয়াছেন"। সুতরাং এই ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাতেই' আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিয়া তোমাকে পৃথক্ পত্রে আর জবাব দিলাম না। তদুপরি শুনিলাম, তুমি শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে কার্য্য-ব্যপদেশে অন্যত্র গিয়াছ।

শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজের উক্তি—'নিখুঁত' কি (?)

তুমি লিখিয়াছ—"শ্রমণ মহারাজের নিকট লোক মারফত সংবাদে বুঝিলাম, তাঁহার বিচার নাকি **নিখুঁত** এবং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার বিচার—**স্মার্ত্ত**।" এস্থলে শ্রমণ মহারাজের 'নিখুঁত'-শব্দটী ও 'স্মার্ত্ত'-শব্দটীর বিচার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ **'নিখুঁত'** কথাটী লইয়া বিচার করিতেছি। এই প্রসঙ্গে তোমার পত্রের শেষভাগে লিখিত "শ্রমণ মহারাজ শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি সম্বন্ধে **ভ্রান্তি** করিয়াছেন এবং তাহা স্বীকারও করিয়াছেন," ইহা যদি শ্রমণ মহারাজের সরল ও সত্যকথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত তাঁহার বিচার 'নিখুঁত'—ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? তিনি স্বয়ং তাঁহার পঞ্জিকার একস্থানে ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া অন্যত্র আবার দম্ভ করিয়া 'নিখুঁত' বলিলেন কেন? আমরা ইহার সার্থকতা কিছুই বুঝিলাম না। তবে কি 'নিখুঁত' শব্দ ভ্রান্তি অর্থেই ব্যবহৃত? তাহা না হইলে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, পঞ্জিকার অন্যত্র নানাপ্রকার ভুল থাকিলেও তাঁহার **ঝুলনযাত্রা** সম্বন্ধে বিচারটী 'নিখুঁত'। অথবা তিনি হয় ত বলিবেন,—তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হেতু দুই-একটী পর্ব্ব বা উৎসব ভ্রমক্রমে তাঁহার শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় প্রদর্শিত না হইলেও যে যে পর্ব্ব ও যাত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা 'নিখুঁত'। তিনি যে-কোন যুক্তিই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহার এই 'নিখুঁত' কথাটী কোন প্রকারেই টিকিবে না। সে যাহাই হউক না কেন, তীর্থ মহারাজের তরফের পঞ্জিকা যাহা শ্রমণ মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ সম্পাদন করিতেছেন, এত কাল পরে তাহার আবার সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রমণ মহারাজের পঞ্জিকার বিরুদ্ধে রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের ব্যবস্থায় ভ্রান্তি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়াছি। পরে অন্যান্য বিষয়েও সমালোচনা করা হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর মায়াপুর হইতে প্রকাশিত পঞ্জিকার নানা প্রকার ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও

অধিক তিক্ততার সৃষ্টির অনাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া ছিলাম। তোমার এই পত্রখানি পুনরায় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। জগতের মঙ্গল হউক; "তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ" ইহা জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা নহে। সুতরাং তোমার এই পত্রের উত্তর বিশ্বের মঙ্গল আনয়ন করিবে।

শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজের উক্তি—'স্মার্ত্ত' (?)

শ্রমণ মহারাজ বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার বিচার **'স্মার্ত্ত'**। তাঁহার এই 'স্মার্ত্ত' উক্তিটী আমাকে বর্ত্তমান সময় হইতে ১০ বৎসর পূর্ব্বেকার একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৭ পৃষ্ঠায় **"স্মার্ত্ত শ্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা"** শীর্ষক রথযাত্রা প্রসঙ্গের একটী প্রবন্ধ আমার স্মরণপথে আসিল। আমরা শ্রমণ মহারাজকে চিরদিনই 'স্মার্ত্ত' বলিয়া জানি। অর্থাৎ তিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানুন বা না-ই জানুন, বৈষ্ণবগণ যাহাকে 'স্মার্ত্ত' বলিয়া হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, আমরা তাহাকে হেয় 'স্মার্ত্ত' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এবার দেখিতেছি, তিনি ঐ উক্তি আমাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা স্মৃতিশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ সন্ধান রাখি বলিয়া 'স্মার্ত্ত' খেতাবটী মানিয়া লইতে আমাদের বাধা নাই। তবে আমরা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর সাত্বত-স্মৃতির অধীন, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর "হরিভক্তি-বিলাস"-স্মৃতির অধীন, সুতরাং আমরা 'স্মার্ত্ত'। সাত্বত-স্মৃতির অধীনগণও 'স্মার্ত্ত'—তবে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়। আর—শ্রমণ মহারাজ সাত্বত স্মৃতির ধারও ধারেন না, বিশেষতঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসকে বহু ক্ষেত্রে উল্লঙ্ঘন করিয়াই চলেন। মায়াপুর হইতে প্রকাশিত তাঁহার "শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকাই" ইহার প্রধান প্রমাণ। পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ নামক জনৈক পণ্ডিত মহাশয় শ্রমণ মহারাজের গত ২ বর্ষের পঞ্জিকা আলোচনা করিয়া একটা Exercise Bookএর খাতা ভর্ত্তি করিয়া তাঁহার ভ্রান্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রকাশ করিতে হইলে আর একখানি বিরাটকায় গ্রন্থে পরিণত হইবে। আমরা আবশ্যকমত কিছু কিছু অংশ ক্ষেত্র-বিশেষে প্রকাশ করিব। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় শ্রমণ মহারাজ বা তীর্থ মহারাজের অপরিচিত নহেন—কারণ তিনি মায়াপুরের অস্থায়ী টোলে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে **ঝুলনযাত্রা** প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি।—

ঝুলনযাত্রার দিন-নির্ণয়

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত **"শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায়" (৪৭৩ গৌরাব্দ) ২৮শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট, শুক্রবার একাদশী-তিথি হইতে ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত পাঁচ দিন শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব নিরূপিত হইয়াছে।** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিশুদ্ধ বিচার অনুসরণ করিয়াই উক্ত তিথি-পঞ্চকে ঝুলনযাত্রা নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাই গোস্বামীবর্গের অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ মত। দুঃখের বিষয়, শ্রীমায়াপুর হইতে তীর্থ মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ এই বৎসর যে **'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'** প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ৬২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইতেছি, তিনি **২৯শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শনিবার** দ্বাদশী তিথি হইতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ বলিয়া লিখিয়াছেন এবং **১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার** পর্য্যন্ত চারি দিনে ঝুলনযাত্রা সমাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তিবশতঃই এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারাই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ। গৌড়ীয় গোস্বামিমতে একাদশী-তিথি হইতে পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্তই ঝুলনযাত্রার বিধি প্রচলিত। যদিও শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই; তথাপি বাংলা দেশে ও বৃন্দাবনে এই ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী **মাধ্যাহ্নিক** বৃন্দাবনীয় ঝুলনযাত্রা-মহোৎসবের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন—

আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ সখীতাঙ্গঃ কৃষ্ণাব্দঃ
কৌন্দী-বৃন্দাদীনাং চক্ষুর্বাপীহালী-তৃষ্ণাহৃৎ।
লীলা-কীলালালী-ধারাপাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বংশ্রী-
বৃন্দারণ্যেঽসৌ জীয়াদেবং দোলা-লীলাখেলঃ॥
—(শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ১৪।৭৬)

তিনি **পূর্ব্বাহ্ণ-লীলায়ও** এই হিন্দোল-লীলার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কবিরাজ গোস্বামীর মাধ্যাহ্নিক-লীলোচিত ঝুলনযাত্রার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ ঝুলন সম্বন্ধে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। অবশ্য সে-সমুদায় কীর্ত্তনগুলিই যে সিদ্ধান্ত-সমন্বিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টতঃই গৌরনাগরী-

বাদের প্রতিধ্বনি। তাঁহাদের রচিত বা বর্ণিত ঝুলনলীলা যে একদিনেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে সকলেরই বর্ণনার মধ্যে শ্রাবণ মাসেই ঝুলন হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস মল্লার-রাগে কীর্ত্তন লিখিয়াছেন—

আষাঢ় গত পুন **মাহ শাঙন**
সুখদ যমুনা-তীর।
চান্দিনী রজনী সুখময় সুখদয়
মন্দ মলয় সমীর॥
* * * *
কল্পদ্রুম তল ছাহ শীতল
রচিত-রতন-**হিঁডোর**।
ঝুলয়ে তছু পর গৌরি শ্যামর
ঝুলায় সখী দুই ওর॥

—(সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'-৪৪৬ পৃঃ)

শ্রীউদ্ধবদাসের এই পদ হইতে জানা যায়, আষাঢ়-মাসের পরই শ্রাবণ-মাসে যমুনার তীরে কল্পদ্রুম-তলে **চাঁদনী রাতে** অর্থাৎ শুক্লপক্ষে ঝুলন হইয়াছিল। ইহা হইতে শ্রাবণ-মাস, শুক্লপক্ষ এবং রজনী-যোগেও ঝুলনযাত্রার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমস্ত **দিবারাত্র পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন সর্ব্বসময়েই ঝুলন হইতে পারে।**

এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে এই—বৈধমার্গে কৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় সেবকগণ কোন্ তিথি অবলম্বন করিয়া ঝুলনযাত্রা আরম্ভ করিবেন এবং কোন্ তিথিতে সমাপ্ত করিবেন? **বৃন্দাবনে বা ব্রজে বহুকাল হইতেই শ্রাবণ-মাসের শুক্লা-তৃতীয়াতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শ্রাবণ-মাসের একাদশী-তিথি হইতে ইহা আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশে এই রীতি সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই।**

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ পূর্ব্বোল্লিখিতমত ৫ পাঁচটী তিথিতেই ঝুলনযাত্রা নিরূপণ করিয়া বিশুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা একাদশী তিথি হইতে অর্থাৎ ২৮শে শ্রাবণ হইতে ১লা ভাদ্র পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা গোস্বামিমতে নিরূপিত হইয়াছে। অন্যমত ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য। (ক্রমশঃ)

চুঁচুড়ায় শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। চুঁচুড়া সহরের অন্যত্র দুই-একটী রথযাত্রা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাপেক্ষা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত রথযাত্রা-মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য সর্ব্ববাদি-সম্মত। বিশেষতঃ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন; রথযাত্রা, হেরা-পঞ্চমী, পুনর্যাত্রা এবং তৎপরে **প্রসাদ বিরণ**—এই যাত্রা মহোৎসব সাধারণের চিত্তাকর্ষক। তদুপরি সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসবের অধিবাস-রূপে পালিত হয়। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবারে অধিক পরিমাণে জনসমাগম হওয়ায়, মঠ-সেবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত দ্বাদশ দিবস যাবৎ সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি স্থানীয় অধিবাসিগণের চক্ষু-কর্ণ-রসায়ণ হইয়াছে। এই রথযাত্রা উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করিব।

ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

এ বৎসর ২৮শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট, শুক্রবার একাদশী তিথি হইতে ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব হইবে। কেহ কেহ এই বৎসর ২৯শে শ্রাবণ, শনিবার দ্বাদশী দিবস হইতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্তিযুক্ত এবং গৌড়ীয়-গোস্বামি-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত। আমরা এসম্বন্ধে **"শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার"** শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচনা ও বিচার প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকবর্গ এই সংখ্যার ২৩৩-২৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিবেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উক্ত তিথি-পঞ্চকে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীঝুলনযাত্রা হইবে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই **ঝুলনযাত্রা উৎসবে** দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণাদির আহ্বান জানাইতেছি। দিবসে ও রাত্রে শয়ন ও ভোগের সময় ব্যতীত সর্ব্বসময়েই ঝুলনের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

আরও আনন্দের বিষয় যে, এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম-প্রদেশস্থ **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে** বিপুল আড়ম্বরের সহিত ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। আমরা সকলকেই বিশেষতঃ আসামবাসী ভক্তবৃন্দকে এই উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করি। পরপৃষ্ঠায় কার্য্য-সূচী-সম্বলিত নিমন্ত্রণ-পত্র মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,**

পোঃ গোলকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া) আসাম

শ্রাবণ ১৩৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর **ঝুলনযাত্রা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** এবং **নন্দোৎসব** উপলক্ষে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২৮শে শ্রাবণ ১৩৬৬, ইং ১৪ই আগষ্ট ১৯৫৯, শুক্রবার হইতে ১০ই ভাদ্র ১৩৬৬, ইং ২৭শে আগষ্ট, ১৯৫৯ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গার ও ঝুলন-সজ্জা দর্শনের বিশেষ আয়োজনও হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। **নিম্নে দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল।** ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। ২৮শে শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র পর্য্যন্ত—**ঝুলন** ও সকাল সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তন, **ছায়াচিত্রে বক্তৃতা।**

২। ৩রা ভাদ্র হইতে ৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত—সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ ও কীর্ত্তন।

৩। ৯ই ভাদ্র, বুধবার—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও জন্মলীলা পাঠ এবং উদয়াস্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-পারায়ণ।

৪। ১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীনন্দোৎসব ও **প্রসাদ বিতরণ।**

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুত সুদামসখা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

১১শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৩০ হৃষীকেশ, ৪৭৩ গৌরাব্দ | বৃহস্পতিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৬ ; ইং ১৭।৯।৫৯ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোলম-লীলা-বর্ণনম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্)

(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যে একাদশসর্গে—১২-৩০)

ঊর্দ্ধোর্দ্ধোরুশ্যামশাখা-সহস্রৈঃ
পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্মরন্দৈঃ।
শম্পান্তোদ-শ্রীর্জয়ন্ত্যং বিশন্তৌ
নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ ॥১॥

বন-শোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কদম্ব কাননে যাইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই কদম্ব-কাননে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধস্থিত শ্যামবর্ণ সহস্র সহস্র শাখার উপরি পীতবর্ণ অসংখ্য বিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোধ হয়, বিদ্যুৎযুক্ত জলধরের শোভাকে জয় করিয়াছে ॥১॥

মধ্যে তস্যা যা মণীকুট্টিমাল্যো
দ্রাঘীয়স্যঃ কৃষ্ণমুদ্বপ্রভূতাঃ।
তা বিন্দন্তেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং
জাগ্রত্যা সত্যালিপাল্যৈব পাল্যাঃ ॥২॥

সেই কদম্বাটবীতে যে অতিদীর্ঘ কুট্টিম-শ্রেণী (অর্থাৎ সারি সারি বেদী বা ছত্রি) রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হয়,—ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্র ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দকেই যেন সেই কুট্টিম শ্রেণীরূপে কেয়ারি করিয়া কে রাখিয়াছে, যাহার উপরি অনবরত কদম্ব-কুসুমগণ মধুবর্ষণ দ্বারা সেচন করিয়া থাকে এবং পরম সুন্দর ভ্রমরগণ বীতনিদ্র হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকে ।২॥

তৎপ্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্দ্বিদ্বিবৃক্ষো-
দঞ্চচ্ছাখাদ্যোহন্যসংশ্লেষভঙ্গ্যা।
গোপানস্যৈবাঞ্চিতাঃ সন্তি পুষ্প-
প্রালম্বাঢ্যা মারকত্যো বলভ্যঃ ॥৩॥

এক এক বেদীর দুই প্রান্ত হইতে দুই দুই স্তম্ভ-সদৃশ কুসুমিত কদম্ব-তরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের শাখাগণের সম্মিলনে গোপানসী-যুক্ত মরকত-মণি নির্ম্মিত বলভী শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান্ হয় এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুসুম-শ্রেণী পুষ্পের প্রালম্ব (বন্ধনমালা) বৎ শোভা পাইতেছে ॥৩॥

তত্তচ্ছাখালম্বিতদ্বিদ্বিশোণ
শ্রীমন্মুক্তামুক্তরজ্জুপ্রণদ্ধাঃ।
'হিন্দোলাল্যো' দ্বিদ্বিসৌবর্ণপট্ট্যা
ভাতা বাতান্দোলিতাঃ সন্তি নিত্যম্ ॥৪॥

সেই দুই দুই বৃক্ষের শাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে মুক্তা-গ্রথিত-রজ্জুর দ্বারা বাঁধা হিন্দোলিকা-শ্রেণী অনবরত মন্দ পবনে আন্দোলিত হইতেছে ॥৪॥

পুষ্পৈঃ সূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণচেলান্তরস্থৈ-
র্বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।

আচ্ছন্নাস্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ-
স্তবাকৃষ্টুং সাধু শক্তিং তদাধুঃ ॥৫॥

কিঙ্করীগণ কলা প্রকাশিয়া কোমল সুগন্ধি পুষ্পের বৃন্ত উন্মোচন-পূর্ব্বক হিন্দোলিকা-সমূহের উপরি আস্তরণ করিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম কোমল চেলদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। সেই হিন্দোলিকাগণ সৌরভ ও সুকুমারতার দ্বারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে শক্তি ধারণ করিয়া থাকে ॥৫॥

মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঞ্চৎ পতাকাং
বীক্ষারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানামিবৈতাং
মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ ॥৬॥

হিন্দোলিকা-শ্রেণীর মধ্যে পতাকাযুক্ত একখানি পরমোৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্যামধামা শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল—শোভা দেবী-কর্ত্তৃক সেব্যমানা হিন্দোলিকার উপরি মূর্ত্তিমান আনন্দ যেন অধিষ্ঠিত হইলেন ॥৬॥

কর্ষন্ কান্তাং হর্ষবর্ষাসু সম্যক্
তিষ্যন্ হস্তালম্বমালম্বমানাম।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং
প্রেম্নো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যম্ ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-বর্ষায় সম্যক প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য অর্থাৎ ভিজিবার জন্য হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে আকর্ষণপূর্ব্বক হিন্দোলিকার উপরি উঠাইয়া আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন মূর্ত্তানন্দের সম্মুখে বিনিদ্র প্রেমের বাপী উপবেশন করিলেন ॥৭॥

পুষ্পাবল্যারাত্রিকেণাস্যপদ্ম-
দ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসঙ্ঘঃ সগানম্।
হারোষ্ণীষাদ্যাপয়ন্ সুস্থিতত্বং
স্রক্-তাম্বুলস্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ ॥৮॥

আলীসমূহ গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিক দ্বারা রসিক-যুগলের বদনযুগল নির্ম্মঞ্ছন করিয়া আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্ত হার,

উষ্ণীষ প্রভৃতি সুস্থির করিয়া মাল্য, তাম্বুল ও চন্দনাদির চর্চ্চার দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥৮॥

কাঞ্চ্যামুক্তপ্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলান্তে
কিঞ্চিৎপৌর্ব্বাপর্য্যতোঽঙ্ঘ্রী বিবৃত্য।
কুব্জীভূয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যা-
বন্যাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ ॥৯॥

পরে হিন্দোলিকার দুই দিকে দুই প্রাণসখী কাঞ্চীসহ সাটির অঞ্চল বাঁধিয়া দোলাইবার জন্য দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা গ্রহণপূর্ব্বক পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে পদযুগ বিবৃত করিয়া দোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্য ধন্যতর দুই প্রাণসখী করকমলে পুণ্য তাম্বুল-বিটীকা ধারণপূর্ব্বক দুই দিকে থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বেগাবসানে অবকাশ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনে তাম্বুল-বীটিকা প্রদান করিতে লাগিলেন ॥৯॥

অন্যে ধন্যে নিষ্ঠতঃ স্নেক্ষমাণে
ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বুলবীঠ্যৌ।
যূনোরাস্যান্তোজয়োরর্পয়ন্ত্যৌ
বেগোপান্তে মঙ্ক্ষুলব্ধাবকাশে ॥১০॥

অন্য সাধুশীলা মান্য সখীগণ হিন্দোলন উৎসবে আনন্দিত হইয়া হস্তযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি প্রশস্ত রাগযুক্ত পরাগ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদের নয়ন অতুল হর্ষলাভ করিতে লাগিল ॥১০॥

আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্ত্য ইবান্যাঃ
পর্ব্বশ্রীলাঃ সর্ব্বতঃ সাধুশীলাঃ।
হস্তোদস্তৈঃ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ-
শ্চক্রুর্বৃষ্টিং দৃষ্টিমাপ্যয় হৃষ্টিম্ ॥১১॥

গগণমণ্ডলে দেবীগণ তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন লীলা দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ দেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"অহো! অদ্য আমাদের কি সৌভাগ্য উদয় হইল, তাহার ফলে শ্রীরাধামাধবের অপরূপ হিন্দোল-লীলা দেখিতেছি" ॥১১॥

দেব্যস্তিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং
তৌ পশ্যন্তঃ শ্যন্ত্য এবাখিলাধিম্।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা
দিব্যাতেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষম্ ॥১২॥

তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সহ বিহারে অভিলাষ সত্ত্বেও গোপীদেহ অপ্রাপ্তি-বশতঃ সে আশা সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শনে সকল আধি দূরে গেল, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াও দিব্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তৎসঙ্গিন্যো বিপ্রুষো বৃষ্যমাণা
হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মরন্দত্বমাপুঃ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ৈ-
র্মুক্তাবৃন্দৈরন্যবিন্দন্তমৈত্রীম ॥১৩॥

যৎকালে দেবীগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় গগনস্থ মেঘও পরমানন্দযুক্ত হইয়া যে জলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা পুষ্পের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গণের অঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহাদের মুক্তা-ভূষণের সহিত মিত্রতালাভ করিল—অর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজরামাদিগের মুক্তাভূষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥১৩॥

জৃম্ভোদঞ্চৎসৌরভব্রাতমাদ্য-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজা মুখেন।
গীতৈর্নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি
দ্যামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী ॥১৪॥

হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সখীগণ বীণাদি যন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন, সেই গান সুরলোক অবধি আচ্ছাদন করিল ; এবং গানকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যে জৃম্ভা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতে শ্রীমুখের অসামান্য সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে, তাহা দ্বারা অলিকুল আকুল হইয়া শ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল,—অলিকুল যেন শ্রীব্রজসুন্দরী-দিগের শ্রীমুখের স্তুতি করিতেছে ॥১৪॥

নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্কমাল্যা-
ন্যাতোদ্যত্বং কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যাঃ।
বক্ত্রে স্মিত্বা সভ্যতামাদদাতে
যূনোর্দোলানন্দচন্দ্রে প্রবৃদ্ধে ॥১৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-বিহার জন্য আনন্দচন্দ্র ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ইঁহাদের হার, তাড়ঙ্ক ও মাল্য নাচিতে লাগিল, এবং কিঙ্কিণী, নূপুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী বাদ্য করিতে লাগিল এবং ইঁহাদের বদনের তাৎকালিক মৃদু হাস্য সভ্য হইল ॥১৫॥

অন্যোন্যাঙ্গপ্রোচ্ছলৎকান্তিসিন্ধো-
র্ব্বীচীব্রাতামন্দহিন্দোলিকাসু।
প্রাপ্তান্দোলাস্যোহন্য-নেত্রারবিন্দ-
শ্রীসন্দোহৈরাঢ্যতামাপুরাল্যাঃ ॥১৬॥

এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি দুলিতেছেন, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক প্রোচ্ছলিত কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গবৃন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন-কমল দুলিতে লাগিল, যাহার শ্রীসমূহ দ্বারা সখীগণ আঢ্যতা লাভ করিলেন—অর্থাৎ দোলন-সময়ে পরস্পরের কান্তি দর্শন-জাত আনন্দবশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিশয় শোভা দেখিয়া সখীগণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন ॥১৬॥

ইত্থং চেতস্ত্বেতয়োর্দোলয়ন যৎ
কামো বামোহপ্যন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তেরেব তত্র প্রভাবঃ
কোহপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ ॥১৭॥

যেরূপ উভয়ের কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন, এইরূপ লীলার প্রতিকূল কাম উভয়ের মনকেও পুনঃ পুনঃ দোলাইয়াও হিন্দোলন-লীলার কিছুমাত্র অন্তরায় করিতে পারে নাই, লীলা-শক্তির অনির্ব্বচনীয় কোন ওজস্বী প্রভাব তাহার হেতু ॥১৭॥

দোলারজ্জালম্বশাখে স্ব-লৌল্যা-
দেতৌ চঞ্চৎপঞ্চশাখাগ্রগাভিঃ।

পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ
সেবতে স্মামোদনৈর্বীজনৈঃ কিম্ ॥১৮॥

যে তরুশাখা-যুগলে দোলারজ্জু বাঁধা আছে, তাহারাই দোলা-বেগে চপল হইয়া শাখাগ্রবর্ত্তী কুসুম-সম্বলিত পত্র-শ্রেণী-রূপ সুগন্ধি-ব্যজন-দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল ॥১৮॥

তত্তৎ পত্রাল্যন্তরানন্তশিল্প-
প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্য-খণ্ডান্।
যত্নৈর্ভৃঙ্গানাশকন্ যদ্ভ্রমন্ত-
স্তত্রাগুঞ্জন্ কেবলং সাপি শোভা ॥১৯॥

সেই সেই শাখাস্থিত পত্রের মধ্যে মধ্যে বহুশিল্পদ্বারা গ্রথিত মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত দুলিতেছে, ভৃঙ্গগণ তাহা ধরিবার জন্য প্রযত্নবান হইয়াও ধরিতে পারিতেছে না, কেবল চঞ্চল মাল্যখণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল ॥১৮॥

ত্রিবিধ অধিকার

উত্তমাধিকার

যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণরূপে প্রতীত হয়, অদ্বয়জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাঁহারই ভাবব্যঞ্জক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথগ্‌ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ-বিশেষের ধারণা হয় না, ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা যাঁহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদিতর বস্তুর প্রতিকূল ভাব যিনি কোথাও দর্শন করেন না, সকল বস্তুই একাধারে অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

যাঁহারা ভোগ্য বা দৃশ্য জ্ঞানে দর্শকসূত্রে ত্রিগুণতাড়িত হইয়া ভাল-মন্দের বিচার করেন, নিজের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রযুক্ত বাস্তব বস্তু হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধিতে স্থূলবস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন এবং ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিচার করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ দর্শনের বিচার মাত্র বোধে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কুদর্শনের সহিত মহাভাগবতের সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের অনুকূলতার পরিণাম পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রতিকূল ব্যাপারের প্রতীতির সহিত যাঁহারা অসহযোগ-সম্পন্ন, তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উন্নত হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্ত-বিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্তপূজা-রহিত হইয়া ভগবৎপূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে পরোপকার-রত হইয়া সৌভাগ্যবন্ত জনগণকে সঙ্গদ্বারা মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কপট ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ পরিহার কামনা করেন। তাদৃশ মধ্যমাধিকারের পূর্ণতাভিমুখে অভিযানকালে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের গুরুত্ব কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিভাত, কর্ম্মনিষ্ঠাধিকারের সাফল্য জ্ঞান-নিষ্ঠাই ত্যক্তকুকর্ম্মাধিকার জীবকে সৎকর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত করায় এবং সৎকর্ম্মাধিকারী জীবের কৃষ্ণেতর বিষয় বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাহাকে কনিষ্ঠাধিকারের চরণে প্রপত্তি করায়। কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচারপ্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা হইলে মহাভাগবত গুরুর সেবন-প্রভাবে সেই মহাভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্তকে ক্রমশঃ অধিকার করে। তখন তিনি পরমহংস মহাভাগবতাধিকারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপের উপদেশ প্রদত্ত—'শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা'—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিকী শক্তি যে, তিনি ভক্তপ্রসাদজ কৃপাশক্তি বিতরণে মধ্যমাধিকারী নিজানুগ-জনগণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণের চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ, মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণজনক ভাবের স্তাবক নহে,

তাহারা উত্তমাধিকার আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া কংস, অঘ, বক ও পূতনাদির আনুগত্যক্রমে শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ভোগিকুল নিজ-নিজ-অপস্বার্থ-প্রভাবে ভগবৎসেবাবিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজন-ঔৎসুক্য দেখা যায় না।

উত্তমভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগ্যানুসন্ধান-রহিত হন; সেই কালে নির্ম্মুক্তাভিলাষ হইয়া তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রপঞ্চস্থিত মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপদশা অতিক্রম করিয়া নিজস্থায়ী ভাবরতির বিক্রম স্তব্ধ করিতে না পারায় চিদচিৎ সমস্ত বস্তুতেই নিজাভীষ্ট ভগবৎপ্রাকট্য-দর্শন অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দ্দর্শনে সাধারণোচিত বুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্যবস্তুটি চিদুপকরণের আধারে সমাগত—এরূপ বোধ হয়। নিত্য বিষয়াশ্রয়ে ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং বন, লতা ও তরুতে ভোগ্যবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তমালাদি বৃক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। নিত্য সেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদ্গমে ভগবৎপ্রেমা বহির্দ্দর্শনে দৃষ্ট চিদচিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

মায়াবাদী স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিচারে আক্রান্ত হইয়া 'নন্বস্তদা তদুপধার্য্য'—শ্লোকের তাৎপর্য্য ও 'কুররি বিলপসি ত্বম্'—শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিদ্‌বিলাস বিচার হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি করেন। ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য বৈচিত্র্য অবস্থান করায় ব্রহ্মজ্ঞানীর নৈর্ব্বিশিষ্ট্য হেয় ও অবর বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড় সাকার, নিরাকারাদি পার্থিব জ্ঞান, জড়সত্তা ও জড়সত্তাদি অষ্বকাশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হওয়ায় প্রীতি-পরাকাষ্ঠার সহিত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের নিত্যবিরোধ বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান নাই, তাহারা হৈতুকী ও ব্যবধানযুক্তা বিদ্ধভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া উহার আদর করিতে পারে। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র। ভগবানে প্রণয়াধিক্যবশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্ট দর্শন মহাভাগবতেই সম্ভব। কামুকসকল যেরূপ সর্ব্বত্র কামিনীর অঙ্গাঙ্গি-দর্শন-বিচারে তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র চিন্ময়ী ভগবৎসেবার ধারণাতেও উত্তম ভক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃত-বুদ্ধি ও বিবেক বিচারের গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারে তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ দর্শন, সেখানে সেব্য-

সেবক-বিচার হইতে বিচ্যুত ভাবের দর্শন নাই; যেহেতু উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই; সুতরাং চিদ্‌বিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এই জন্যই ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

মধ্যমাধিকার

ভগবানের তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎ-সেবাকার্য্যে প্রীতিরহিত, ভগবৎসেবকে বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত, সেবানিরপেক্ষের প্রতি কৃপাহীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষাযুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা প্রেমে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্‌বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমান্বিত জনগণে শুশ্রূষারহিত হইয়া এবং ঈশসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণে আদরাভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ববর্জ্জিত। দয়ার স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্বিমুখ আশ্রয়বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। বিমুখ জীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশও তাহার প্রতি সদয়চিত্ত-বৃত্তিরই পরিচয় মাত্র। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে সমদর্শন, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতা মাত্র।

সাধনরাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের অনুপলব্ধি থাকিলে জীব কনিষ্ঠাকারে অবস্থিত হন, তখন তাহার ঈশ্বর সেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য-নির্দ্দেশে মিত্রতার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেইকালে তিনি ভগবদুন্মুখ ভগবৎসেবা-নিরপেক্ষ ও ভগবদ্‌বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। যে কালে ভক্তাভক্ত-বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অধঃপাতিত করিয়া ভগবৎ-সেবাবিমুখ করায়। সেবনের সুষ্ঠুতা ও স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধি জন্য সেবাবিমুখজনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফলকামী, ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠ-

গণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-ধর্ম্মের পূর্ণাধিকার না হওয়ায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকূল সঙ্গ তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গল বরণ-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গর্হণ করিয়া সাধারণ সমঞ্জসতার পক্ষ গ্রহণ করা কখনও আদরণীয় নহে। অনধিকারী যে-কালে সমন্বয়বাদ-প্রচারকল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে স্তাবক-সংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহা-দিগকে অনুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেইকালে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম হইয়া জীবের কেবল ধর্ম্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাণ্ডব-নৃত্য পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারিপ্রকার বস্তুর বিলাস অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে উপস্থিত হয়। তত্তদ্‌বিলাসের ঔপকরণিক সেবন-যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি-সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎ-সেবারত জনগণের প্রীতি-শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রণতি-মুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধ-ক্ষয়কামী কনিষ্ঠাধিকারীকে নামভজনে উৎসাহ-প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তি-বিরোধী জড়প্রমত্ত অহঙ্কারী জন-গণের সঙ্গ-বর্জ্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অভিধেয়-বিচার—ভক্তি

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তি-মীমাংসা-গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—

"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে"

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে; এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপাক হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূল তত্ত্ব ব্যতীত বিশেষ

বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাণ্ডিল্য-সূত্র, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তি সম্বন্ধে কথা অবগত হইবেন।

প্রীতির ন্যায় ভক্তি-প্রবৃত্তি দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরম-পুরুষ, সর্ব্ব-রাজ-রাজেশ্বরভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন; পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা, মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপ-সিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটি প্রবল হয়, তখন ভগবৎ সত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্য-ভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ সত্তাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দধাম, সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

নারায়ণ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তা উদয় হইয়াছে, এরূপ নয়; কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তি-ভেদে প্রকাশ-ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রসমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তি-তত্ত্বে, প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে, যথা ভাগবতে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ম প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটি জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞান-লাভই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদন-অবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না, যেহেতু তত্তত্ত্বে আস্বাদক-আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা-

সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথকতার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয় স্বরূপাভাবে পরমাত্ম-তত্ত্ব কেবল কূটসমাধি-যোগের বিষয় হন। এস্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না।

অতএব ভগবানই একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ মধ্যে এক-একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপ, জীব-সমাধিতে প্রকাশ হয়। যত-প্রকার ঈশ্বর-নাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য সংহিতার 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই সর্ব্ব-গুণাধার।

মূল-গুণ বাস্তবিক ছয়টী ভগ-শব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব এই ছয়টীর নাম গুণ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপবিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে।

ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে আস্বাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদক-প্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে-পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়।

মাধুর্য্য-স্বরূপ সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভূত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরম তত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে

প্রতীত হন। মাধুর্য্যরস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কিনা, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা বর্ণন-সময়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা :—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণ-রাস-প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ-বিকারময়। মায়িক গুণ-উপরতির জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন ;—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪)

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্য মঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-সত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-ব্যক্তিত্বই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। **ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল।** অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কোমল-শ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মজ-গুণময় সত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণরাস-মণ্ডলে প্রবেশ

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।৯)

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—'অনুশীলন'। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না—ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সাকল্য-প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না।

জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবৎ-জ্ঞানের উদয়-কালে, শান্ত নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণ-পর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন-ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস সম্বন্ধবোধ হইতে একটী দাস্য নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে, আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কে বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণ-নাথ, আমি তোমার পত্নী।"

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র দীন-হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চ-রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন।

অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তির পূর্ণলক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনের স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোনক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন, স্বভাবতঃ

কাম ও জ্ঞানরূপী হইবে; কিন্তু কর্ম্ম-চর্চ্চা ও জ্ঞান-চর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তৎ চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন

মহারাজের নিকট পত্র

পত্র তব হয় যবে মোর হস্তগত।
হৃদি মোর উল্লাসেতে নৃত্য করে কত॥
পত্রে কত উপদেশ দাও বারে বারে।
এ ছার পাষণ্ড তার কি বুঝিতে পারে॥
এবারে যে পত্রখানি দিয়াছো আমারে।
পাঠান্তে তা' মহানন্দে ভাসি আঁখি-লোরে॥
কি কব তোমারে আমি নাহি মোর ভাষা।
ছত্র কয় লিখি শুধু মিটাতে পিয়াসা॥
কৃপা করি' এ অধমে বেসেছ যা ভালো।
পরাণে আমার যেন ভরে দিছো আলো॥
এ আঁখি হয়েছে তৃপ্ত তব দরশনে।
তোমার আদেশ-বাণী আজো পড়ে মনে॥—
ভগবৎ-প্রাতিমূলা সেবা যে বিহিত।
ধর্ম্মীয় জীবন মোরা যাপিব নিয়ত॥
আরো কত কহিয়াছ কি কব অধিক।
স্মরিলে তা' হয় প্রাণে আনন্দ বর্দ্ধিত।

পরম আরাধ্যনিধি গুরু-মহারাজে।
দেখি নাই এ যাবৎ—স্মরে মরি লাজে ॥
বড় সাধ জেগেছিল অন্তরে এবার।
নেহারিব প্রাণ ভরি' পাদপদ্ম তাঁর ॥

বারেক লভেছে যেবা তাঁর কৃপাকণা।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন রহে সেই জনা ॥
হয় নি ত চিত্ত শুদ্ধ, কাঁদে না ত প্রাণ।
মম অভিলাষ তাই হ'ল না পূরণ ॥

শয্যাগত আছে দেহ হইয়া অসুস্থ।
কৃপা তাঁর অনুভবি অন্তরে নিয়ত ॥
শ্রীগুরু-দর্শন যদি ভাগ্যে থাকে মোর।
জানি ত্বরা হবে সুস্থ এ দেহ-পিঞ্জর ॥

ইচ্ছা কিবা ইচ্ছাময়ের কে বলিতে পারে!
নিজ দোষে বদ্ধ আমি ভব-কারাগারে ॥
না জানি হরির পূজা, আর শুদ্ধনাম।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রতি জানি না সম্মান ॥

অবোধ অধম আমি মূর্খ দীন হীন।
মোর ভাগ্যে কভু কি গো উদিবে সুদিন !!
তব উপদেশ তাই লয়েছি মানিয়া।
তোমার কর গো মোরে করুণা করিয়া ॥

কহিতে তোমার কথা লিখি পত্রখানি।
কিন্তু লিখিলাম কিছু নিজস্ব কাহিনী ॥
ধৃষ্টতা হয় গো যদি এ পত্র লিখনে।
সে হেতু ক্ষমিও তুমি এ দাস অধমে ॥

জানাই শ্রীগুরুপদে কোটী প্রণিপাত।
যাচি প্রাণে সেবা-বুদ্ধি, আর দাস্য ভাব ॥

নিয়ত শ্রীনাম যেন নিতে পারি মনে ।
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে যেন সেবি ভগবানে ॥
শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহোদয়-প্রতি ।
দূর হতে সকাতরে জানাইনু নতি ॥
পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজজী ।
লইবেন এ দাসের অসংখ্য প্রণতি ॥
শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজজীর চরণে ।
আর যত গুরুজন আছেন মঠাঙ্গনে ॥
সবারে জানাই মোর দণ্ডবন্নতি ।
কৃপা করিবেন এই অভাগার প্রতি ॥
পত্রখানি পত্রিকাতে হইলে মুদ্রিত ।
এ অবোধ চিত্তরঞ্জন হবে আনন্দিত ॥
পত্র লেখা এইখানে করিলাম শেষ ।
প্রণামান্তে যাচি আমি তব কৃপা-লেশ ॥

কৃপা-লেশপ্রার্থী—
—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীমদ্ভাগবতম্

এই গ্রন্থরাজ নির্ম্মৎসর সাধুদিগের কণ্ঠলগ্ন রত্নমণিহার-সদৃশ। কারণ বেদবেদ্য বাস্তব-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরসমূহের একমাত্র পরিবেশক-সূত্রে ইহজগতে এই গ্রন্থটী প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন। মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি জগজ্জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া, তাহাদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আচরণীয় রীতি-নীতি-পদ্ধতিযুক্ত জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মকাণ্ডাত্মক চারিবেদসহ পুরাণোপপুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াও যখন মনে কোন শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি অতৃপ্ত-হৃদয়ে সরস্বতী-তীরে শম্যাপ্রাসে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তামগ্ন আছেন। এমতাবস্থায় পরম কৃপালু পতিতপাবন পরম ভক্ত দেবর্ষি নারদ-মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্যামিসূত্রে পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত বেদব্যাস ঋষির মনের বেদনা দূরীকরণ-

মানসে ও জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য এবং ভগবল্লীলা, গুণ-কীর্ত্তনাদি-সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত বেদব্যাস ঋষিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব ও মহাভাগবতাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদের বাক্য শিরে ধারণ করিয়া, নিজ আত্মপ্রসন্নতার নিমিত্ত ও জগতের হিতার্থে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক মহাপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৫)

গোলোক বৃন্দাবনের নিত্যলীলাময় বিগ্রহ, ভৌম-বৃন্দাবনে প্রকটলীলা আবিষ্কার করত স্বীয় লীলারসের বিস্তার সম্পাদন ও লীলান্তে তৎসঙ্গোপন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত স্বীয় নিত্যধামে গমন করিয়া, কলিহত নষ্টদৃষ্টি-সম্পন্ন জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ এবং বেদের সম্যক্‌ অর্থ-পরিপোষক ও প্রকাশক। এই গ্রন্থকে কেন ভাগবত বলা হয়? তাহার কারণ এই যে, এই গ্রন্থ ভগবৎ কথা-সম্বলিত বলিয়া ভাগবত। 'ভাগবত' শব্দটী দুইরূপে পরিচিত। যথা—

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৯৯)

অতএব ভাগবত-শব্দে শাস্ত্র ব্যতীত ভক্তিরস-পাত্র ভগবদ্‌ভক্তগণকেও উদ্দেশ করিয়াছেন। কারণ ভাগবত-গ্রন্থে যেমন ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরসমূহের সম্যক্‌ বর্ণনা রহিয়াছে, তদ্রূপ ভক্তিরসাশ্রয়ী ভগবদ্‌ভক্তগণেও নাম-রূপাদির সম্যক্‌ কীর্ত্তনাদি সর্ব্বক্ষণ আচরিত ও আলোড়িত হইতেছেন। এই 'ভাগবত' শব্দের আদিতে 'শ্রীমৎ' শব্দ যোগ হওয়ায় ভাগবত-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য আরও অধিকতররূপে সুস্পষ্ট ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীমৎ-শব্দ 'শ্রীঃ অস্তি ইত্যর্থে' মতুপ্‌-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্রীমদ্‌-ভাগবত গ্রন্থটী সর্ব্বধন-সম্পত্তির ভাণ্ডার বা আকররূপে নিরূপিত। কারণ যাঁহার শ্রীচরণ সেবাপ্রার্থী হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী বৃন্দাবনান্তর্গত বিল্ববনে স্তুতি-কীর্ত্তন-মুখে অবস্থান করিতেছেন। অতএব ইহা

অসমোর্দ্ধ-তত্ত্বময় পরমপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের নামগুণ-গাথায় পরিপূর্ণ অক্ষয়-ভাণ্ডার-স্বরূপ। এই গ্রন্থ শ্রবণ করিলে—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা ॥ (ভাঃ ১।৭।৭)

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ ও ভয়-নাশক ভক্তি উৎপন্ন হয়, এবং শ্রবণমাত্রেই অজ্ঞলোকদিগের তৎক্ষণাৎ অনর্থচতুষ্টয় দূরীভূত হইয়া, অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগের অঙ্কুর উদ্‌গম হইতে থাকে।—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥ (ভাঃ ১।৭।৬)

ইহাই অবগত হইয়া বেদব্যাস ঋষি সাত্বত-সংহিতা নামক শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থটী—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ (ভাঃ ১।১।৩)

কল্পতরু সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই যে,—তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতও সেইপ্রকার বেদরূপ-কল্পতরুর সুপক্ক ও সুস্বাদু ফল-স্বরূপ। সুতরাং যাঁহারা রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের উন্নত উজ্জ্বলরস-ভাবনাচতুর-মধুপশ্রেণী, তাঁহারা এদেহ পতনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখনিঃসৃত অমৃতময় ভাগবতরস পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন।

'শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ প্রমাণমমলম্'—ইহা অমল পুরাণ; অর্থাৎ ইহাতে মল নাই। 'মল'-শব্দে এখানে নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিযুক্ত পুরাণ-উপপুরাণ-কথিত বিষয়-সমূহকে উদ্দেশ করিয়াছে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবত কিন্তু উপরি-কথিত জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনিত্য কর্ম্মের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া, ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ইহা অমল পুরাণ বা মহা-পুরাণ। পুরাণ-শাস্ত্রগুলি কেবল **পঞ্চলক্ষণান্বিত** –

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥"

অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশচরিতাদির কথা যে-শাস্ত্রে বর্ণিত

আছে, তাহাকে পুরাণ বলে। কিন্তু 'মহাপুরাণ' বলিতে **দশলক্ষণান্বিত** শাস্ত্র —

সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিশ্চৈষাঞ্চ পালনম্‌।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্‌।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌॥

অতএব এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ মহাপুরাণ নামে কথিত। 'যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্‌'—বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত আদরণীয় গ্রন্থ। কারণ,—'সাধবো ক্ষীণ-দোষাঃ', সাধুগণ সর্ব্বদাই দোষ-নির্ম্মুক্ত। দোষযুক্ত বা আচারহীন ব্যক্তিগণ কখনও সাধু পদবাচ্য হইতে পারে না। দোষাভাব-হেতু সাধুগণ অমল বা বিমল বিশেষণে বিশেষিত। মহাজন-পদাবলীতে আমরা দেখিতে পাই যে—"বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ।" এখানেও বিমল শব্দ গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং অমলপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বিমল বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয়তম, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'যস্মিন্‌ পারমহংস্য-মেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে'; অর্থাৎ যে-গ্রন্থে পরমহংগণের আচরণীয় অমল জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই 'শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌'। 'যত্র জ্ঞান-বিরাগ-সহিতং নৈকর্ম্মমাবিষ্কৃতম্‌'—জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মের আচরণের কথা এই গ্রন্থের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু। 'তৎ শৃন্বন্‌ সুপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ'—অতএব যদি সংসার-সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিষয়-বস্তু-সমূহ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে শ্রবণ করত উত্তমরূপ অধ্যয়ন করিতে ও বিচাররপায়ণ হইতে হইবে। সুষ্ঠু বিচার-পরায়ণ হইলে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবার যোগ্যতা লাভ হয়; এস্থলে হয়ত অনেকেই 'বিমুচ্যেৎ'-শব্দের অর্থে সেবার যোগ্যতা কিরূপ হইতে পারে, এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। তদুত্তরে বলা যায় যে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১২)

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ভগবদ্‌ভক্তগণ পঞ্চবিধা মুক্তির তুচ্ছত্ব প্রদর্শন করিয়া, ভগবৎসেবাধর্ম্মরূপ নিত্যা মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন।—

সর্ব্ব-বেদান্তসারং হি শ্রীমদ্‌ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

সর্ব্ববেদান্তের নির্য্যাস-স্বরূপ অমৃতময় এই গ্রন্থের উপদেশাবলী, শুদ্ধ গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রবণ-পুটে যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোনও গ্রন্থালোচনার আশা হৃদয়ে জাগরিত হইতে পারে না।

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥ (চৈঃ ভাঃ ২।২১।১৫)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুভক্তিই নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়। একথা ভাগবতের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেকারণ ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাদ্বারা বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানদ্বারা কেহ কখনও ভাগবত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারেন না, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুও স্বয়ং বলিয়াছেন—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥
(চৈঃ চঃ ম ধৃঃ ২৪।৩১৪)

আমি জানি, শুক জানেন, অন্য ব্যাসদেব জানেন বা জানেন, ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা গ্রাহ্য হন না। অতএব—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥ (চৈঃ চঃ ৩।৫।১৩১)
কৃষ্ণভক্তি রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব॥ (চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৩)
"সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।"

স্বয়ং ভগবানই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদানকালে বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
(চৈঃ চঃ ২।২৪।৩১৮)

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট প্রশ্ন করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে—'ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, নষ্ট-চক্ষু কলিহত জীবের হিতার্থে এই পুরাণ সূর্য্য অধুনা উদিত হইয়াছেন।"—

পাদৌ যদীয়ৌপ্রথম-দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরু,
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥
(পদ্মপুরাণ)

এই গ্রন্থরাজকে যাঁহারা সামান্য পুঁথিবিশেষ মনে করেন, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।—

মুঁই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥ (চৈঃ ভাঃ ২।২১।১৮)
ভাগবত যে না মানে, সে—যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥ (চৈঃ ভাঃ ১।১।৩৯)

এখানে 'যবন'-শব্দে সাধারণতঃ যাহারা তামসিক বৃত্তিসম্পন্ন, নীতিহীন, নিরাকার ও নিরীশ্বরবাদী এবং হিংসাত্মক কর্ম্মনিপুণ, তাহারাই ইহজগতে 'যবন' নামে পরিচিত।

সংসার-সিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু। (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৮।৯৩)

সত্যই যদি কাহারও সংসার-সিন্ধু-তরণের অভিলাষ থাকে, সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস আস্বাদনে বাসনা হয় এবং প্রেম-সমুদ্র-মজ্জনে আশা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থাবতারাত্মক, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিন্ন রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—পণ্ডিত শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী
(কল্যাণপুর)

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার

আয়োজন চলিতেছে।

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীবিগ্রহ ও মঠমন্দির

(শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

দাদু-কবীর-নানকাদি নাস্তিকগণের নিরাকারবাদ

দাদু-পন্থী, কবীর-পন্থী, নানক-পন্থী, দয়াল-পন্থী, রাধাস্বামী প্রভৃতি কতকগুলি নাস্তিক আমাদের দেশে বিচরণ করিতেছেন। তবে তাঁহারা যে সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন তাহা ভারতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহারা মূর্ত্তিপূজা স্বীকার করেন না, এমন কি, ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহও মনেন না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দাদু-সাহেব অনুমান ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, কবীর সাহেব ৫৭৯ বৎসর পূর্ব্বে, নানক সাহেব ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিতা করেন। এই সাহেবগণ বলেন যে, ঈশ্বরের কোন আকার নাই এবং মূর্ত্তিপূজকগণ সকলেই ভ্রান্ত। কবীরপন্থী, নানকপন্থীগণের মত সাধারণতঃ 'সন্তমত' বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহাদের গুরুবর্গকে 'সন্তগুরু' বা 'দয়ালগুরু' বলিয়া পরিচয় দেন। আমরা আজকাল প্রত্যক্ষদর্শনে যাহা দেখি, তাহাতে ইহাদিগকে 'সন্ত সম্প্রদায়' বা 'দয়াল সম্প্রদায়' না বলিয়া 'দুঃসন্ত' বা 'নির্দ্দয়' সম্প্রদায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, আমরা আপনাদের এই মেদিনীপুর সহরের **'শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল'** নামক এক ব্যক্তির **"আলোকতীর্থ"** নামক একখানি গ্রন্থ পড়িয়া উক্তরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যেরূপ কুৎসিৎ আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমরা উক্ত ঘোষাল মহাশয়ের "আলোকতীর্থ" গ্রন্থের প্রত্যেক পাতায় পাতায় যে অসংখ্য ভুল, বিচার-বিভ্রাট, যুক্তিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিব। প্রকৃতপ্রস্তাবে **উহা "আলোকতীর্থ" নহে, "অন্ধকার গর্ত্ত"**। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া রামকৃষ্ণ-মিশন ও ভারতসেবাশ্রম-সঙ্ঘ যে ধর্ম্মের আচার-ব্যবহার ভারতবর্ষে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার ফলে আমাদের দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, আর্য্য-সমাজী, কবীরপন্থী, নানকপন্থী প্রভৃতি নিরাকারবাদীর নাস্তিক্য-ধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছেন। ইহার একটী উদাহরণ—মেদিনীপুরের জনার্দ্দনপুর নিবাসী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়। ইনি হিন্দুসমাজের 'ঘোষাল' উপাধিটী

পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু সন্তপন্থী বা কবিরপন্থী হইয়া পড়িয়াছেন—Converted খৃষ্টানের নাম যে-প্রকার—Alfred Bose (এ্যালফ্রেড্ বোস) এবং Kally Mukherjee (কেলী মুখার্জ্জী) হইয়া থাকে। কালাপাহাড়ের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলাই আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। আমি সেই কালাপাহাড়ের আর একটী edition (সংস্করণ) শৈলেন ঘোষালের হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিতার কঠোর প্রতিবাদ করিতে বিভিন্নস্থান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি তাঁহাদের সাধু অনুরোধ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। তবে আপনাদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি—আপনারা "আলোকতীর্থ" বা "অন্ধকার গর্ত্ত" কখনই অধ্যয়ন করিবেন না, করিলে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন। শৈলেন ঘোষাল ধর্ম্মপ্রাণ মেদিনীপুর জেলার কলঙ্কস্বরূপ। তিনি মূর্খের ন্যায় বলিতে চাহেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাকারবাদী নাস্তিকগণের সংখ্যাই অধিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা আদৌ সত্য নহে। ভারতবর্ষে মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, বিশেষতঃ কবীরপন্থী, নানকপন্থী, দাদুপন্থী, রাধাশ্যামী, ব্রাহ্মসমাজী, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি বিভিন্ন বিগ্রহ-বিরোধি-দল দৃষ্ট হইলেও তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। ভারতের লোকগণনার ইতিহাস হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তদুপরি উক্ত নিরাকারবাদিগণ বা তাহাদের আদর্শস্থানীয় যাহারাই থাকুন না কেন, তাহারা সকলেই ভারতীয় হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বলিয়া সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। এমনকি, সমাজে তাহাদের জলও গ্রহণ করা চলে না—পাচিত দ্রব্যের কথা ত দূরে থাকুক। এই সমস্ত জাতিগুলির দ্বারা কোন কূপোদক স্পৃষ্ট হইলে তাহা স্মৃতির বিধানানুসারে পুনরায় সম্পূর্ণ সংস্কার করিতে হয়। শৈলেন ঘোষাল বোধহয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা তিনি 'সন্ত'-দলে প্রবেশ করায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার স্পৃষ্ট জলগ্রহণ না করায় ক্ষিপ্ত হইয়া পাষণ্ডীর ন্যায় **"আলোকতীর্থের"** নামে **"অন্ধকার গর্ত্ত"** প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় গ্রন্থ-সাম্রাজ্যের মুকুটমণি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশ্ববরেণ্য জগদ্গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত **পাষণ্ডী**।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় **যমদণ্ডী**॥"

তাঁহার এই বাক্য আজ ৫০০ বৎসর যাবৎ বর্ণে বর্ণে হিন্দু-সমাজ পালন

করিয়া আসিতেছে। **আজও ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ খৃষ্টান, মুসলমান, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী, নানকপন্থীকে অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, পাষণ্ডী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং তাহারা সকলেই যমদণ্ডী, এবিষয়ে সন্দেহ কি ?** আমি আপনাদের এই মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া আপনাদের ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া পরমশান্তি লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষ দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, এই মেদিনীপুর-কুলাঙ্গার শৈলেন ঘোষালের বিগ্রহ-বিরোধিতা দেখিয়া। আমি এস্থলে ২।১টী কথা আলোচনা না করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতে পারিতেছি না। মূর্ত্তি, প্রতিমা এবং বিগ্রহের যে কি পার্থক্য, এই লোকটীর সে জ্ঞান আদৌ নাই। তিনি বিগ্রহ ও প্রতিমা একই বলিয়া মনে করেন। মুসলমানগণের ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিলে ইহার পার্থক্য বোধ থাকিতে পারে না। আমি অত্যন্ত গৌরবের সহিত বলিতে চাহি—আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমি হিন্দুস্থান—কবীরস্থান নহে বা নানক-স্থান নহে। *

---

* পাঠকবর্গের সুখবোধের জন্য শৈলেন ঘোষালের "আলোকতীর্থ" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ অংশ নিম্নে উদ্ধার করিলাম। প্রাণকৃষ্ণ বেরা শৈলেন বাবুকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে—"আপনি মূর্ত্তিপূজা মানেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক যা মেনে আসছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সারসত্য থাকে। চৈতন্যদেবের মত লোক মূর্ত্তিপূজা মেনে গেছেন। শ্রীবিগ্রহ ধড়াচুড়া অর্চ্চাসেবার অমূল্য গুণ আছে বলেই না তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী যারা তাদের লক্ষ্য করে বলে গেছেন—

"**শ্রীবিগ্রহ** যে না মানে সেই ত **পাষণ্ডী**।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় **যমদণ্ডী** ॥" (চৈঃ চঃ)

এর পরেও আপনার আর কি বলবার থাকতে পারে ?"

"**উত্তর** * * * তুমি যে বলছো, 'চৈতন্যদেবের মত লোক' মূর্ত্তিপূজা মেনে গেছেন, আমিও তেমনি বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা কবীর সাহেব, গুরু নানক, দাদু, দয়াল, পলটু সাহেব, তুলসী সাহেব, (ইনি 'রামচরিতমানস'-লেখক প্রসিদ্ধ তুলসীদাস গোস্বামী নহেন), রাধাস্বামী সাহেব, হজরত মহম্মদ, যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, জরাথুষ্ট্র, কনফুসিয়াস আরও বহু লোকমান্য মহাপুরুষের নাম করে বলতে পারি তাঁরা কেউ মূর্ত্তিপূজা মনেন নি। * * *

* * সমগ্র ইউরোপ ও রাশিয়ার মধ্যে যাঁরা খৃষ্টান বা **কমিউনিষ্ট** তাঁরা মূর্ত্তিপূজক নন। চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, সিকিম, ভূটান, যেখানে যত বৌদ্ধ, জৈন বা কমিউনিষ্ট আছেন, তাঁরাও কেউ মূর্ত্তিপূজা করেন না। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, আরব, তুর্কী, মিশর থেকে কাবুল, কান্দাহার, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও নিশ্চয়ই মূর্ত্তিপূজক নন ? অষ্ট্রেলিয়া,

ভারতে নাস্তিক সম্প্রদায়ের পরিণতি

"নির্দ্দয় দেশকে" "দয়ালদেশ" বলিয়া বুঝাইবার ভণ্ডামি কেবল শৈলেন ঘোষাল বা তাহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেই শোভা পায়, কোন স্থিরমস্তিষ্ক সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাঁহার কথিত 'দয়াল-দেশ' নিতান্ত প্রাকৃত; রক্ত, মাংসপিণ্ড-গঠিত এবং পাঞ্চভৌতিক স্থান মাত্র। ইহা আমার "আলোকতীর্থ কি অন্ধকার গর্ত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। পৃথিবীতে অনেক শ্রেণীর নাস্তিক পাষণ্ড স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। প্রাচীনকালে চার্ব্বাকের ন্যায় কুতার্কিক, স্বভাববাদী, সময়বাদী, প্রকৃতিবাদী, ভৌতিকবাদী প্রভৃতি বহু নাস্তিকের কথা আমরা বহুকাল হইতেই অবগত আছি। কিন্তু ইহাদের চিন্তাস্রোত অবৈদিক, অপৌরাণিক, অশাস্ত্রিক ও অযৌক্তিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামীবর্গ চার্ব্বাকের ন্যায় যাবতীয় কঠোর কুতার্কিকগণকেও তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের জিহ্বা ও লেখনী স্তম্ভিত করিয়াছেন। যদিও তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই, তথাপি ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার যুক্তি-তর্ক সর্ব্বদাই আদরণীয়। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া যাঁহারা তার্কিকগণের প্রতি নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করেন অর্থাৎ তর্কের দ্বারাই যাহারা তাহাদিগকে নিরস্ত না করেন, তাহারা নিষ্ঠুর ও ভণ্ড। তর্কের দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব স্থাপিত না হইলেও ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন নাস্তিক তার্কিকগণের মূর্খতা প্রতিপন্ন করিতে তর্ক সর্ব্বদাই সক্ষম। "সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ"—ভাগবতের এই বিচার সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

সুতরাং নিরাকারবাদিগণকে অতি অল্পায়াসেই ভগবানের সাকারত্ব প্রমাণ করিয়া দিতে সাকারবাদিগণের কোন কষ্ট হয় না। শৈলেন ঘোষালের ন্যায়

আমেরিকাতে খৃষ্টান, আফ্রিকাতেও খৃষ্টান এবং মুসলমান বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যেও মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, কবিরপন্থী, নানকপন্থী, দাদুপন্থী, রাধাস্যামীপন্থী, আর্য্যসমাজী, দেবসমাজী, ব্রাহ্ম প্রভৃতিও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী; তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, * * প্রেমাবতারের মতে (তাহারা) পাষণ্ডী, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য এবং যমদণ্ডী !!!" (আলোকতীর্থ—পৃঃ ৩৬১-৩৬২)

গাঠকগণ এস্থলে বক্তার বক্তব্য বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন—ইহারা সকলেই কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অস্পৃশ্য জাতি। হিন্দুগণ ইহাদের কাহারও পাচিত অন্ন ত দূরের কথা, হাতের জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন না। সুতরাং এই অস্পৃশ্য জাতির আচার ব্যবহার হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধ বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর দোষারোপ হইতে পারে না। ভারতবর্ষে ইহারা সকলেই একত্রিত হইলে অত্যন্ত সংখ্যা-লঘু। সুতরাং ভারতে নিরাকারবাদীর সংখ্যা লঘু—সংখ্যা গুরু নহে।

নিরাকারবাদী নাস্তিক পণ্ডিত অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে, এমন কি, পৃথিবীতে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে আছেন, ভবিষ্যতে থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদেরও জিহ্বা ও লেখনী সর্ব্বতোভাবে স্তব্ধীভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। খৃষ্টানগণ প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ এবং মুসলমানগণ প্রায় ১৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতীয় বৈদিক এবং পৌরাণিক চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে কঠোর কশাঘাত করিতে আসিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া ভারতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষের হিন্দু-সাধারণ তাহাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির দ্বারা কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

মন্দিরের আবশ্যকতা কাহার ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঠস্থাপন করিতে গেলে তাহাতে শ্রীবিগ্রহ থাকিবেই থাকিবে। শ্রীবিগ্রহের জন্যই শ্রীমন্দিরের আবশ্যকতা। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহ মানেন না, তাঁহাদের কখনও শ্রীমন্দিরের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। তবে সাধকগণের জন্য সকল ধর্ম্মেই উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা আছে। কেহ তাহাকে Church বা গীর্জ্জা, কেহ মস্‌জিদ, কেহবা উপাসনা-গৃহ, কেহ আখ্‌ড়া, আসন-ঘর, হরিসভা-গৃহ, মঠ ও আশ্রমাদি নানারূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন। নানকপন্থীদেরও উপাসনা-গৃহ আছে, তাঁহারা তাহাকে 'গুরুদ্বার' বলিয়া থাকেন। এই উপাসনা-গৃহের মধ্যস্থলে 'গ্রন্থসাহেব'কে স্থাপন করিয়া পূজাবিধান করা হয়। কেহ কেহ ইহাকে হিন্দুগণের ভগবানের শাব্দিক অবতারের পূজার অনুকরণ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু হিন্দুর সে পূজা ও নানকপন্থীর পূজায় আকাশপাতাল পার্থক্য। বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করিয়া থাকেন এবং আসামদেশীয় শঙ্করদেবও তাঁহার রচিত পদ্যছন্দে ভাগবতের অনুবাদ-গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকেন। প্রকৃত বিগ্রহ না মানিয়া এই প্রকার উপাসনাকেও সাকারবাদ বলিয়া গণ্য করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা নিরাকার-বাদের প্রতিচ্ছবি। শিখ-সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া হস্তে পতাকাদি গ্রহণপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে গ্রন্থসাহেবের পরিক্রমা করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন কৃত্য। কীর্ত্তনমুখে গ্রন্থসাহেবের ভোগ দিয়া তাহার প্রসাদ তদুপাসক সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা যদি নানক পন্থিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শৈলেন বাবুর পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-পার্ব্বণ ও উপাসনাদির প্রতি কটাক্ষ করিবার কারণ কিছুই থাকে না। ইহা সত্ত্বেও যদি তিনি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে বুঝিব যে, তাঁহার স্বভাবই ঐপ্রকার কুৎসা রটনা করা। বিশ্ব-নিন্দুকের এবং "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনও কালে"। (ক্রমশঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ২১শে আষাঢ় ১৩৬৬, ৬ই জুলাই ১৯৫৯, সোমবার—চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগদাধরাভিন্ন-তনু গৌরশক্তি শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

এই একই দিনে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। প্রতিবৎসরই এই তিথিবরা আমাদের প্রতি পরম করুণা প্রকাশ করিয়া বিপ্রলম্ভরসের ঔৎকর্ষ প্রদর্শনের নিমিত্ত আবির্ভূত হন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সেবা কখনই পরিত্যাগ করেন না এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখের প্রতিকূল জনের সঙ্গ পরিত্যাগে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-নিষ্ঠা শিক্ষা-দানই এই তিথিবরার শুভাগমনের উদ্দেশ্য। তাই ইনি অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীনীলাচলনাথের রথযাত্রা-উৎসবের 'অধিবাস-তিথি' রূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ঐশ্বর্য্যপর স্থান নীলাচল (মথুরা-দ্বারকা) হইতে মাধুর্য্যক্ষেত্র সুন্দরাচলে (বৃন্দাবনে) গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলে রুক্মিণ্যাদি লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া শুদ্ধ ঔদার্য্যপর মাধুর্য্য-রসাশ্রিত শ্রীরাধারাণীর পক্ষাবলম্বী কমল-মঞ্জুর্য্যাদি সখী তদ্দর্শনে অধীরা হইয়া প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধিদেহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করিলেন। এবং সচ্চিদানন্দ বিনোদ-বাণী-বৈভব শ্রীরাধা-নয়নমণি শুদ্ধা সরস্বতীকে ঔদার্য্য-মাধুর্য্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন-মানসে আচারবান্ প্রচারকরূপে তৎস্থলাভিষিক্তরূপে বরণ করিলেন।

উষঃকাল হইতেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনামুখে বৈষ্ণব-মহিমা ও বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। পরে শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও বর্ত্তমানযুগে তাঁহার আবির্ভাব-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যামুখে আলোচনা হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনান্তে বিচিত্র ভোগ নিবেদিত হয় এবং আরাত্রিকান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ সম্মান করেন।

অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল ঠাকুর সভাস্থলে অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে উচ্চ কাষ্ঠাসনোপরি অধিষ্ঠিত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনান্তে "শ্রীশ্রীগৌরক্রমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ" ও অপরাপর বিরহ-সূচক গীতি কীর্ত্তিত হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সভাস্থল অলঙ্কৃত করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে মথুরাবাসী **শ্রীসত্যপাল ব্রহ্মচারী** হিন্দী-ভাষায় আবেগভরে শ্রীল ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে বাংলা-ভাষায় **শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবত প্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী** ও ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ পর পর বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরের তত্ত্ব ও শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বিচারপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সকলকে উপদেশ প্রদান করেন।

রাত্র ৯টায় শ্রীবিগ্রহের আরতি ও তুলসী পরিক্রমান্তে অদ্যকার সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই বিরহোৎসব সমিতির অন্যান্য শাখামঠ-সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

গত ৫ই আষাঢ়, ইং ২০শে জুন, শনিবার—চুচুঁড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডের ব্যবস্থানুযায়ী বিশেষ সমারোহের সহিত **শ্রীস্নানযাত্রা** মহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে উৎকলখণ্ড হইতে উক্ত স্নানযাত্রা দর্শনাদির মহিমা ব্যাখ্যামুখে আলোচিত হয়। দর্শনকারী ভক্তবৃন্দ স্নানোদক ও শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, এই দিবসেই মেদিনীপুর-পিছলদাগ্রামে শ্রীপিছলদা গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

স্নানযাত্রার পর পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রাদেবী 'অনবসরকালে' লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিবার পর শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহারা সুন্দরাচলে গুণ্ডিচাবাড়ীতে যাত্রা করেন এবং তথায় কয়েকদিবস অবস্থান করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যাত্রা-অনুষ্ঠান 'নবদিনাত্মিকা' বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাত্রার দিবসকে 'রথযাত্রা', প্রত্যাবর্ত্তনের দিনকে 'পুনর্যাত্রা' এবং পঞ্চম দিবসে শ্রীলক্ষ্মীর যাত্রাকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। রথযাত্রার পূর্ব্বদিনে গুণ্ডিচা-মন্দির-সংস্কার-লীলাকে 'গুণ্ডিচা-মার্জ্জন' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির চুঁচুড়া-সহরস্থ এই প্রচার শাখায় শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবই বার্ষিক উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রার উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই এই মহোৎসবের বিশেষ অঙ্গরূপে প্রাধান্য লাভ করে। রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি, ইহা যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা এই মহদনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিতে পরাঙ্মুখ হন। জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথ-সেবায় বাধা প্রদান করে। জগদ্দর্শন—প্রাকৃতদর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ-দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা-উৎসবের তাৎপর্য্য। ইহাই অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীক্ষেত্রে তদনুষ্ঠিত "শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় পার্ষদ ভক্তগণের দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সুযোগ দান করিবার নিমিত্তই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিবৎসর এই রথযাত্রা অনুষ্ঠানের অয়োজন করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহব্রত—ঘরপাগলা আমরা, কিছুতেই মহাবদান্যাবতারী গৌরনিজজনগণের 'ভূরিদা' কৃপা গ্রহণে উন্মুখ হইতেছি না! অনিত্য বিষয়-সুখে প্রমত্ত হইয়া মায়ার দাসত্ব বরণ করত পুরুষোত্তম জগন্নাথের সেবায় বঞ্চিত হইতেছি!

এ বৎসর দ্বাদশ-দিবসব্যাপী মহোৎসবের মধ্যে ২১শে আষাঢ় শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব ব্যতীত, ২২শে আষাঢ় **গুণ্ডিচামার্জ্জন**, ২৩শে আষাঢ় **শ্রীশ্রীরথযাত্রা**, ২৭শে আষাঢ় **শ্রীহেরাপঞ্চমী** এবং ৩১শে আষাঢ় **পুনর্যাত্রা** অনুষ্ঠিত হয়। ৩২শে আষাঢ় সহস্রাধিক ভক্তকে প্রচুর পরিমাণে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র **প্রসাদ বিতরণ** করা হয়। নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও পুনর্যাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নগর-সঙ্কীর্ত্তনকালে দর্শকবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি প্রবল আর্ত্তিনিবেদন ও উচ্চ নৃত্য-কীর্ত্তনাদিতে পাষাণ-হৃদয় পায়ণ্ডীগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা-দিবসে রথারূঢ় জগন্নাথদেবের ও রথরজ্জু দর্শন-স্পর্শনের নিমিত্ত জনস্রোতের আকুলতা সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উভয় যাত্রাকালে পথিমধ্যে মাঝে মাঝে জগন্নাথদেব ভক্তগণের নিকট হইতে পূজা ও ভোগসামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাঁহার অহৈতুকী অপার করুণার পরিচয় দিতেছিলেন। চুঁচুড়া জজকোর্টের প্রবীণ উকিল মাননীয় শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক রাস্তায় জগন্নাথদেবকে প্রচুর মিষ্টদ্রব্যাদি ভোগের ব্যবস্থা করেন এবং প্রবীণতম সরকারী উকিল মাননীয় শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও রথের বিশেষ সম্মান করেন। পুনর্যাত্রা-দিবসে 'জয় জগন্নাথ' শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছিল ও বিপুল জনস্রোত নিয়মিত করা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল।

গুণ্ডিচামার্জ্জন ও হেরাপঞ্চমী দিবসে গুণ্ডিচাবাড়ীতে **শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন এবং ঐ দিবস রাত্রিকালে মঠে **বামন মহারাজ** চরিতামৃত আলোচনা করেন। ২৪শে ও ২৬শে আষাঢ় শ্রীপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ২৮শে আষাঢ় শ্রীল গুরু-মহারাজ এবং ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় বামন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩শে আষাঢ় রথযাত্রা দিবস হইতে ২৬শে আষাঢ় পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয় **শ্রীল আচার্য্যদেব** প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও ২৭শে আষাঢ় হইতে ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে বহু দার্শনিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। সহরের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বৈষ্ণব-দর্শন ও সনাতন-ধর্ম্মের সুসূক্ষ্ম বিচার অবগত হইয়া নূতন আলোক লাভ করেন।

—প্রচার-সম্পাদক

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠায় গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের ঝুলনযাত্রা-জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার নিম্নে 'দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা' শীর্ষক সেবাপঞ্জী-অংশে ১ম ছত্রে ২রা ভাদ্র স্থলে **১লা ভাদ্র** হইবে এবং ৩য় ছত্রে ৩রা ভাদ্র স্থলে **২রা ভাদ্র** হইবে।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার

(শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের প্রশ্ন-পত্রের উত্তর)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

বর্ত্তমান বর্ষে ঝুলনযাত্রার আরম্ভ লইয়াই শ্রীমদ্ ভক্তি কুসুম শ্রমণ মহারাজের সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য অন্যান্য বর্ষে তিনি কি রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও পরে আলোচনা করিব। বাংলা দেশে বর্ত্তমানে যতগুলি পঞ্জিকা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই শ্রমণ মহারাজের মতভেদ হইয়াছে—স্মার্ত্তমতই ইহার কারণ নহে। স্মার্ত্তমতের সহিত গোস্বামিমতের পার্থক্য হইলে সকলেই তাহা উল্লেখ করেন। যেস্থলে কোন পার্থক্য নাই, সেস্থলে উল্লেখ থাকে না ; কিন্তু মায়াপুরের পঞ্জিকায় এবার অভিনব মত প্রকাশিত হইয়াছে। তোমার পত্রেও পি. এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকা এবং বেণীমাধব পঞ্জিকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। স্মার্ত্তগণের পঞ্জিকায় 'ইন্দ্রাদি-দেববিহিত' অথবা 'গন্ধর্ব্বাচরিত' ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে যে উল্লেখ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে আমি **"ঝুলনযাত্রা"** শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে পরে আলোচনা করিব। মোটের উপর, পূর্ব্বাহ্ণ হইতে রাত্র পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্গের ঝুলনযাত্রা উৎসবের উল্লেখ থাকায় রাত্রিকালে দেববিহিতই হউক বা পূর্ব্বাহ্ণে গন্ধর্ব্বাচরিতই হউক, বৈষ্ণবগণের তাহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নাই। কারণ আব্রহ্ম-স্তম্ব, বদ্ধ-মুক্ত সকলেরই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

ঝুলন-উৎসব শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিচার-অনুসারে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা একাদশীতেই হইবে—ইহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। তবে ইহার পূর্ব্বে আর একটী কথা শ্রমণ মহারাজকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। **শ্রীএকাদশীর ব্রত-উপবাস এবং একাদশী-তিথিতে কোন যাত্রা, পর্ব্ব, উৎসবাদি কি এক বলিয়া গণ্য হইবে ? কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—একাদশীতে হরিবাসর উপলক্ষেই অর্থাৎ উপবাসের বেলায়ই অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। কোন বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব বা ঝুলনযাত্রা, পর্ব্বাদি নির্ণয়কালে অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে না,—সূর্য্যোদয়বিদ্ধাই মানিতে হইবে।**

গোস্বামিগণের মত,—একাদশীর উপবাস ব্যতীত অন্য সমস্ত তিথিতেই বৈষ্ণবগণ সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি করিবেন।

এমন কি, একাদশী-ব্রত ব্যতীত অন্য তিথিতে কোন ব্রতের আবির্ভাব হইলেও তাহাতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। (অবশ্য কেবলমাত্র জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও), সমস্ত তিথিতেই সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ব্যতীত কপালবেধ বা অরুণোদয়-বেধ মানিতে হইবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী বহুক্ষেত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। **সুতরাং একাদশীর ব্রত-উপবাস কালেই অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে। কিন্তু ঐ তিথিতে কোন যাত্রা-মহোৎসবাদির উদ্ভব হইলে সেস্থলে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই একমাত্র গ্রহণীয়।** শ্রমণ মহারাজ এই সূক্ষ্ম বিচারটী গ্রহণ করিতে না পারিয়াই, একাদশী-তিথি হইলেই অরুণোদয়বেধ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে উপবাস না হইয়া যাত্রা মহোৎসবাদি যাহাই হউক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই একই রূপ গ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ নিতান্ত ভুল বিচার করিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস স্কন্দপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন—

প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতা॥ (১২।১২০)

অর্থাৎ সম্পূর্ণা-লক্ষণে বিদ্ধা-লক্ষণ বলিতেছেন—প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিসকল সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত (যদি ষষ্টিদণ্ড) ভোগ করে, তাহা হইলে সেইসকল তিথিকে সম্পূর্ণা বলা যায়; কিন্তু হরিবাসর সম্বন্ধে সে নিয়ম নহে অর্থাৎ হরিবাসর যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত (৯৬ মিনিট) থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সম্পূর্ণা বলা যায়। তিথি সম্পূর্ণা হইলেই সাধারণতঃ গ্রহণীয়।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এবং সর্ব্বথা বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতং। * * রবেরুদয়াৎ একমুদয়মারভ্য আ-উদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদি স্যুস্তদা **সম্পূর্ণা** ইত্যর্থঃ। **হরি-বাসরং একাদশী তৎ বর্জ্জিতাঃ।** স চ নৈতাদৃশঃ কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যদ্যসৌ ভবতি তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ **সর্ব্বথা বিদ্ধা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে।** তবে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিদ্ধা গ্রহণীয়া তাহাই বিচার্য্য। সর্ব্বত্র একই প্রকার বিদ্ধা গ্রহণীয় নহে। উভয় পক্ষের প্রতিপদাদি যাবতীয় তিথিসমূহেই বৈষ্ণব-ব্রত, উপবাস, পর্ব্ব, যাত্রা, মহোৎসবাদিতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে—অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিতে হইবে না। কেবলমাত্র একাদশীতিথিতে হরিবাসর উপস্থিত

হইলে অর্থাৎ **উপবাস**-সময়ে সেইদিন অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে,—নচেৎ সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। সনাতন গোস্বামী এই হরিবাসর কেবলমাত্র একাদশীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ যে একাদশীতে হরিবাসর বা ব্রতোপবাস হইবে সেই একাদশীতেই অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। এস্থলে **একাদশী অর্থে উপবাসযোগ্য ব্রতই লক্ষিত হইয়াছে; যাত্রা, পর্ব্ব বা মহোৎসবাদি লক্ষিত হয় নাই।**

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥ (১২।১২৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—**"তদ্ধি চৈকাদশীব্রতমিতি"। অর্থাৎ সেই একাদশী বলিতে 'একাদশীব্রতই' নিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে।** এবং এই ব্রতোপলক্ষেই বৈষ্ণবগণের পক্ষে অরুণোদয়বিদ্ধা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ব্রত না হইলে পর্ব্ব-উৎসবাদির জন্য অরুণোদয়বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়বিদ্ধাই গ্রহণীয়। **"প্রসাঙ্গাদ্ বৈষ্ণব-ব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধ-দিনানি ইত্থং পরিত্যাজ্যানি।"** অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবগণের যাবতীয় ব্রতেই বেধ দিন অর্থাৎ বিদ্ধা তিথি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই বাক্যের দ্বারা ইহা কখনই বুঝাইবে না যে, সব ব্রতেই অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে। বিদ্ধা তিন প্রকার, যথা—সূর্য্যোদয়, অরুণোদয় ও কপাল বেধ। যেস্থলে যে বেধ প্রযুক্ত সেইস্থলে সেই বেধ গ্রহণীয়। সর্ব্বত্রই একরূপ নহে। এ সম্বন্ধে শ্রমণ মহারাজও স্বয়ং তাঁহার "নবদ্বীপ-পঞ্জিকার" "সম্পাদকের নিবেদন"-শীর্ষক ভূমিকার ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—**'হরিবাসর' বলিতে একাদশীর 'উপবাস'-বাসরই লক্ষিত। * * হরিবাসর ব্যতীত অন্যান্য তিথিতে 'ভগবদাবির্ভাবাদিতে অরুণোদয়-বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা মাত্র পরিত্যাজ্য।** শ্রমণ মহারাজ শ্রীবেদান্ত সমিতির সিদ্ধান্তসমূহের **অনুকরণ** করিয়াই উল্লিখিত বিচার লিখিয়াছেন, কিন্তু **অনুসরণ** করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ ঝুলনযাত্রার তিথি নিরূপণে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। উল্লিখিত ভূমিকায় 'ভগবদাবির্ভাবাদিতে' যে পদটী উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে **'আদি'**-শব্দ দেখিতে পাইতেছি। এই 'আদি'-শব্দের দ্বারা তিনি কি কি পর্ব্ব উৎসবাদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন? ভগবানের আবির্ভাবের কথা স্পষ্টই বুঝা গেল, কিন্তু 'আদি'-শব্দের দ্বারা তিনি 'ভগবানের তিরোভাব' নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নাই। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা

হইলে ভগবানের প্রকটকালীন লীলা-বিলাসাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঝুলনযাত্রাকে ঐ 'আদি'-শব্দের উদ্দিষ্ট পর্ব্ব বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। এবং ইহাও ঠিক যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে **"হরিবাসর-বর্জ্জিত" শব্দের দ্বারা একাদশীর উপবাসই লক্ষিত হইয়াছে—ইহা তাঁহারও মত। সুতরাং একাদশীতে হরিবাসর-ব্রত বা উপবাস হইলেই অরুণোদয়বিদ্ধা মানিতে হইবে, কিন্তু ঐ একাদশী-তিথিতে ঝুলন বা অন্য কোন পর্ব্ব-উৎসবাদির আবির্ভাব হইলে "অরুণোদয়-বিদ্ধার পরিবর্ত্তে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা মাত্র পরিত্যাজ্য।" এই বৎসরের ২৮-শে শ্রাবণ শুক্রবার সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশী না হওয়ায় ঐ দিনই ঝুলন হইবে, পরদিবস দ্বাদশী-তিথিতে নহে।**

শ্রমণ মহারাজের আর একটী শ্লেষোক্তি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। তিনি তাঁহার পঞ্জিকার ভূমিকায় উক্ত ৫ম পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন—**"কোন কোন 'অনভিজ্ঞ' ব্যক্তির অভিমত, বিদ্ধা পরিত্যাগ বলিতে সর্ব্বক্ষেত্রেই অরুণোদয়বিদ্ধা লক্ষিত। ইহা যে ভ্রমাত্মক,** তাহা আমরা * * প্রদর্শন করিতেছি।"—এইরূপ উক্তি করিয়া দুই-তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার উক্তিগুলিকেই ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি নিজে তাঁহার ভূমিকানুরূপ বিচারে বা আমাদের বিশুদ্ধ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"কোন কোন **অনভিজ্ঞ** ব্যক্তির অভিমত, বিদ্ধা পরিত্যাগ বলিতে সর্ব্বক্ষেত্রেই অরুণোদয়বিদ্ধা লক্ষিত।" এই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কে বা কাঁহারা? আমার মনে হয়, তিনি তাঁহার নিজের কথাই শ্রীসরস্বতী দেবীর কৃপায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, ঝুলনযাত্রা প্রসঙ্গেই তিনি ঐ দোষে দোষী হইয়াছেন। তিনি ঝুলনযাত্রায় অরুণোদয়-বিদ্ধা মানিলেন কেন? সর্ব্বত্রই কি অরুণোদয়-বিদ্ধা হইবে?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবানাং **সর্ব্বথা সর্ব্বত্র** বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি"। ইহার পরবর্ত্তী "পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় আরও লিখিয়াছেন—**"একাদশীতরাশেষ**-তিথিনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানানের সম্পূর্ণত্বেন **অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধেঃ।**"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত টীকায় 'একাদশীতরা' অর্থাৎ একাদশী ব্যতীত সমুদয়

তিথিতে অরুণোদয়বেধ অসিদ্ধ। এস্থলে একাদশী বলিতে হরিবাসর অর্থাৎ ব্রত, উপবাসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। **উপবাসযোগ্য একাদশী ব্যতীত অন্য একাদশীতে যাত্রা-উৎসবাদি হইলে রবির উদয় কাল হইতেই তিথির প্রবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণত্ব হইল,** বুঝিতে হইবে এবং তাহাই স্বীকার্য্য। বৈষ্ণবগণ যে-কোন যাত্রা, পর্ব্ব, উৎসব যাহাই কিছু করুন না কেন, হরিবাসর ব্যতীত সর্ব্বত্রই সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগ করিবেন। শ্রমণ মহারাজ তাঁহার ভূমিকায় এ বিষয় স্বীকার করিয়াও এবৎসর দিন-পঞ্জিকা-সঙ্কলনে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। **সুতরাং এই বৎসর ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার দিবসেই গোস্বামিমতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইবে। কারণ, এই দিন যে একাদশী তিথি হইয়াছে, সূর্য্যোদয়বিদ্ধা না হওয়ায় উক্ত শুক্রবারেই ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোল-যাত্রা হইবে।**—আমাদের শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায় শ্রীযুত ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্ত্তৃক ইহা নিখুঁত লেখা হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ বা তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের পঞ্জিকায় পরদিন ২৯শে শ্রাবণ শনিবার "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রারম্ভ" লিখিয়া নিতান্ত ভুল করিয়াছেন ;—'নিখুঁত' ত দূরের কথা।

ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রমণ মহারাজের সম্পাদিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্জিকার সমালোচনা

তোমার পত্র হইতে জানা যায়, 'নদীয়া-প্রকাশ'-পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে ৪ দিনের জন্য ঝুলনযাত্রা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৪ দিনে ঝুলন শেষ করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণিমায় শেষ ধরিলে অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী অথবা কপালবিদ্ধা একাদশীতে ঝুলন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। শ্রমণ মহারাজ সেই অনুসারে **'নিখুঁত'** আছেন, বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঝুলন ৪ দিনে হইবে, কি ৫ দিনে অথবা ৬ দিনে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই—ইহা ধ্রুব সত্যকথা। **তবে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলন হইবে—ইহাই বঙ্গদেশে প্রচলিত বা আচরিত বিধি।** একাদশী হইতে পূর্ণিমা কোন কোন বৎসর ৪ দিনে, কোন বৎসর ৫ দিনে, আবার কোন বৎসর ৬ দিনেও হইয়া থাকে। ঝুলনযাত্রা তদনুসারেই হইবে। সুতরাং ৪ দিনেই ঝুলনযাত্রা শেষ, ৫ দিন বা ৬ দিনে হইবে না—এইরূপ বিধি কোথাও নাই। পি. এম্, বাক্‌চির যে শ্লোকটী তোমার পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থও আমার এই বিচারের অনুকূল, অর্থাৎ—

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু **একাদশ্যাদি পঞ্চকে।**
হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গমভীপ্সুনা ॥

উক্ত শ্লোকে 'একাদশ্যাদি-পঞ্চকে' বাক্যের অর্থ একাদশ্যাদি-**তিথি-পঞ্চকে, —দিন-পঞ্চকে নহে।** 'তিথি-পঞ্চক' বলিলে ১ একাদশী, ২ দ্বাদশী, ৩ ত্রয়োদশী, ৪ চতুর্দ্দশী, ৫ পূর্ণিমা—এই পাঁচটী তিথিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কোন বৎসরে তিথিক্ষয়-হেতু ৪ দিন এবং কোন বৎসর তিথির বৃদ্ধিহেতু ৬ দিন এবং কোন বৎসর তিথির স্বাভাবিক গতি হইলে ৫ দিন হইয়া থাকে। তবে তিথির সাধারণ গতি অনুসারে ৫ পাঁচ দিনই অধিকাংশ বৎসরে উক্ত তিথি-পঞ্চকের অবস্থিতি লক্ষিত হয়। সুতরাং তিথি-পঞ্চকই ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য, দিনপঞ্চক নহে। তুমি পি. এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকায় উদ্ধৃত ঐ শ্লোকটীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমি আমার গ্রন্থাগারের মধ্যে কোন গ্রন্থেই উক্ত শ্লোকটী পাইলাম না। পি. এম্ বাক্‌চির অফিসে এই শ্লোকটী সম্বন্ধে লোক মারফতে ও লেখনী মারফতে সংবাদ জানিতে চাহিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছি। তাঁহাদের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ঐ শ্লোকটীর প্রামাণিকতা বুঝাইয়া দিতে অপারক। সে যাহাই হউক, শ্লোকটীর সিদ্ধান্ত বিচার করিলে কোন ভ্রান্তি পাওয়া যাইতেছে না এবং উহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গ্রহণ করিলে বিচার ভ্রান্তি হইবে না।

৪ দিনেই ঝুলনযাত্রা শেষ করিতে হইবে—ইহা বিচার বা সিদ্ধান্ত নহে। আমাদের পঞ্জিকাতেও ৪৬৭ গৌরাব্দে ৪ঠা ভাদ্র হইতে ৭ই ভাদ্র ৪ দিন ঝুলন-যাত্রা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর বৎসর ৪৬৮ গৌরাব্দে ২৫শে শ্রাবণ হইতে ২৯শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫ দিনেই এবং তৎপরে বর্ত্তমান ৪৭৩ গৌরাব্দ পর্য্যন্ত ৫ দিনেই ঝুলনযাত্রা হইতেছে। সুতরাং তিথিগুলির স্বাভাবিক অবস্থিতি হইলে ৫ দিনই ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে। এবং এই **ঝুলনযাত্রা একাদশী হইতেই আরম্ভ** হইয়া থাকে, **দ্বাদশী হইতে কখনই আরম্ভ হয় না।**

কিন্তু শ্রমণ মহারাজের মতে কোনও কোনও বৎসর দ্বাদশী হইতেও ঝুলন-যাত্রা আরম্ভ হইতে পারে। তিনি এই বৎসর ৪৭৩ গৌরাব্দে তাঁহার সম্পাদিত "নবদ্বীপ-পঞ্জিকায়" দ্বাদশী-তিথি হইতেই ঝুলনযাত্রা আরম্ভ লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন; সেই প্রকার ৪৬৩ গৌরাব্দেও দ্বাদশী-তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৪ দিনে ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অর্থাৎ ২০শে শ্রাবণ, শুক্রবার হইতে ২৩শে শ্রাবণ, সোমবার (৪৬৩ গৌরাব্দ) পর্য্যন্ত ৪ দিবস ঝুলনযাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২০শে শ্রাবণ একাদশীর গন্ধও ছিল না ; এইদিন সূর্য্যোদয় হইতে রাত্র ১-১৬ মিনিট পর্য্যন্ত দ্বাদশী। আবার কোনও কোনও বৎসর একাদশী হইতেই তাঁহার ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা দেখা যায়। এসম্পর্কে ৪৬৪ ও ৪৬৫ গৌরাব্দের ঝুলনযাত্রা দিবস বিশেষ দ্রষ্টব্য। **ইহা ছাড়া তিনি স্মার্ত্তমতে দশমীর দিনেও ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।** ৪৫৫ গৌরাব্দের তাঁহার 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' এসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচ্য। আমরা নিম্নে তাঁহার ৪৫৫ গৌরাব্দের পঞ্জিকায় ঝুলনযাত্রা ব্যবস্থা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। এই বৎসর তিনি ৬ দিনের জন্য ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

"২৫ শ্রীধর **১৭ শ্রাবণ** ২ আগষ্ট শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ **গৌর-দশমী** মধুসূদন রা ৮।২৯ অনুরাধা ভাবন ৮।৪৯ ব্রহ্মযোগ রা ৯।৬ তৈতিলকরণ। **পূর্ণিমা পর্য্যন্ত 'পঞ্চাহ-উৎসব-করণ-পক্ষে' শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রারম্ভ।**

"২৬ শ্রীধর **১৮ই শ্রাবণ** ৩ আগষ্ট রবি সর্ব্ব বাসুদেব উ ৫।৩৪ অ ৬।৮ **গৌরৈকাদশী** ভূধর দি শে ৬।১১ জ্যেষ্ঠা ভর্ত্তা রা ৭।১৯ ইন্দ্রযোগ দি শে ৬।১২ বণিজকরণ প্রাতঃ ৭।২১ গতে বিষ্টিকরণ দি শে ৬।১১ গতে ববকরণ। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।** বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব আরম্ভ।

"২৭ শ্রীধর **১৯শে শ্রাবণ** ৪ আগষ্ট সোম সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৮ **গৌর-দ্বাদশী** গদী দিঃ ৪।৫ মূলা প্রভব দি শে ৬।১ বৈধৃতিযোগ দি ৪।২৭ বালবকরণ। দি ৯।৫৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। **শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রা-রোপণ। শ্রীল রূপ গোস্বামীর, পণ্ডিত শ্রীল গৌরীদাসের ও শ্রীল গোবিন্দদাসের তিরোভাব।** এলাহাবাদস্থিত শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব।

"২৮ শ্রীধর **২০ শ্রাবণ** ৫ আগষ্ট মঙ্গল স্থাণু প্রদ্যুম্ন * *।

"২৯ শ্রীধর **২১ শ্রাবণ** ৬ আগষ্ট বুধ ভূত অনিরুদ্ধ * *।

"৩০ শ্রীধর **২২ শ্রাবণ** ৭ আগষ্ট বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৬ **পূর্ণিমা** চক্রী দি ১১।৩৮ শ্রবণা অপ্রমেয় দি ৪।৩ অয়ুষ্মান্‌যোগ দি ৪।৪২ ববকরণ। **শ্রীল বলদেব প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন সমাপ্তি।"**

প্রথমতঃ আমরা ১ম দিনের বিবরণের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অর্থাৎ ১৭ই শ্রাবণ গৌর (শুক্লা) দশমী রাত্র ৮।২৯ মিনিট পর্য্যন্ত

রহিয়াছে। সুতরাং সারাদিন দশমী থাকায় এই দিনেই ঝুলনের ব্যবস্থা দেওয়া কোনমতেই গোস্বামি-বিহিত কার্য্য হয় নাই। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণই এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তজ্জন্যই আমরা শ্রমণ মহারাজকে 'স্মার্ত্ত' শ্রমণ বলিয়া থাকি। তিনি আবার উল্টাইয়া আমাদিগকে স্মার্ত্ত বলিতে চাহেন—ইহাই বড় আশ্চর্য্য ও নির্লজ্জতার বিষয়! ঐ দিন আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"পূর্ণিমা পর্য্যন্ত **'পঞ্চাহ্ন'-উৎসব-করণ-পক্ষে** ঝুলনযাত্রা।" ইহার দ্বারা বুঝা যায়, যাঁহারা ৫ দিন ঝুলনযাত্রা করিবেন তাঁহারা দশমী হইতে আরম্ভ করিবেন, আর যাঁহারা একাদশী হইতে আরম্ভ করিবেন তাঁহারা ৪ দিন ঝুলনযাত্রা করিবেন। অথচ তিনি এই বর্ষে ১৭ই শ্রাবণ হইতে ২২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৬ দিন ঝুলনযাত্রার ব্যবস্থা দিয়া ফেলিয়াছেন। এইপ্রকার ব্যবস্থায় বিচারের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত স্থির মস্তিষ্কতার কথা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তাঁহার এইরূপ অভিনব ঝুলনযাত্রার বিচার কোন বৈষ্ণব-সমাজে চলিবে না। তাঁহার স্মার্ত্তাচার সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। পাঠকগণ দেখিবেন, ১৮ই শ্রাবণ শুক্লপক্ষের শুদ্ধা একাদশী শেষ রাত্র ৬।১১ মিনিট পর্য্যন্ত রহিয়াছে এবং এই একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা না হওয়ায় শুদ্ধা পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস দিবস। এই দিন তাঁহার বিচারে ঝুলনের আরম্ভ নহে। সুতরাং তিনি এই দিন ঝুলনযাত্রা আরম্ভের কোন উল্লেখ করিলেন না। হটাৎ পর বৎসরেই ৪৫৬ গৌরাব্দে মতি পরিবর্ত্তন করিয়া পবিত্রারোপণী শুদ্ধা একাদশী-দিবসেই ঝুলনযাত্রা আরম্ভের বিধি দিয়াছেন এবং সেই বৎসর **৫ দিনই ঝুলন** বলিয়া লিখিয়াছেন অর্থাৎ ৫ই ভাদ্র হইতে ৯ই ভাদ্র পর্য্যন্ত।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, পি. এম্ বাক্‌চির পঞ্জিকা-ধৃত শ্লোকটীর মধ্যে 'একাদশ্যাদি-পঞ্চকে' বাক্যের অর্থ দিন-পঞ্চক নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছি। কিন্তু শ্রমণ মহারাজের মত,—৫ দিনেই ঝুলনযাত্রা হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"পঞ্চাহ্ন-উৎসব-করণ-পক্ষে।" এ সম্পর্কে ১৭ই শ্রাবণের বিবরণ দ্রষ্টব্য। তাঁহার এই যুক্তি কোন প্রকারেই বিচারসহ নহে। 'একাদশ্যাদি-পঞ্চকে' বলিলে একাদশ্যাদি-**তিথি-পঞ্চককেই** বুঝাইবে। ইহার দ্বারা ঝুলনযাত্রা তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি অনুসারে ৪, ৫ বা ৬ দিনও হইতে পারে। তবে এস্থলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, শ্রমণ মহারাজের স্মার্ত্ত ব্যবস্থানুসারে দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৬ দিন ঝুলন হইবে না—ইহা নিতান্তই ভুল। তাঁহার বিচারে দেখা যায়—দশমী,

একাদশী, দ্বাদশী যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপভাবে ঝুলন করিলেই চলিবে। ইহা কোন প্রকারেই যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে। আমাদের সুসিদ্ধান্ত বিচার এই, **সূর্য্যোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা একাদশী হইতেই পূর্ণিমার শেষভাগ পর্য্যন্ত গোস্বামি-মতে ঝুলনের বিশুদ্ধ দিন নিরূপিত হইবে।**

পবিত্রারোপণী তিথি

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই সত্য, কিন্তু 'পবিত্রারোপণ' সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ১৫শ বিলাসে এপ্রসঙ্গে দেখা যায়—

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে **দ্বাদশ্যাং** বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ।
কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য **পবিত্রারোপণোৎসবঃ** ॥ (১৫।৭৭)

অর্থাৎ **শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী-তিথিতে** বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আনন্দ-সহকারে পবিত্রারোপণ উৎসব করিবেন। সুতরাং পবিত্রারোপণী তিথি বলিতে দ্বাদশীকেই লক্ষ্য করা হয়—একাদশী নহে। তবে উক্ত দিবসের পূর্ব্বদিন একাদশী উদ্ভূত হওয়ায় ঐ একাদশীর **নামকরণের জন্য** উহাকে **'পবিত্রারোপণী একাদশী'** বলা হয়। 'পবিত্রারোপণী একাদশী' বলিলে ঝুলনযাত্রা বুঝাইবে না। কেহ যদি ভ্রমক্রমে 'পবিত্র আরোপণকে' 'পবিত্র আরোহণ' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বড়ই হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইয়া পড়ে। 'পবিত্রারোপণ' শব্দের অর্থ সহজ বাংলায় 'পৈতা পরানো'। 'পবিত্র' শব্দের অর্থ সেস্থলে ব্রহ্মসূত্র, যজ্ঞসূত্র বা বিশুদ্ধ সূত্র। 'আরোপণ' শব্দের অর্থ পরিধান করানো। এপ্রসঙ্গে আর অধিক আলোচনার ইচ্ছা নাই। এ বিষয়ে হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ৭৬ শ্লোক হইতে ১৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে তোমার আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা থাকিলে পত্র দিবে। পত্রিকা মারফতেই উত্তর দিব। যদিও আরও অনেক কথা বলিবার আছে—প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে আর অধিক লিখিলাম না। আশা করি তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি—

প্রণত দাস—
শ্রীপ্রজ্ঞান কেশব

———

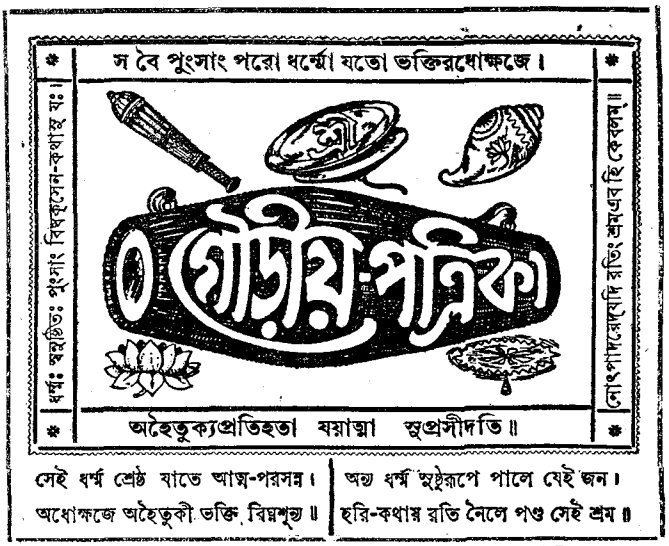

১১শ বর্ষ | বাসুদেব, ২ দামোদর, ৪৭৩ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৬৬ ; ইং ১৮।১০।৫৯ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ (উত্তরার্দ্ধম্)

(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যে একাদশসর্গে—৩১-৫২)

দোলা-বেগাধিক্যকামৌ স্বপদ্ভ্যা-
মাক্রম্যৈতাং স্বাবনত্যুন্নতিভ্যাম্।
স্বং স্বং সর্ব্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ
প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ ॥৩১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলা অধিক বেগে দোলাইতে আভিলাষ করিয়া পদ-যুগলদ্বারা দোলা আক্রমণ করিয়া নিজ অবনতি ও উন্নতিদ্বারা দোলা-দোলন-কৌশল দেখাইয়া সখীদিগকে প্রেমানন্দে তুন্দিল করিলেন ॥৩১॥

হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে
পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তো যদন্তৌ।

প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ খেলতো সা
যূনোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে ॥৩২॥

পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুইদিকে যাইতে লাগিল, বেগের দুই অন্ত প্রাপ্ত হইয়া উপর্য্যধঃস্থিত ক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা বড়ই কৌতুক উৎপাদন করিল, অর্থাৎ হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অভিমুখে পরস্পর, অর্থাৎ (সামনা সামনি) বসিয়াছেন ; দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুই দিকে যাওয়ায়, শ্রীরাধা যে দিকে বসিয়াছেন সেই দিকে দোলা ঊর্দ্ধগত হইলে শ্রীরাধার নীচে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতেছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে বসিয়া আছেন, সেই দিকে যে বার দোলা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নীচে থাকিতেছেন ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ দোলাবেগে দোলা একদিকে ঊর্দ্ধ ও একদিকে নীচ হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণও পুনঃ পুনঃ একবার এক জনের নীচে ও অন্যবার ঊর্দ্ধে হইতেছেন, দেখিয়া কোন রহস্য লীলাবিশেষ মনে হওয়ায় সখীদিগের মহা কৌতুক হইতে লাগিল ; তাঁহারা ঈষৎ হসিত-বদন বসনে অর্দ্ধাচ্ছাদন করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন ॥৩২॥

রাধা-হারং সংস্পৃশন্ কৃষ্ণ-বক্ষ-
শ্চক্রে নৃত্যান্যেকতো দিশ্যুদারম্।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতি স্ম
স্রক্ তস্যাপীত্যায়যুর্মোদমাল্যঃ ॥৩৩॥

যেবার শ্রীকৃষ্ণ নীচে থাকিতেছেন, সেইবার শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃস্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল এবং যেবার শ্রীরাধা নীচে থাকিতেছেন, সেই বার অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন ॥৩৩॥

অন্যোঽন্যাঙ্গাদর্শ-দৃষ্টস্য-ভাসো-
রন্যোঽন্যানালোকজক্লান্তিভাজোঃ।
তর্হ্যন্যোন্য-শ্বাসভূমাভিমর্ষা-
দন্যোন্যং সংদৃশ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম ॥৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের মরকত-মুকুর-সদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে

লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না; এইরূপ হেম-দর্পণ-সদৃশ শ্রীরাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না; তন্নিমিত্ত উভয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে দুঃখবশতঃ উভয়ে যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎকালে উভয়ের দর্পণ-সদৃশ অঙ্গ মলিন হওয়ায় উভয়ে আর নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না, উভয়কেই উভয় দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥৩৪॥

ইত্থং লীলা-বারিধিঃ কৌতুকিত্বা-
দত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণঃ।
পৃষ্টামৃষ্টোত্তুঙ্গপর্য্যন্তশাখা
পত্রালীকাং তাং চকারেব ভীতাম্ ॥৩৫॥

এই প্রকার লীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোলাবেগ বৃদ্ধি করিয়া কৌতুকের সহিত স্বয়ং দোলা দোলাইতে লাগিলেন, তাহাতে দোলা অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় শ্রীরাধার পৃষ্ঠে অতি উত্তুঙ্গ কদম্বশাখার পত্র স্পর্শ হওয়ায় উহা পতিত হইবে বলিয়া শ্রীরাধা ভীত হইলেন ॥৩৫॥

মৈবং মৈবং মাধিকং হন্তদোলে-
ত্যুক্তিং তস্যাস্তৎসখীনাঞ্চ শৃণ্বন্।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা
জজ্ঞালত্বং মাধবো ভ্রাজতে স্ম ॥৩৬॥

তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণ ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না, হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না"; শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়াও নিবৃত্ত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, প্রত্যুত হাসিয়া হাসিয়া দোলাবেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

বন্ধাদ্বেণী বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠ-
স্তস্থৌ মূর্দ্ধ্নি ব্যস্তভা ভূষণানাম্।
পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা
বৈয়গ্র্যে হা জাহসীতি স্ম কৃষ্ণঃ ॥৩৭॥

তাহাতে বৈয়গ্রবশতঃ শ্রীরাধার বেণীর বন্ধন খুলিয়া গেল, মস্তকে অবগুণ্ঠন থাকিল না, এবং ভূষণসকল ব্যস্ত হইয়া গেল, এবং পবনে

অন্তরীণ বসন উত্তোলিত হইবে বলিয়া শ্রীরাধা পদযুগল দ্বারা যে শাটী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও পদদ্বারা আর আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; হায়! হায়!! শ্রীরাধার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

ইত্থং স্বাক্ষ্ণোস্তৃপ্যতো রংহসা তাং
বিত্রস্তাক্ষীমাসনাদ্ভ্রংশয়িত্বা।
স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে
দোলাখট্বং তাং চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাম ॥৩৮॥

শ্রীরাধিকার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবং দোলাবেগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে অধিকাধিকরূপে বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে শ্রীরাধা বিত্রস্ত-নয়না হইয়া নিজাসন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও দুই বাহুদ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ যে দুই হস্তে দোলারজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকে বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কেবল মাত্র পদাবলম্বনে তাদৃশ বেগবতা দোলার উপরি নিজ কান্তাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণপূর্ব্বক দুলিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে
মূর্ত্তী যূনোরুদ্গিরন্ত্যাবভাতাম।
সংমর্দোত্থং সৌরভং ব্যাশ্নুবানং
পারেস্বর্গং হন্ত পদ্মাদিনাসাঃ ॥৩৯॥

চম্পক ঈন্দীবর-সদৃশ এই যুবক-যুবতীর (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) মূর্ত্তি নিবিড় সংযোগবশতঃ একীভূত হইল, এবং সম্মর্দ্দ-নিবন্ধন এই দুই মূর্ত্তি হইতে চম্পক ও ঈন্দীবর-কুসুম-সদৃশ সৌরভ নিঃসৃত হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠস্থিত পদ্মাদির নাসা অবধি ব্যাপ্ত হইল ॥৩৯॥

সাম্যদ্বেগা সমন্তাদ্ধৃতাভূ-
দ্দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধা দ্রাগেবারুহ্যাথ তস্যা-
স্তাভিস্তত্তৎ সংলপন্তী ললাষ ॥৪০॥

তাহার পর অবলম্বন বিনা দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া সখীগণ আসিয়া দোলা ধারণ করিলে বেগ শান্ত হইল; শ্রীরাধা অমনি দোলা হইতে অবরোহণ করিয়া সখীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে-যে প্রকার বিড়ম্বনা করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪০॥

মুখ্যাস্বষ্টাস্বাত্তভূতামথালী-
মারোহ্যাস্যাং তাং সকৃষ্ণাং স্বয়ং সা।
প্রেম্না গায়দ্দোলয়ন্তী স চাপি
প্রেয়ান্ দোলে পূর্ব্ববত্তামজৈষীৎ ॥৪১॥

পরে অষ্ট সখীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং দোলাইতে লাগিলেন, ও প্রেমের সহিত গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দোলার উপরি শ্রীরাধার যে অবস্থা করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই করিলেন ॥৪১॥

এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ
সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্য তস্যাঃ।
হিন্দোলাতঃ সোঽবতীর্য্যৈব সর্ব্বা-
স্বেকৈকস্যামন্য-হিন্দোলিকাসু ॥৪২॥
তাসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং
তত্রাগৃহ্যারোহ্যমহ্যাঃ প্রসহ্য।
ভ্রাম্যন্নেকো দোলয়ন্তাঃ সমস্তাঃ
প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং বাস্ত্যকৃত্যম্ ॥৪৩॥

এই প্রকার বিশাখা প্রভৃতিকে দোলান্দোলন জন্য অবস্থা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বে যে হিন্দোলা-শ্রেণীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক হিন্দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমি হইতে নিজ ভুজযুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়া আরোপণ করিলেন, এবং একাকী অসংখ্য হিন্দোলা দোলাইতে দোলাইতে তদুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যদি কেহ কহেন,—বহু

প্রয়াসসাধ্য সেই কার্য্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি হইল? তাহার উত্তর,—প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় আছে ??৪২-৪৩॥

তাঃ সর্ব্বাস্তু স্ব-স্ব-হিন্দোলিকান্ত-
স্তং চাপশ্যন্ স্ব-স্ব-বক্ত্রং ধয়ন্তম্।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশ-সূনো-
রিচ্ছাশক্তেঃ কিং পুনঃ স্যাদশক্যম্ ??৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, প্রত্যেক হিন্দোলিকার উপরিস্থিত গোপী-যুগলের মধ্যে আমিও থাকিব, তাহা তাঁহার সিদ্ধি হইয়াছিল; কারণ হিন্দোলিকার উপরিস্থিত প্রত্যেক গোপী দেখিতে লাগিলেন, শ্রীমধুসূদন আমাদের বদনকমল পান করিতেছেন—ইহা গোকুলেন্দ্র-নন্দনের সম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কিছুই অশক্য নাই ॥৪৪॥

একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাব্জং
বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।
আরুহ্যৈতৎ কর্ণিকাস্থোপবর্হা-
লম্বী দোষাশ্লিষ্টরাধো ররাজ ॥৪৫॥

তথায় একখানি হিন্দোলনাব্জ অর্থাৎ কমলাকৃতি হিন্দোলা আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাদেবী দেখাইয়া দিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। হিন্দোলনাব্জের কর্ণিকায় পূর্ব্ববৎ বৃন্তহীন কুসুমের উপরি দিব্য বস্ত্র আস্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার উপরি শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণপূর্ব্বক বিরাজিত হইলেন ॥৪৫॥

অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা-
স্তত্তদ্বাহ্যে ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ।
বৃন্দানীত-স্বাদুখর্জ্জুর-জম্বু-
দ্রাক্ষাঃ প্রাশ্নন্ কান্ত-ভুক্তাবশিষ্টাঃ ॥৪৬॥

অষ্টদলে ললিতাদি প্রধানা অষ্টসখি উপবেশন করিলেন, তদ্বাহ্যে ষোড়শদলে আর ষোড়শ সখী উপবেশন করিলেন। হিন্দোলনাব্জে সখীসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিরাজিত দেখিয়া পরমানন্দে বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, জম্বু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রক্ষা

করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহা ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা সখীগণ ভোজন করিলেন ॥৪৬॥

পীযূষান্তর্গর্ব্বসর্ব্বঙ্কষস্য
প্রাগেবাভূৎ পানকাদেঃ প্রপাণম্।
অন্তে হেমদ্যোতিতাম্বুলবীটী
বৃন্দাদ্যোঽন্য-প্রীতিদানাভিযোগঃ ॥৪৭॥

ইঁহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভোজন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দোলনাজে উপবেশন করিয়াই অমৃত-গর্ব্ব-হারী পানক (সরবৎ) প্রভৃতি পান করিয়াছিলেন। ভোজনাবসানে স্বর্ণকান্তি তাম্বুল-বীটি পরস্পর প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সখীবৃন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে তাম্বুলবীটি প্রদান করিলেন ॥৪৭॥

নান্দীবৃন্দে বিন্দতঃ স্ম প্রমোদং
নোদং পাণ্যোর্দোলনাজে দদত্যৌ।
দাস্যোঽপ্যাস্যোল্লাসমাপদ্য সদ্যো
নানাগানারম্ভশস্তা বভূবুঃ ॥৪৮॥

হিন্দোলনাজ দোলাইবার জন্য নান্দীমুখী ও বৃন্দা দুই দিকে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। দাসীগণের তদ্দর্শনে বদনে উল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহারা পরমানন্দে নানাবিধ গান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

দোলান্দোল-ক্রীয়য়া তাঃ সমস্তাঃ
জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষ-চুম্বাদিরত্নঃ।
সার্দ্ধং কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য
প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায় ॥৪৯॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, দোলান্দোলন-লীলাদ্বারা সকল সখীকে জয়পূর্ব্বক আশ্লেষ, চুম্বন প্রভৃতি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। পরে দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কান্তামণ্ডলের সহিত কানন হইতে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

রাধাস্যোত্থা মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রী-
স্তস্যাস্তত্র স্মারকানেব দৃষ্ট্বা।
যূথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ
হৃত্বাধাতুং তান্ স্রজঃ সংরচয্য ॥৫০॥

বন-ভ্রমণ-সময়ে বর্ষাজাত যূথী-কুসুম-কোরক দেখিয়া মনে হইল—"শ্রীরাধার শ্রীমুখে যে হাসি উত্থিত হইয়া অবহিত্থাবশতঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়, সেই শোভা এই যূথী-কোরকসমূহ আমার মনে উদয় করিয়া দিতেছে"—এইরূপ চিন্তা করিয়া যূথী-কুসুম চয়ন করিয়া তাহাদ্বারা মালা গাঁথিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যূথী-কুসুম-কোরকের মালার ছলে শ্রীরাধার মৃদু হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥৫০॥

খহেগান্মেঘঃ কৃষ্ণ-গাত্র-চ্ছবিত্বং
বিদ্যুত্তাসামঙ্গভাসা-ততিত্বম।
ভূমে রূঢ়ৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূটৈঃ
পাদালক্তাভ্যক্ততাব্যক্তমাসীৎ ॥৫১॥

গগণের নবজলধর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, এবং মেঘ-সঙ্গে যে-সকল বিদ্যুৎশ্রেণী খেলিতেছে, তাহারা শ্রীগোপিকাদিগের অঙ্গকান্তি, ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ যে বর্ষা-কীট ভূমিতলে রহিয়াছে, তাহারাও শ্রীগোপীদিগের শ্রীচরণের অলক্তকরূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥৫১॥

কৃষ্ণাভ্রেণাতুলধনরসৈঃ সর্ব্বতো বৃষ্যমাণৈ-
রত্যুৎফুল্লাঃ কিল সুমনসঃ পর্ব্ববত্যো লতাশ্চ।
তৎশস্যাল্যোঽপসমসুষমাঃ শং চিরায়ান্বভূবন্
বর্ষাহর্ষং বনমপি যতো হর্ষবর্ষাস্বমাংক্ষীৎ ॥৫২॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ অতুল ঘনরস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাদ্বারা সুমনস (মালতী) ও লতাগণ অত্যুৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী হইল। এবং তৎশস্যালি অর্থাৎ তৎতৎ-বৃক্ষের ফলশ্রেণীও অসম সুষমাযুক্তা হইয়া বহুকাল স্থায়ী সুখানুভব করিতে লাগিল; অহো! যে ঘন রস-বর্ষণে বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষ-বর্ষায় ডুবিয়া গেল! (শ্লেষার্থে) শ্রীকৃষ্ণরূপ ঘন যখন অতুল ঘন রস (শৃঙ্গাররস) সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত সখীগণ সুমনা, অর্থাৎ অনুরাগিণী এবং অত্যুৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী (উৎসববতী) হইয়া দীর্ঘকাল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহাতে বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষবর্ষায় মগ্ন হইল।৫২॥

ত্রিবিধ অধিকার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

নিষ্কপট অনভিজ্ঞগণের মঙ্গল-লাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাদের সেবোন্মুখতায় রুচি-প্রদর্শনকল্পে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে ভুজ-প্রসারণ করিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-কার্য্যের সহায়তা করাই বালিশের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ; কৃপার তটস্থ লক্ষণে সেবানুকূল্যের মহিমা-প্রচারই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসার-বন্ধন উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিপর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ আদর্শ প্রতারণা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা দেওয়া' হয়, 'দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণব-লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' মন্দ ভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রাতিকর বৈরিতা স্তব্ধ হয়। ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যে-স্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সে-স্থলে সমর্থপক্ষে জিহ্বা-ছেদন-বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অমঙ্গলবরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্তজনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গল-পথে বিচরণ-প্রদর্শনকল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বদ্ধজীব যদি উহাকে উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী শিক্ষকের অবিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরনিন্দাজ্ঞানে আত্মবঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণে সুদৃঢ়মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশকেই কৃষ্ণভজন জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অশ্রদ্দধানে হরিনাম দান বা 'ভক্ত' বলিয়া ভ্রান্তোপলব্ধি কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশ জন আপনাকে মহাভাগবত জ্ঞানে যে বৈষ্ণব-গুরুর দ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার

কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এই প্রকার অহঙ্কার-বিমূঢ় ভক্তাভিমানী শুদ্ধভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচারমতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্তপ্রসঙ্গজ কৃপা-বঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ এজন্যই বিদ্ধভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চ্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটী মর্য্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্ব্বিচারে শৈথিল্য-জ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবন-চেষ্টা।

কনিষ্ঠ ভাগবত বা প্রাকৃত ভক্ত

অর্চ্চকের অর্চ্চ্য ও মধ্যবর্ত্তী বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষিতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গের উন্নতিক্রমে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ সাধিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরব-বিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তববস্তুর অবতার-বিশেষ। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চ-বিধ প্রকাশবিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখ হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভবপ্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব; তাঁহারই অভেদ কায়-ব্যূহ ও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্‌বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবকপ্রতীতির অধিগম্য।

জড়ভোগ-তৎপরতায় আবদ্ধ হওয়া ভগবদ্-বিমুখের স্বভাব। তিনি সেই-কালে ভগবদিতরানুভবের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্যজগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস-বর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যমাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব-পর্য্যন্ত উপাস্য-বিচার উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্যামিসূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিগম্য বিষয় হন। ভগবৎপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উন্নতার্চ্চক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যের সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণ গৌরব-সেবার বিচার উপস্থিত

হয়। যে-কালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকা কালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাস-কালে মায়াবাদী ও কর্ম্মি-সম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়া-বাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত-বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্‌বৈমুখ্য ও ভক্তসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃতক্ষেত্রে কার্য্যদক্ষ হইয়া যে কএটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার 'প্রাকৃত ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরুপকরণ দ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়-নামের ও চিন্ময়-মন্ত্রের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে প্রাকৃতবিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতিসেবা, ভগবদ্‌-ভক্তে প্রেমানুগা মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে তত্তদ্ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষী জনের বিরোধ-ভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণতা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শনমুখে শাসনরূপা হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভবপ্রকাশ-বিশেষের অন্তর্যামিত্ব ও প্রাকৃত জন্মোপযোগী উপলব্ধির আধারবিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদবতার-শ্রেণী-বিচারে বৈভবপ্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। ভৈবব-প্রকাশসমূহ ব্যূহান্তর্গত, ব্যূহ পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত; বাসুদেব পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—পরমপরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত, —এই সকল কথার উপলব্ধি হয়। চিজ্জগতের অন্বয় সেবোন্মুখতায় প্রপঞ্চে আগত। বহির্ম্মুখ জগৎ বদ্ধজীবকে ভোগী সাজাইয়া ভোগীর সেবায় উন্মাদের ভাব প্রদর্শন করে। বদ্ধজীবের প্রকৃত মুক্তিবাসনা ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী

চেষ্টা, তাহাই ভক্তের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সম্বর্দ্ধনে যত্ন। যে-কালে তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতীতিতে চিন্ময়ভেদ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধ-দ্বৈতবিচার, শুদ্ধাদ্বৈতবিচার, দ্বৈতাদ্বৈতবিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংখ্যাগত হেয়তা পরিহারপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-দাস্যের সর্ব্বচিৎ-সুষ্ঠু-সমন্বয়তা এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্মনিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্ব্বক তাহাদের অনাত্ম-প্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অদ্বয়জ্ঞানেই ভাবরাহিত্য বর্ত্তমান। তাহার নিরপেক্ষতা হইলে এই প্রাপঞ্চিক বিচার আর তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিজ ফলভোগময় যত্ন নাই, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মূলক জড়ত্ব-লাভরূপ কৈবল্য নাই।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রয়োজন-বিচার

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেন-না জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাবসকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার-অভাবে ক্রন্দন করেন, কখনও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া হা-হুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন—আমি মরিলাম, কখন বলেন—আমি ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে বসিয়া মনে করেন—আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কখন কতকগুলি নরসন্তার হিংসা করিয়া মনে করেন—আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেলগাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করত জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তি চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা

শিক্ষাদান করত অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এইসব কার্য্য কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এইসকল ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কোথায় হরিপ্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগ-জনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ, কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা!

আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এখনই বা কি হইয়াছি; এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতে আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্ম-গ্লানিই আমাদের অপরাধ।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠন-সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ-সূত্র, তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র।

জীব যখন ভ্রম-জালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা-সুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়-রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সমৃদ্ধি করিতেছে।

এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র প্রয়োজন। যে-পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে-পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্ম-বৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না; কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তি ভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে।

মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসার-যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের

সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে।

মৎকৃত দত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক উপাধিশূন্য, তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-চরণে প্রার্থনা

পরম করুণাময়, শ্রীগুরুদেবের জয়,
তব পদে করি যে প্রণাম।
দীন দুঃখী উদ্ধারিতে, আবির্ভাব অবনীতে,
প্রচারিলা শুদ্ধ হরিনাম॥১॥
তোমার করুণা বলে, পাষাণের মন গলে,
অনায়াসে যায় ভবপার।
চিত্ত মোর পশুসম না হইল 'হরিনাম',
কিসে আমি হইব উদ্ধার॥২॥
তুমি শুদ্ধ সত্ত্বময়, (তব) সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ হয়,
আমি পাপী রহিলাম দূরে।
সুযোগ লভিয়া মায়া, আমারে দুর্ব্বল পা'ঞা,
হাতে পায় বান্ধে দৃঢ় ক'রে॥৩॥
ভীষণ মায়ার বল, পরায় গুণ-শৃঙ্খল,
অবশ করিল মোর প্রাণ।
নিক্ষেপিছে ভবার্ণবে, না দেখি উপায় এবে,
কিসে আমি পাব পরিত্রাণ॥৪॥

মায়ায় মোহিত হয়ে, দুর্ব্বাসনা সঙ্গে নিয়ে,
করিয়াছি কত যে কুকর্ম্ম।
নিরন্তর এ সংসারে, নানা যোনি ভ্রমণ ক'রে,
ভুলে গেছি তব পাদপদ্ম ॥৫॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য-সহ,
সুহৃদের মত করি সঙ্গ।
জীবের কর্ত্তব্য ভুলি, তাদের আদেশ পালি,
তাতে হয় মম মহারঙ্গ ॥৬॥

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র, আত্মীয় স্বজন যত,
স্নেহ-পাশ ধ'রে খাড়া রয়।
না পারি ছিড়িতে পাশ, গলায় লাগিল ফাঁস,
পড়ে' থাকি হয়ে মৃতপ্রায় ॥৭॥

বিষম-বিষয়ানলে, অনুক্ষণ হিয়া জ্বলে,
সদা চিন্তা কুটুম্ব পোষণে।
তাদের মঙ্গল লাগি, লজ্জা মনে সব ত্যাগি',
ভীত নহি পাপ আচরণে ॥৮॥

মায়ার অবিদ্যা-বৃত্তি, হরণ করিল শক্তি,
তাই আমি হয়েছি দুর্ব্বল।
দুর্ব্বুদ্ধি উদয় হ'ল, ভুঞ্জি এবে কর্ম্মফল,
আমায় যে করিল পাগল ॥৯॥

কামিনী কাঞ্চন সব, মোরে করে পরাভব,
সর্ব্বদা সেবিনু যত্ন করি'।
তাহাতে আনন্দ পাই, কুকুরের মত যাই,
টেনে নেয় গলে দিয়া দড়ি ॥১০॥

লাভ সম্মান প্রতিষ্ঠা, সে সবে আমার নিষ্ঠা,
যাহা পাই যাই সেইখানে।
অসৎসঙ্গে নিয়ত, বেড়াই হইয়া রত,
নাহি চাহি পরমার্থ পানে ॥১১॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্গেতে লইয়া মন,
টানাটানি করে চারিদিকে।

দেহরাজ্যে ব'সে কলি, বিলাচ্ছে দুষ্কর্ম্ম-ঝুলি,
তার দাস করিল আমাকে ॥১২॥
এহেন পাষণ্ড আমি, হইয়া নরকগামী,
অবিরত ফিরি অন্ধসম।
কি হবে আমার গতি, কিসে বা হবে সুমতি,
কিসে হবে সফল জনম ॥১৩॥

অসদ্বার্ত্তা মন্দকথা, গাই আমি যথা তথা,
'হরি-নাম' মুখে নাহি আসে।
তব শ্রীরাঙ্গা চরণ, সেবি নাই কোনদিন,
এ অধম দুঃখ-নীরে ভাসে ॥১৪॥

সম্মুখে ভবাব্ধি-জল, বায়ু-ভরে টলমল,
(মোরে) পাপী দেখি করিছে গর্জ্জন।
কম্পিত হৃদয়খানি, নিকটে বিপদ জানি,
এ বিপদে রক্ষ গুরুজন ॥১৫॥

'মন্ত্রে' হয় পাপক্ষয়, 'নামে' হয় প্রেমোদয়,
আর হয় কৃষ্ণে শুদ্ধরতি।
হেন নামে অপরাধ, ঘটিল ভজনে বাধ,
সেই দোষে না হ'ল ভকতি ॥১৬॥

গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট, গুরু যদি হন রুষ্ট,
কিসে পাব শ্রীচরণ-তরী।
গুরুসেবা করি নাই, পাপিষ্ঠ হয়েছি তাই,
নিজ গুণে সিঞ্চ কৃপাবারি ॥১৭॥

তুমি প্রভু! কৃপাসিন্ধু, জীবের পরম বন্ধু,
প্রার্থনা জানাই তব কাছে।
অহং-জ্ঞানে মত্ত হৈনু, তব পদ পাসরিনু,
রক্ষা কর এই দীন দাসে ॥১৮॥

নিত্য-সেবাকাঙ্ক্ষী—**শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী**
ছোকাপাড়া, গোয়ালপাড়া (আসাম)

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ১)

এই চরাচর জীবের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার বা কারণ—জল ; আবার জলের উপর নির্ভরশীল ওষধিসমূহ হইতে পোষণ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যাদি শরীরের উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের প্রধান অঙ্গ বাণী। এই বাণীর সার—ঋক্, ঋকের প্রধান অংশ সাম। যেহেতু উহা গীত হয়, তজ্জন্য (কীর্ত্তন-প্রধান অঙ্গ বলিয়া) সামের শ্রেষ্ঠতা। সামমন্ত্রের দ্বারা দেবতাগণের স্তুতি করা হয়। এই সাম মধ্যে উদ্গীথ অর্থাৎ ওঁকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম ব্রহ্মের ধাম অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ।

বাণী—ঋক্। প্রাণ—সাম এবং ওঁকার উদ্গীথ (কীর্ত্তনীয় বস্তু)। প্রাণ ও বাণী, ঋক্ ও সাম অভিন্ন বস্তু, এক অপরের পূরক। বাণী ও প্রাণকে ওঁকারের সহিত উত্তমরূপে সংযুক্ত করা হয়। তখন উহা সর্ব্বদা কৃতকৃত্য করে অর্থাৎ প্রাণযুক্ত প্রাণী বাণীদ্বারা ওঁকারের কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারে। এই রহস্য যিনি জানেন, তিনি ওঁকাররূপ অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বকামনা পূরণে সমর্থ হন।

আবার এই ওঁকার অনুজ্ঞাসূচক। যখন কাহাকেও কোন বিষয়ের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ওঁকার উচ্চারণ করা হয়। ওঁকার দ্বারাই ত্রয়ী বেদের যজ্ঞাদি কর্ম্মারম্ভ করা হয়। এই ওঁকাররূপ অবিনাশী পরমাত্মার উপাসনার জন্য 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিক্ আশ্রাবণ করেন অর্থাৎ মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ করিয়াই হোতা শংসন অর্থাৎ মন্ত্র পাঠ করেন এবং ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক উদ্গাতা উদ্গীথ গান করেন। যিনি এই ওঁকারের রহস্য জানেন এবং যিনি জানেন না, সকলেই ইহার উচ্চারণ করিয়া সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি এই 'অক্ষর'-তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তিনি অধিক সামর্থ্যযুক্ত হন। এইরূপে ওঁকারের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দেবতা এবং অসুরগণ যখন পরস্পর যুদ্ধ করেন, তখন দেবগণ ওঁকারকে ধ্যেয়-স্বরূপে যজ্ঞদ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা এই উপাসনা দ্বারা অসুরগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা প্রথমে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্গীথ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু অসুরগণ উহাকে রাগ-দ্বেষরূপ পাপযুক্ত করিয়া দেয়। এজন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় কলুষিত হওয়ায়

উহাদ্বারা জীবগণ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার গন্ধই গ্রহণ করে। অতঃপর দেবতাগণ বাণীকে (রসনাকে) উদ্গীথ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। অসুরগণ তাহাকেও রাগ-দ্বেষদ্বারা কলুষিত করে। এজন্য ঐ রসনা দ্বারা মনুষ্যগণ সত্য-মিথ্যা উভয় প্রকার বাণীই উচ্চারণ করে। তৎপরে দেবতাগণ নেত্রকে উদ্গীথ-রূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ উহাকেও রাগ-দ্বেষদ্বারা মলিন করিয়া দেয়। তদবধি মনুষ্যগণ নেত্রদ্বারা শুভাশুভ সকলদৃশ্যই দেখিয়া থাকে। এইবার দেবতাগণ শ্রোত্রকে উদ্গীথ-রূপে গ্রহণ করেন। অসুরগণ তাহাকেও দূষিত করিয়া দেয়। সেজন্য মনুষ্যগণ শ্রবণ-যোগ্য ও শ্রবণের অযোগ্য সকল কথাই শ্রবণ করে। পুনরায় দেবতাগণ মনকে উদ্গীথ-রূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ মনকেও রাগ-দ্বেষদ্বারা অভিভূত করে। এজন্য মনুষ্যগণ মনের দ্বারা ভাল-মন্দ সঙ্কল্প বা বিকল্প সকল চিন্তাই করে। সর্ব্বশেষে দেবগণ প্রাণকে উদ্গীথ-রূপে গ্রহণ করিলে অসুরগণ উহাকেও দূষিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু উহা অচ্ছেদ্য প্রস্তরের মত সুদৃঢ়। কারণ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু করা হয়, ভোজনাদি-কার্য্যসকল প্রাণেরই পুষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়েরও পুষ্টি হয়। অন্তকালে এই প্রাণ বাহির হইয়া গেলে ইহার সঙ্গে অন্য সকলের সহিত জীবাত্মা শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (নির্গত হয়)। ইহাই প্রাণের মহিমা। প্রসিদ্ধি আছে যে, অঙ্গিরা ঋষি প্রাণকে প্রতীক ধরিয়া ওঁকার-রূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন; এজন্য লোকে ইহাকে আঙ্গিরস (অঙ্গিরা-উপাস্য) বলিয়া থাকেন। এই প্রাণ সমস্ত অঙ্গের রস (পোষক)। বৃহস্পতিও এই প্রাণদ্বারা ওঁকার-রূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে প্রাণকেই 'বৃহস্পতি' বলিয়া থাকে; কারণ বাণীর এক নাম 'বৃহতী', তাহার পতি (রক্ষক) বলিয়া বৃহস্পতি। 'আয়াস্য' নামক ঋষিও বৃহস্পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। এজন্য লোকে ইহাকে 'আয়াস্য' বলে। আস্য অর্থাৎ মুখদ্বারা যাতায়াত হয় বলিয়া ঐ নাম। দম্ভ-পুত্র বকও প্রাণের উপাসনা-রূপ সাধনের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করেন। তিনি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিগণের উদ্গাতা হইয়াছিলেন। তিনি ঋষিগণের কামনা পূরণার্থ উদ্গীথ গান করিয়াছিলেন। যিনি এই প্রকার প্রাণের মহত্ত্ব অবগত হইয়া ওঁকারের উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে সঙ্কল্পিত বস্তুকে আকর্ষণে সমর্থ হন।

উত্তাপ-প্রদানকারী সূর্য্য উদিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণের প্রাণ-রক্ষক

বলিয়া অন্ন উৎপাদনার্থ উদ্গান করেন। তাহার উন্নতির কারণ বলিয়া সূর্য্যকেই উদ্গীথ বলা হয়। কেবল ইহাই নহে, সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার ও ভয় নাশ হয়। যিনি সূর্য্যের প্রভাব অবগত হন, তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ।

প্রাণ ও সূর্য্য উভয়েই সমান। যেহেতু মুখ্য-প্রাণ—উষ্ণ; সূর্য্যও গরম। এই প্রাণকে লোকে 'স্বর' (ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন) বলে। সূর্য্যকেও 'স্বর' ও প্রত্যাস্বর (স্বয়ং ক্রিয়াশক্তিমান) বলা হয়। এজন্য প্রাণ ও সূর্য্যকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর অন্যপ্রকার উপাসনার কথা বলা হইতেছে,—ব্যানকেও উদ্গীথ করিয়া উপাসনা করা উচিত: মনুষ্যগণ যে শ্বাসের দ্বারা ভিতরের বায়ুকে বাহিরে আনে, উহাই ব্যান। এবং বাহিরের বায়ুকে যে ভিতরে লইয়া যায়, তাহা অপান। প্রাণ অপানের সন্ধিই ব্যান। ব্যানই বাণী। (পূর্ব্বে 'প্রাণ' শব্দে প্রাণের সমষ্টিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, কেবল শ্বাসের কার্য্যকেই প্রাণ বলা হয় নাই।) এজন্য মনুষ্য শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য না করিয়াও বাণী উচ্চারণ করিতে পারে। অর্থাৎ সামান্যরূপে কথা বলিবার সময় শ্বাসকার্য্য বন্ধ থাকে।

বাণীই ঋক্, বাকই সাম এবং সামই উদ্গীথ। এজন্য মনুষ্য শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য (প্রাণ-অপানের কার্য্য) না করিয়াই উদ্গীথ গান করিতে পারে। প্রাণ, অপান ও ব্যানের মধ্যে ব্যানেরই মুখ্যতা। অধিক অপেক্ষাযুক্ত কর্ম্ম ব্যানই করে। যথা, কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি প্রকট করা—ধনুতে গুণ যোজনা করা ইত্যাদি ক্রিয়া প্রাণ-অপানের কার্য্য বন্ধ রাখিয়া ব্যানের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই প্রকারে ব্যানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়ায় ব্যানের রূপেই উদ্গীথ হওয়া কর্ত্তব্য।

এক্ষণে 'উদ্গীথ'-শব্দের অর্থ বলা হইতেছে,—উদ্গীথে যে তিন অক্ষর, উহার মধ্যে 'উৎ' 'উত্থান'-শব্দের বাচক; 'গী' 'বাণীর' দ্যোতক। কারণ 'গী'-অর্থে বাণী বলা হয়। তৃতীয় 'থ' অন্তিম অক্ষর 'স্থিতি'-বোধক। 'থ' 'অন্ন'-বাচক। কারণ জগতের সমস্তপ্রাণীর অন্নই আধার (স্থিতি)। 'উৎ' স্বর্গ লোক, 'গী' অন্তরীক্ষ এবং 'থ' ভূর্লোক। 'উৎ' আদিত্য, 'গী' বায়ু ও 'থ' অগ্নি। 'উৎ' সামবেদ, 'গী' যজুর্ব্বেদ এবং 'থ' ঋগ্বেদ। এই প্রকার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া যিনি উদ্গীথকে ওঁকার-বাচ্য পরমাত্মার রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য বাণী তাঁহার সমস্ত রহস্য প্রকট করিয়া দেন অর্থাৎ বেদের

তাৎপর্য্য তিনি স্বতঃই অবগত হইতে সমর্থ হন এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যপদার্থ ও ভোগের শক্তিতে সম্পন্ন হইতে পারেন।

এক্ষণে সাধনের সাতটী অঙ্গ বলা হইতেছে, তাহা প্রাণিধান করা কর্ত্তব্য—

১ম অঙ্গ—যে সামদ্বারা সাধক ইষ্টদেবের স্তুতি করেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা।

২য়—গেয় সাম যে ঋকে প্রতিষ্ঠিত তাহার স্মরণ রাখা।

৩য়—যে ঋষি ঐ মন্ত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ করা।

৪র্থ—উপাসক স্তুতিযোগ্য অভীষ্টদেবের স্মরণ রাখিবে।

৫ম—মন্ত্রের ছন্দকে স্মরণ রাখা (যেহেতু উহার উচ্চারণে ব্যতিক্রম ঘটিলে বিরুদ্ধ ক্রিয়া হয়।)

৬ষ্ঠ—সামবেদের স্তুতিযোগ্য স্তোত্রসকল স্মরণ রাখা।

৭ম—যে দিকে মুখ করিয়া স্তুতি করা হয় তাহা ঠিক রাখা।

প্রমাদ-রহিত হইয়া নিজ ধ্যেয় বস্তুর উপাসনায় নিযুক্ত থাকিলে সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এই প্রকরণে বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতিকে ধ্যেয় বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহা বাস্তবিক তাৎপর্য্য নহে। ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে এই সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নাম পরমাত্মারই বাচক—ইহাই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর)

ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া ভগবৎসেবা ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি কিছুই কামনা করেন না। সেবাই তাঁহাদের জীবন, সেবাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তাঁহারা অলৌকিক দাস্য-ধনে ধনী বলিয়া সেবা ব্যতীত সকল বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ভগবদ্দাস্যে তাঁহারা যে সুখ পান, সে সুখ সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যে, স্বর্গে বা ব্রহ্মানন্দেও নাই। সেবানন্দের নিকট মোক্ষানন্দ গোষ্পদ-তুল্য।

আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস—ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। আমি প্রভু; আমি কর্ত্তা, আমি অন্যের পালক ও রক্ষক, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী,

আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, আমি সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, আমি শিক্ষক বা ছাত্র, আমি রাজা, আমি মানুষ—এ সব জড় অভিমান, অজ্ঞানতা মাত্র। ভগবদ্দাস অভিমান ব্যতীত জীবের অন্য যাবতীয় অভিমান সবই অজ্ঞানতা। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ, কৃপা ও সেবা-ফলে এই অজ্ঞানতা দূর হইলে আমরা ভগবদ্দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়া ভগবৎসেবা-সিদ্ধি লাভ করত ধন্য হইতে পারিব। তাই দ্বারকার মহিষী শ্রীসত্যভামা দেবীর অবতার গৌর-পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥
সকল ভরসা ছাড়ি' গোরাপদে আশ।
করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আত্মা" শব্দের অর্থ 'আমি'। এই আত্মা সম্বন্ধে বদ্ধজীবের বিচার হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান স্থূলদেহটাই 'আমি'; তৎফলে আমরা স্থূল শরীরটাকে নানাভাবে সাজাইয়া থাকি, ভাল খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যস্ত হই। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্'—ইহা তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

"যখন আমরা সূক্ষ্মশরীর মনকে আমি বা আত্মা বলিয়া মনে করি, তখন নানাভাবে সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি কল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার হয়, কেবল নিজ স্থূল শরীরেই আমিত্ব আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ আমিত্বকে কিছু বিস্তার করি। তখন আমরা ভাবি—হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকার-ব্রত, জগদ্বাসীর স্থূল শরীরের উপকার, স্থূল শরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশে স্বাধীনতা লাভ দরকার. সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান দাওয়ান একটী ভাল কাজ, সাময়িক বিধি-বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্ম শরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক,—এইরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। তখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করি, তখন ঐ সকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্য-বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃতি-আদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। যথা, গীতা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ (গীঃ ২।২২-২৩)

[আত্মা নিত্য বস্তু। তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই। মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন জীবাত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে। শস্ত্র (অস্ত্র) সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।]

"স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর এ দুইটী অনাত্ম বস্তু। আত্মা অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলেই প্রণয়। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। শিশুর দেহ, বালকের দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতের মন, মধ্যাহ্নের মন ও রাত্রিকালের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি' বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান-গাছ ও শ্যামা-ঘাসকে এক মনে করি, তবে আমরা বঞ্চিতই হব।

"চিদাভাস মন ও চেতন-আত্মা এক নহে। চেতন স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট। কিন্তু মন চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহে। মন অচেতন-ধর্ম্মের সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবল-চেতন-ধর্ম্মযুক্ত বস্তু দর্শনে অসমর্থ। মন ত চেতনের অলোচনা করে না, মন ত সর্ব্বদা অচেতন বস্তু দর্শনে নিজেকে নিযুক্ত রাখে। আত্মা কিন্তু কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু নিত্য বস্তু, অপরিণামী বস্তু।

"দেহ ও মন অনিত্য বলিয়া তাহার ধর্ম্মও অনিত্য। আত্মা নিত্যবস্তু বলিয়া তাহার ধর্ম্ম নিত্য। দেহ-মনের ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মার বৃত্তি বা ধর্ম্ম একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহার-হেতু পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ড-বস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—একথাও ঠিক নয়। কারণ চেতনের বৃত্তি কখন সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার; আর যখন আত্মবৃত্তিদ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইতেছে, জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ইতর

বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে, এই মাত্র। যেমন আমরা কাশীতে যাইব মনে করিয়া যদি হাওড়া ষ্টেশনে না যাইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শরীরিক চেষ্টা করা হইল কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে—জড়বস্তুতে নিযুক্ত করার দরুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তিটীর অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তি দ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর—বৃথা বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে।

"আমি বা আত্মার অনুশীলনীয় একমাত্র পরমাত্মা—পরম+আত্মা অর্থাৎ 'পরম-আমি,' কিন্তু বর্ত্তমানে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অপরম বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু কুরূপ বা জড়রূপ দর্শন করিতেছে, শ্রীভগবানের রূপদর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

"বর্ত্তমানে আমার সুখ ও আমি—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক ও ক্ষণিক মাত্র। এজন্য আশা-মিটান সুখ পাইতেছি না, সুখের পরই দুঃখ আসিতেছে।

"যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্যা বৃত্তির অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা যখন কেহ দয়া করিয়া জানাইয়া দেন, তখন যদি আমরা কায়মনোবাক্যে মহানুভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তবেই আমাদের মঙ্গল হয়।

"অনাত্ম-বৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। আমার স্থূল-সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকিবে।

"পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যা বৃত্তি। দেহ ও মনের অনুশীলন 'নিত্যাবৃত্তি'-শব্দবাচ্য নহে। আমি জিনিষটী আমার অনুসন্ধান করে। আত্মা পরমাত্মার অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

"পরমাত্মা প্রযোজক কর্ত্তা। তিনি জীবের তাৎকালিক বদ্ধ অভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখ-দুঃখ-রূপ ফল ভোগ করান। তখন বদ্ধজীবের

অভিমানে ভগবৎসেবোপকরণ জগৎ ভোগ্য হইয়া পড়ে। 'ঈশাবাস্য' শ্রুতি তখন তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে—জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, দন্ত হইয়াছে মৎস্য-মাংসাদি গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য। অনাত্ম-বৃত্তিতে 'আমি' বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহুস্থানের মালিক। এইরূপ বুদ্ধিতে জীব নিজেকে কর্ম্মফলের ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়।

"এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সমগ্র জগৎ লালায়িত। যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা, সকলেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে, সেই অনাত্মবৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। 'আমার ভোগ, আমার ভোগ', 'দেহি দেহি'-রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা—কৃষ্ণের সুখের কথা একবারও বলেন না। যে-দিন হৃষীকেশের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

"দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদ্-অনুশীলনই সকলের একমাত্র কৃত্য। আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে হরি-সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে মানুষ, দেব, পশু পক্ষী যেখানে যতপ্রকার অস্তিত্ব তাহাদের সকলেরই ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য কোন কিছু 'বৃত্তি' সেবা-বাচ্য নহে। অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"পঞ্চবিধ রসে শ্রীকৃষ্ণ সেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। জীবের স্বরূপবিচারে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলেছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস'। আর কৃষ্ণের স্বরূপবিচারে পাই– "কৃষ্ণের স্বরূপ হয় জীবের নিত্য প্রভু।"

"'আত্মা' শব্দে 'আমি'। পরমাত্মা শব্দে 'পরম-আমি', বিষয়-বিচারে 'পরম-আমি', আর আশ্রয়-বিচারে অণুশক্তিক প্রভুবাধ্য বিভুর অধীন 'ক্ষুদ্র আমি'। আমি যাঁহার সেই 'পরম আমি' বা পরমাত্মার স্বার্থপূরণ করাই—তাঁর সুখ-বিধান করাই 'ক্ষুদ্র-আমি'র—আশ্রিতের নিত্যা বৃত্তি বা ধর্ম্ম।

"সত্য—বাস্তব সত্য—পরমসত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যে আবদ্ধ। কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত জনগণের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই অধিকার পাইব।

"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই কলিযুগ-ধর্ম্ম। ইহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-দ্বারাই জীব সমস্ত দুঃখ, অনর্থ, অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরসুখী হইতে পারিবে—নিত্যমঙ্গল লাভ করিবে—একথা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলেছেন।

"কৃষ্ণনাম ব্যতীত ভবরোগের ঔষধ আর কিছু নাই। হরিনাম ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। অষ্টপ্রহর হরিনামই জীবের নিত্যবৃত্তি। নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণই অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

গ্রন্থসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই তারস্বরে বলিতেছেন যে,—শ্রীহরিভজন বা শ্রীহরিসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবাই যখন জীবের পরমধর্ম্ম বা নিত্য-কর্ত্তব্য, তখন জীব যে কৃষ্ণের সেবক বা কৃষ্ণদাস, তাহা সহজেই অনুভবনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ২।২।৬)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।৩২)

অধোক্ষজ কৃষ্ণে নিষ্কামা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম্ম। ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তন ও ভগবৎ-স্মরণাদি দ্বারা যে কৃষ্ণের সুখবিধান বা কৃষ্ণের দাস্য, তাহাই ভক্তি।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ (ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ার জন্যই লোকের সংসার হইয়াছে—ভয়, চিন্তা, দুঃখ আসিয়াছে। এই দুঃখ নিবৃত্তি ও পরাশান্তির জন্য ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক গুরুদেবতাত্মা হইয়া নিষ্কপটে অনুক্ষণ ভগবৎসেবা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে।

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দ-চরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ (ভাঃ ১১।২।২)

নারদ-উদ্ধবাদি ভগবৎপার্ষদগণ এবং ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণও যখন সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভজন বা ভগবদ্দাস্য করিয়া থাকেন তখন বদ্ধজীব আমাদের পক্ষে যে ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতিও বলেন—

"হৃদি ভজধ্বং হৃদীশ্বরম্"—হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়ে ভজনা কর।

"কৃষ্ণ এব পরমো দেবঃ, তং ধ্যায়েৎ, তং যজেৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ।"

কৃষ্ণই পরমেশ্বর অর্থাৎ সকলের নিত্য প্রভু বা নিত্যসেব্য। অতএব সেই কৃষ্ণকে ধ্যান কর, অর্চ্চন কর ও সেই কৃষ্ণের ভজন কর।

বেদান্ত বলেন—

'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।'
'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।'
'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।'
'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।'

হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেই সংসার নিবৃত্তি ও পরমমঙ্গল লাভ হয়।

অনুক্ষণ হরিনাম করিলেই মঙ্গল হইবে—ইহাই শাস্ত্র বলেন।

নিষ্কামভাবে ভগবদ্ভজন করিলে ভগবদ্-দর্শন ও অফুরন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তই ভক্তিপ্রভাবে সংসার হইতে পরিত্রাণ পান।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও বলিতেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
(গীঃ ১৮।৬৫)

আমার চিন্তা কর, আমার সেবা করা, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। ইহা দ্বারাই সকলের মঙ্গল হইবে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

বদ্ধজীব নিজ-বলে মায়াকে জয় করিতে পারে না। যে কৃষ্ণকে ভজন বা সেবা করে, সেই ভক্তই মায়া হইতে উদ্ধার পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৩)

হরিভজন করিতে করিতে জীবের বিষয়-বৈরাগ্য, ভগবদনুভূতি ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে। এইভাবেই জীব চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

জলের ছিটায় লগার গুঁতো

কৃষ্ণ-কান্তি ব্রহ্ম-জ্যোতি বলে শাস্ত্রকার।
সে-যে কেন অমা-শশী কালো চর্ম্মসার ??
কৃষ্ণকান্তি শুধু ভ্রান্তি তমঃ অন্ধকার।
চক্ষু নাই দেখি তাই, বুঝে উঠা ভার ॥১॥

পিতা যাঁর বৈশ্য 'সাহা' নিজে 'অধিকারী'।
পুত্র এক সপুত্রক হয় 'ব্রহ্মচারী' ॥
ভ্রাতার উপাধি 'দাস' ন্যায়ে ভারিভুরি।
মুখার্জ্জী-কন্যার কেন পাণি-গ্রহকারী ??২॥

একটী মাত্র শির যাঁর নাম 'পঞ্চানন'।
তাম্বুল-সেবা ছাড়ি' করে তৈলের মর্দ্দন ॥
সুধাপানে গুরুভ্রষ্ট গুরুপ্রেষ্ঠ হয়।
গোলাপের সঙ্গ ছাড়ি' পলাশে মজয়।৩॥

ভাল করি' দেখ ভাই গুরু-সেবা নামে।
গুরু-বিত্ত যত সব লাগাইল কামে ॥
হরিজন গুরুজন গৌরজন আর।
এঁদের ছাড়িলে কভু না হয় নিস্তার ॥৪॥

জগন্মাতা জননীরে পূজে শাক্তগণ।
তাঁহার প্রীত্যর্থে বধে তাঁর পুত্রগণ ॥
ইহাতে কি প্রীত হন বিশ্ব-প্রসবিনী।
সেইমত গুরু পূজে তীর্থ ভ্রাতা হানি' !!৫॥

কি বাক্যে করিব মুঁই তোমার স্তবন।
গঙ্গাজলে করি তবে গঙ্গার পূজন ॥
ধৈর্য্য ধর, বাক্য শুনি' চটো না-ক ভাই।
'তোর শিল, তোর নোড়া' দন্ত ভাঙ্গি তাই ॥৬॥—

"জল বিনা স্থল নাই নাম 'শুষ্ক-গ্রাম'।
দাদ বিনা চর্ম্ম নাই 'রূপেশ্বর' নাম ॥
দীন-দুঃখী নাম ধরে 'লক্ষ্মী-নারায়ণ'।
বিশ্বের বিচিত্র বার্ত্তা শুন ধীরগণ ॥৭॥"
'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র যুক্তি অতি দৃঢ়।
অকাট্য হ'লেও তাহা বুঝিবেক মূঢ় ॥
তোমা হেন 'ঠ্যাটা' কভু নাহি দেখি আর।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানো তর্ক করা সার ॥৮॥
ঝুলন বিচারে-কিছু তব যুক্তি নাই।
(তবে) কিছু না বলিলে কিসে সম্মান বাচাই !!
অতএব করি কিছু প্রতিবাদ রূপে।
সম্মান যাহাতে থাকে পণ্ডিত সমাজে ॥৯॥
তোমার প্রবন্ধ পড়ি' (এক) কথা পড়ে মনে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে বিদ্রূপ বচনে ॥
প্রশ্ন কৈল—"এত লোক মুড়ি কেন খায়" ?
উত্তর প্রদানিল আসি—"খায় ত' খায়" ॥১০॥
'বিদ্ধাত্ব-বিচার' যদি না করিতে পার।
সাত্বত-স্মৃতির তবে আনুগত্য কর ॥
অনুসরণ ছাড়ি' কেন অনুকরণ কর ?
অপারগ হইলে পরে সাধুর পায় ধর ॥১১॥
'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ ভাল ক'রে দেখ।
অধমের কথা তাই সদা মনে রেখো ॥
অযথায় যথা-বোধ করাইও না আর।
এই অপরাধে তবে হবে ছারখার ॥১২॥

বিশুদ্ধ সাত্বত স্মার্ত্ত—
—শ্রীপদ্মলোচন টিট্‌কারী

———

সম্রাট্ কুলশেখরের প্রার্থনা

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন-কোবিদেতি।
নাথেতি নাগ-শয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপনং প্রতিপদং কুরু মে মুকুন্দ ॥

"হে ভগবন্ মুকুন্দ! আপনি আমার প্রতি এইমাত্র কৃপা করুন যাহাতে আমি প্রতিক্ষণ বা প্রতিমুহূর্ত্তেই নিম্নলিখিত সম্বোধনপদ দ্বারা—হে শ্রীবল্লভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে ভক্তপ্রিয়, হে ভবসমুদ্র-পারিন্, হে জগন্নাথ, হে শেষনাগ-শয়ন আদি বাক্যের দ্বারা আপনাকে ডাকিতে পারি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্মের মূল ভজন-পদ্ধতিই নাম-ভজন। সম্রাট্ কুলশেখর সেই নির্দ্দেশ অনুসরণেই শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মে শরণাগতি জানাইলেন। ভগবদ্ভাবে বিভাবিত ভগবৎ-প্রেমে সম্বর্দ্ধিত ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবানের দর্শন লাভ করেন। অপরাধ-বর্জ্জিত শুদ্ধনাম কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রুতি-মাধ্যমে যে ভগবদ্ দর্শন, তাহাই সুষ্ঠু ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। সেইপ্রকার ভগবদ্ সাক্ষাৎকাররূপ বিশুদ্ধ আনন্দাম্বুধি-মধ্যে স্থিত হইয়া যে অবস্থা লাভ করা যায় তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ, যাহা জগতের সকল প্রকার আনন্দ অপেক্ষাও অনেক উচ্চ, তাহা গোষ্পদের জলের ন্যায়; সমুদ্রের সহিত তুলনায় তাহা নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ভগবান এবং সাধুকে দর্শন করিবার জন্য কাণই একমাত্র উপায়। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। উপাধিমুক্ত ইন্দ্রিয়গুলি তৎপরত্বে নির্ম্মল হইলে তবে ভগবানকে দেখা যায়, বুঝা যায়। সেই উপাধিগ্রস্ত অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে হইলে ভগবৎ-কীর্ত্তনই উপায় এবং উপেয়। তৎকারণ ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই ভগবানের মহিমাযুক্ত অপ্রাকৃত নাম-গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে যে-সকল প্রেম-লক্ষণ দেখা যায়, (কারণ ভগবন্ নাম কীর্ত্তনের ফলই ভগবৎপ্রেম লাভ) তাহাই অপ্রাকৃত হাসি, কান্না, নৃত্য, গীত; তাহা বাহ্য লোকাপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশ পায়। যথা—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত-উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪০)

অতএব ভগবৎপ্রেম লাভের একমাত্র উপায় ভগবন্ নাম-গুণের নিরপরাধে কীর্ত্তন করা। কলিযুগের ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম এবং মহাবদান্য অবতার গৌর-সুন্দরের তাহাই অবদান। সম্রাট্ কুলশেখর সেইপ্রকার মহাজনের পথানুসরণ করিয়া তাঁহার বৈভবপ্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিয়া ভগবানের মহিমা কিছু আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব।

ভবরোগিগণ বুঝিতে পারেন না যে, এই যুগে ভবরোগ নিবারণের জন্য প্রকৃষ্ট ঔষধ কি? সেজন্য তাহারা মায়ার বৈভব জড়বিদ্যা বা জড় বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ-শিখরে উঠিয়াও জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির সমাধান করিতে অসমর্থ। সুতরাং সেইসকল অসমর্থ ব্যক্তিগণ নাম-কীর্ত্তনের মহিমাও উপলব্ধি করিতে পারে না। পিত্ত-রোগী যেমন মিছরীর আস্বাদন করিতে অসমর্থ, সেইপ্রকার ভোগী এবং ত্যাগীরূপ পিত্তরোগিগণ নামের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতে পারে না। তাহারা জানে না যে, নাম ও নামী অভিন্ন।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৮)

কিন্তু সেইপ্রকার বিষয়াবিষ্ট পিত্ত-রোগীর ত্রাণের নিমিত্ত নাম-কীর্ত্তনরূপ মিছরীই একমাত্র মহৌষধ। তাহাই বুঝাইবার জন্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই নামকীর্ত্তন করেন এবং সেই নামকীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত জগতের শুভ আনয়ন করেন। শ্রীল সম্রাট্ কুলশেখর মহারাজ সেই নাম-কীর্ত্তনকারী মহাজনের মধ্যে অন্যতম। যেমন মিছরীর রসের দ্বারাই পিত্ত-রোগ নিবারিত হয় সেইপ্রকার হরি-কীর্ত্তনের দ্বারাই জগতের বিবদমান পিত্ত-রোগ নিবারিত হইবে। সুষ্ঠু হরিকীর্ত্তনের অভাবে বাহ্যিক হরিকীর্ত্তনের ছলনায় নিজেরাই বিবদমান জগতের অন্যতম বিষয়ী হইয়া পড়ি। সমস্ত জগৎই কলিযুগের প্রভাবে বিবদমান; সেইজন্য তাহাদের বিবদমান মনোবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য শ্রীল সম্রাট্ কুলশেখর মহারাজ "মুকুন্দমালা-স্তোত্র" রচনা করিয়াছেন, যাহার প্রথম স্তোত্রটি প্রবন্ধের প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

জড়বিদ্যাপটু জন-সাধারণ, আধ্যক্ষিক দার্শনিকগণ বা যশস্বী ধর্ম্মযাজিগণ সকলেই প্রায় মায়ার ত্রিতাপ যন্ত্রণায় মুহ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পর বিবদমান বৃত্তির হ্রাস করিবার বহু উপায় নির্ণীত হইলেও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত কলিযুগোচিত হরিকীর্ত্তনই একমাত্র ভব-মহাদাবাগ্নি

নির্ব্বাপণের প্রকৃষ্ট পন্থা। পরমেশ্বর ভগবান পরম সত্য বাস্তব-বস্তু বলিয়া তিনি এবং তাঁহার নাম-ধাম-পরিকরাদি সমস্তই নিরস্তকুহক অদ্বয়জ্ঞান চিন্ময় বস্তু। অতএব সেই ভগবানের স্বীয় অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নাম-গান আদির নিরপরাধ কীর্ত্তনদ্বারা অনুক্ষণ সেই ভগবানেরই সঙ্গ উদিত হয়। এবং সেই-প্রকার অপ্রাকৃত ভগবৎ সঙ্গ-প্রভাবে কীর্ত্তনকারীর নিত্যসিদ্ধ 'অণু' পঞ্চাশৎ-সদ্‌গুণগুলি উদিত হয়। সেইভাবে জীবের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত সদ্‌গুণের আবির্ভাব হইলেই জীব দেবতাপর্য্যায়ে পরিগণিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে জীব ভগবানের নিত্যপার্ষদ-পর্য্যায় পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে। অতএব কলিযুগে মন্দমতি, মন্দভাগ্য, মন্দগতি, উপদ্রুত জীবগণের বিশেষ করিয়া মনুষ্য-সমাজের বাস্তবিক শান্তি এবং সুখ আনিবার প্রকৃষ্ট পন্থা—শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত হরি-কীর্ত্তন।

সম্রাট্ কুলশেখর শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি যে 'মুকুন্দমালা-স্তোত্র' গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরি' অন্যতম সুগন্ধি পুষ্প। তিনি নিজে কীর্ত্তন করিয়া অনুভবের দ্বারা যে-সকল শব্দ-ব্রহ্ম একত্রিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে নিরতিশয় উপকারী। তিনি মহাজন, অতএব তাঁহার পদানুসরণে 'মুকুন্দমালা-স্তোত্র' আমাদের নিত্যকালই কীর্ত্তনীয় বস্তু। সেইপ্রকার কীর্ত্তনের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ ভগবদ্ভাব বা প্রেম লাভে সমর্থ হই।

তিনি প্রথমেই ভগবানকে 'শ্রীবল্লভ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'শ্রী'-শব্দে 'লক্ষ্মী' বা সমস্ত রূপের আলয়-স্বরূপ যিনি, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় স্বরূপ-শক্তি। সেই স্বরূপ-শক্তিই নিত্যানন্দ, চিন্ময়রস-বিগ্রহ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়সঙ্গিনী হইয়া শ্রীশ্রীরাধারাণী, শ্রীশ্রীসীতাদেবী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপীতরুণী; তাঁহারা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়া। এই সকল লক্ষ্মীগণ তাঁহাদের অনুসম শোভা ও রতি শ্রীভগবানে অর্পণ করেন, যাহা প্রাকৃত অনুভবে কাম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও অপ্রাকৃত অনুভবে শুদ্ধ হেম-স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম নামে অভিহিত। সেইসকল লক্ষ্মীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্ত চিদাকাশে বিভিন্ন ও অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান্ বিভিন্ন লীলায় সপার্ষদ নিত্য বর্ত্তমান এবং সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনধামে বা কৃষ্ণলোকে সেই আদিপুরুষ কৃষ্ণ শতসহস্র কামধেনু এবং লক্ষ্মীগণদ্বারা সম্ভ্রমে পরিসেবিত হইয়া চিন্তামণি-ধামে কল্পবৃক্ষসমূহের ছায়ায় নিত্য বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায় সেই কথা বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী-সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভগবান্ মুকুন্দ আনন্দ-চিন্ময়রসের বিস্তার করিয়া হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা লক্ষ্মীগণের প্রিয় বা শ্রীবল্লভ। শ্রী-বল্লভ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমেই তাঁহার আনন্দ-চিন্ময়রস-বিগ্রহের বিপরীত কল্পনা নির্ব্বিশেষবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। প্রাকৃত কল্পনায় বিভোর অল্পবুদ্ধি আধ্যক্ষিক দার্শনিকগণ শ্রীবল্লভের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহারা অল্পমেধার দ্বারা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার কথা বা ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণতার কথা অনুভব করিতে পারে না। আনন্দ চিন্ময়রস কিন্তু জড়রসের কোন সংস্পর্শই রাখে না। ভগবান্ প্রকৃতির পারে সনাতন ধামে নিত্যকাল সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া সর্ব্বকারণের কারণরূপে নিত্যকাল বিরাজমান আছেন। প্রাকৃত বৈচিত্র্যগুলি অনিত্য, ক্ষণিক এবং মিথ্যা হইলেও তাহা সেই বৈকুণ্ঠ জগতের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। প্রাকৃত বৈচিত্র্য মিথ্যা হইলেও সেই চিদ্বৈচিত্র্যরূপ পরিকর-বৈশিষ্ট্যগুলি নিরস্ত-কুহক পরমসত্য বস্তু এবং সেই পরমসত্যের অনন্ত প্রকার চিদৈশ্বর্য্যের মধ্যে শ্রী-বল্লভত্ব অন্যতম।

চিদৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানই একমাত্র **'বরদ'**; কারণ তিনিই আমাদের নিত্য শান্তির কথা জানাইতে পারেন। বরদ বা বদান্য—একই তাৎপর্য্যময়। ভগবান্ শ্রীহরি আমাদিগকে সর্ব্বদাই বরদান করিবার জন্য প্রস্তুত এবং মহাবদান্য অবতার ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি কলিহত জীবকে করুণা করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরদাতার পরিচয় দিয়াছেন।—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং সভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক)

সেই বরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৬।৪৬)

বঞ্চিত হইয়াই আমরা সর্ব্বদা অভাবের মধ্যে পড়িয়া আছি। আবার যদি আমরা সেই বরদের সহিত সম্পর্কিত হই, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কামনাই পরিপূরণ হইয়া যায়। সেই বরদের অবদান আমরা ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই আমাদের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া যায়। বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদের চিত্ত-দর্পণে ভোগ এবং ত্যাগের ধূলিরাশি স্তূপীকৃত হওয়ায় আমরা অন্ধকারময় জীবন যাপন করি। কিন্তু সেই বরদের কৃপায় যখনই আমাদের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়, তখনই আমাদের ভব-বিষয়-বিষানল-জর্জ্জরিত সমস্ত অগ্নির নির্ব্বাপণ হইয়া যায়। বিষয় বিষানল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমরা শ্রীবল্লভের অনন্ত 'শ্রী' দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এইরূপ যোগ্যতা লাভ হইলে বরদ ভগবানের কৃপায় আমরা অনন্ত জীবন, অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে ক্রমে প্রবেশলাভ করি, আনন্দের সমুদ্রে স্নান করিবার সুযোগ পাই। সেই সমুদ্রের নাম **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'**।

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম পদেনৈব পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

ভগবান্ অনন্তভাবে বরদ হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষা অধিক দয়াপর আর কে হইতে পারে? তিনি সর্ব্বদাই জীবের মায়িক দৈন্য-দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে দয়া করিবার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ আদির সৃষ্টি করিয়াছেন! কত সাধু-গুরুকে পাঠাইয়াছেন! নিজে স্বয়ংরূপে আসিয়াছেন, ভক্তরূপে আসিয়াছেন এবং সব সময়েই জীবের কল্যাণের জন্য দয়াপরবশ হইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শ্রীবল্লভ বরদাতা দয়াপর ভগবানের কৃপা লইতে প্রায়ই অনিচ্ছুক হইয়া আমরা রক্ত-মাংসের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া ভগবানের দয়ার কথা ভুলিয়া যাই। আমরা বিস্মৃত হই যে, আমরা ভগবজ্জাতীয় ব্রহ্ম-বস্তু, সুতরাং পরম-ব্রহ্ম ভগবানের দয়াভিন্ন আর কোন-প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্যে আমাদের হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। রক্ত-মাংসের বশীভূত হইয়া আমরা সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও যতদিন আমরা রক্ত-মাংসের দয়ার অপেক্ষা করিব, ততদিনপর্য্যন্ত আমাদের অভাবের অভাব হইবে না। আমাদের নিত্য-স্বরূপ রক্ত-মাংসের নহে। সুতরাং ভগবানের দয়াভিন্ন আমাদের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি হইবার আর কোন উপায় নাই। ক্রমশঃ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ
(শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্)

কার্ত্তিকব্রতের নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি　　শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

"ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকং।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥"

[হে ভাবিনি! কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া **"কার্ত্তিক-ব্রত" গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্ন-সহকারে তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত করিবে।**]

উক্ত শাস্ত্র-বাক্যানুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ঊর্জ্জব্রতে নিয়মসেবা পালনের বিশেষ অয়োজন করিয়াছেন। আগামী **২৯শে আশ্বিন**, ১৬ই অক্টোবর, শুক্রবার হইতে **২৮শে কার্ত্তিক**, ১৫ই নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত উক্ত **কার্ত্তিক-ব্রত** পালন করা হইবে। মাসব্যাপী ব্রত-উদ্‌যাপনকালে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-শাস্ত্র পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, তুলসী পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহ-সেবাপূজাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ নিয়মিত-ভাবে যাজন করা হইবে। ব্রতমধ্যে গো-গোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগ-দান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। আশাকরি, কার্ত্তিক-ব্রত-পালন ও হরিকথা-শ্রবণের এই অপূর্ব্ব সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করিবেন না। ইতি—১১ই আশ্বিন, ১৩৬৬; ইং ২৮।৯।৫৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—**সভ্যবৃন্দ**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—যাত্রিগণ নিজ নিজ মাসব্যাপী ব্যবহার-উপযোগী বিছানা ও সামান্য শীতবস্ত্র সঙ্গে আনিবেন। নবদ্বীপ মঠে যাতায়াত খরচ যাত্রিগণই বহন করিবেন। যাত্রিগণকে **ব্রতারম্ভের পূর্ব্বদিনে পৌঁছিতে হইবে। ঊর্জ্জ-ব্রত নিয়ম-সেবার ভিক্ষাস্বরূপ ৪৫৲ টাকা প্রার্থনীয়।**

কার্ত্তিক-ব্রতের বিধি-নিষেধ

এবৎসর পূর্ণিমাপক্ষে ২৯শে আশ্বিন ১৩৬৬, ১৬ই অক্টোবর ১৯৫৯, শুক্রবার হইতে ২৮শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত কার্ত্তিক-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এ বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উক্ত ব্রত যথা-নিয়মে পালন করিবেন। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ শ্রদ্ধালু সকলকেই পূর্ব্বলিখিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুসারে আহ্বান জানাইয়াছেন।

কার্ত্তিক-ব্রতের নিয়ম শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রতার্থীগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম।—

প্রত্যহ রাত্রের শেষ প্রহরে অথবা অরুণোদয়ে শয্যাত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া শ্রীশ্রীভগবানের মন্দিরে গমণপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের জাগরণ করাইয়া "মঙ্গল শ্রীগুরু-গৌর মঙ্গল মূরতি" ইত্যাদি মঙ্গলারতি করিবেন। যাঁহারা কীর্ত্তন করিতে অপারক, তাঁহারা আগ্রহসহকারে মঙ্গলারতি দর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন। তৎপরে নিয়ম করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, গীতা, শ্রীমদ্-ভাগবতাদি যে-কোন শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ম করিয়া পাঠ করিবেন। কার্ত্তিকমাসে ঘৃত বা তিল তৈলের দ্বারা শ্রীমন্দিরে প্রদীপ দিবেন। এইমাসে খাদ্যদ্রব্যে সরিষা ও সরিষা-তৈল ব্যবহার করিবেন না। এইমাসে শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগ অন্যান্য মাস অপেক্ষা বিশেষ নিষ্ঠা ও যত্ন-সহকারে করিতে হইবে। এসময়ে বিশেষ বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক কালাতিপাত কর্ত্তব্য। সমর্থপক্ষে প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন এবং একপাকে ভোজন এই ব্রতের বিশেষ অঙ্গ। মধ্যাহ্নে শ্রীরাধা-দামোদরের বিশেষ ভোগরাগ ও আরতি কীর্ত্তনাদি সযত্নে কর্ত্তব্য। সন্ধ্যারাত্রিকাদি, কীর্ত্তন এবং 'সত্যব্রত'-মুনি-কথিত "দামোদরাষ্টক"-নামক-স্তোত্র প্রত্যহ আরাত্রিকান্তে কীর্ত্তনীয়। এই গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দামোদর-ব্রতে নিত্য অবশ্য পাঠ্য। এসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসের নির্দ্দেশ, যথা—

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

এই ব্রতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভোজন ও ব্যবহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। বরবটী, মাষকলাই, সিম, কলমীশাক, পুঁই শাক, পটল, বেগুণ, লাউ, বিড়ি,

ক, গাঁজা প্রভৃতি ধূমপান, আফিং, চা, ভাং, মদ্যাদি আসব-দ্রব্য এবং পর্য্যুষিত শুষ্ক বা পচা দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্নানকালে বা অন্য সময়ে তৈল মর্দ্দন, পরান্ন, শয্যা, কাঁসার পাত্রে ভোজন বর্জ্জনীয়। মধু, মৎস্য, মাংস, কূর্ম্ম প্রভৃতি এবং অন্যান্য আমিষতুল্য দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কার্ত্তিকমাসে মাংস ভোজন করিলে সে চণ্ডাল হয়। বিশেষ যত্নসহকারে এই বিধি-নিষেধগুলি ব্রতী ব্যক্তি পালন করিতে যত্ন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের শেষে এই কার্ত্তিক-ব্রত একমাস সকলেই পালন করিয়া থাকেন। ইহা স্মার্ত্তপক্ষে, অদ্বৈতবাদী-পক্ষে, সাত্বত সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণবগণের পক্ষে সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত যে বৈষ্ণবগণই পালন করিবেন তাহা নহে, কারণ হরিভক্তিবিলাস বলেন,—"কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ"। এই বাক্যের দ্বারা মৎস্য-মাংসাশী (বৈষ্ণব ব্যতীত) অন্য সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই বাক্যের দ্বারা ছলযুক্তির অবলম্বনে বৈষ্ণবগণেরও মৎস্য-মাংস-ভোজনের অগত্যাপক্ষে বিধি স্বীকৃত হইবে না। তবে নিরামিষাশী বৈষ্ণবের পক্ষে কতকগুলি দ্রব্য যাহা কার্ত্তিকমাস ব্যতীত অন্য সময়ে আমিষ বলিয়া গৃহীত হয় না, কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসেই সেই খাদ্যগুলি আমিষে পরিণত হয়। "কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ" বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণবপক্ষে সেই গুলিকেই লক্ষ্য করা হইবে। মৃত্তিকাজাত লবণ এবং ব্রাহ্মণের বিক্রীত লবণ, জম্বীর (গোড়া লেবু), মাষকলাই, পর্য্যুষিত (বাসি, পান্তা, পকাল) অন্ন অর্থাৎ বাসি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, অজা-গো ও মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত ঘোড়া, গাধা, উঠ, ভেড়া প্রভৃতির দুগ্ধ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, ভিস্তির জল, নিজ উদ্দেশ্যে পাচিত অন্ন প্রভৃতি আমিষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

আমরা বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত জানাইতেছি যে, পরমপূজনীয় **শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত ও শ্রীযুক্ত সনাতন দাসাধিকারী** মহাশয়দ্বয় বিগত ৩১শে ভাদ্র ১৩৬৬, ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব-জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরা

উভয়েই জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। ইহাঁরা গৃহস্থ জীবনে জগদ্‌গুরু শ্রীপ্রভুপাদের আচার-প্রচারের একনিষ্ঠ সেবক থাকিয়া প্রকৃত সদ্‌গৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহী ব্যক্তিরই শেষজীবনে স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—এই শাস্ত্রীয় বিধান তাঁহারা নিজজীবনে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবগণের নিকট আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। আমরা সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে এই শুদ্ধ বৈষ্ণবদ্বয়ের আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

মাননীয় শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত প্রভুর সন্ন্যাস-নাম—**ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ**। ইনি আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি-স্বরূপে শ্রীপত্রিকার ধারাবাহিক সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইনি ৬৩ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন।

বেগমপুর (হুগলী)-নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী প্রভুর সন্ন্যাস-নাম—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ**। ইনি ধারাবাহিকরূপে অর্থ ও বস্ত্রাদিদ্বারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচুর সেবা করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে ইহাঁর ৮৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

আমরা উক্ত ত্রিদণ্ডীদ্বয়ের প্রচুর জয়গান করিতেছি এবং আগামী সংখ্যায় তাঁহাদের চিত্র (ফটো)-সম্বলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

—**নিজস্ব-সংবাদ**

উৎসব-বিবরণ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ

এবৎসর আসাম-প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় গোলোকগঞ্জ-বন্দরে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার মঠরক্ষক পণ্ডিত **শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী** মহোদয়ের সেবাচেষ্টা ও উদ্যমে শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর যে **ঝুলনযাত্রা** অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আসামবাসী ধর্ম্মপ্রাণ দর্শকগণের পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার। শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন ও ভোজন-সময় ব্যতীত সকাল হইতে রাত্র প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রী দর্শনার্থী হইয়া উক্ত মঠে আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী বিগ্রহদ্বয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তথাকার

এবং পার্শ্ববর্ত্তী বহুস্থানের দর্শকবৃন্দের নয়নমুগ্ধকর হইয়াছিল। ঝুলনমঞ্চের শয্যা ও শোভা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্থানীয় সকলেই এই ঝুলন-মহোৎসব পূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই বলিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রতিবৎসরই যাহাতে এইরূপ ঝুলনোৎসব হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা জানান।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক হইয়াছিল। নন্দোৎসবের দিনও প্রায় সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। জন্মাষ্টমীতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পারায়ণ, দিবারাত্র কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঝুলনযাত্রার প্রারম্ভ হইতে নন্দোৎসবের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহই পাঠ, বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মথুরা সহরে অবস্থিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে **ঝুলনযাত্রা** মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবের বিশেষত্ব এই যে, শ্রীহরি-দাস অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিবিধ চিত্রে ও প্রদর্শনীর দ্বারা ঝুলন-প্রাঙ্গন সুশোভিত করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের** আনুগত্যে **ঝুলনযাত্রা** অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীর ঝুলন ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, মথুরা-সহরে এইরূপ ঝুলন মহোৎসব কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হয় না।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব এবৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্মাষ্টমী-দিবসের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব মথুরার মঠে উপস্থিত হইয়া মঠসেবকগণকে সেবায় বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং জন্মাষ্টমী দিবসে একটী সভার অয়োজন করা হয়। এই সভায় **শ্রীল আচার্য্যদেব** শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য ভগবদ্-আবির্ভাবের তুলনামূলক বিচার-সম্বলিত এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মাইকের সাহায্যে সকলেই বক্তৃতা করায় সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলী ব্যতীত দূরবর্ত্তী সকলেই বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তৎপরদিবস **নন্দোৎসবে** স্থানীয় হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী বহু ব্যক্তিকে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত

ব্রজমণ্ডলের কোন কোন-স্থানে শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতে কেহ কেহ উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এই দিবস কীর্ত্তন-মহোৎসবাদিদ্বারা উক্ত ব্রত পালিত হইয়াছে, কিন্তু উপবাস-প্রথার অনুবর্ত্তন করা হয় নাই। কারণ শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাসের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুমোদন করেন নাই। তবে লোকাচার অনুসারে সপ্তসতীর অন্যতম শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব-তিথিতে মহিলা-ভক্তগণের মধ্যে উপবাসের চলন দেখা যায়, যেপ্রকার শিব-চতুর্দ্দশী-ব্রতে উপবাসের বিধি কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইলেও ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে উহা উপবাসযোগ্য নহে। আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের আবির্ভাবে উপবাস করিতে হইলে সাক্ষাৎ মন্ত্রগুরু, পরমগুরু, পরম-পরাৎপর-গুরু, পরমেষ্ঠী গুরু প্রভৃতি গুরু-পরম্পরাগত গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে; গুরুপরম্পরাগত আচার্য্যবর্গ ব্যতীত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে আবির্ভূত প্রসিদ্ধ মহাজনগণেরও আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাস পরিত্যাগ করা অবৈধ পইয়া পড়ে। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বে বা শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবে লঙ্ঘনের দ্বারা উপবাস বিধি সুসঙ্গত নহে। এইরূপে উপবাস পালন করিতে গেলে বৎসরের প্রায় সমস্ত দিনগুলিই অনাহারে কাটিয়া যাইবে। তবে ব্যক্তিগত নিষ্ঠার কথা পৃথক্। কেহ যদি রাধাষ্টমীতে উপবাস করিতে ইচ্ছা করেন এবং সাক্ষাৎ দীক্ষাগুরুর আবির্ভাব-তিরোভাবে উপবাস না করেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ বিচার সাধারণ নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইবে না।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেও **ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব,** শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব, শ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। **ঝুলনযাত্রা** সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে আমরা বিশেষ বিধি কিছু লক্ষ্য করি না। এমন কি, স্মার্ত্তগণ এই ঝুলন উৎসব করিলেও, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিতেও এবিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা কৃষ্ণলীলা-আস্বাদক প্রসিদ্ধ-বৈষ্ণব-আচার্য্য-বর্গের আস্বাদনীয় লীলা। সুতরাং ইহা বৈষ্ণব-যাত্রা-পর্ব্ব বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত ও সম্মানিত হয়। স্মার্ত্তগণ এই লীলার অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিলেই মঙ্গলের কথা। এই সম্পর্কে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রার তিথি-বিচার"-শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচ্য। সমিতির অন্যতম শাখা মেদিনীপুরের তমলুক-মহকুমার অন্তর্গত শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠেও মঠ-রক্ষক **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজের** আনুগত্যে জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসবাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

———

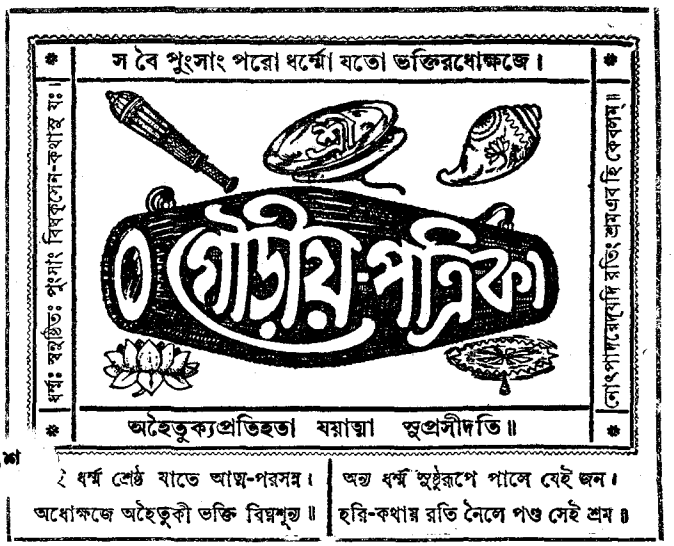

১১শ

যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১১শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২ কেশব, ৪৭৩ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৬ ; ইং ১৭।১১।৫৯ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ (পূর্ব্বার্দ্ধ-স্মারকম্)

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে সপ্তমসর্গে—১-৫, ৫৫-৬৪)

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা নিবৃত্যেদ্বর্ত্মনা হরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়া-সঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ম্॥১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া তথা হইতে নিবর্ত্ত হওত শ্রীরাধার সঙ্গ-সুখাভিলাষে বিপথ দিয়া রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন॥১॥

পরিতো মণিসোপানাবলিভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
চতুর্ভির্মণি-সংবদ্ধ-তীর্থৈর্দিক্ষু সুশোভিতম্॥২॥

আহা! রাধাকুণ্ডের কি আশ্চর্য্য শোভা, উহা মণিময় সোপান-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত এবং মণি-নির্ম্মিত ঘট্টচতুষ্টয়ে সুশোভিত॥২॥

তীর্থোপরি স্ফুরদ্রত্নমণ্ডপৈঃ সাঙ্গনৈর্যুতম্।
তত্তীর্থোভয়-পার্শ্বস্থ-মণিকুট্টিম-মণ্ডিতম্॥৩॥

অপর ঐ ঘট্টচতুষ্টয়ে অঙ্গন-সহিত দেদীপ্যমান রত্নমণ্ডপ এবং ঘট্ট-চতুষ্টয়ের পার্শ্বদ্বয় মণিকুট্টিম অর্থাৎ অষ্ট বেদিকায় ভূষিত ॥৩॥

প্রতিমণ্ডপ-পার্শ্বস্থ-তরুশাখাবলম্বনৈঃ।
যুতং নানাপুষ্পবাসশ্চিত্রৈর্দোলা-চতুষ্টয়ৈঃ ॥৪॥

প্রতি মণ্ডপের পার্শ্বভাগে প্রত্যেক তরুর শাখায় নানাজাতি কুসুম এবং বিবিধ বসনদ্বারা প্রস্তুত দোলা-চতুষ্টয় আলম্বিত হইয়া রহিয়াছে ॥৪॥

যাম্যে চম্পকয়োঃ পূর্ব্বে নীপয়োরাম্রয়োঃ পরে।
সৌম্যে বকুলয়োর্ব্বদ্ধ-রত্নহিন্দোলিকান্বিতম্ ॥৫॥

দক্ষিণদিকে চম্পকদ্বয়ের, পূর্ব্বদিকে কদম্বদ্বয়ের, উত্তর-দিকে আম্রদ্বয়ের এবং পশ্চিমদিকে বকুলবৃক্ষদ্বয়ের শাখাদ্বয়ে রত্নঘটিত হিন্দোলা দোলায়মান রহিয়াছে ॥ ৫ ॥

আগ্নেয্যাং ভাতি পদ্মাভ-রত্নহিন্দোল-কুট্টিমম্।
পূর্ব্বাপর-দিগুৎপন্ন-প্রবীণ--বকুলাগয়োঃ ॥৫৫॥
সাচি কিঞ্চিদ্বিনির্গত্য গত্যা বক্রোর্দ্ধয়োপরি।
মিলিতাভ্যাং সুশাখাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতি ॥৫৬॥

অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ চত্বরের অগ্নিকোণে রত্নময় হিন্দোল-কুট্টিম শোভা পাইতেছে, অষ্টদল পদ্মের ন্যায় উহার আকৃতি, পূর্ব্ব-পশ্চিমদিগ্‌ভাগে দুইটি বিস্তৃত বকুলবৃক্ষের শাখা পরস্পর মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে বক্রগতিতে চন্দ্রাতপের ন্যায় উহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তচ্ছাখামূল-সংনদ্ধৈঃ পট্টরজ্জু-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃঢ়ৈর্বদ্ধ-চতুষ্কোণং নাভিমাত্রোচ্চ-সংস্থিতি ॥৫৭॥

সেই শাখার মূলদেশে একটি দোলা আছে, কঠিন পট্টসূত্রদ্বারা চতুষ্কোণ আবদ্ধ থাকায় ঐ দোলা নাভিমাত্র উচ্চ প্রদেশে দোলায়মান রহিয়াছে ॥৫৭॥

পদ্মরাগাষ্ট-পট্টীভিঃ প্রবালজ-পদাষ্টকৈঃ।
ঘটিতং হস্তমাত্রোচ্চ-পট্টীবেষ্টন-কেশরম্ ॥৫৮॥

ঐ হিন্দোলার আটখানি পট্টী পদ্মরাগ-মণি-নির্মিত, উহাতে প্রবালনির্ম্মিত আটটি পদ্ম আছে, এক হস্ত-পরিমিত বেষ্টন-পট্টীই উহার কেশর ॥ ৫৮ ॥

অষ্টপত্রাম্বুজাকার-রত্নানি-চিত্রকর্ণিকম্।
দ্বিদ্বি-পাদান্বিতাম্ভোজ-দলাভাষ্ট-দলৈর্বৃতম্ ॥৫৯॥

ষোড়শদল পদ্মের আকার রত্নশ্রেণীই কর্ণিকা, হিন্দোলার দুই দুই পদে পদ্মদলের আকার অষ্টবিধ দল বিরাজ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

রত্নপট্টিকেশরান্তর্দ্বারাষ্টক-সুসংযুতম্।
দক্ষিণে দল-পার্শ্বস্থারোহদ্বার-দ্বয়ান্বিতম্ ॥৬০॥

রত্নপট্টীর কেশরমধ্যে আটটী দ্বার আছে, উহার দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আরোহণার্থ দুইটি দ্বার বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

লঘুস্তম্ভদ্বয়াসক্ত-পট্টীপৃষ্ঠাবলম্বকম্।
পট্টতূলী-লসন্মধ্যং পার্শ্ব-পৃষ্ঠোপধানকম্ ॥৬১॥
নানাচিত্রাংশুকৈশ্ছন্নং স্বর্ণসূত্রাম্বরৈরপি।
লসচ্চন্দ্রাবলী-মুক্তাদাম-গুচ্ছ-বিতানকম্ ॥৬২॥

ক্ষুদ্র স্তম্ভদ্বয়ে সংসক্ত পট্টী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশের অবলম্বন-স্বরূপ, হিন্দোলার মধ্যস্থলে বসিবার জন্য পট্টবস্ত্রের তুলী (তোষক) এবং পার্শ্বপৃষ্ঠে উপাধান (বালিশ) সকল শোভিত রহিয়াছে। অপর নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বসন ও স্বর্ণসূত্র-নির্ম্মিত কৃত্রিম চন্দ্র এবং পুষ্পমালা-মণ্ডিত চন্দ্রাতপ উহার উপরিভাগে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ॥ ৬১-৬২ ॥

যত্রাষ্টদলগালীনাং মধ্যগৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
গায়দন্যবয়স্যাভির্বৃন্দা দোলয়তীশ্বরৌ ॥৬৩॥

যাহা হউক, ঐ হিন্দোলাম্বুজের অষ্টদলস্থ সখীগণের মধ্যে সমাসীন শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বৃন্দাদেবী দোলা-নিম্নস্থ অন্য গায়িকা সখীদিগের সহিত দোলাইয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

স্বারূঢ়-রাধাচ্যুতয়োঃ সর্ব্বাভিমুখতাকরম্।
হিন্দোলাম্বুজমাভাতি মদনান্দোলনাভিধম্ ॥৬৪॥

তথায় আর এক আশ্চর্য্য এই যে, যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মদনান্দোলন-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করেন, তখন যেন ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে আছেন, এইরূপ বোধ হয় ॥ ৬৪ ॥

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার

অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংরূপ তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয় বৃত্তি আবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়-জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারবিশেষ প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ-জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যথারূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবর্দ্তমান শক্তির ক্রিয়া-সমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্য-বিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্য-মাধুর্য্যের বিলাস বিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃত-স্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়।

যখন তিনি (জীব) আত্মম্ভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি-দ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান-নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎসেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিকজ্ঞানের রূপ-রসাদি বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভ-সমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে-সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল-মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ

জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তি-পথে বিচরণ-জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্টলাভ হইতে পারে—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সকল অশ্রৌত তর্কপথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূতপূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-লাভকারী জন-গণের কেবলা ভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীর-স্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব, পুরুষোত্তম-সেবার প্রণালী-সমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ংপ্রকাশাবতাররূপে সেবক-তত্ত্বের চমৎকারিতারূপ দিব্যজ্ঞান উন্মুখ-জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণীবৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি, বিদ্যাবধূজীবনের সেবারত হরিনাম-ভজনকারীকে অমঙ্গলময় ভূতাকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা-অধিকার লাভ করেন। পূর্ণ-পুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গত্ব বা সহধর্ম্মিণীর আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারে সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া শতসহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমরসে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূলবৈকুণ্ঠের চিদ্‌বৈচিত্র্য-সমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পারমৈশ্বর্য্য; কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যে, কমনীয়তায় ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উজ্জ্বলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল রসময়-বিগ্রহ কান্তাশ্রয় বিষয়

পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতারামের স্বকীয়-বিচারের ঔদার্য্য ও রুক্মিণীশের বহুবল্লভত্বের স্বকীয়তা বিষয়াশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেইসকল পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরম-পরতত্ত্ব—তত্ত্ব-পরতম-সেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়-স্বাংশরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্‌ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরম-চৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যরূপ ভগবান্‌ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ড্যজনের কারাবাস। ভগবদ্-বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া-সংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় রজ্জু ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ সমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই সমুদায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, সামর্থ্য, রোগশান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক্ করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য, যাহা কর্ম্ম-দ্বারা জীব লাভ করে, সে সমুদায় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল ফলদ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনা-যোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ

ফলটিও, যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্ম্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরি-কথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যটি কেবল পরিশ্রম-মাত্র। কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিদ্বস্তু। এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে-পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

পরমচৈতন্য হরিতে এমত একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্ম্যস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই।

এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা; যথা একাদশে ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব! কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বেদ-পাঠ, তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্তু তীব্র ভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ গুণ ও লীলা এই চারিটি বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ব-বীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই। 'কলিকাল' শব্দদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্ত্রাদিসাধন দুর্ব্বল হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব, অর্থাৎ নামিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তি-প্রকাশ মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব দ্বারা কৃষ্ণ-রূপ প্রকাশিত হয় এবং আহ্বয়-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণ-নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ

ও চৈতন্য-রসবিগ্রহস্বরূপ। নাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ দ্বারা "কৃষ্ণায়, নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্তক্ষেত্রে সহসা উদয় হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল চৈতন্য-রসমাত্র। নাম সর্ব্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত; কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্ব্বদাই আমরা যে নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে; এস্থলে নামকে জড়জাতবস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না। এই বহির্ম্মুখ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্তি যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি দ্বারা নৃত্য যেরূপ অপ্রাকৃত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রূপ কৃষ্ণনাম-রসের জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধন-কালে যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবের ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামীলের জীবন চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্ষের উদয় হইবে। যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাঁহার হৃদয় অপরাধদ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কতপ্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

হরিনাম-সম্বন্ধে দশপ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা। (২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান-করণ। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা। (৪ সচ্ছাস্ত্র-নিন্দন। (৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরকরণ। (৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন। (৭) নামবলে পাপাচরণ। (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান। (৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ। (১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস।

সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। শিবাদি দেবতার ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণ ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মাননা করিলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একটী পৃথক্ দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনিই আচার্য্যরূপী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন-কার্য্যটি অবশ্য পরিত্যজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে হরি-

নামাপরাধ হয়; বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

এবম্বিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে?

অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা নামের প্রশংসামাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয় না; অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি-উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগ্য। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

নির্ব্বিদ্যমান অকুতোভয়-অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'নাম' চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেস্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণব-জনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপের একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে

আসক্তি করেন না। তাঁহাদের পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দানাদি ধর্ম্ম, তীর্থযাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ। এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা নামাপরাধী। নাম সর্ব্বদাই চিদ্রস-স্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহারা বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐ সকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি অপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নামোপদেশ করিবে। যে-সকল লোক আপনাদিগকে গুরু-অভিমান করত অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাঁহারা নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন।

নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাহাতেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের আশ্রয়-ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না।

কলিজন-নিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্যজ্ঞান করিয়া ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোন

প্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন। শুষ্কজ্ঞানজনিত তর্কদ্বারা 'হরি'-শব্দে নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎফলক ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার শান্তি করিয়া থাকে। অতএব হে মহাত্মগণ! অপরাধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয়-গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আশ্রয়

প্রণমি প্রথমে,　　শ্রীগুরু-চরণে,
'শ্রীনিমানন্দ' নামে যাঁর খ্যাতি।
তাঁহার প্রসাদে,　　পাইনু জগতে,
শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতে মতি॥
সেই গুরুপদ　　ভক্তি-গদগদ,
উদ্ধারিতে মহাপাতকীরে।
আসিয়া প্রপঞ্চে,　　জীবের সকাশে,
অভিন্ন-নিতাই মহাভাব ধরে॥

অকালে আমায়, ছেড়ে গেলা হায় !
পড়েছি ভীষণ সংসার-কাননে।
মুঞি অতি ভীত, ভেবে আকুলিত,
সে-কালে লভিনু কেশব ধীমানে ॥

বৈষ্ণব না চেনে, স্বর্গ-দেবগণে,
কি ছার পামর অতিশয়।
আমি অতি অজ্ঞ, জানি' শিক্ষা-যোগ্য,
দিলা মোরে নিজ পরিচয় ॥

পাইয়া পরিচয়, লইনু আশ্রয়,
অভিন্ন দীক্ষা-শিক্ষাগুরু।
তত্ত্ববস্তু এক, নাহিক বিভেদ,
দানিতে প্রেম-কল্পতরু ॥

হে দেব ! শ্রীকেশব গুণমণি !
তব পদে আমি, কোটি কোটি নমি,
পতিত পামর ছার এ দীন।
দিয়া পদে স্থান, মোরে কর ত্রাণ,
হই না যেন মায়ার অধীন ॥

কৃষ্ণ তব ধন, কৃষ্ণ তব প্রাণ,
তুমি কৃষ্ণগত কৃষ্ণের পরাণ।
করুণা-সাগর, পাপীরে উদ্ধার',
দিয়া নিজ কৃষ্ণের সন্ধান ॥

জাহ্নবী-সলিলে, শুদ্ধে পরশিলে,
হইবে তার পশ্চাতে পাবন।
তব দরশনে, ঘুচে সেই ক্ষণে,
কঠিন এই ভবের বন্ধন ॥

দয়া কর নাথ, কর আত্মসাৎ,
রমাপতি অতি দুরাচার।
তব শুভদৃষ্টি, হ'বে যা'র প্রতি,
অনায়াসে হইবে উদ্ধার ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ্
খারবোজা, গোয়ালপাড়া (আসাম)

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ২)

"ওঁ" এই অক্ষর 'উদ্গীথ'—ইহা জানিয়া ওঁকারের উপাসনা করা কর্ত্তব্য —উচ্চস্বরে গান করা কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা গায়ত্রী আদি ছন্দে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন। তাহা কবচ-স্বরূপ হইয়াছিল। আচ্ছাদনার্থেই 'ছন্দ' নাম।

ধীবর যেরূপ জলমধ্যে মৎস্যের সন্ধান পায়, তদ্রূপ মৃত্যুও দেবতাগণের বেদ-মধ্যে গুপ্ত-অবস্থান অবগত হন। তখন দেবগণ ওঁকার মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং নির্ভয় হন। কারণ ওঁকার পরমাত্মার স্বরূপ। ঋক্, সাম, যজুঃ—সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণের প্রারম্ভে ওঁকার উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতে হয়। অতএব ওঁকার ভগবৎস্বরূপ বলিয়া অমৃত। যাঁহারা ইহার উচ্চারণ করেন তাঁহারা তদ্দ্বারাই পরমেশ্বরের স্তুতি করেন; তাঁহারা সর্ব্বথা ভয়রহিত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাপন্ন হন এবং অমৃত প্রাপ্ত হন।

আকাশে বিচরণকারী সূর্য্য মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান। তজ্জন্য সূর্য্যে পরমেশ্বর ও তদ্বাচক ওঁকারের ভাবনা করা কর্ত্তব্য। 'স্বরন্ এতি' উচ্চারণপূর্ব্বক গমন করে—এই অর্থে সূর্য্য পদ নিষ্পন্ন।

এক সময় কৌষীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে বলেন যে, তিনি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ওঁকারের উপাসনা করায় পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে সূর্য্যরশ্মির চতুর্দ্দিকে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া আবর্ত্তন করার উপদেশ করেন। ইহা আধিদৈবিক উপাসনা।

এখন আধ্যাত্মিক উপাসনার কথা বলা হইতেছে—শ্বাস-বায়ুরূপে প্রবাহিত মুখ্য প্রাণকে অবলম্বন করিয়া ওঁকারের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। প্রাণের দ্বারা শ্বাসরূপে যাতায়াতকালে নিরন্তর ওঁকারের উপাসনা হয়। কৌষীতকী ঋষি নিজ পুত্রকে প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া ওঁকারের উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।

সামের উদ্গীথ অংশই প্রণব। কারণ প্রণবই উহার সার। কারণ প্রণব ব্যতীত কোন মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা যজ্ঞাদির সমস্ত ত্রুটী দূর হয়। কেননা সমস্ত কার্য্যের অন্তে ভগবন্নাম কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী দূর হইয়া সেই কর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করে।

পৃথিবী—ঋক্ এবং অগ্নি—সাম। অগ্নিরূপ সাম পৃথিবীরূপ ঋকে প্রতিষ্ঠিত। পৃথ্বী 'সা' ও অগ্নি 'অম' উভয়ে মিলিয়া সাম হইয়াছে। আবার অন্তরীক্ষ ঋক্ এবং বায়ু সাম। বায়ুরূপ সাম অন্তরীক্ষে অবস্থিত। পুনরায় 'দ্যু' অর্থাৎ স্বর্গ-লোক ঋক্ এবং সূর্য্য সাম। কেননা সূর্য্য স্বর্গে অবস্থিত। সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল ঋক্ এবং চন্দ্র সাম। কারণ চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত।

প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সূর্য্যের শ্বেতবর্ণ আভা ঋক্ এবং উহার অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিত শ্যামরূপ সাম। অতএব উজ্জ্বল আভা 'সা' এবং শ্যামরূপ 'অম'। আবার সূর্য্যের অন্তর্যামী স্বর্ণ-বর্ণ প্রকাশ-স্বরূপ স্বর্ণ-শ্মশ্রু পুরুষই পরমাত্মা। তাঁহার কেশ হইতে নখ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বর্ণ-বর্ণ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় লাল কমল-সদৃশ। তাঁহার নাম 'উৎ' অর্থাৎ সর্ব্বোপরি অবস্থানকারী তিনি সমস্ত পাপেরও উপর অর্থাৎ অতীত। তাঁহাকে যিনি এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন নিঃসন্দেহে তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায়। ঋগ্বেদ ও সামবেদ পরমাত্মারই গুণগান-স্বরূপ। এজন্য উহা উদ্গীথ। অতএব উদ্গাতা পরমেশ্বরেরই গুণ কীর্ত্তন করেন। পরমেশ্বরই স্বর্গ ও তদুপরিস্থিত সমস্তলোকের ভোগের নিয়ামক ও শাসক।

বাগিন্দ্রিয়—ঋক্ ও প্রাণ—সাম। প্রাণরূপ সাম বাণীতে প্রতিষ্ঠিত। নেত্র ঋক্ ও তাহার মধ্যের কাল তারা সাম। আবার শ্রোত্র ঋক্ ও মন সাম। নেত্রমধ্যে অবস্থিত পুরুষই ঋক্, সাম, যজুর্বেদ এবং উক্থ অর্থাৎ স্তোত্রসকল। তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত। এজন্যই সূর্য্য চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পৃথিবীর নীচে ও পৃথিবীতে যত প্রাণী অবস্থিত তিনি সকলেরই শাসক ও নিয়ামক। এই রহস্য অবগত হইলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়।

শালাবানের পুত্র 'শিলক', চিকিতায়ন পুত্র 'দাল্‌ভ্য' এবং জীবলের পুত্র 'প্রবাহন' পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই উদ্গীথ বিদ্যায় কুশল। অতএব তৎসম্বন্ধে চর্চ্চা করিব। তখন প্রবাহন অপর দুই জনকে বলিলেন,—আপনারা উভয়ে চর্চ্চারম্ভ করুন, আমি নীরবে শ্রবণ করিব। তৎপরে শিলক চিকিতায়ন-পুত্র দাল্‌ভ্যকে প্রশ্ন করিলেন,—সামের আশ্রয় কে? দাল্‌ভ্যের উত্তর—স্বর। পুনঃ প্রশ্ন—স্বরের আশ্রয় কে? উত্তর—প্রাণ। পুনঃ প্রশ্ন—প্রাণের আশ্রয় কে? উত্তর—প্রাণের আশ্রয় অন্ন। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল—অন্নের আশ্রয় কে? উত্তর—জল। আবার জিজ্ঞাসা হইল—জলের আশ্রয় কে? উত্তর—স্বর্গলোক। পুনরায় স্বর্গলোক কাহার আশ্রয়ে অবস্থিত—

এই প্রশ্ন হইলে উত্তর হইল—স্বর্গের উপরে আর কিছুই নাই। এই স্বর্গেই সামের পূর্ণরূপে স্থিতি। এজন্য শ্রুতির উক্তি—'স্বর্গো বৈ লোকঃ সামবেদঃ'। তখন শিলক বলিলেন—দাল্‌ভ্য! তোমার কথিত সাম নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠাহীন অর্থাৎ স্বর্গই অন্তিম আশ্রয় নহে, তাহারও কোন আশ্রয় অবশ্যই আছে। তখন দাল্‌ভ্য শিলককে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শিলক বলেন—মনুষ্য-লোকই স্বর্গের আশ্রয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল—মনুষ্য-লোকের আধার কি? তাহার উত্তর—মনুষ্য-লোকেই সাম প্রতিষ্ঠিত, তদুপরি আর কোন প্রশ্ন আসে না। কেন-না সামকে সকলের প্রতিষ্ঠারূপ মনুষ্যলোক বলিয়া স্তুতি করা হয়। তখন নীরবে অবস্থানকারী প্রবাহন শিলককে বলিলেন—শিলক! তোমার কথিত তত্ত্ব ভিত্তিহীন। তৎপরে শিলক প্রবাহনকে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রবাহন বলিলেন—আকাশই মনুষ্য লোকের আশ্রয়। সমস্ত জীব আকাশেই উৎপন্ন এবং আকাশেই লয় হয়। আকাশই সকলের আশ্রয়। অতএব উহা পরমেশ্বরের স্বরূপ—যিনি এইপ্রকার জানিয়া পরমেশ্বরকে সকলের আশ্রয়রূপে উপাসনা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে উচ্চ হইতে উচ্চ হন এবং উচ্চ লোককেও জয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ উন্নত লোক প্রাপ্ত হন।

একবার অতিধন্বা ঋষি শাণ্ডিল্য ঋষিকে এই পূর্ব্বকথিত উদ্গীথ-রহস্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি—যিনি এই রহস্য অবগত হইবেন তিনি সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং অন্তিমে পরম শ্রেষ্ঠ লোকে স্থান পাইবেন।

কোন সময় অত্যধিক শিলাবৃষ্টির জন্য কুরুদেশের শস্যসকল নষ্ট হইয়া যায়। উক্তস্থানে নিবাসকারী উষস্তি ঋষি নিজ অপ্রাপ্ত-যৌবনা ভার্য্যাসহ অন্যত্র কোন চণ্ডালকুলজাত হস্তী-পালকের গ্রামে অবস্থান করেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। একদিন উক্ত ঋষি কোনস্থানে কিছুমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া কলাই ভোজনরত হস্তি-চালকের নিকট তাহারই কিয়দংশ যাচ্ঞা করেন। সে প্রথমে ঐ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য প্রদানে অস্বীকার করে। কিন্তু ঋষির অত্যন্ত আকুলতায় তাহার উচ্ছিষ্টাবশেষ মাষকলাই-সকল ঋষিকে প্রদান করে। ঋষি ঐসকল ভোজন করিলে হস্তি-চালক তাহার পাত্রাবশিষ্ট জল পান করিতে দেয়। কিন্তু ঋষি উহা গ্রহণ করেন নাই। কারণ ঋষির তখন প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। এজন্য তদুচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। হস্তি-চালক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি বলিয়াছিলেন—তোমার উচ্ছিষ্ট মাষকলাই ভক্ষণ না করিলে আমার প্রাণ নাশ হইত; কিন্তু তাহা ভক্ষণ

করিয়া প্রাণ স্থির হইয়াছে। অতএব জলপান করা অকর্ত্তব্য। এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থপাদে ২৮ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ'। অর্থাৎ প্রাণ নাশ সম্ভাবনায় যে-কোন লোকের অন্ন-ভোজনে পাপ নাই, আপৎকাল ব্যতীত অন্যসময় উহা অকর্ত্তব্য। কারণ আহার-শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি। সেই স্মৃতি হইতেই সর্ব্ববন্ধন নাশ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

ভগবৎ-পার্ষদ উদ্ধব, নারদ, প্রহ্লাদ, শিব, বিরিঞ্চি, অম্বরীষ, হনুমান্ প্রভৃতি ভক্তগণ নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়াও সতত ভগবদ্দাস্যই কামনা করেন —ইহা আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে দেখিতে পাই। রামভক্ত শ্রীহনুমানজী শ্রীরাম-চন্দ্রকে বলিতেছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

হে ভগবন্, 'আপনি আমার নিত্যপ্রভু, আমি আপনার নিত্যদাস'—এই নিত্য সম্বন্ধ যেখানে বাধা প্রাপ্ত হয়, এমন মুক্তি আমি কামনা করি না।

হনুমানের অবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—

জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু, দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর, প্রভু, না ফেলিহ তথা॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২২।২৩)

নারদ-শিষ্য শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছেন—

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসংযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।

দুঃখৌঘং তদপি দুঃখমতাদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥ (ভাঃ ৭।৯।১৭)

হে ভগবন্, আমি সংসারের নানা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়স্বরূপ আপনার দাস্য কি করিয়া লাভ হইবে, দয়া করিয়া বলুন।

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলে প্রহ্লাদ পুনরায় বলিতেছেন—

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ (ভাঃ ৭।১০।৬)
আমি বর না মাগিব তোমার চরণে।
তুমি কভু বর মোরে না দিহ আপনে ॥
অকাম ভকত মুঞি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
তুমি প্রভু, আমি দাস—এই সুনিশ্চয় ॥
বর হৈতে আমার নাহিক প্রয়োজন।
সেবকের সেবা বিনা আর আছে কোন্ ॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

ভগবদ্ভক্ত শ্রীচিত্রকেতু মহারাজ বৃত্রাসুররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্তকালে ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসনুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥

হে হরে, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কবে আপনার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব? আমার মন আপনার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তন করুক এবং শরীর আপনার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকুক।

মহারাজ শ্রীমুচুকুন্দও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ (ভাঃ ১০।৫১।৫০)

হে বিভো, আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় আপনার পাদপদ্ম-সেবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না।

ভক্তবর শ্রীউদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি ॥ (ভাঃ ১১।৬।৪৬)

হে ভগবন্, আপনার দাস আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র-অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়াই আপনার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীশিবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥ (ভাঃ ১২।১০।৩৪)

তথাপি মাগিব এক বর, বরেশ্বর।
শ্রীহরি-চরণে ভক্তি রহু নিরন্তর ॥
হরিভক্তজনে ভক্তি, তোমার চরণে।
না মাগিব আন বর—এই বর বিনে ॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

শাস্ত্রে আমরা আরও পাই—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

হে ভগবন্, কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না এবং আমার লজ্জা বা বিরক্তিও হইল না। হে যদুপতে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বুদ্ধি লাভ করত আপনার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম; আপনি এখন আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের নারায়ণ-ব্যূহস্তবে কোন ভক্ত বলিতেছেন—

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

হে বরদেশ্বর, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল আপনার পাদপদ্মে দাস্যই প্রার্থনা করি।

পুনঃ পুনঃ বরান্ দিৎসুঁ বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব বারম্বার বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া ভক্তি বা দাস্যই বরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাদকে প্রণাম করি।

যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥

যিনি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অনায়াসলব্ধ-মোক্ষও ইচ্ছা না করিয়া দাস্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীহনুমানকে নমস্কার করি।

মৈত্রেয় মুনিও বিদুরকে বলিতেছেন—

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো-
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনা
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃ সমৃদ্ধয়ঃ॥ (ভাঃ ৪।৯।৩৬)

হে বিদুর, তোমাদিগের ন্যায় যে-সকল ব্যক্তি শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম ভজনা করেন, তাঁহারা ভগবানের দাস্য ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, কারণ তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানও বলিতেছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত। আমার সেবার ফলে আনুষঙ্গিকভাবে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না; কালক্ষোভ্য অনিত্য স্বর্গাদির আর কথা কি?

ভগবৎপার্ষদ শ্রীযামুনাচার্য্যও স্বকীয় স্তোত্ররত্নে ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতঃ॥ (স্তোত্ররত্ন ৪৬)

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত শ্লোকের অর্থে গহিয়াছেন—

হরি হে!
আমি সেই দুষ্টমতি না দেখিয়া অন্য গতি
তব পদে লয়েছি শরণ।

জানিলাম আমি, নাথ ! তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ॥
সেই দিন কবে হবে ঐকান্তিকভাবে যবে
নিত্যদাস-ভাব লয়ে আমি ।
মনোরথান্তর যত নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ
সেবিব আমার নিত্যস্বামী ॥
নিরন্তর সেবা-মতি বহিবে চিত্তেতে সতী
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর ।
এ ভক্তিবিনোদ বলে কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে
চিরদিন থাকি যেন ভোর ॥ (যামুন-ভাবাবলী-১৬)

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানং নান্যৎ কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ ।
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্ ॥ (স্তোত্ররত্ন ৫৭)

হরি হে !

শুন হে মধুমথন ! মম এক বিজ্ঞাপন
বিশেষ করিয়া বলি আমি ।
তোমার শেষত্ব মম স্বকীয় বৈভবোত্তম
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী ॥
সে বিভব-বহির্ভূত হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত !
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি ।
দেহ, প্রাণ, সুখ, আশা আত্মপ্রতি ভালবাসা
সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥
এ সব যাউক নাশ শতবার শ্রীনিবাস !
তবু থাকু দাসত্ব তোমার ।
এ ভক্তিবিনোদ কয় কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর ॥ (যামুন-ভাবাবলী-২৪)

তাই শ্রীনারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—

"ওঁ ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তা-ভজনাত্মকং প্রেম এব কার্য্যং প্রেম এব কার্য্যম্ ।" (ভক্তিসূত্র ৬৬)

ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করত নিত্যদাস অথবা নিত্যকান্তার ন্যায় ভগবৎসেবারূপ প্রেমই কর্ত্তব্য, প্রেমই কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন,—শাস্ত্রপাঠে জানা যাইতেছে যে, 'ভগবান্ শ্রীহরিই জীবের নিত্যপ্রভু এবং জীব ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবৎসেবাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম।' তবে ভগবদ্ভক্ত শ্রীশিবজী শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বে ভগবদ্-ভক্তি-বিরুদ্ধ মায়াবাদ প্রচার করিলেন কেন? তদুত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"বেদের কোনস্থলেই মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করত সকামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ জীবের প্রতি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে বিপন্ন করিতে না পারে, তাহা চিন্তা করত শ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো, তামস-প্রকৃতি অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়; অসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ নিশ্চিন্তে শুদ্ধভক্তি আস্বাদন করিবেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীমহাদেব এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করত মায়াবাদ প্রচার করিলেন; অতএব জগদ্গুরু মহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য কৌশলরূপ সুদর্শন চক্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে কি ভাবি-মঙ্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত দাসগণের প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই কার্য্য; এতন্নিবন্ধন শুদ্ধবৈষ্ণবগণ মায়াবাদ-প্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ দেখেন না। উমাদেবীর জিজ্ঞাসা মতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন যে—হে দেবি, মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র—বৌদ্ধমত। বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে ইহা আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।"

পদ্মপুরাণে ভগবান শ্রীশিবজীকে বলিতেছেন—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

বরাহপুরাণেও ভগবান্ মহাদেবকে বলিতেছেন—

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥

পদ্মপুরাণে শিবজীও পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥

ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮৩)

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১০, ১১৪)

জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য প্রমাণ আছে। প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে সে-সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। 'জীব যে ভগবানের নিত্য সেবক এবং ভগবানের সেবাই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম বা একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করিবার সামর্থ্য কোন দেবতা বা মনুষ্যের নাই। তাই আমরা ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবাকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়া ভগবদ্ভক্তি-লাভের একমাত্র উপায় ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা, সঙ্গ ও সেবা প্রার্থনা করত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥
নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

সম্রাট্ কুলশেখরের প্রার্থনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৪ পৃষ্ঠার পর)

নিরাশ্রিত শূন্যবাদী ব্যক্তিগণ কোনদিনই সুখী হইতে পারে না। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যসহচর। আত্মার সহিত পরমাত্মা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। আত্মা পরমাত্মাকে ভুলিয়া যখন বিষয় ভোগ করে বা কর্ম্মফল ভোগ করে তখনই আত্মার কষ্ট। কিন্তু বিষয়ভোগ ছাড়িয়া যখন আত্মা পরমাত্মার সেবা করে তখনই স্বাভাবিক আনন্দের স্ফুরণ হয়। ইহাই আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক। আত্মা পরমাত্মাকে ভুলিয়া গেলেও পরমাত্মা আত্মাকে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। পুত্র পিতাকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পিতা পুত্রকে কোন দিনই ভুলিতে পারেন না; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মানুসারে পরমাত্মা ভগবান্ সর্ব্বদাই আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া আত্মাকে পরমাত্মার সহিত নিত্যসম্বন্ধ জানাইবার জন্য বহুপ্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ পরমাত্মা ইচ্ছা করেন যে, জীবাত্মা সর্ব্বদাই সুখী হউক। সেই সকল চেষ্টার মধ্যেই তিনি আমাদের 'শূন্য'-চেষ্টাগুলিকে "তিনি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহার সহিত যোগাযোগ করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আদি শিক্ষা দেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান দুইই জীবাত্মার দুঃখের কারণ। সেই মূঢ় কর্ম্মি-জ্ঞানীকে সুখী করিবার জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তি যোগ করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণকে কর্ম্ম-যোগী, জ্ঞানযোগী করিবার চেষ্টা করেন। বিপথগামী পুত্র বা জীবাত্মাকে সর্ব্বদাই সুখী করিবার জন্য ভগবান যে চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহাই তাঁহার দয়াপরতার পরিচয়। সেইভাবে দয়াপর হইয়া তিনি যে কেবলমাত্র তাঁহার অনুগত ভৃত্যগণকে বদ্ধজীবাত্মার নিকট প্রেরণ করেন এমন নহে, সময়ে সময়ে তিনি নিজে আসেন এবং মহাবদান্য অবতাররূপে ভগবৎপ্রেম অবাধে সকল জীবকেই প্রদান করেন। এইসকল লীলাদির দ্বারা তিনি বদ্ধ জীবগণকে সনাতন আনন্দের আস্বাদন করান এবং সেই সনাতন আনন্দের বহু স্তরের আনন্দ চিন্ময় রসের বৈশিষ্ট্যাদি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্যাদি রসের মধ্যে বিকশিত করিয়া আমাদিগকে 'তৎপর' করেন। মায়িক জগতে সেই সকল অপ্রাকৃত রসের বিকৃত প্রতিফলন আছে। শান্ত, দাস্য আদির ছায়াস্বরূপ আমাদের যে রসের আদান-প্রদান ভৌতিক জগতে হইয়া থাকে সেগুলি সবই হেয়তা-অবরতাপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সত্যানন্দ

নাই। যোগিগণ সেইসকল ভৌতিক আনন্দে আকৃষ্ট হন না। তাঁহারা সত্যানন্দে আত্মজগতের আনন্দ লাভ করিবার জন্য মহাবদান্য অবতারের নিত্য প্রকাশস্বরূপ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র সুশীতল পদকমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিগণ জড় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিত্যানন্দের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া থাকে।

ভগবান্ যদি দয়াপর না হইতেন তাহা হইলে আমাদের এই কৃষ্ণবিমুখ-অবস্থাতেও এত দ্রব্য-সম্ভারের আয়োজন করিতেন না। তাঁহার কৃপায় আমরা এই বদ্ধ অবস্থাতেও জীবনধারণ করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত জল-বায়ু, খাদ্য-শস্য, শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হই। জগতে এইসকল দ্রব্যগুলি যাহা কিছু আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য ভগবান্ প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, তাহা ভগবানের দেওয়া জিনিষ বলিয়া বুঝিতে পারি না বলিয়া আমরা তাহা সমভাবে বিতরণ না করিয়া নিজের সম্পত্তি জ্ঞানে সেইগুলি অবৈধ ভোগ করিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতে জগতে বহুপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি হয়। সাম্যবাদীগণ যে-ভাবে সমতার পরিবেশন (equal distribution of wealth) করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সময়োপযোগী প্রকৃতির নির্দ্দেশ হইলেও ঐ সাম্যবাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবৎ-সম্পর্ক না জাগিবে অর্থাৎ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—ভগবানের দয়াপরতার অনুভব না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সাম্যবাদের বা Communismএর সফলতা বহু দূরেই থাকিবে। সেই-প্রকার সাম্যবাদ বা পুঁজিবাদ (Capitalism) কোনদিনই জগতের উপকার করিতে পারিবে না। সাময়িক আকর্ষণীয় বলিয়া তাহা তাৎকালিক উপযোগী হইবে, নিরবচ্ছিন্ন সুখের আকর হইতে পারে না। ঈশোপনিষদের নির্দ্দেশ অনুসারে যদি আমরা সমস্ত দ্রব্যেই ভগবানের দয়াপরতা অনুভব করি এবং "তেন ত্যক্তেন" প্রসাদ বুদ্ধিতে জগতের সমস্ত জিনিষ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর আমাদের 'কর্ম্মের যে তিক্তফল বর্দ্ধন' তাহা আস্বাদন করিতে হয় না। সেইভাবে যদি আমরা শত-সহস্র বৎসরও বাঁচিবার চেষ্টা করি, তাহাতে আমাদের কর্ম্মবন্ধনের ভয় থাকে না ; কিন্তু ভগবানের দয়াপরতার কথা ভুলিয়া যে এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও ভোগ-পিপাসা হয় তাহাতে কর্ম্মবন্ধনের যথেষ্ট কারণ নিহিত থাকে। ভগবদ্ বিদ্বেষী দুরাত্মগণ সর্ব্বদাই সেইভাবে ভোগের যত্ন করে, কিন্তু দয়াপর ভগবান্ তাহাদিগকেসর্ব্বদাই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ ভক্তগণও ভগবানের পক্ষাবলম্বন করিয়া সেই-

ভাবে চেষ্টা করেন বলিয়া ঐ প্রকার ভগবদ্‌ভক্তগণই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন। যাহারা নিজের উন্নতি কল্পে ভগবদ্‌ভক্তির সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা আদর্শ ভগবদ্‌ভক্তগণ যেমন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, আদি বাসুদেববিপ্র অনেক উচ্চস্তরের। কারণ শ্রীল নিত্যানন্দানুগত ভগবদ্‌ভক্তগণ নিজেদের চিদ্‌রক্ত বিসর্জ্জন দিয়াও অন্যকে ভগবদ্ বিমুখতার হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। ভগবানের দয়াপরতা অপেক্ষা ভগবদ্‌ভক্তগণের দয়াপরতা আরও অধিক।

ভগবদ্‌ভক্তগণ ভগবানের প্রেমে অত্যন্ত অধীর হইয়া ভগবৎসেবার জন্য বদ্ধজীবের নিকট অধিক দয়াপরতার পরিচয় দেন বলিয়া ভগবান্ স্বভাবতঃই সেই সকল ভক্তগণের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া "ভক্তপ্রিয়" বা "ভক্তবৎসল" নামে পরিচিত হইয়া পড়েন। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না। ভগবদ্-বিদ্বেষীকে তিনি বিনাশ করেন, আর ভগবদ্‌ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন। কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সাম্য করিতে সমর্থ বলিয়া ভগবানের ঐপ্রকার বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারাও তাঁহার দয়াপরতার প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভগবানের বাহ্যতঃ পক্ষপাতিত্ব মাতাপিতার পক্ষপাতিত্বের সমান। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ নিজেই তাঁহার পক্ষ-পাতিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও তিনি সকল জীবের সম্মুখে সমানভাবেই বর্ত্তমান, যদিও তাঁহার নিকট কেহ শত্রুও নহে আবার কেহ মিত্রও নহে, তথাপি ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয় এবং ভক্তগণ ভগবানের হৃদয়; যেহেতু জীবন বিপন্ন হইলেও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রমুখ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ ভগবদ্‌ভক্তগণ কিছুতেই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেইহেতু ভগবানও প্রগাঢ় স্নেহ-নিবদ্ধিত ভগবদ্-ভক্তগণেরও পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিয়া, এমন কি, নিজের পিতার সহিতও অপোষ-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হন নাই। অতএব ভগবান্ 'ভক্তপ্রিয়' না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান্ 'ভক্তপ্রিয়'; তাহার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—"আমার ভক্তের কোন দিনই বিনাশ নাই", "আমি ভক্তের জন্য যোগ-ক্ষেম নিজেই বহন করিয়া থাকি" ইত্যাদি। ভগবদ্‌ভক্তগণ ভগবানের সেবার জন্য পুত্র, দার, গৃহ এবং গৃহের ইন্দ্রিয়সুখ সবই পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ান। 'ভক্তপ্রিয়' ভগবানও তাঁহাদের 'আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছার পরিত্যাগ' এবং 'ভগবৎ-সেবার' কথা কি কখনও ভুলিতে পারেন? তাহা কখনই সম্ভব নহে। 'ভক্তপ্রিয়'

ভগবান্ সেইসকল 'হিসাব' পরিত্যাগী ভক্তগণকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন, একথা প্রচুরভাবে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। ভগবদ্ভক্ত রাজা অম্বরীষ যখন দুর্ব্বাসার কোপানলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ সুদর্শন চক্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তগণ নিরীহ এবং শান্ত বলিয়া এবং যোগিগণ যোগবলে ত্রিভুবন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানের ধামে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিবার যোগ্যতা রাখিলেও, ভগবান্ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিরীহ আড়ম্বরবিহীন ভগবদ্ ভক্তগণকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ নিরীহ ভগবদ্ভক্তগণ ধৃষ্টতা করিয়া যখন তখন ভগবানের দর্শন করিবার ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা সেবা-সুখেই নিমগ্ন থাকেন। ভগবৎ-সেবাকার্য্য এবং ভগবান্ যে একই বস্তু—একথা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামিগণ বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা সকাম ভক্ত। ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণকে ভগবানই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর দৈন্য করিয়া জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না; কিন্তু ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ দৈনিক তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে অন্যত্র যাইতেন। সেই প্রকার 'ভক্তপ্রিয়তা' ভগবানের স্বাভাবিকী বৃত্তি; ইহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ আদৌ নাই। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এইপ্রকার অপ্রাকৃত স্নেহের আদান প্রদান আছে বলিয়াই বিকৃত প্রতিফলন এই ভৌতিক জগতেও সেই রসের কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়,—মাতাপিতা ও পুত্রের স্নেহের আদান-প্রদানে। সেই স্নেহাভাস যে কেবল মনুষ্য-সমাজেই আছে, এমন কথা নহে। মনুষ্যেতর পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গের মধ্যেও সেই স্নেহাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। যে-জিনিষ ভগবানে নাই, এমন বস্তু জীবের মধ্যে থাকিতে পারে না। বিভুচৈতন্যের অংশ জীব; সুতরাং ভগবানের বিভুস্নেহের অংশ জীবমাত্রেও থাকা স্বাভাবিক। মায়িক বিশ্বে যখন অপ্রাকৃত গুণের বিকৃত প্রতিফলন হয়, তখনই সেই সেই স্নেহের বা অন্যান্য অপ্রাকৃত গুণের হেয়তা-অবরতা পরিদৃষ্ট হয়। আবার সেই সেই রস যখন ভগবৎ-সম্পর্কে নির্ম্মল হইয়া যায়, তখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে অপ্রাকৃত স্নেহ-বন্ধন নিত্য বর্ত্তমান আছে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। দুই প্রকার স্নেহ এক অপরের আভাসরূপে এক হইয়াও এক নহে, ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের রহস্য।

ভগবানের দয়াপরতার কথা মায়ামুগ্ধ জীব ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু

ভগবান্ যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি কি করিয়া ভুলিয়া যাইবেন? সেইজন্য মূর্খ মনুষ্যগণ যখন অন্য জীবকে হত্যা করিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করে, তখন সেই দয়াপর ভগবান্ ঐ হত্যাকারী মনুষ্যকে শাস্তি বিধান করেন। মনুষ্যের রাজ্যে মানুষ মানুষকে মারিলে শাস্তি বিধান করে; কিন্তু ভগবানের রাজ্যে মানুষ যদি কীট-পতঙ্গকেও হত্যা করে তাহার শাস্তি বিধান শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সেই মানুষ যখন ভগবৎ-প্রিয় হইয়া যায় তখন তাহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। অতএব মানুষকে যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগবৎপ্রিয় বা ভগবদ্‌ভক্ত করাই আবশ্যক। আইন করিয়া 'ঘুস' দিয়া অসৎকে সৎ করা যায় না; ভগবৎ-প্রেমই সমস্ত সদ্‌গুণের একমাত্র আধার জানিতে হইবে। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ সমস্ত মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া থাকেন—যদি জীব ভগবদ্ উন্মুখ হইয়া সেইসকল শিক্ষা গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জীবের সামান্য আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্ শত শত গুণ আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেজন্য নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণ অজ্ঞানী থাকিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। লিখাপড়া জানা ভক্তই যে জ্ঞানীভক্ত হন, এমন কথা নহে। যিনি নিষ্কপট ভগবদ্‌ভক্ত, তিনিই জ্ঞানীভক্ত অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধ-জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। সেইপ্রকার সিদ্ধান্তবিৎ জ্ঞানীভক্তই ভগবানের ভক্তপ্রিয়তা লক্ষ্য করিতে যোগ্য হন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

পুরী-গোসাঞি একদা　　স্বপনে দেখিলা সদা
গোপাল কহিছে তাপ নিবারিতে।
'মলয়জ চন্দন　　নীলাচল হতে আন
লেপি' তা' জুড়াও অঙ্গ ত্বরিতে॥'
প্রেমাবেশে পুরী তাই　　আজ্ঞা পালিবারে যায়
সবার নির্ব্বন্ধ লোক নিয়োজিয়া।
গৌড়দেশে শান্তিপুরে　　আইলা অদ্বৈত-ঘরে,
দক্ষিণে চলিলা তারে দীক্ষা দিয়া॥

গোপীনাথে রেমুনায় দরশনে চিত ধায়
নামের উল্লাসে কৈলা নৃত্য-গীত।
সেবার সৌষ্ঠব হেরি' ব্রাহ্মণে পুছিলা পুরী
কিবা ভোগ পেয়ে নাথ হন প্রীত॥

কহে তবে ব্রাহ্মণ যত ভোগ-বিবরণ
সায়ং ভোগ ক্ষীর অমৃত-সম।
প্রসিদ্ধ ক্ষীরের নাম শুনিয়া পুরীর প্রাণ
ব্যাকুলিত হইল তৎক্ষণ॥

অযাচিতভাবে যদি মেলে ক্ষীর প্রসাদাদি
তৈছে স্বাদ জানিতে পুরীর মন।
ঐছে ক্ষীর ভালমতে গোপালেরে ভোগ দিতে
হৈল পুরীর আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন॥

এ হেন বাসনা করি' মনেতে সরমে মরি
একান্তে কৈলা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
আরতি হেরিয়া পুরী ভক্তিভরে নমস্করি'
উদাস-মনে বহির্গত হন॥

গ্রামের সে শূন্য হাটে কীর্ত্তন করেন বটে,
ক্ষীর-ইচ্ছায় লজ্জা আসে মনে।
এদিকে পূজারী বিপ্র করিয়া সে নিজকৃত্য
শ্রীঠাকুরে শোয়ান যতনে॥

স্বপনে পূজারী হেরে ঠাকুর আসিয়া ঘরে
নিদেশিলা শয্যা ত্যজিবারে।
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা আছে এক ক্ষীর রাখা
প্রভু-আজ্ঞা তা' ভক্তে দানিবারে॥

শীঘ্র গিয়া হের তারে হাটে ব'সে নাম করে
উপবাসী রহে সে সারাদিন।

মাধবেন্দ্র পুরী নাম　　সন্ন্যাসী ভক্ত-প্রধান
তারই তরে এ ক্ষীর রক্ষণ ॥
স্বপন টুটিয়া গেলে　　পূজারী বিচারি' চলে
স্নান করি' সেথা ক্ষীর পেলা।
স্থান লেপি' ক্ষীর ল'য়ে　　দ্বারের বাহির হয়ে
পুরীজীর খোঁজে হাটে গেলা ॥
কহিতে লাগিল সেথা　　প্রভু-গোপীনাথ-কথা
মাধবপুরীর লাগি' ক্ষীর চুরি।
"মাধবপুরী নামে ভক্ত　　কে আছ লহ এ ভাণ্ড"
এত কহি হাটে ঘোরে পূজারী ॥
পুরী গোসাঞি তবে　　পরিচয় দিলা তাকে
বিপ্র শীঘ্র দিলা তাঁরে ক্ষীর।
কহিয়া বৃত্তান্ত সব　　কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ,
আবেশ হইল পুরীজীর ॥
সে ক্ষীর ভক্ষণ করি'　　সন্তোষ হইলা পুরী,
ভক্ত-প্রেম হেরি' পূজারী বিস্মিত।
ভাবিল পূজারী মনে　　পুরী সম ভাগ্যবানে
কৃষ্ণের ভালবাসা যথোচিত ॥
প্রক্ষালন করি' পাত্র　　ভাঙ্গি' কৈল খণ্ড খণ্ড
বহির্ব্বাসে বান্ধি রাখে তায়।
নিতি তার এক খণ্ড　　খেয়ে প্রাণে হয় আনন্দ
প্রেমোন্মাদে ইতি উতি ধায় ॥
মনে মনে ভাবে পুরী　　ক্ষীর তাঁরে দিলা হরি
শুনি' তা' দিনে হবে লোক-ভীড় ॥
গোপীনাথ ভগবানে　　প্রণমিয়া সেই স্থানে
প্রতিষ্ঠা-ভয়ে হইল বাহির ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

"কৌমারে আচরেৎ"

দ্বাদশ বৈষ্ণব-মহাজনের অন্যতম পরমভাগবতাগ্রগণ্য "শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ" দৈত্য বালকগণের ভাগবতধর্ম্ম আচরণ সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, আমরা আলোচনামূলে তদ্বিষয়ের কিছু সেবা-সৌভাগ্য লাভের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা পাইব ; যেহেতু সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের বীর্য্যময়ী অমৃতবর্ষিণী বাণীদ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের জীবাতু। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে পুনঃ পুনঃ ভাগবতীয় কথা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, পূজ্যপাদ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আপনার বুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে, যেহেতু ভগবান্ বাসুদেবের কথা শুনিবার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।—

বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদ-সলিলং যথা ॥ (ভাঃ ১০।১।১৬)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা সেবা-সৌভাগ্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করিব। বাসুদেবের গুণকীর্ত্তন ও তৎসম্পর্কে প্রশ্নাদি-করণ—স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে বক্তা, শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা প্রভৃতি সকলকেই এককালে পবিত্র করিতে সমর্থ। ভগবৎকথার এমনই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা, কীর্ত্তনাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও প্রশ্নকারী ব্যক্তিবর্গের হৃদয়-দর্পণের বহুজন্মার্জ্জিত আবিলতাসমূহ দূরীভূত করিয়া দিয়া—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২)

—এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকগণকে উপলক্ষ করিয়া মাদৃশ দৈত্য-স্বভাব-সম্পন্ন, স্বৈরাচারী, আমিত্ব বুদ্ধিযুক্ত, জড়াভিমানীকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ' অর্থাৎ কুমার বয়স হইতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবেন। 'আচরেৎ' শব্দদ্বারা একমাত্র ইহাই বিধি, ইহাছাড়া ভবসিন্ধু-তরণে গত্যন্তর নাই। পদকর্ত্তা শ্রীল গোবিন্দদাস-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতেছেন যে—

কমল দল-জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।

পদ্মপত্রের জল যেমন যে-কোনও মুহূর্ত্তে পড়িয়া যাইতে পারে তাহার স্থিরতা নাই, তদ্রূপ আমাদের জীবন-প্রদীপও যে-কোনও মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা নাই। শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য যে-কোনও অবস্থায় আমাদের "জীবন-প্রদীপ" অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া নিভিয়া যাইতে পারে। তাই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত শিক্ষা পাওয়া যায়—

"নলিনীদলগত-জলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

জীবনের অস্থায়িত্ব-নিবন্ধন কালক্ষয় করা কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্ত্তে আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যে-পর্য্যন্ত আমরা মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত না হই, তাবৎ নিঃশ্রেয় লাভের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥
(কঠ ১।২।২)

শ্রেয় ও প্রেয় নামক দুইটী পন্থা রহিয়াছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আত্ম-মঙ্গলেচ্ছায় তন্মধ্যে শ্রেয়পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রেয় মুক্তির কারণ, প্রেয় বন্ধনের কারণ; অতএব প্রেয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়পথই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চরম মঙ্গললাভের চেষ্টা করাই মনুষ্য জীবনের পরম প্রয়োজন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (ভাঃ ১১।৯।২৯) বলিয়াছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু-সম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।

বহু বহু জন্মের পর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। উপরিউক্ত শ্লোকে 'তূর্ণং যতেত' ও 'নিঃশ্রেয়সায়' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মমঙ্গলেচ্ছায় হরিভজনের একান্ত প্রয়োজন আছে—একথাটী জানাইবার জন্যই 'তূর্ণং যতেত' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ যখনই 'কে আমার স্ত্রী-পুত্র, আমি কাহার এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কর্ত্তব্য কি?' এরূপ প্রশ্ন হৃদয়ে জাগরিত হইবে, তখনই 'নিঃশ্রেয়স' লাভের জন্য যত্নবান হইব।

"মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"

অর্থাৎ ধন-যৌবন-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, অতি সত্বর সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে স্ব-স্বরূপ ও পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত ভগবদ্ভজন-পরায়ণ হইয়া

পরাশান্তি লাভের জন্য যত্নবান হওয়াই জীবগণের কর্ত্তব্য। এইজন্য কুমার বয়স হইতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবত কি? ধর্ম্ম কি? এবং ইহা আচরণ করিলেই বা কি ফলোদয় হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে—ভাগবত দুইপ্রকার (১) গ্রন্থাবতার ও (২) ভক্তাবতার। এক ভগবত-কথা-সম্বলিত গ্রন্থ-বিশেষাত্মক স্বয়ং ভগবান্ এবং অপর স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও ভক্তগণের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি দ্বারা ভগবানের দিব্য কিশোরমূর্ত্তি প্রকাশ করাইতে সমর্থবান তাদৃশ ভক্ত-ভাগবত। বেদে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে যাহা জীবের স্বরূপগত আচরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতগণের ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বাল্য কাল হইতেই আচরণীয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, "জীবন সমাপ্ত-কালে করিব ভজন, এবে করি গৃহ-সুখ"। ইহা কখনও বিজ্ঞজনের বাক্য নহে। আমরা একবার ভাবিয়া দেখি না—শিয়রে শমন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে কর্ম্মময় দেহচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন্ সময়ে হটাৎ এ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে! এমন মুহূর্ত্ত আসিবে যে, তখন কাহাকেও কোন কথা বলিবার অবসর হইবে না! এমন কি, ভগবানের শরণ গ্রহণেরও কোনরূপ সুযোগ থাকিবে না! তাই মহাজন কুলশেখর বলিতেছেন—

কৃষ্ণ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্তমদ্যৈব বিশতু মে মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কফ-বাত-পিত্তৈঃ, কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥

তখন শমন-কিঙ্করগণ পাশবদ্ধ করিয়া, সংযমনীপুরে টানিয়া লইয়া যাইবে। আমাদের একবার কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয়? যে—

কে আমি, কেন যে এসেছি এখানে, একবার কভু নাহি ভাবি মনে।
কি করিতে? কেন? আসিলাম ভবে, সে কথা কখন না করি স্মরণ॥

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—দুর্লভং মানুষং দেহং তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।

এই বাক্যদ্বারা একাধারে জড়ৈশ্বর্য্য ভোগৈষণার তুচ্ছত্ব, মনুষ্য-জন্মের সুদুর্লভত্ব ও অনিত্যত্ব এবং পরমার্থপ্রদত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'তদপ্যধ্রুবং' অর্থাৎ যাহা অধ্রুব, তাহা অসত্য বা অনিত্য; কারণ জড় ভোগবাসনার নিত্যত্ব কুত্রাপি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না, অধিকন্তু প্রতিনিয়তই দুঃখ-প্রদত্ত ও হেয়ত্বই পরিদৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্যগণ তাহাদের একাদশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ভোগ-বাসনাদ্বারা মায়িক সংসারে আপাত সুখলাভ করিলেও ভগবদ্ বহির্ম্মুখতারূপ চিরনরক-যন্ত্রণাময় দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন। অথবা জড়েন্দ্রিয়-ভোগপর

সদসদ্‌বৃত্তিদ্বারা ইহ-পর জগতে পাপ-পুণ্যাত্মক সুখ ও দুঃখকে বরণ করেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা কেবলমাত্র গতাগতিরূপ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ ছাড়া কিছুই লাভ করিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ গীতায় উপদেশ করিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীঃ ৯।২১)

পাঞ্চভৌতিক দেহের পতনে দেহী জীবাত্মা সূক্ষ্ম দেহ লাভ করত জীব-দেহের ভবিষ্যৎ গতি সন্দর্শন করিয়া, তৎকর্ম্মোচিত ভোগময় অনিত্য দেহ লাভ করিবার অবসর পাইয়া থাকেন। অতএব জীবকুলকে যেহেতু পুনঃ পুনঃ কর্ম্মোচিত দেহ ভোগ ও ত্যাগ করিতে হয়, সে-কারণ এদেহের অনিত্যত্ব স্বতঃই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ (ভাঃ ১০।১।৩৯)

অতএব কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপগত ভাবের অভিব্যক্তি। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে কুমার কাল হইতেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জীবমাত্রই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন, তাঁহার ভজন করাই জীবের একমাত্র কৃত্য, অন্যথা পতন অবশ্যম্ভাবী।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নিরূপিতম্।
সমস্ত-লোকনাথস্য শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই সকল জীবের নাথ-স্বরূপ, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনাই অসার সংসারে একমাত্র সার বস্তু।

—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার
আয়োজন চলিতেছে।
যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী-দ্বয়

মুনি মহারাজ ও স্বামী মহারাজ

মধ্যস্থলে শ্রীল আচার্য্যদেব, তাঁহার বামদিকে শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ এবং তদ্দক্ষিণে শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ

আমরা বর্ত্তমান বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (আশ্বিন) পূজনীয় শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত ও শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বিগত ৩১শে ভাদ্র ১৩৬৬, ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—এ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। আমরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত লৌকিক জীবনী সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ বাংলা ১৩০৩ সাল, ১৬ই ভাদ্র নন্দোৎসবের দিন কলিকাতার টালিগঞ্জ রোডস্থিত তাঁহার মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা গৌরমোহন ও মাতা রজনীদেবীর লালন-পালনে তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। চেত্‌লার প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাখাল বাবু তাঁহার অন্যতম মাতুল। স্বামী মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল হইতেই গৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব-বংশ। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা-মাতার ইচ্ছানুসারে কলিকাতা সিন্দুরিয়া পটীস্থ পরলোকগত সত্যানন্দ গোস্বামীর পিতা গোকুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বালক অভয় চরণের বিদ্যারম্ভ সংস্কার ক্রিয়া সম্পাদন করেন। পরে দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের কুলগুরু স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক কোন জাতি-গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রিত পিতা-মাতার সংসারে থাকিয়া তিনি তথাকথিত বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিতে থাকেন। তিনি কৌলিক প্রথানুসারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবাপূজার সহায়তা করিতে থাকেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া জন্মাষ্টমী, ঝুলন ও দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদি করিতেন। তাঁহার পিতা বালকের এই প্রকার সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের বাড়ীতে কোন সাধু-সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব আতিথ্য গ্রহণ করিলে বালকের পিতা তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে, "বালক অভয়চরণকে যেন শ্রীশ্রীরাধারাণী কৃপা করেন—আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন"।

বালক 'অভয়' ৫ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্কুল বা পাঠশালায় যান নাই। তিনি বাড়ীতেই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতেন। ৮ বৎসরের পর হইতে স্কুল কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া ১৯২০ সালে কলিকাতা স্কটিশ-চার্চ্চ-কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষা দিয়াই মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। ১৯১৮ সালে যখন তিনি বি, এ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২১ সালে তাঁহার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরীর মালিক) যুবক অভয়চরণকে সহকারী ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলে তিনি সমস্ত উত্তর ভারতের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদে স্বীয় বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং উত্তরোত্তর নিজের ল্যাবরেটরী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং বিলাতী কোম্পানীর সহিত যোগাযোগ করিয়া ঐ কার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন।

ইং ১৯২২ সালে তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত তিনি উল্টাডিঙ্গিতে সর্ব্বপ্রথম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শিক্ষিত যুবক অভয়চরণকে দেখিয়া

কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়া, যাহাতে ভারতের বহিরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা প্রচার হয়, সে বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল হরিকথা বলেন। তাহার পর তিনি কয়েক বৎসর গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীগণের নিকট প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন,—প্রাকৃত-সহজিয়া ও জাতি-গোস্বামীগণের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ দার্শনিক শিক্ষা কেবলমাত্র গৌড়ীয় মঠেই পাওয়া যাইবে এবং তিনি যে পিতার প্রেরণায় কৈশোর বয়সেই কৌলিক প্রথানুসারে জাতি-গোস্বামীর নিকট তথাকথিত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা-দ্বারা প্রকৃত বিশুদ্ধ দীক্ষা হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 'বিশুদ্ধ গোস্বামী' বলিলে জাতিগত গোস্বামীগণকে বুঝায় না। 'গোস্বামী'-শব্দের অর্থ 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল এবং 'স্বামী' অর্থে ঈশ্বর, অধিপতি। সুতরাং যাঁহারা ইন্দ্রিয়-দমন করিতে পারিয়াছেন কেবল তাঁহারাই গোস্বামী। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়-দমন করিয়া কয়জন গোস্বামী জগতে প্রকট আছেন?—তাঁহার এই প্রকার বিচার উপস্থিত হইল। তিনি—

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য ত্যাগো এব বিধীয়তে॥"

—এই বিচার অবলম্বন করিয়া নিখিল গোস্বামী-কুলতিলক জগদ্‌গুরু পরম-হংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা এবং গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর স্মৃতি অনুসারে তাঁহার উপনয়ন সংস্কারাদি প্রদান করেন। তিনি গৃহস্থ-জীবনে নানাপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকার্য্য-ব্যপদেশে তিনি মুম্বই নগরে অবস্থান করিতেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিতে আদেশ করিলে, তিনি "Harmonist" নামক শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় সময় সময় প্রবন্ধ দিতেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষার প্রবন্ধগুলি সকলেই পছন্দ করিতেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি মুম্বই হইতে পুনরায় কলিকাতায় নিজগৃহে অবস্থান করেন। ঐ কালে গৌড়ীয়-মিশনের সেবকগণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ ও বিরোধ চলিতে থাকায় তিনি গৃহে থাকিয়াই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে থাকেন। সেই সময় বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন মহোদয় (শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ) ৩৩।২, বোসপাড়া লেনে (বাগবাজার) আনুমানিক ১৯৪১ সালে শ্রীঅক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। তিনি এই সময় অর্থাৎ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে উপস্থিত ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে "Back-

to-Godhead" নামক একখানা পত্রিকা স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গীতা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বানপ্রস্থের ন্যায় বিভিন্ন তীর্থস্থানে বসবাস করিয়া ভজন করিতে থাকেন এবং গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত হিন্দী "শ্রীভাগবত--পত্রিকায়" হিন্দী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি দিতেন এবং এই হিন্দী পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি রূপেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পাঠকবর্গ এ বিষয়ে বিশেষ অবগত আছেন। তিনি হিন্দী, ইংরাজী ও বাংলা তিনটি ভাষাতেই বিশেষ অভিজ্ঞ।

শ্রীমৎ স্বামী মহারাজের প্রচারকার্য্যে উৎসাহ ও বিভিন্ন ভাষায় লেখনী প্রয়োগের যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ভাদ্র মাসে বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-দেবের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার এই চতুর্থাশ্রমের ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-লীলা দর্শন করিয়া পরম প্রীতি ও উৎসাহ লাভ করিতেছি। প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে সকলের বামদিকে তাঁহার মুদ্রিত মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ

শ্রীমন্ মুনি মহারাজ হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের সংলগ্ন "খরসরাই" গ্রামে বাংলা ১২৭৯ সালে কার্ত্তিক মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী পূজার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীল সনাতন দাস অধিকারী এবং পিতৃদত্ত নাম—শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। তাঁহার পিতা কেদার নাথ পুত্রের ছয় বৎসর বয়সেই পরলোকগমন করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার পিতৃস্বসার গৃহে লালিত-পালিত হন। দুর্দ্দৈববশতঃ মুনি মহারাজ অষ্টাদশবর্ষ অতিক্রম করিলে পর তাঁহার অপুত্রক জ্যেষ্ঠ পিতৃস্বসা পরলোকগমন করেন। ইহার পর তিনি বেগমপুরে তাঁহার পৈতৃক নিবাসস্থলে আসিয়া বসবাস করেন। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার ২১ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। এই প্রথমা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই পুত্র মাতৃহীন হওয়ায় পিতার অবাধ্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ করে। শরৎবাবু তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সে পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার প্রথম পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগরে স্বাধীন-ভাবে স্বেচ্ছায় বাস করিতে থাকে। মুনি মহারাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান দৃঢ় চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট নিরপেক্ষ জীবন যাপন করিতেন। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ-মমতা-প্রসূত দুর্ব্বলতা কখনও স্থান পায় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়া তিনি বিনাদ্বিধায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়পক্ষে শ্রীনারায়ণ, গোপাল, রাধারমণ ও নিমাই নামক ৪টী সন্তান বর্ত্তমান। মুনি মহারাজ পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ

বিদ্যাভূষণ, সন্ন্যাস গ্রহণের পরে যিনি "নেমী মহারাজ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত, তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার উপদেশে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও ভক্তমাল-গ্রন্থ পাঠ করিয়া পারমার্থিক জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এইরূপে তিনি পূজ্যপাদ নেমী মহারাজের নিকট হইতে সস্ত্রীক শ্রীনাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনারায়ণ দাসও পূজ্যপাদ নেমী মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ২য় পুত্র শ্রীগোপালদাস শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীনাম-দীক্ষাদি লাভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে গোপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নারায়ণ নেমী মহারাজের অপ্রকটের পর পূজ্যপাদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই প্রকারে পূজ্যপাদ শ্রীমন্ মুনি মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে পুত্র-কলত্রাদি-সহ সদ্-গৃহস্থ-জীবন যাপন করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতন প্রভুর সাহায্যেই গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার নিজ গৃহে ব্রাহ্মণপাড়া (মাজু) গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করেন। সনাতন প্রভু একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচার করাই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া সর্ব্বদাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সর্ব্বতোমুখী প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিতেন। তিনি এইরূপভাবে প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিলে তাঁহার ব্যবসা-কার্য্যের প্রচুর ক্ষতি হইতে থাকে; তাহাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ক্রমশঃ তিনি ভজনরাজ্যে প্রচুর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। বিদ্যাভূষণ প্রভু জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য সনাতনকে শ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্মে দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করেন। শ্রীল সনাতন প্রভু ১৯২৯ সালে শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি গৃহস্থ লীলাভিনয় করিলেও সর্ব্বদাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীবর্গের সহিত সর্ব্বত্র প্রচার করিতে যাইতেন। প্রধানতঃ নেমী মহারাজের সঙ্গে প্রচারে থাকিতেন বলিয়া তিনি গৌড়ীয় মিশনে **"নেমী মহারাজের সনাতন"** নামে সুপরিচিত।

তিনি স্বহস্তে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, ইহা তাঁহার একটী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। তিনি এই বিদ্যার দ্বারা স্বহস্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত বস্ত্র প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্যের নিজ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া যেরূপ সেবা করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শ। আমরা তাঁহার নিয়ম-নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার দু-একটি উদাহরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। * (ক্রমশঃ)

* শ্রীমন্ মুনি মহারাজের আলেখ্য প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে সকলের দক্ষিণে দেখা যাইতেছে।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১১শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১ নারায়ণ, ৪৭৩ গৌরাব্দ
বুধবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ; ইং ১৬।১২।৫৯ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোল-লীলা-বর্ণনম্ (মধ্যাহ্ন-স্মারকম্)

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৪৯-৬০)

ক্রীড়ন্নিত্থমসাবমুভিরগমদ্দোলাব্জ-বেদ্যন্তিকং
বৃন্দা কুন্দলতে দৃগিঙ্গিতনয়ৈঃ কৃত্বা সহায়ে হসন্।
কান্তায়াঃ করপঙ্কজাৎ কৃত-পয়োযন্ত্রাপহারো হরি-
র্হিন্দোলাম্বুজমারুরোহ স হঠাদাচ্ছিন্ন-বেণুস্তয়া ॥৪৯॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে হিন্দোলা-বেদীর নিকট গমন করত নয়ন-ভঙ্গিদ্বারা বৃন্দা ও কুন্দলতাকে সহায় করিয়া শ্রীরাধার হস্তপদ্ম হইতে জলযন্ত্র হরণ করিলেন এবং শ্রীরাধাকর্ত্তৃকও বলপূর্ব্বক তাঁহার বেণু অপহৃত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা-পদ্মের উপর গিয়া আরোহণ করিলেন ॥৪৯॥

অবদদথ হসন্তী কুন্দবল্লী ত্বমস্মৈ
বিসৃজ সুমুখি ! বংশী-কুট্টিনীং মাস্পৃশামূম্ ।
ত্বমপি সলিল-যন্ত্রং স্ত্রী-ধনং মাধবাস্যৈ
ত্বরিতমিতি তয়োক্তং তৌ বিধাতুং প্রবৃত্তৌ ॥৫০॥

তৎপরে কুন্দলতা হাস্যপূর্ব্বক শ্রীর ধাকে কহিলেন,—সুমুখি ! তুমি এই বংশী শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ কর, এ কুট্টিনী (কুট্টনী), ইহাকে স্পর্শ করিও না এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—মাধব ! তুমিও এই জলযন্ত্র শ্রীরাধাকে শীঘ্র দাও, ইহা স্ত্রী-ধন, স্পর্শ করিও না ; কুন্দলতার এই বাক্যে উভয়েই তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৫০॥

যচ্ছন্নসব্যেন করেণ যন্ত্রকং
সব্যেন গৃহ্ণন্ মুরলীং তয়ার্পিতাম্ ।
তাভ্যাং নিজাভ্যাং স দধার তচ্ছলা-
ত্তত্তদ্‌যুতে তৎ-কর-পঙ্কজে হরিঃ ॥৫১॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণহস্তে জলযন্ত্র অর্পণ ও বামহস্তে শ্রীরাধাপ্রদত্ত মুরলী গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের দুই হস্তদ্বারা আদান-প্রদানচ্ছলে যন্ত্র ও বংশীযুক্ত শ্রীরাধার দুইটী করপদ্ম ধারণ করিলেন ॥৫১॥

অধস্তাদ্‌বৃন্দয়া কুন্দবল্যা চোত্থাপিতাং হরিঃ ।
দোলামারোহয়ামাস প্রতীপামপি তাং বলাৎ ॥৫২॥

অনন্তর বৃন্দা ও কুন্দলতা নিম্নদেশ হইতে দোলারোহণে অনিচ্ছাবতী শ্রীরাধাকে উত্থাপিত করিলে বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দোলায় আরোহণ করাইলেন ॥৫২॥

হিন্দোল-মধ্যং প্রিয়য়া গতেঽচ্যুতে
গায়ন্ত্য উচ্চৈর্মুদিতাস্তদালয়ঃ ।
পশ্চাদ্‌গতাঃ কাশ্চিদথাগ্রতঃ পরা
হিন্দোলিকান্দোলনমুদ্বিতেনিরে ॥৫৩॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত দোলার মধ্যগত হইলে, সখীগণ আনন্দচিত্তে উচ্চৈস্বরে গান করিতে করিতে কেহ কেহ অগ্রে ও কেহ

কেহ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত হইয়া হিন্দোলাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

হিন্দোলিকায়াং সহসালিবৃন্দৈ-
রান্দোলিতায়াং বলবচ্চলন্ত্যাম্ ।
উদ্বেল্লিতাঙ্গী কিল চঞ্চলাক্ষী-
সালিঙ্গ্য কান্তং ললনা ললম্বে ॥৫৪॥

তৎপরে সখীগণ সহসা সঞ্চালিত করিতে লাগিলে, ঐ হিন্দোলা দ্রুতগতি সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তখন শ্রীরাধা কম্পিতাঙ্গী ও চঞ্চল-লোচনা হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিলেন ॥৫৪॥

তয়োর্ভ্রংশ্যৎ কৈশ্যং মিথ ইহ চলৎকুণ্ডল-যুগে
তথা চঞ্চৎকাঞ্চী-স্তবক-পটলং তৎসমুদয়ে ।
পরিম্লায়ন্মাল্যদ্বয়মপি চলৎকঙ্কণ-বরে
দৃঢ়ং দোলান্দোলে সতি সপদি সন্দানিতমভূৎ ॥৫৫॥

তদনন্তর হিন্দোলিকা এমন সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশপাশ স্খলিত হইয়া উভয়েরই কুণ্ডলযুগলে আবদ্ধ হইল, সন্দোলিত চন্দ্রহারের স্তবকপটল (থোপ্না) ঐ চন্দ্রহারেই সংযুক্ত হইল এবং উভয়ের মাল্যযুগল চঞ্চল কঙ্কণে সুদৃঢ় সংলগ্ন হইল ॥৫৫॥

দোলায়ামতিলোলায়াং রাধা চঞ্চল-লোচনা ।
সখী-সাহায্যমিচ্ছন্তী ব্যতর্কি তাভিরিঙ্গিতৈঃ ॥৫৬॥

হিন্দোলা অতিশয় আন্দোলিত হইতে থাকিলে, শ্রীরাধা চঞ্চললোচনা হইয়া সখীদিগের সাহায্য ইচ্ছা করিতেছেন, সখীগণ ইঙ্গিতদ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

তাভির্লোলিত-দোলামীশান্তামতিলোলা-
মাপ্তাত্মেপ্সিতশস্তাং গাঢ়ান্দোল-বিহস্তাম্ ।
স্বালীনাং পরিচর্য্যাং বাঞ্ছন্তীং হৃদি বর্য্যাং
প্রেঙ্খোলীঞ্চ মুহুস্তামাজ্ঞায়ারুরুহুস্তাঃ ॥৫৭॥

বিতর্ক এই যে, সখীগণ দোলাকে অতিশয় আন্দোলিত করিলে, যিনি অতিশয় সন্দোলিত হইতেছেন এবং যিনি নিজাভিলাষে সুস্থচিত্তা ও প্রগাঢ় আন্দোলনে ব্যগ্র হইয়া মনে মনে নিজ-বয়স্যাগণের পরিচর্য্যা বাঞ্ছা করিতেছেন, সখীসকল শ্রীরাধার এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া হিন্দোলিকার উপরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥৫৭॥

তাম্বূলবীটীর্ললিতা বিশাখয়া
চম্পালিকা সা ব্যজনে চ চিত্রয়া।
শ্রীতুঙ্গবিদ্যা-সহিতেন্দুলেখয়া
পানীয়-জাম্বূনদ-ঝর্ঝরীযুগম্ ॥৫৮॥
সার্দ্ধং সুদেব্যা কিল রঙ্গদেবী
সুগন্ধ-পঙ্কান্ পটবাসকাংশ্চ।
প্রেম্ণা সমুৎকাতিমুদা গৃহীত্বা
হিন্দোলিকাং তূর্ণমথারুরোহ ॥৫৯॥

পরিচর্য্যা-সামগ্রীর সহিত সখীগণের দোলারোহণের প্রকার এই যে, বিশাখার সহিত ললিতা তাম্বূলবীটিকা, চিত্রার সহিত চম্পকলতা চামর, তুঙ্গবিদ্যার সহিত ইন্দুলেখা জলপূর্ণ দুইটী স্বর্ণঝারি এবং সুদেবীর সহিত রঙ্গদেবী সুগন্ধ পঙ্ক ও সুগন্ধি চূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক সহর্ষে শীঘ্র হিন্দোলিকায় আরোহণ করিলেন ॥৫৮-৫৯॥

তাভিঃ সেবিতয়োস্তৈস্তৈঃ প্রেষ্ঠয়োর্নয়নেঙ্গিতৈঃ।
ক্রমাৎ পূর্ব্বাদি-দলগা বিরেজুর্ললিতাদয়ঃ ॥৬০॥

তৎপরে সখীগণ সেই সেই সেব্যবস্তুর দ্বারা প্রিয়তম শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সখীগণকে ইঙ্গিতদ্বারা আদেশ করিলে, ঐ ললিতাদি সখীগণ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দলে অর্থাৎ অষ্টদল-কমলাকারে দোলার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬০॥

বাস্তব-বস্তু

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-বস্তুর বিজ্ঞানই পরমধর্ম্ম, নতুবা বস্তু-বিষয়ের আলোচনায় নানা ভ্রম প্রবেশ করিবে। বাস্তব-বস্তুর দুইপ্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও মায়া। মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠ-শক্তির পরিচয়-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা জড়-নির্ব্বিশেষবাদকেই বাস্তব-বস্তু বলিয়া ভ্রম করেন। তাঁহাদের বেদ্য-বস্তু অবাস্তব-বস্তু মাত্র। বস্তুধর্ম্ম ও বস্তুর শক্তিধর্ম্মে যে ভেদ আছে, সেই ভেদের আলোচনার অভাবে চিচ্ছক্তির সহিত মায়াশক্তিকে অভেদ বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। শক্তিকর্ত্তৃকই পরিমিতি হয়; শক্তি-পরিণত ব্যাপার-সমূহই প্রমেয়। বস্তু প্রমিত হইবার অযোগ্য—এই প্রকার ধারণা অচিচ্ছক্তি-পরিণতি-বিচারে জড়তারই অন্তর্গত। উহাতে চিচ্ছক্তি অবিমিশ্রভাবে ক্রিয়াবতী নহে।

খণ্ডিত পদার্থ খণ্ডজ্ঞানের আরাধ্য; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে যে বস্তু-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা চিচ্ছক্তি-পরিণতি হইতে হইয়া থাকে,—একথা জড়-প্রমেয়বাদীর বোধগম্য বিষয় নহে। তাঁহার অভিজ্ঞতায় জাড্য উপস্থিত হওয়ায় জড়তা-ধর্ম্মবশে শক্তিবিজ্ঞানে তাঁহার দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্যই মায়াবাদী ভগবজ্‌জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর শক্তি-পরিণত বিবিধ প্রকাশভেদকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। চিচ্ছক্তি-পরিণাম ও অচিচ্ছশক্তি-পরিণামের মধ্যে অভেদ-বিচার স্থাপন করিতে গিয়া মায়াবাদী অবাস্তব-বস্তুর পরিচয়গুলিকে 'মিথ্যা' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গণনা করেন।

শক্তিস্বরূপ ও বস্তুস্বরূপে বৈচিত্র্যদর্শনে সমর্থ হইলেই বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবজ্‌-জ্ঞান-রহস্য ও অঙ্গের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। নতুবা নিরঙ্গ ও বহিঃপ্রজ্ঞা উক্ত রহস্যভেদে অথবা বিজ্ঞানবোধে স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। এই দুর্ব্বলতার ফলে জীব মৎসরধর্ম্মে অবস্থিত হয়।

মৎসর-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ স্ব-স্ব বিক্রম প্রদর্শন করিয়া মৎসররাজের পূজায় যাজ্ঞিকের সজ্জা প্রদর্শন করে। সেইকালে অবাস্তব-বস্তুকে বিকারবাদ বা আরম্ভবাদের সমশ্রেণীস্থ করিবার যত্ন করে। তৎফলে স্বীয় বদ্ধাভিমান মুমুক্ষুতা-ধর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে এবং তদ্‌-বিপরীত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগে আবৃত করায়। সেইকালে পরমধর্ম্ম তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞেয় হয় বলিয়াই বিজ্ঞান-সমন্বিত সরহস্য সাঙ্গের পরিচয়-রহিত নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহার চেতনধর্ম্মকে বিরাম লাভ করায়। তিনি ভাগবতধর্ম্ম হইতেই মনোধর্ম্মী হইয়া নানাপ্রকার কল্পনার জড়তায় আত্মবোধ-

রহিত হইয়া পড়েন। আত্মবোধ-রাহিত্যেই তাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম নিগড়দ্বয় উহাদের স্ব-স্ব শক্তিদ্বারা আবরণ করিয়া ফেলে। অবরধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নিত্য পরমধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য আসিলেই তাহা চতুর্ব্বর্গাভিলাষকেই মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা-বৃত্তিতে স্থাপন করে।

বদ্ধজীবের জ্ঞাতৃত্বাভিমান জ্ঞেয়-সাপেক্ষ ও জ্ঞানাধীন। তজ্জন্যই তিনি মুমুক্ষাকে নৈসর্গিক বৃত্তি বলিয়া স্থির করেন। মুমুক্ষু আত্ম-পরিচয়ে ন্যূনাধিক বিস্মৃত হইলেই বুভুক্ষা আসিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় করায়।

জড়-নির্ব্বিশেষবাদে বিজ্ঞানের অভাবে অনুদ্‌ঘাটিত-রহস্য-জন্য নিরঙ্গত্বের কল্পনাই অঙ্গি-পুরুষোত্তমকে জড়চিন্তায় স্থাপন করে। তখন তিনি চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণায় কবলিত হ'ন। ভগবদনুশীলনের অভাবে প্রতিকূল অনুশীলনে গা ভাসাইয়া জড়স্রোতে স্বীয় জাড্যকেই নির্ব্বিশেষ-ভাবের চরম পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাদৃশ বিশ্বাস-ফল আত্মবিনাশ করে; সুতরাং তিনি তমোগুণের বশীভূত হইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন।

ভগবজ্‌জ্ঞানই বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান ও রহস্য ভেদ করিয়া শক্তি-পরিণামগত অঙ্গের পরিচয় দিয়া থাকে। সেইকালে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ অচিৎ ও চিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

চিচ্ছক্তির প্রাবল্যে রজস্তমঃসত্ত্ব-গুণত্রয়ের হস্ত হইতে নির্গুণতা লাভ করিলেই সচ্চিদানন্দ-বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়, ভগবৎপ্রকাশসমূহ ও তদেকাত্মতার বিচিত্রতা মুক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয়-পদার্থরূপে বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান সাঙ্গরহস্যের সহিত জড়নির্ব্বিশেষ বা প্রমিতিকরণ-রূপ জড়োন্মুখী বাচালতা জীবের ভক্তি-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিণী হয়। চিচ্ছক্তি-পরিণতিতে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তিত্রয়ের বিকাশ আছে, তাহাতে অনিত্য গুণ-ত্রয়ের দ্বারা স্বরূপ আবৃত হয়। অবিদ্বৎ-প্রতীতি সেই কালে বিদ্বান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের রচিতা সাত্বত-সংহিতার অনুশীলনে বাধা দেয়।

অনিত্য একের উপর অপরে প্রভুত্ব করিয়া অংশীদারগণকে বিদায় দেওয়া-রূপ অবরতা সচ্চিদানন্দ বাস্তব-বস্তুর শক্তির প্রকাশত্রয়কে বাধা দিতে পারে না। গুণজাত জগতে অভিজ্ঞতার একগুণ অপর গুণদ্বয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অল্পকালের জন্যই বিক্রম প্রকাশ করে। বিক্রমের আয়ুর অল্পতা-নিবন্ধন অপরগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে গেলেই কালক্ষোভ্য-ধর্ম্মের

অবরতা অনুভূত হয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়ের পূর্ণতাহেতু প্রকৃতির বিভাগত্রয়ের হেয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনর্থ উৎপাদন করায়।

অর্থের ত্রিবিধ প্রকাশ পরস্পর প্রতিযোগী নহে। কিন্তু গুণত্রয় প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় দমন, বিনাশ, আঘাত, নিহনন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তাৎকালিকতা উৎপাদন করায়। সচ্চিদানন্দের প্রাকট্যে গুণত্রয়ের অন্ধকার স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব গোপন করে। বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণপ্রজ্ঞতা জীবকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম হইতে অবসর দেয়। এইজন্যই কৈতব-পরিহার সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে পরমধর্ম্ম-বিষয়ের ধারণা অবিমিশ্র মুক্তপুরুষের প্রাপ্য-বিষয় হয় না। নতুবা অপস্মৃতি আসিয়া বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জ্ঞেয়-পদার্থের স্থান অধিকার করে। বাস্তব-দেহের স্মরণ-শূন্য অবস্থাই অপস্মৃতি।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীনাম

সম্প্রতি অনেকে 'নাম-গান করিতেছি' বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব-সংযুক্ত গানসকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তি-সম্মত দুই একটি ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তি-পিপাসা-সূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে-যে-রূপ নাম গান করা উচিত, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ মহাজন-মত-সম্মত এই (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম গান—"নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে," শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিংশোত্তর-শতনাম-সঙ্কীর্ত্তন—"নগরে নগরে গোরা গায়" প্রভৃতি) কয়েকটি পদ পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ

প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন। "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"—এই কথাগুলিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে,—হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে জীব, তোমরা নামের রূপ-গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। "কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে কৃষ্ণ-ভক্তগণ! সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সেই নাম-পুষ্পের মধুস্বরূপ পরম-রস ভোগ কর। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য প্রবন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর,—এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহকার্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহ-চেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি—সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে না। দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত। সে-সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া

আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮২-৮৪)

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় যেন কোন-প্রকার অনাচার না হয়।" 'অনাচার' শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার, জীব-হিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি ॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥

প্রভু কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি অধর্ম্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। আর অধর্ম্ম-আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন কর। ধর্ম্ম যথা—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্ ॥

সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥
নৃণামযং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৭।৮-১২)

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত-বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগ্য, জীবের অপগতি-বিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্য-পাত্রে অন্নাদি বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্ব্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরি-স্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক,—এইমাত্র উপদেশ।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পতিতের প্রণতি-অষ্টক

(১)

জয় জয় গুরুবর তুমি সর্ব্বসার।
তোমা-বিনা এজীবন সকলি অসার ॥
তোমার কৃপায় চিত্তে তমঃ হয় নাশ।
তমোনাশ করি' কর জ্ঞানের প্রকাশ ॥
তোমার প্রসাদে জীবে কৃষ্ণ-কৃপা হয়।
তব কৃপা বিনা আর অন্য গতি নয় ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার।
প্রণাম চরণে প্রভো! প্রণাম আমার ॥

(২)

শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ, হনুমান্ ।
ব্যাস, বলি, উদ্ধব, অক্রূর, বিভীষণ ॥
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
যত আছে এজগতে বৈষ্ণব ঠাকুর ।
বাঞ্ছা-কল্পতরু সম দয়ার সাগর ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে প্রভো ! প্রণাম আমার ॥

(৩)

গৌরবর গৌরহরি গদগদ অন্তর ।
তিলক-ভূষিত ভাল রক্ত ওষ্ঠাধর ॥
তিলফুল সম নাসা, সুধাংশু-বদন ।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ন ॥
অবতীর্ণ কলিহত জীবের লাগিয়া ।
এ অধমে উদ্ধারহ কৃপা-কণা দিয়া ॥
আমি অতি দীনহীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে প্রভো ! প্রণাম আমার ।

(৪)

ফুল্ল-ইন্দিবর-কান্তি, বদন সুন্দর ।
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম, শিখিপুচ্ছ-ধর ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন প্রভু, শ্রীকৌস্তুভধর ।
পীতাম্বর, বংশীধারী, নব-নটবর ॥
অবতীর্ণ ভবে রাধা-রস-আস্বাদনে ।
গৌররূপে প্রচারিলা রাগ মহাধনে ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে প্রভো ! প্রণাম আমার ॥

(৫)

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রাধা-ঠাকুরাণী ।
বৃষভানুরাজ-সুতা সর্ব্ব-গুণখনি ॥
আহ্লাদিনী শক্তিরূপা পরমা সুন্দরী ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, দেবী, বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ।
গোবিন্দ-নন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে দেবি ! প্রণাম আমার ॥

(৬)

সত্যযুগে সত্যবতী নামেতে বিদিত ।
ত্রেতাযুগে শ্রীমালতী সর্ব্বলোকে খ্যাত ॥
দ্বাপরেতে বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী নাম ।
কলিকালে শ্রীতুলসী জগতে আখ্যান ॥
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী তুমি তনু কৃষ্ণময় ।
প্রদক্ষিণে দিনে দিনে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে দেবি ! প্রণাম আমার ॥

(৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম ॥
প্রভুর স্বরূপ হয় নিত্যানন্দ রায় ।
পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত পড়িয়া ধরায় ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু, অংশ-অবতার ।
সমগ্র জগতে ইহা বিদিত সবার ॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার ।
প্রণাম চরণে প্রভো ! প্রণাম আমার ॥

(৮)

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর স্বশক্তি।
যাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
পঞ্চতত্ত্ব সেব্যবস্তু অভেদ বিধান॥
উদার-মধুর ভাব একই প্রকার।
লীলায় পৃথক নিত্য সেব্য সবাকার॥
আমি অতি দীন হীন পতিত অসার।
সবার চরণ-পদ্মে প্রণাম আমার॥

দীন হীন সেবক—**শ্রীমুরারি মোহন প্রধান**
শ্রীপিছলদা (মেদিনীপুর)

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৩)

অতঃপর উষস্তি ঋষি কোন রাজার যজ্ঞ-স্থলে গমন করেন। তথায় উদ্গাতাদি ঋত্বিক্-সকলের নিকট এইরূপ বলেন,—আপনারা যে দেবতার সম্বন্ধে স্তুতি করিতেছেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে না জানিয়া স্তুতি করিলে আপনাদের মস্তক ভূপতিত হইবে। তাহা শুনিয়া ঋত্বিক্‌গণ নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে থাকিলেন। তখন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী রাজা উক্ত ঋষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উষস্তি নিজ পরিচয় প্রদান করিলে রাজা জানাইলেন যে, তিনি উক্ত ঋষির অনুসন্ধান না পাইয়া অপর ঋষিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করুন। উষস্তি তাহা স্বীকার করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে কার্য্যারম্ভের আদেশ করেন।

অতঃপর প্রস্তোতা উষস্তির নিকট জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যে বলিয়াছেন —তোমরা যে দেবতার স্তুতি করিতেছ, তাঁহাকে উত্তমরূপে না জানিয়া স্তুতি করিলে তোমাদের মস্তক ভূপতিত হইবে। সুতরাং উক্ত দেবতার পরিচয় প্রদান করুন। উষস্তি বলিলেন—প্রাণই ঐ দেবতা, সমস্ত প্রাণী প্রাণ হইতেই প্রকটিত হয় এবং প্রলয়ে প্রাণ-মধ্যেই বিলীন হয়। সেই প্রাণই স্তুতিযোগ্য দেবতা।

পুনরায় উদ্গাতা উষস্তির নিকট উক্ত প্রশ্ন করিলে উষস্তি বলেন যে, ঐ দেবতা সূর্য্য। সমস্ত প্রাণী আকাশে স্থিত ঐ সূর্য্যেরই উপাসনা করে।

অতঃপর প্রতিহর্ত্তা উষস্তির নিকট পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করেন। উষস্তি ঐ দেবতার নাম করেন—অন্ন। কারণ অন্নের দ্বারাই সমস্ত জীবের জীবন রক্ষা হয়।

সিদ্ধান্ত এই যে– প্রাণ, সূর্য্য, অন্ন আদি নাম পরমাত্মারই। তাঁহারই কৃপায় সকল বস্তুর অবস্থান।

দল্‌ভ ঋষির পুত্র বক অথবা মিত্রের পুত্র গালব ঋষি স্বাধ্যায়ার্থ কোন নির্জ্জন প্রদেশে গমন করেন। উক্ত ঋষিকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কোন ছদ্মবেশী ঋষি শ্বেতবর্ণ কুকুরের রূপে তথায় আগমন করেন। তাহার পশ্চাতে অপর একটী কুকুর আসিয়া প্রথম কুকুরকে বলে—আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, অতএব আপনি উদ্গীথ গান করিয়া আমার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন প্রস্তুত করুন। শ্বেতবর্ণের কুকুর বলিল,—আগামীকল্য প্রাতে এইখানে আসিও। তাহাদের এই কথা উক্ত ঋষি শ্রবণ করিয়া কৌতূহলান্বিত হইয়া কুকুরের অন্ন সংগ্রহের কার্য্য দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে কুকুরগুলি একত্রিত হইয়া, যজ্ঞকর্ম্মে বহিষ্ক্রিয়মান স্তোত্রে উদ্গাতা যে-প্রকার স্তুতি আরম্ভ করেন, তদ্রূপ সকলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; তৎপশ্চাৎ সকলে উপবেশন করিয়া হিংকার করিতে লাগিল অর্থাৎ হিং স্তোভের প্রয়োগ করিয়া সামগান করিতে লাগিল। গানের ভাবার্থ এই—হে সর্ব্বরক্ষক পরমেশ্বর! আমরা ভোজন ও জলপানেচ্ছু। আপনি প্রকাশ-স্বরূপ দেবতা, অভীষ্টবস্তুর বর্ষণকারী বরুণ। সমস্ত প্রজার পালনকারী প্রজাপতি এবং সকলের উৎপাদনকারী সবিতা। আপনি আমাদের জন্য অন্ন প্রদান করুন। সামগানের সময় যে হা উ আদি তের প্রকার শব্দ ব্যবহার করা হয়, উহার নাম স্তোভ।

এস্থলে ইহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, প্রকাশ-স্বরূপ সবিতা, বরুণ, প্রজাপতি আদি নামসকল পরমেশ্বরেরই নাম। সমস্ত সামকে সাধু ও অসামকে অসাধু বলে। কেহ যদি বলে যে, আমার 'সাম' হইয়াছে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সাধু অর্থাৎ শুভ হইয়াছে। সুতরাং অসাম অশুভ।

পঞ্চপ্রকার সামোপাসনা জগতে প্রসিদ্ধ। পৃথ্বী—হিংকার, অগ্নি—প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ—উদ্গীথ, আদিত্য—প্রতিহার এবং দ্যুলোক—নিধন। এই প্রকার ঊর্দ্ধলোকের সামদৃষ্টি করিতে হয়।

অধোলোকের সামোপাসনার নিরূপণ,—দ্যুলোক—হিংকার, আদিত্য—প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ—উদ্গীথ, অগ্নি—প্রতিহার এবং পৃথ্বী—নিধন। এই প্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তি (এই উভয় প্রকার) পঞ্চবিধ নামের উপাসনা করিলে তাহার প্রতি ঊর্দ্ধ ও অধোমুখ লোক ভোগরূপে উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মের তিনটী স্কন্ধ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান প্রথম স্কন্ধ। 'তপ' দ্বিতীয় স্কন্ধ এবং ব্রহ্মচারীর আচার্য্যগৃহে বাস তৃতীয় স্কন্ধ। এ সকলই পুণ্যলোকের ভাগী। ব্রহ্মে সম্যক্‌প্রকারে অবস্থিত চতুর্থাশ্রমী যতি অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ধ্যানরূপ তপ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ উৎপন্ন হয়। পুনরায় তপঃ-প্রভাবে ওঁকার উৎপন্ন হয়। ওঁকারেই সমস্ত বাণী ব্যাপ্ত আছে। ওঁকারই সব।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—প্রাতঃ-সবন বসুগণের। মধ্যাহ্ন-সবন রুদ্রের এবং তৃতীয় অপরাহ্ণ-সবন আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের। প্রাতঃ-সবনারম্ভে যজমান গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিমুখে বসিয়া বসুদেবতা-সম্বন্ধী গান করেন—হে অগ্নে! আপনি ইহলোকের দ্বার খুলিয়া দিউন, যদ্দ্বারা আমি রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে পারি। তৎপরে যজমান এইমন্ত্রে হোম করেন—পৃথিবীতে অবস্থানকারী অগ্নিদেবকে নমস্কার। আপনি আমাকে পৃথিবী লোক প্রাপ্তি করাইয়া দিন। বসুগণ উক্ত যজমানকে প্রাতঃসবন প্রদান করেন।

মধ্যাহ্ন-সবনারম্ভের পূর্ব্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিমুখে বসিয়া রুদ্রদেব সম্বন্ধী গান করেন—হে বায়ো! আপনি অন্তরীক্ষ লোকের দ্বার খুলিয়া দিউন; যদ্দ্বারা আমি 'বৈরাজ'-পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে পারি। অনন্তর যজমান এই মন্ত্রে হোম করেন,—অন্তরীক্ষে অবস্থানকারী বায়ু-দেবকে নমস্কার। আপনি আমাকে অন্তরীক্ষ লোক প্রাপ্তি করাইয়া দিউন। রুদ্রগণ উহাকে মধ্যাহ্ন-সবন প্রদান করেন।

তৃতীয় সবনের আরম্ভে প্রথমে যজমান আহবনীয়াগ্নির পশ্চাতে উত্তরাভিমুখে বসিয়া আদিত্য ও বিশ্বদেব-সম্বন্ধী সাম গান করেন—হে আদিত্য ও বিশ্বদেব! দ্যুলোকের দ্বার খুলুন, যদ্দ্বারা আমি সাম্রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার দর্শন করিতে পারি। স্বর্গস্থিত দ্যুলোক-নিবাসী আদিত্য ও বিশ্বেদেবকে নমস্কার। আমাকে আপনার পুণ্যলোকের প্রাপ্তি করাইয়া দিন। তাহাকে আদিত্য ও বিশ্বদেব তৃতীয় সবন প্রদান করেন।

ওঁ এই আদিত্য দেবতাগণের মধু। দ্যুলোকই তাহার আশ্রয় বক্র-বংশ-স্বরূপ, অন্তরীক্ষ ছত্র এবং কিরণমালা মধুমক্ষিকার শাবক-সদৃশ। আদিত্যের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত কিরণসকল অন্তরীক্ষ ছত্রের পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী ছিদ্র। ঋক্ মধুকর, ঋগ্বেদ পুষ্প এবং সামাদি অমৃত জল। ঐ ঋক্‌রূপ মধুকর ঋগ্বেদের অভিতাপ করেন। তাহা হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, ও অন্নাদি রস উৎপন্ন হয়। যশ আদি রস আদিত্যের পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করে। আদিত্যের লালবর্ণই ঐ রস। আদিত্যের দক্ষিণদিকস্থ কিরণ দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী মধুনাড়ী। যজুঃ শ্রুতিসকল মধুকর, যজুর্বেদ পুষ্প এবং সোমাদিরূপ অমৃত জল। এই যজুঃ শ্রুতিসকল যজুর্বেদের অভিতাপ করেন। তদ্দ্বারা যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও অন্নাদিরস উৎপন্ন হয়। ঐ রস আদিত্যের দক্ষিণভাগে আশ্রয় লয়। তাহা আদিত্যের শুক্লবর্ণ রূপ।

আদিত্যের পশ্চিমদিকের রশ্মিসকল পশ্চিমীয় মধুনাড়ী। সামশ্রুতি মধুকর, সামবেদ-বিহিত কর্ম্ম পুষ্প এবং সোমাদিরূপ অমৃত জল। ঐ সামশ্রুতি সামবেদ-বিহিত কর্ম্মের অভিতাপ করে। তাহা হইতে যশ-তেজাদি রসের উৎপত্তি হয়। ঐ রস আদিত্যের পশ্চিমভাগ আশ্রয় করে। আদিত্যের কৃষ্ণ তেজই ঐ রস। আদিত্যের উত্তরদিকস্থ কিরণসকল উত্তরদিকস্থ মধুনাড়ী। অথর্ব্বাঙ্গিরস শ্রুতিসকল মধুকর, ইতিহাস-পুরাণ পুষ্প এবং সোমাদি অমৃত জল। ঐ অথর্ব্বাঙ্গিরস শ্রুতিসকল ইতিহাস-পুরাণকে অভিতপ্ত করে, তদ্দ্বারা যশ-তেজাদি রসের উৎপত্তি হয়। ঐ রস আদিত্যের উত্তরভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে। আদিত্যের অত্যন্ত কৃষ্ণরূপই ঐ রস।

আদিত্যের ঊর্দ্ধ রশ্মিসকল ঊর্দ্ধদিকস্থ মধুনাড়ী। গুহ্য আদেশ মধুকর, প্রণবরূপ ব্রহ্ম পুষ্প ও সোমাদি অমৃত জল। ঐ গুহ্য আদেশ প্রণবসংজ্ঞা ব্রহ্মকে অভিতপ্ত করে। তাহা হইতে যশাদি রসের উৎপত্তি। ঐ রস আদিত্যের ঊর্দ্ধভাগে আশ্রয় লয়। আদিত্যের মধ্যে যে ক্ষুব্ধ ভাব আছে উহাই মধু। পূর্ব্বোক্ত লোহিতাদিরূপ রসের রস এবং অমৃতেরও অমৃত।

প্রথম অমৃত অগ্নিপ্রধান বসুগণের জীবনস্বরূপ। দেবগণ উহা পান-ভোজনাদি করেন না, কেবল দর্শনের দ্বারাই তৃপ্ত ও উৎসাহিত হন। আদিত্যের পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে পশ্চিমদিকে অস্তগমন পর্য্যন্ত বসুগণের আধিপত্য ও স্বারাজ্য।

দ্বিতীয় অমৃতের দ্বারা রুদ্রগণ ইন্দ্রপ্রধান হইয়া তাহার আশ্রয়ে জীবন ধারণ

করেন। দেবগণ উহা পান-ভোজন করেন না, কেবল উহার দর্শনেই তৃপ্ত ও উদ্যমশীল হন। আদিত্যের পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগমন কালের দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তগমন পর্য্যন্ত রুদ্রগণের আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্তি হয়।

তৃতীয় অমৃতের দ্বারা আদিত্যগণ বরুণপ্রধান হইয়া ঐ অমৃতের আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। দেবগণ উহা পান বা ভোজন করেন না, কেবল দর্শনে তৃপ্ত ও উদাসীন এবং তপস্যায়ই উদ্যমশীল থাকেন। যিনি এই অমৃতকে জানেন তিনি আদিত্যগণের মধ্যে কোন একজন হইয়া বরুণের প্রধানতায় অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত হন। এইরূপেই তিনি উদাসীন ও উদ্যমশীল হন। আদিত্যের দক্ষিণে উদয় ও উত্তরে অস্তগমন কালের দ্বিগুণ সময় ইনি পশ্চিমে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগমন করেন, এই সময়টুকুই উহার আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্তির কাল।

চতুর্থ অমৃত সোমপ্রধান মরুদ্গণের জীবনধারণের উপায়-স্বরূপ। দেবগণ তাহা পান-ভোজন না করিয়া কেবল দর্শনে তৃপ্ত, উদাসীন ও উদ্যমশীল থাকেন। এই অমৃতকে যিনি জানেন তিনি মরুদ্গণের মধ্যে কোন একজন হইয়া সোমের প্রধানতায় এই অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত থাকেন। আদিত্যের যে-সময় পশ্চিমে উদয় ও পূর্ব্বে অস্তকাল তাহার দ্বিগুণ সময় ঐ দেবতা উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্ত যান। এই সময়ই তাহার আধিপত্য ও স্বারাজ্যের কাল।

পঞ্চম অমৃত ব্রহ্মাপ্রধান সাধ্যগণের জীবন-ধারণোপায়। উহা দেবগণের ভোগ্য নহে, কেবল দর্শনে তৃপ্তি-উৎসাহাদি লাভ হয়। এই অমৃতের জ্ঞাতা সাধ্যগণের মধ্যে কেহ হইয়া ব্রহ্মার প্রধানতায় ঐ অমৃতকে দেখিয়া তৃপ্ত, উদাসীন ও উৎসাহিত থাকেন। আদিত্যের উত্তরে উদয় ও দক্ষিণে অস্তকালের দ্বিগুণ সময় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদিকে তাঁহার উদয় ও অধোদিকে অস্তগমন হয়। ঐ সময়ই সাধ্যের আধিপত্য ও স্বারাজ্য কাল।

এই মধু-বিজ্ঞান ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু প্রজাগণের নিকট উপদেশ করেন। ইহা দুর্ব্বোধ্য এবং সকলের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় ধনের বিনিময়েও ইহা প্রকাশ না করিলে অধিক ফল লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সম্রাট্ কুলশেখরের প্রার্থনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধভক্ত ভগবানের সেবা করিবার জন্য যে-রূপ ব্যাকুল হন সেরূপ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে ভগবৎ-সেবাকার্য্য ভগবানের দর্শন হইতে পৃথকবস্তু নহে, বরং সেবাকার্য্য ভগবদ্দর্শন অপেক্ষা আরও অধিকতর আনন্দদায়ক। সেইপ্রকার সেবাকার্য্যে সর্ব্বান্তঃ-করণে ব্যাকুল-স্বভাব ভক্তগণকে ভগবানই দেখিবার জন্য ততোধিক ব্যস্ত—যে-প্রকার অত্যন্ত প্রিয় সন্তানকে দেখিবার জন্য বা পালন করিবার জন্য স্নেহময় পিতা-মাতা সর্ব্বসময়েই ব্যাকুল হইয়া থাকেন। এরূপ ভাবের আদান-প্রদান-কার্য্যে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ দোষ নাই। এইরূপ ব্যাকুলতা উভয় পক্ষেই অত্যন্ত উপাদেয় এবং জড়ের হেয়াংশ-বর্জ্জিত। পরমতত্ত্বে সেইসকল উপাদেয় ভাবের আদান-প্রদানই জড়ে বিকৃত ও প্রতিফলিত হয় ও মায়িক কামরূপে পরিণত হইয়া জীবকে অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত করে। কেবল মনুষ্য-সমাজেই নহে, পরন্তু মনুষ্যেতর জীব-জন্তুর ভিতরেও এই প্রকার বিকৃত প্রতিফলনরূপ ভাবের বিনিময়ও বিরল নহে। সুতরাং অপ্রাকৃত একত্ব অনুভব হইলেই ভগবৎসম্বন্ধে একটি পিপীলিকাকেও হত্যা করিলে ভগবানের অসন্তুষ্টি হইবে—ভাবিয়া ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই জীবহিংসা-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভগবদ্ভক্তের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইলেও তিনি ভগবদ্ অভক্তের প্রতি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেন না। ভগবানের সৃষ্ট নিয়মানুসারে কোন জীবাত্মা উচ্চ-নীচ যোনিতে কর্ম্মফলবশতঃ জন্মগ্রহণ করিলেও সেইসকল পতিত জীবাত্মাকে ভক্তজন কৃপা করিলে ভগবান্ সেইসকল শুদ্ধভক্তের অধিকতর প্রিয় হইয়া যান। সুতরাং কোন পতিত নিরীহ জীবাত্মার কর্ম্মফল-প্রাপ্ত শরীর অন্য জীবাত্মার দ্বারা ধ্বংস হইলে ভগবান্ তাহা অনুমোদন করেন না। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বদাই ঐসকল পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করেন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তপ্রিয় ভগবান্ সর্ব্বদাই এমন অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করান যদ্দ্বারা ভক্ত সকল সময়েই সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানের হাত হইতে মুক্ত থাকেন। পিতা যেমন স্নেহের পুত্রকে সর্ব্বদাই জ্ঞানোপদেশ দিয়া প্রবুদ্ধ করিয়া রাখেন, সেই প্রকার পরমপিতা ভক্তপ্রিয় হইয়া সর্ব্বদাই ভক্তগণকে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখেন। প্রত্যেক মনুষ্যই ভগবদ্ভক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ভক্তপ্রিয় ভগবানের সহযোগিতা লাভ করিতে পারেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কাছে পৌঁছিবার জন্য

আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সকলেরই অধিকার আছে। ভগবানের কাছে যাইতে অধিকার সমস্তপ্রকার পাপযোনি, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য আদি সকলেরই আছে; সুতরাং সভ্য-ভব্য পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণাদি রাজর্ষির ত কোন বাধাই নাই। নম্রভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তে দেবতাদের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে এবং ভক্তপ্রিয় ভগবানের কৃপায় ঐ সকল নিষ্কপট ভক্তগণ সর্ব্বদাই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকেন। ভক্তপ্রিয় ভগবান যদি কৃপা করিয়া ভক্তগণকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যান, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক সহায়তা আর কে করিতে পারে? ভগবান্ ভক্তকে যদি দুঃখ দিয়া শাসন করেন, ভক্তগণ তাহা ভগবানের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যে-সকল ভগবদ্‌বিদ্বেষী অসুরগণ ভগবানকে স্বীকার করে না, তাহাদিগকে ভগবান্ ত্রিতাপ যন্ত্রণাময়ী মায়ার হাতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ভক্তপ্রিয়তা ভগবানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া তিনি সেইসকল ভগবদ্ বিদ্বেষী মায়াদুষ্ট জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদাই সাধু-শাস্ত্র-গুরু আদির আবিষ্কার করেন; যদ্দ্বারা ভগবদ্-বিদ্বেষী জীবগণ ক্রমশঃ ভগবদ্-উন্মুখ হইয়া পুনরায় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সমস্ত ভগবৎ-প্রেরিত সাধু-শাস্ত্র-গুরুজনের সাহায্য করিয়া নিজের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। ভক্তপ্রিয় ভগবান ভগবদ্-ভক্তগণের উপকার সাধন করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করেন। মূর্খগণ ভগবানের অসীম শক্তির বিনাশ করিয়া ভগবানের অবতরণ স্বীকার করে না বা ভগবদ্ অবতারের কথা বিশ্বাস করে না। আবার আর এক প্রকার পণ্ডিত-মূর্খ আছে, যাহারা ভগবানের অবতারবাদ স্বীকার করিলেও ভগবান্ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবতরণ করেন বা ভগবানেরও প্রাকৃত শরীর স্বীকার করিয়া তাঁহাকেও কর্ম্মফলবাধ্য মায়াধীন করিয়া ফেলেন। কিন্তু এইপ্রকার বিচার ভগবদ্ভক্তগণ কোন দিনই স্বীকার করেন না এবং তাঁহারা জানেন যে, ভগবান্ ভক্তজনকে কৃপা করিবার জন্য নিজ ইচ্ছায় তিনি যেমনটি তেমনই অবতরণ করেন। তিনি যখন ভক্তপ্রিয়তাবশতঃ অবতরণ করেন, তখন তাঁহাকে বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শও করিতে পারে না; যেমন অন্ধকার সূর্য্যের কাছেও যাইতে পারে না। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের সহিত একত্রে যে মনুষ্য-লীলার অবতারণ করেন তাহা দেবতাগণেরও আরাধনীয়।

ভগবদ্‌ভক্ত স্বভাবতঃই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। যে-পরিমাণে ভগবদ্‌ভক্ত ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল, সেই পরিমাণে ভগবানও তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। ভগবানই ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে

ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার সুযোগ দান করেন। ভগবানের 'ভ' 'গ' আদি সমস্ত বর্ণের বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ 'গ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'গময়িতা' অর্থাৎ যিনি ভক্তগণকে ক্রমশঃ ভগবদ্ রাজ্যের দিকে আগাইয়া দেন। 'ভ' শব্দের অর্থ ভরণ-পোষণ-কর্ত্তা এবং সেই কার্য্যের দ্বারাই ভগবানের ভক্তপ্রিয়তা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তগণকে উচ্চস্থানে লইবার জন্য সর্ব্বদাই দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের ভক্তগণের প্রতি বিশেষ দয়া লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্ ভক্তগণ কোনদিনই প্রাকৃত ধন-ঐশ্বর্য্যের ভিখারী হন না এবং তাঁহারা জগতের ধনবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, সিদ্ধবীর হইবার জন্যও লালায়িত হন না। ভগবদ্ ভক্তগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যও ব্যাকুল নহেন। তাঁহারা পূর্ণের সাহায্যে পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বদাই নিষ্কাম এবং শান্তভাবে অবস্থান করেন। তাঁহাদের একমাত্র কামনা এই যে—তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবৎপাদপদ্মে সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইবেন। ভক্তগণ পুনর্জন্ম জয় করিবার জন্যও ব্যস্ত হন না।

শিশু বা তরুণ ভক্তগণ অনেক সময় ভগবদ্ ভক্তির অন্তরালে ইন্দ্রিয়-তর্পণের আশা করেন এবং ভগবদ্ভক্তি যাজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত সুখলাভের আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তপ্রিয় দয়ালু ভগবান ভগবদ্ভক্তের ঐসকল অসম্যক্ ভক্তিভাব ক্রমশঃ নিজ পাদপদ্ম-সরিৎ-সুধায় বিধৌত করিয়া তাঁহার হৃদয় শান্তিময় করিয়া দেন। ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তগণ জগতের স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হন।

ভগবদ্-ভক্তগণ ভক্তপ্রিয় ভগবানের কৃপায় বুঝিতে পারেন যে, প্রাকৃত জগতে তথাকথিত প্রেম বা ভালবাসা সমস্তই একটি মায়িক ব্যবহার মাত্র এবং সমস্ত ব্যাপারেই ইন্দ্রিয়-তর্পণময় এক জড়ভাব বর্ত্তমান। প্রাকৃত জগতে তথাকথিত স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, পিতা-পুত্রের স্নেহ, প্রভু-ভৃত্যের সেব্য-সেবা-ভাব সমস্তই মায়ার আবরণে পরিমণ্ডিত এবং কেবল অর্থই তাহার মূল অবদান। এই আবরণটি খুলিয়া ফেলিলেই প্রাকৃত প্রেম-ভালবাসার নগ্ন-মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ সেইজন্য ভক্তের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজে ইচ্ছা করিয়াই ঐপ্রকার মায়িক আবরণগুলি অপসারিত করিয়া দিয়া তাঁহার মঙ্গল সাধন করেন। মায়িক আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তগণ স্বতঃই একমাত্র ভগবানের এবং তদীয়গণের শরণাগত হইয়া পড়েন। প্রাকৃত জগতে যখন মনুষ্য মায়িক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, তখন তাহার প্রাকৃত বন্ধুগণ

আর তাহাকে আদর করে না। সমস্ত শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ আদি এই নিত্যসত্যের প্রমাণ দিতেছেন। এইরূপ নিরপেক্ষ অবস্থায় ভক্তগণ ভক্তপ্রিয় ভগবানেরই একমাত্র শরণাগত ভৃত্য হইয়া যান।

প্রাকৃত ভূমিকায় যে অনন্তকোটি বসুধার মধ্যে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ করিতেছি, সেগুলি সমস্ত খ-পুষ্পসদৃশ তাৎকালিক মায়িকসৃষ্টি। তাহাতে বিমোহিত জীবগণ মায়িক প্রভু হইবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্ত জীবগণ স্বরূপে ভগবান্ মুকুন্দের নিত্যদাস মাত্র। অপ্রাকৃত জগতে সেই জীবগণ ভগবানের নিত্যদাস হইয়াও দাস ও প্রভু—অদ্বয়তত্ত্ব। সেখানে প্রভু—দাসের দাস সাজিয়া প্রভু এবং দাস উভয়ে অপ্রাকৃত রসের অনুভব করেন। প্রাকৃত জগতে সেবকের আস্বাদন নাই, তথাপি ভক্তপ্রিয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রসের উদাহরণ দেখাইবার জন্য এবং ভক্তের সেবা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া তিনি মহাবীর অর্জ্জুনের সারথী সাজিয়াছেন। মায়া বিমোহিত আসুরিক ভাবাপন্ন লোকগুলি, ভক্ত ও ভগবানের সেইপ্রকার অদ্বয়জ্ঞান ভূমিকার কথা বুঝিতে না পারিয়া—কেহ কেহ এই প্রাকৃত জগতের মালিক হইবার চেষ্টা করে, আবার কেহ কেহ সেই চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া ভগবানের অস্তিত্বের সহিত একীভূত হইবার বাসনায় নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান করেন। ঐ প্রকার দ্বন্দ্বমোহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ না করিতে পারিলে ভগবানের কৃপা পাওয়া অসম্ভব। এই মায়ামোহিত অবস্থা ততদিন পর্য্যন্ত জীবকে আবৃত করিয়া রাখে যতদিন পর্য্যন্ত না জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইলেই জীব জড়মরণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইয়া 'শিবোঽহং' বাক্যের উপলব্ধি করে। 'শিবোঽহং' শব্দে একথা বুঝায় না যে, শিব হইয়া যায়। 'শিবোঽহং' শব্দের অর্থ—জীব পরম-মঙ্গলময়ের নিত্য সনাতন অংশ এবং মাঙ্গলিক তজ্জাতীয় বস্তু বা ভগবানের 'নিত্যদাস'।

সেই নিত্যদাসত্ব উপলব্ধিতেই মুকুন্দকে 'হে নাথ'! 'হে প্রভো'! বলিয়া ডাকিতে পারা যায়। এইপ্রকার অপ্রাকৃত অনুভব হইলেই প্রভু ভগবান্ কি বস্তু, তাহার অনুভূতি লাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ভগবানকে প্রভু বা নাথ বুঝিবার পূর্ব্বে ভগবৎ সম্বন্ধে যে-সকল অসম্যক্ অনুভব, তাহা আংশিক ও বৃথা। ভগবানের 'নাথত্ব' বা প্রভুত্ব অনুভবহীন জগৎই মায়িক প্রভু বা নাথ হইবার জন্য বহুপ্রকার ভৌতিক যোজনা করিয়া থাকে। সেইপ্রকার ভৌতিক অনুভূতিতে সকলেই মায়ার প্রভু বা নাথ হইবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া

অনর্থময় জীবন যাপন করে। কেহ কাহারও সেবক হইতে চাহে না, সকলেই প্রভু হইতে চাহে, যদিও পদে পদে আমরা প্রভু হইবার কণ্টকাকীর্ণ পথে বাধাপ্রাপ্ত হই। একজন সাধারণ গৃহমেধী নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষায় 'শীত, আতপ, বাত, বরিষণে' দিনরাত্র পরিশ্রম করিয়াও কোনদিনই প্রভু-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। সে বুঝিতে পারে না যে, সে গৃহস্বামী হইবার আশায় গর্দ্দভের ন্যায় গৃহে ভৃত্য হইয়াই কাজ করিতেছে; ইহারই নাম মায়া। প্রভু হইবার ইচ্ছা এবং দ্বেষমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ভগবানের নিত্য দাসত্ব ভুলিয়া যাই, সেইজন্য সর্ব্বদাই আমাদের 'হে নাথ'! বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করা আবশ্যক। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষায় আমরা ক্রমশঃ মায়ার দাসত্ব করিবার জন্য নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে পৌঁছিয়া যাই। ইহ-জীবনে ভগবানকে 'নাথ' বলিয়া যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব; নচেৎ সকলেই কৃপণ বা অসুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ব্রহ্মসূত্রীয় ভাষ্যবাক্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য ভগবান্ মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ যে অংশ-কলার দ্বারা ষোড়ষকলার সহিত জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই অংশ-কলার নাম "অনন্তশয়নম্"। তিনিই সৃষ্টির মূল-কারণ ব্রহ্মার জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা, পুরুষাবতার। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন এবং সৃষ্টি-ধ্বংস হইয়া গেলে তিনিই থাকিবেন। তিনি প্রকৃতির উপর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চালিত করিয়া জগতের উপাদান কারণ সৃষ্টি করেন। জড়রূপ প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই; সেইতত্ত্ব প্রকৃতিরও প্রভু, ব্রহ্মারও প্রভু, জীবেরও প্রভু এবং জগতেরও প্রভু। তিনিই পরম সত্য স্বরাট অভিজ্ঞ পুরুষ এবং তাঁহারই নাম, ধাম, পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ এই মায়িক জগৎ ক্ষণ-বিধ্বংসী হইয়াও সত্যের মত প্রতীত হয়; বাস্তব ক্ষেত্রে বহিঃ-প্রকৃতির নিত্য সত্তা নাই। ভ্রান্ত-অসুরগণকে যতদূর সম্ভব হয় সেই সংবাদ দিবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এই মন্ত্রের প্রচার করিয়া ভৌতিক জগতে বৈরাগ্য-প্রধান-ধর্ম্ম 'মায়াবাদ' প্রচার করিয়াছেন।

ভগবান অনন্তশয়ন শেষনাগের শয্যার উপর শয়ন করিয়া শ্বেতদ্বীপে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা নিত্যকাল সেবিত হইতেছেন; সেইজন্য প্রথমেই আমরা তাঁহাকে 'শ্রীবল্লভ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। সেই শেষ নাগই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা অনন্ত কোটি বসুধাকে ফণার উপর সর্ষপের মত ধারণ করিয়া আছেন। তাহা আমরা অনুভব করিয়াও মায়ার প্রভাবে

ঐ শক্তিকে প্রকৃতির 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' নাম দিয়া ভগবানের অনন্তশক্তির হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেই অনন্ত নাগ ভগবান সঙ্কর্ষণের অংশকলা এবং সেই সঙ্কর্ষণ-শক্তিকেই প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণ মায়া-মিশ্রিত করিয়া বিকৃতভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা 'Law of Gravitation'রূপে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করেন যে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই অনন্তকোটি বসুধাকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবানের শক্তি অনুভব করিয়া ভগবানকে 'জগন্নিবাস' বলিয়া সম্বোধন করেন। ভগবান যে জগন্নিবাস সে-বিষয় ভগবান্ স্বয়ংই গীতায় প্রতিপাদন করিয়াছেন—"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি"। ভগবানের এইরূপ বিরাট্ শক্তির পরিচয় আমরা উপনিষদেও পাইয়া থাকি—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি।

ভগবান্ অনন্তের অনন্তকোটি নাম আছে, তাহার মধ্যে এই শ্লোকে কয়েকটী-মাত্র নামের উল্লেখ আছে। ভগবদ্-ভক্তগণ সেই অনন্তকোটি নামের মধ্যে যে-কোন শিবদ নাম নিরপরাধে কীর্ত্তন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন। এবং সেই 'নাম' উচ্চারণ করিবার জন্য কোন কঠিন নিয়ম-কানুনও নাই; যে-কোন অবস্থায় জীব ভগবন্নাম উচ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের এত কৃপা সত্ত্বেও আমরা তন্নাম গ্রহণ করিতে আলস্য বোধ করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ কি ভক্তি ?

কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণ ও ললাটাদি দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণকেই বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ বলে। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে বৈষ্ণব-চিহ্নধারণকে ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ বলেন,—যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক-ধারণ করেন সেই বৈষ্ণবগণ ত্রিভুবনকে সদ্যই পবিত্র করেন। স্কন্দপুরাণও বলেন, "যাঁহার ললাটদেশ গোপীচন্দনে তিলকিত, গাত্র হরিনামাক্ষরে ভূষিত এবং কণ্ঠ তুলসীমালা দ্বারা অলঙ্কৃত, যমদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" পদ্মপুরাণ বলেন —"যিনি চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গে কৃষ্ণনামাক্ষর অঙ্কিত করেন তিনি লোকপাবন হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।"

পদ্মপুরাণে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারের কথা বর্ণিত আছে। পঞ্চ সংস্কারের অন্যতম পুণ্ড্রই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক নামে অভিহিত।

ভগবদ্ভক্তমাত্রেই এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সাদরে ধারণ করিয়া থাকেন। হরিমন্দির, হরিপদাকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সম্প্রদায়ে যে-প্রকার তিলকের নিয়ম আছে, তাহাই সে সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য। নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভা-জনক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম ঊর্দ্ধগতি। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরি-পাদপদ্ম আশ্রয় করার নাম ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, দেহে ও মনে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য শরীর শবতুল্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে।"

কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণ ও দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণদ্বারা শ্রীহরি প্রসন্ন হন। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই প্রত্যহ তিলক করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"প্রভু বলে—কেন ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার?
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১১-১২)

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"ভক্তগণ প্রত্যহ ভগবৎপূজা ও মন্ত্র-জপাদি কালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভয়নাশন ও কল্যাণ-কর। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পণ প্রভৃতি যাহা করা যায় তাহাই বিফল হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিহীন হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলে তাহার ফল রাক্ষসগণ প্রাপ্ত হয় এবং সে নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-রহিত শরীর শশ্মান-সদৃশ। যে ব্যক্তির ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় সে চণ্ডাল হইলেও পবিত্র হয় এবং বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে যশ অধিষ্ঠান করে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে মুক্তি বিদ্যমান, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে শ্রীহরি বিরাজিত থাকেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণ সমাসীন থাকেন; সুতরাং যে ব্যক্তির শরীরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক বিদ্যমান থাকে সেই দেহ শ্রীহরির পবিত্র মন্দিরস্বরূপ। যিনি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন তিনি বিষ্ণুমারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন,

তাঁহাকে দেখিলে অখিল পাপ দূরীভূত হয় এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যাবতীয় দানের ফল পাওয়া যায়। যিনি শ্রাদ্ধে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী সজ্জনকে ভোজন করান তাঁহার পিতৃপুরুষ কোটিকল্প যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপ, জপ ও হোমাদি যে-কোনও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।"

শাস্ত্র আরও বলেন—"অপবিত্র এবং আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী মানবের যে-কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বিমানারূঢ় হইয়া নিত্য সুখময় ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তির গৃহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি আহার করেন তাহার বিংশতি পুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পায়। মরণকালে যে ব্যক্তির দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক বিদ্যমান থাকে তিনি গোহত্যা, শিশুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যে-ব্যক্তির ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে গ্রহ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, ভূত-প্রেত প্রভৃতি তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে সক্ষম হয় না। ভগবান তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকেন। যাঁহারা প্রত্যহ যত্নের সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন তাঁহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না। যমরাজ দূতগণকে বলিতেছেন—'হে দূতগণ! যে-ব্যক্তির ললাট-দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান, তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।"

যজুর্ব্বেদ বলেন—"যাঁহার শরীরে হরি-পদচিহ্ন বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবানের প্রিয় হন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত পুণ্যবান্ বলে। যে ব্যক্তি মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।"

সামবেদেও আমরা পাই—"বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বোত্তম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করাই বিধি। যাঁহারা প্রত্যহ সাদরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করেন, তাঁহাদের যাবতীয় পাপ দূরীভূত হয়, পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, সমস্ত তীর্থ স্নানের ফললাভ হয়, সর্ব্বযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে এবং শ্রীহরিতে অচঞ্চলা ভক্তি লাভ হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণকারী ব্যক্তি দেবতাগণের দ্বারা পূজিত হন এবং অনায়াসে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর এ মর-জগতে আসিতে হয় না।"

শাস্ত্র আরও বলেন—"বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং **অবৈষ্ণব শূদ্রগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। যে ব্রাহ্মণের ললাটে**

ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় তাঁহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে স্নান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ কখনও ত্রিপুণ্ড্রধারণ করিবেন না। ত্রিপুণ্ড্রধারণপূর্ব্বক কার্য্য করিলে সেই কার্য্য ভগবানের সন্তোষদায়ক হয় না। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে পুনরায় ত্রিপুণ্ড্র-রচনা করে সে নরাধম নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব হরিমন্দির-স্বরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র-রচনা করিয়া তাহা ভগ্ন করিবে না।"

শাস্ত্র অন্যত্র বলেন—"গোপীচন্দন, তুলসীমূল-মৃত্তিকা বা তীর্থ-মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ বিধি। **নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগকেই নাসামূল বলে। ভ্রূ-যুগলের মূল হইতে ছিদ্র রচনা করিতে হয়।** নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর ও মধ্যে (ভ্রূযুগলের) ছিদ্রবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই হরিমন্দির বলিয়া অভিহিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব ও মধ্যস্থলে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং মধ্যস্থল লেপন করা কর্ত্তব্য নহে। মধ্যস্থলে ছিদ্র না থাকিলে তাহা অমঙ্গল-জনক হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেই দণ্ডাকার ছিদ্রবিশিষ্ট মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ করিবেন। যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বক্র, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ পৃথক, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, পরস্পর লগ্ন, অথবা অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত, মহাজনগণ সেইরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিফল বলিয়াছেন—সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রদ্বারা কোন ফল হয় না।"

অঙ্গুলীদ্বারাই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করা বিধি। তিলক রচনার অঙ্গুলী সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—"'অনামিকা' অভীষ্টদাত্রী, 'মধ্যমা' আয়ুর্বৃদ্ধিকারী, 'অঙ্গুষ্ঠ' পুষ্টি-সাধক এবং 'তর্জ্জনী' মোক্ষপ্রদাত্রী। তিলক রচনা-কালে নখ স্পর্শ করিতে নাই।"

কণ্ঠে তুলসীমালা-ধারণও ভক্তি। তুলসীমালা-ধারণ করিলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। অতএব ভক্তমাত্রেরই তুলসীমালা ধারণ করা কর্ত্তব্য। তুলসীমালা-ধারণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেন—

"তুলসীমালা ধারণ করিলে মহাপাপ নষ্ট হয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয় এবং শ্রীহরির চরণে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অপবিত্র অথবা আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিও তুলসীমালা ধারণ দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকেন এবং অন্তকালে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কণ্ঠে তুলসী-মালা ধারণ করেন, ভগবান্ তাহাকে ভগবদ্-ধাম-বাসের ফল প্রদান করিয়া থাকেন,

তাঁহার শরীরে কোন পাপই থাকে না এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি তুলসী-মালা ধারণ করেন, তাঁহাকে দেবতাগণও পূজা করেন, স্বর্গবাস তাঁহার করতলগত হয় এবং দেহান্তে তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। তুলসীমালা ধারণ করিয়া যে-কোন পুণ্য ক্রিয়া করা হউক, তাহা কোটি গুণ অধিক ফল দান করে। তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তির নরক হয় না, যমদূতগণ তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে পলায়ন করে। কণ্ঠ-দেশে তুলসী-মালা থাকিলে দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শস্ত্রভয় থাকে না। মহা-অপবিত্র ব্যক্তিও তুলসীমালা ধারণ দ্বারা পবিত্র হন এবং মহাপাপীও তুলসীমালা ধারণদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—"তুলসী-মালা ধারণ করিয়া ভগবানের পূজা করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। তুলসী মালা ধারণকারী ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। হরি-পূজা করিলেও মালা ধারণ ব্যতীত তাঁহাকে ভক্ত বলা যায় না।" গরুড় পুরাণ বলেন—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

যে-সকল তার্কিক পাপী দুর্ভাগা তুলসী মালা ধারণ করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হন এবং তাহারা অনন্তকাল নরক ভোগ করে।

—পণ্ডিত শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী,
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ

শ্রীএকাদশীর চরণে প্রার্থনা

নমঃ নমঃ নমঃ তব চরণ-যুগলে।
সচ্চিদানন্দ লভে জীব তব কৃপা-বলে॥
সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীবিষ্ণুর হও প্রেষ্ঠ।
নহ ভিন্ন তুমি, সর্ব্ব-তিথি-শ্রেষ্ঠ॥
শুদ্ধা তিথি দিন-ক্ষয় না হয় যাবৎ।
নিরাহারে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কাটায় তাবৎ॥
কালক্ষয় হইলে দ্বাদশী-তিথি দিনে।
কৃষ্ণে ভোগ নিবেদিয়া করয়ে পারণে॥
অনায়াসে পায় সেই চিদানন্দ ধাম।
মায়া-গতে মুক্ত জীবের হয় সেই স্থান॥

তোমার প্রচণ্ড প্রতাপে 'পাপ' দুর্ম্মতি।
ত্রাহি ত্রাহি করি' ঢুরে গিরি-বন-নদী॥
না দেখি' উপায়, করে বিষ্ণু-স্তব-স্তুতি।
দিলেন দর্শন হরি হইয়া সন্তুষ্টি॥
করযোড়ে বলে পাপ কান্দিয়া কান্দিয়া।
তব ইচ্ছাবলে মোরে আনিলা সৃজিয়া॥
তিথি একাদশী মোর অঙ্গ করে ক্ষয়।
জীবন হারা'র এবে পাই বড় ভয়॥
করহে করুণা প্রভু জগত-আধার।
তুমি বিনে কে রক্ষিবে শক্তি আছে কার??
তবে হরি সন্তোষিয়া দুর্দ্দান্ত পাপেরে।
আশ্রয় দিলেন তারে শস্যের ভিতরে॥
এত বলি' নারায়ণ হইল অন্তর্দ্ধান।
হরষিত হ'য়ে পাপ শস্য-মধ্যে যা'ন॥
সেই তিথে যেবা করে শস্যের ভক্ষণ।
গো-ব্রহ্ম-হত্যা আদি পাপের গ্রহণ॥
এহেন তিথিতে (যদি) পাতকী ধরে ব্রত।
তাহার পাতক সব হইবেক হত॥
অজ্ঞাতভাবেও কেহ যদি করে পালন।
যাগ-যজ্ঞ নাহি তবু বৈকুণ্ঠে গমন॥
জ্ঞাতসারে পালনের নাহি পরিসীমা।
জীব নিস্তারিতে তব কত যে মহিমা॥
বহু যোনি ভ্রমি' জীব পায় নর-তনু।
কৃষ্ণেরে ভুলিয়া হায়! মায়ারে ভজিনু॥
সাধন-ভজনহীন পামর কুমতি।
নাহিক হৃদয়ে মোর শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি॥
শুদ্ধভক্তি-প্রদায়িনী ওহে তিথিবরা!
পুনঃ প্রনাম শ্রীচরণে মুঞি ভক্তিহারা॥
তব চরণে পড়িয়া কান্দে রমাপতি।
করহে কৃপা দেবি! দিয়া শুদ্ধভক্তি॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ
খারবোজা, গোয়ালপাড়া (আসাম)

দুর্ব্বাসা ও পাণ্ডবগণ

মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশা-খেলায় সমস্ত রাজ্য হারাইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী আহারাদি করিয়া পরস্পর কথোপকথনে নিমগ্ন আছেন—(দ্রৌপদীর ভোজন পর্য্যন্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অক্ষয় থাকিত), এমন সময় বহুলোকের কোলাহল শ্রুত হইল। মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ হাজার শিষ্য সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন-ভীমাদি সকলেই দুর্ব্বাসাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিলেন। দুর্ব্বাসা স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ বড়ই ব্যাকুল হইলেন।

সপ্ত প্রজাপতির অন্যতম অত্রি অনসূয়াকে বিবাহ করেন। অনসূয়ার পুত্র সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসা শঙ্করের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্ব্বাসা ঋষি। ঋষিগণ বর প্রদান-জন্য সকল লোকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেন। দুর্ব্বাসার পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতেন তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইতেন। তখনকার দিনে ঋষিদিগের জন্য লোকে ব্যভিচার করিতে ভয় পাইত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অসময়ে শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। ভয়ের কথা দ্রৌপদী জানিতে পারিলেন। আজ দ্রুপদ-রাজনন্দিনী নিতান্ত চিন্তাকুলা।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ বিপদে কে রক্ষা করিবে—তাই দ্রৌপদী কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন :—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ! জগতের পতি।
রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ! পাণ্ডবের গতি ॥
তুমি যদি এইবার না কর রক্ষণ।
তবেত পাণ্ডব-বংশ হইল নিধন ॥

দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছেন,—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহো ! হে দেবকীনন্দন ! আমি তোমারে নমস্কার করিতেছি। হে বরেণ্য ! হে অনন্ত ! হে গতিহীনের গতি ! হে পুরাণপুরুষ ! হে প্রাণ ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্ ! আমি তোমার শরণাপন্ন। হে শরণাগতবৎসল ! কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদল-শ্যাম ! হে পদ্মলোচন ! হে পীতাম্বর ! হে কৌস্তুভ-ভূষণ ! তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহার ভয় কোথায় ? তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, আজ আমায় এই সঙ্কট হইতে রক্ষা কর"।

ভক্তবৎসল মধুসূদন আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চল দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—প্রভো! আপনার এরূপ ব্যস্ত হইবার কারণ কি? ভক্তের বিপদ উপস্থিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। ভক্ত কাতর-ভাবে ডাকিতেছেন, তাই ভগবানের এরূপ ব্যস্ততা—

"ব্যগ্র হ'য়ে ভক্ত ডাকে বলি' জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কাটক আঘাত॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি'।
ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি।"

মানুষের এরূপ আশ্রয় থাকিতে মানুষ কাহার নিকটে কাতরতা জানায়? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি ভিন্ন আর কে মানুষকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিবে?

শ্রীকৃষ্ণ কাম্যবনে উপস্থিত। অন্তর্যামী সমস্তই জানিয়াছেন—আসিয়াই দ্রৌপদীর নিকটে হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন। বলিলেন--কৃষ্ণা! আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত, কিছু ভোজন প্রদান কর। 'হরি হরি! এ কি পরিহাস ঠাকুর?' দ্রৌপদীর দুইচক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হাত পাতিয়া আছেন। পরিহাস বুঝিয়াও দ্রৌপদী স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। 'ঠাকুর! কিছুই যে নাই। আমিও যে আহার করিয়াছি, একি কর তুমি?'

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—ক্ষুধার সময় আলস্য? শীঘ্র দাও, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। সূর্য্যদত্ত স্থালী আনিয়া দেখাও।

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না—স্থালী আনিলেন। একটি শাক-জড়িত অন্ন স্থালী-কণ্ঠে সংলগ্ন ছিল। কাঙ্গাল ঠাকুর তাহাই লইয়া মুখে দিলেন। দ্রৌপদী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ইহাতেই বিশ্বাত্মা প্রীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আসিয়া ভীমসেনকে আদেশ দিলেন—সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে ডাকিয়া আন।

কে বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের খেলা? চিত্র-পুত্তলিকার মত এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যিনি নাচাইতেছেন তাঁহার পক্ষে অসাধ্য কি আছে?

ভীমসেন অন্বান করিতেছেন—মুনিবর! খাদ্য প্রস্তুত। সশিষ্য দুর্ব্বাসা স্নানান্তে সান্নরস উদ্গার করিতেছেন! দুর্ব্বাসা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভীমকে বলিলেন—"আমরা সকলেই এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকার আহার করিতে পারিব না। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অপরাধী হইলাম।"

দুর্ব্বাসা ভীমকে বিদায় করিলেন। দুর্ব্বাসা ভীত হইয়াছেন! পাণ্ডবেরা হরিপদাশ্রিত—ইঁহারা মহাত্মা তপস্বী সদাচাররত। ভক্তের ক্রোধানলে সমস্তই দগ্ধ হইতে পারে।

দুর্ব্বাসা আর ফিরিলেন না—শিষ্যগণ চারিদিকে প্রস্থান করিলেন। ভীম তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ, এবং বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; ভাবিলেন—নিশীথ-কালে হয়ত দুর্ব্বাসা অকস্মাৎ আসিয়া নির্যাতন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে নির্ভয়ে থাকিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন—মহারাজ! দুর্ব্বাসা হইতে আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই; যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা কখনও অবসন্ন হন না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে বনে বাস করিতে লাগিলেন।

—শ্রীমহাদেব সাহিত্য-সরস্বতী

চিনপাই (বীরভূম)

কার্ত্তিক-ব্রত-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন সমস্ত মঠেই এবৎসর ২৯শে আশ্বিন ১৩৬৬, ১৬ই অক্টোবর ১৯৫৯, শুক্রবার হইতে ২৮শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত কার্ত্তিক-ব্রত (ঊর্জ্জ-ব্রত) বা দামোদর-ব্রত যথানিয়মে পালিত হইয়াছে। এই ব্রত চাতুর্ম্মাস্যের অন্তর্গত। যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'ঊর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য অতি আদরের সহিত পালন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবগণকে ভক্তিলাভের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণতঃ হরিসেবায় ক্লেশ স্বীকারে অথবা বৈরাগ্য অবলম্বনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণই চাতুর্ম্মাস্য পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকব্রতে অধিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। আবার কোন কোন আধুনিক অপ বা উপ সম্প্রদায়ে কার্ত্তিক-ব্রতও পালন করিতে দেখা যায় না। তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের নামে আহার-বিহার-লাম্পট্যই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। 'তপো বেশোপজীবিনঃ'—বাক্য কেবল তাহাদের জন্যই লিখিত। তাহারা "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে"—মহাপ্রভুর এই শিক্ষার আদর করে না।

এমন কি, "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান"—এই গৌরবময় বাক্য হইতেও তাহারা চ্যুত হইয়া হীন ও উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।

রাগমার্গের সেবকগণকেই ব্রতাদি-উদ্‌যাপনে অনুরাগবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। যাহাদের কৃষ্ণসেবায় অনুরাগ নাই তাহারা ব্রতাদি-পালনে পরাঙ্মুখ। বিধিমার্গ রত-জনে, স্বাধীনতা-রত্ন-দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ"—এই মহাজন-উক্তির সুযোগ লইয়া কেহ কেহ মনে করেন—রাগমার্গে প্রবেশ করিলে আর বিধি-পালনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না। অর্থাৎ তাহারা মায়াবাদীদের ন্যায় মনে করেন, উপায়ের দ্বারা উপেয় বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পর উপায় পরিত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হইলে পর বা প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে পর, সাধনের অনুষ্ঠান বন্ধ করিতে হয়। ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা। তাহারা বুঝিতে পারে না—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধিতে মিলিবে তাহা।" সুতরাং এই মহাজন-উক্তি 'ন্যায়'-সঙ্গতভাবে বিচার করিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষের আপত্তি হয় না। আরও একটী দোষ উপস্থিত হয় এই যে—অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তু-প্রাপ্তির দোষের প্রতিপত্তি হইতেছে। অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা নিত্যা ভক্তি কখনই সম্ভবপর নহে। ভক্তি নিত্যা বৃত্তি। সাধন-অবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার রূপ একই। ইহাতে কেবলমাত্র সাধকের অন্তরনিষ্ঠার পরিবর্ত্তন ঘটে মাত্র। বাহ্য আচার ও ক্রিয়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। হরিসেবা শাসনের দ্বারা কৃতা হইলে 'বিধি' হয়, আসক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিতা হইলে, উহাই 'রাগ'। কিন্তু সেবাই তাহার স্বরূপ। আমরা পুনঃ পুনঃ এবিষয়ে বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!!

চাতুর্ম্মাস্য কেবল বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য, এরূপ নহে। কর্ম্মি-জ্ঞানি-তপস্বী প্রত্যেক ধর্ম্মযাজীর পক্ষেই ইহা পালনীয়। শাঙ্কর-সম্প্রদায়ে, স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ে, অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ে এই ব্রত পালিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-ব্রত এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ-বিধায়, ইহা স্মরণাতীত কাল হইতে অত্যন্ত সমাদরের সহিত সকল সাধকগণই পালন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার অনুগত জনগণকে এই ব্রত সর্ব্বতোভাবে পালন করিবার জন্য আদেশ ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীবেদান্ত সমিতির অনুগত, তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত আছেন ও থাকিবেন।

নবদ্বীপে কার্ত্তিক-ব্রত

এই বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে প্রচুর বিশেষত্বের সহিত কার্ত্তিক-ব্রত পালিত

হইয়াছে। আমরা উপযুক্ত সময়ে সর্ব্বসাধারণকে এই সংবাদ জানাইতে না পারায় আশানুরূপ যাত্রী এই মহদ্‌ব্রত-বৈশিষ্ট্যের সুযোগ লইতে পারেন নাই। আমরা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নিম্নলিখিত দৈনন্দিন সেবাক্রম পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।—

১। ভোর ৪॥টা হইতে ৫টা—শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরতি ও তৎসহ 'মঙ্গল শ্রীগুরু-গৌর মঙ্গল-মূরতি" ইত্যাদি গীতি খোল-করতাল-যোগে কীর্ত্তন।

২। সকাল ৫॥টা হইতে ৭॥টা—উষঃকীর্ত্তন, প্রধানতঃ ২ অধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন-যোগে তুলসীসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পরিক্রমা।

৩। বেলা ৭॥টা হইতে ৮॥টা—স্নানাহ্নিক কৃত্যাদি।

৪। বেলা ৯টা হইতে ১১টা—স্ব-স্ব-স্থানে অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ রুচি-অনুযায়ী ভক্তি-গ্রন্থাদি পাঠ।

৫। বেলা ১১টা হইতে ১২টা—পূজার্চ্চনান্তে ভোগরাগ ও "ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি" ইত্যাদি ভোগারতি গীতি কীর্ত্তন।

৬। ১২টা হইতে ১টা—**প্রসাদ সেবা**।

এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই কার্ত্তিক ব্রতের ১মাস সকলেই **একপাকে পাচিত অন্ন** গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ চাল, ডাল, তরকারী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই একত্রে সিদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহে নিবেদিত হইবার পর সেই নির্গুণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, প্রাত্যহিক শ্রীবিগ্রহের বাল্য-ভোগ ও অপরাহ্নে বৈকালী-ভোগ শ্রীকার্ত্তিক ব্রতের সম্মানার্থে কেহই তাহা গ্রহণ করেন নাই এবং প্রসিদ্ধ অন্নকূটের দিনও মঠসেবকগণ এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। মঠবাসিগণ জিহ্বা-লাম্পট্য না করিয়া অন্নকূটাদির বৈচিত্র্যময় বিবিধ প্রসাদ সমস্তই আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সাদরে পরিবেশন করেন।

৭। বেলা ২টা হইতে ৩টা—আলস্য ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী (শ্রুত বিষয়ের আলোচনা)।

৮। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা—ব্রহ্মসূত্র-বেদান্তদর্শন ও গোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ।

৯। সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৬টা—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের বিবিধ সেবাকার্য্য এবং সন্ধ্যা-বন্দনা ও অহ্নিক-কৃত্যাদি।

১০। রাত্রি ৬টা হইতে ৭টা—শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতি "জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা" কীর্ত্তন এবং তৎপরে তুলসী-আরতি ও পরিক্রমাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব-রচিত "নমো নমো তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ-সেবা এই অভিলাষী" গীতিটী কীর্ত্তন।

১১। রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা—শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে নিমি-নব-যোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ।

১২। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা—প্রসাদসেবা (একাহারী ব্যতীত)।

১৩। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৪টা—নীলাস্মরণ ও বিশ্রাম। যাঁহারা নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সেবকই ভূমি-শয্যা গ্রহণপূর্ব্বক শয্যাদ্রব্যের বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কার্ত্তিকব্রতে যোগদানকারী স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত ও মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী কাহারও কোন স্বাস্থ্যের হানি হয় নাই। আনন্দের বিষয়, তাঁহারা সকলেই উৎফুল্লচিত্তে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াও সেবানন্দে পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সারা দামোদর ব্রতে প্রত্যহ সকালে শ্রীমান্ চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" আদ্যন্ত সমস্ত সুমধুরকণ্ঠে পাঠ করে। এবং রাত্রিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের নব-যোগেন্দ্র উপাখ্যান সমস্ত পাঠ ও তাহার স্বাভাবিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ** স্বয়ং বেদান্তদর্শনের গোবিন্দ-ভাষ্য ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ ও ২য় পাদের ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনামুখে তিনি অন্যান্য বিশিষ্ট ও প্রামাণিক ৮ খানি ভাষ্য সমালোচনাপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দভাষ্যের প্রাধান্য স্থাপন করেন। যে-যে-ভাষ্যের সমালোচনা হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করিতেছি,—**শঙ্কর-ভাষ্য, ভাস্কর-ভাষ্য, রামানুজ-ভাষ্য, মধ্ব-ভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য, বল্লভ-ভাষ্য, নিম্বার্ক-ভাষ্য**। এই ৭ খানি ভাষ্যের সহিত গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের শ্রীগোবিন্দভাষ্য** এই কার্ত্তিকব্রতের এক মাস যাবৎ পাঠ হইয়াছে। এতদ্-ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়-সঙ্কলিত বেদান্তের 'ভাগবত-ভাষ্য'খানিও কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠের সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এস্থলে ২।১ জন বিশিষ্ট শ্রোতার নামোল্লেখ করিতেছি—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ ব্যতীত নবদ্বীপ মালঞ্চপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমুদ-কমল নাগ, বি. এ, বি. এল, দেয়াড়াপাড়ার শ্রীযুক্ত মাখন লাল সাহা, বি. এ, এ্যাসিষ্টাণ্ট্ হেড মাষ্টার, নবদ্বীপ-শিক্ষামন্দির (হাইস্কুল), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীন

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ এবং নবদ্বীপ বোসপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত দত্ত প্রভৃতি। শেষোক্ত বরদা বাবু শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বাদের একজন অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। তিনি বেদান্ত-আলোচনার সময় প্রতিপক্ষ-স্বরূপে উপস্থিত থাকায় আচার্য্যদেবের গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনা-শ্রবণে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অপূর্ব্ব সুযোগ হইয়াছিল। শ্বেত শ্মশ্রু-সমন্বিত বৃদ্ধ বরদা বাবু ঘোর অদ্বৈতবাদী হইলেও তাঁহার পরিপ্রশ্নমুখে যে অমায়িক ব্যবহার, তাহা বিশেষ আদরণীয়। তাঁহার ও শ্রীযুক্ত কুমুদকমল নাগ, বি, এল মহোদয়ের আগ্রহে ব্রত-সমাপ্তির পর আরও ৫ দিন বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত গোবিন্দ-ভাষ্য আলোচনা হয়। শেষ দিবস আচার্য্যদেব বরদাবাবুকে বলেন—"আপনি আর ৫।৭ দিন অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিলে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।" তিনি পুনরায় আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিলেন—"এই নবদ্বীপ-সহরে আমরা এইরূপ বেদান্তের আলোচনা কুত্রাপি শুনিতে পাই নাই।" উকিল বাবুও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী *

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ (গৃহস্থাশ্রমে শ্রীল সনাতন প্রভু) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভু-পাদের নিকট শ্রীনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। এবং বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণের ঐকান্তিক আবশ্যকতাহেতু তিনি উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হন। 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস' বলেন,—

---

* আমরা পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৫৬ পৃষ্ঠায় "ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীদ্বয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে 'মুনি-মহারাজ ও স্বামী-মহারাজ' সম্বন্ধে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তন্মধ্যে 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত মুনি মহারাজ' এইরূপ অন্তঃ-শিরোনামায় ৩৫৯ পৃষ্ঠা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ৩৬০ পৃষ্ঠার শেষে জানাইয়াছি—"আমরা তাঁহার (মুনি মহারাজের) নিয়ম-নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার দু' একটী উদাহরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।" এই প্রবন্ধ তাহারই প্রতিজ্ঞা রক্ষা-স্বরূপ জানিতে হইবে।

—প্রকাশক

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন **দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্** ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিলাস ৭ সংখ্যাধৃত তন্ত্রসাগর-বচন)

অর্থাৎ কাঁসা যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা সোণা হইয়া যায় অর্থাৎ কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয় সেইপ্রকার **দীক্ষা-প্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই দ্বিজত্ব সাধিত হয়।** তন্ত্রসাগরের উক্ত বচনের উপর শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'দিগ্-দর্শনী'-টীকায় 'নৃণাম্' ও 'দ্বিজত্ব'-শব্দের তাৎপর্য্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **'নৃণাম্'**—এই শব্দে মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ **দীক্ষিত ব্যক্তি সকলকেই** বুঝিতে হইবে এবং 'দ্বিজত্বং'-শব্দে **'বিপ্রতা'** বুঝাইয়াছেন। 'বিপ্রতা' বলিলে ব্রাহ্মণতাকেই লক্ষ্য করা হয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের ন্যায় দ্বিজত্ব নহে। সুতরাং বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করা মাত্রই দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বিজত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সনাতন গোস্বামীর এই আদর্শ-নিরপেক্ষ বিচার অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক জগদ্-গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ 'শরৎ' বাবুকে বা সনাতন প্রভুকে ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত করেন। ইহা সনাতন প্রভুর সত্যনিষ্ঠার একটী উদাহরণ। কারণ আধুনিক যুগের জাতি-গোস্বামী ও বাবাজী-শ্রেণী ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক দ্বিজ সংস্কার দেন না। ইহাতে তাঁহাদের শাস্ত্র-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনহেতু পাতিত্য বরণ করিতে হয়। তাঁহারা সাধারণতঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিরোধী।

আসুরিক সমাজের স্বভাব

সনাতন প্রভু উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সমাজ তাঁহার এই উন্নতি লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল। কলিকালের সমাজ ক্রমশঃ নিরীশ্বর সমাজ হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানকালে হিংসা-ঈর্ষা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া দুঃসাধ্য। সাংসারিক জীবনযাত্রা-ক্ষেত্রে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এইরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। সমাজের কোন ব্যক্তি উন্নত হইলে সমাজ উন্নতই হয়—অবনত হয় না। কোন উন্নত ব্যক্তির প্রভাবে সমাজ উন্নীত হইতে পারে, কিন্তু কালের এমনই গতি যে, সমাজ উন্নত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক নিম্নস্তরে নামাইতে চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক সমাজের বিরোধি-চেষ্টা

আমরা আজকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এইরূপ দুরবস্থা লক্ষ্য করিতেছি।

ধনীর ধন কাড়িয়া লইয়া দরিদ্রের সহিত তাহাকে সমান করিয়া দেওয়া হউক, সমাজের উন্নত ব্যক্তিগণকে টানিয়া নিম্নস্তরে নামাইয়া হীন ব্যক্তিগণের পর্য্যায়ে বসাইয়া দেওয়া হউক, শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিত করিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত এক করিয়া দেওয়া হউক, উন্নত প্রদেশকে অবনত প্রদেশের সহিত তুল্য করা হউক, সাত্ত্বিক আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষাকে বলপূর্ব্বক নিম্নস্তরে নামাইয়া তামসিক আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষার সহিত লীন করিয়া দেওয়া হউক, ভারতীয় উন্নত চিন্তাস্রোতকে পাশ্চাত্য কদর্য্য চিন্তাস্রোতের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হউক—এই শ্রেণীর চেষ্টা কলির প্রাবল্যহেতুই উদ্ভাবিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণকে উন্নত করিয়া উন্নত ব্যক্তিগণের সহিত সমপর্য্যায়ে আনিবার কোন রাজনৈতিক চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর-চিন্তাকে বলপূর্ব্বক নিরীশ্বর-চিন্তায় নামাইয়া দিবার চেষ্টা আধুনিক যুগে প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।

নিজ সমাজ-কর্ত্তৃক বিরোধিতা

সনাতন প্রভু এই যুগধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের সমাজে অত্যন্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিয়াছেন। একদিন তাঁহার সমাজ-পতিগণ তাঁহাকে তাঁহাদের জাতীয় সভায় আহ্বান করিয়া কৈফিয়ৎ তলপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে সামাজিক শাসনের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমন কি, সমাজ তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়া রাখিতে চেষ্টার বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে তিনি সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। নিয়ম-নিষ্ঠা ও সত্য-নিষ্ঠাই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

সনাতন প্রভুর কন্যাপঞ্চক

সনাতন প্রভুর ৫টী কন্যা। প্রথম পক্ষের একমাত্র কন্যা 'আশালতা দাসী' বর্ত্তমানে বিধবা, ছোট তাজপুরে তাহার বিবাহ হয়। ইনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিতা। দ্বিতীয় পক্ষে প্রথমা কন্যা অর্থাৎ দ্বিতীয়া কন্যা মহামায়া দাসী, খরসরাই গ্রামে বিবাহ হয়, বর্ত্তমানে বিধবা। তৃতীয়া কন্যা কালীদাসী, ইহার রাজবোলহাটে বিবাহ হয়, বর্ত্তমানে বিধবা ; ইনি নেমি মহারাজের নিকট শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর **'বিষ্ণুপ্রিয়া'** নামে পরিচিতা হন। এই কন্যার বিবাহ লইয়া সনাতন প্রভুর প্রতি সামাজিক নেতৃবৃন্দ যে অভাবনীয় বিভ্রাট ঘটাইয়াছিলেন তাহা এস্থলে পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে ইচ্ছা করি।

সামাজিক-দৌরাত্ম্যে বিবাহ-বিভ্রাট

কন্যা 'বিষ্ণুপ্রিয়ার' রামনগর গ্রামে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহ-দিবসের জন্য বিবাহের প্রথা-অনুসারে দান-সামগ্রী সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে ও বহু লোক-জন আমন্ত্রিত হওয়ায় তাঁহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য গৃহে মজুত করা হইয়াছে এবং কয়েকদিন খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম চলিতেছে ; কিন্তু বিবাহের দিনে বর বিবাহের জন্য সনাতন প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইতে না হইতেই কতকগুলি লোক বিবাহ বাড়ীতে আসিয়া বরকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া বেগমপুর হইতে অন্যত্র লইয়া যায় এবং বরযাত্রীগণকে তাড়াইয়া দেয় এবং বরপক্ষকে ধমকাইয়া বলে,—সনাতন প্রভু 'সমাজ মানেন না,' 'ব্রাহ্মণ মানেন না,' উপনয়ন-সংস্কার লইয়া 'নিজেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন' এবং তিনি নিজে কোথাও কোথাও দৈক্ষ্য সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ, কোথাও সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া 'জাতি পরিত্যাগ করিয়াছেন'। সুতরাং তাঁহার কন্যা কেহ বিবাহ করিতে পারিবেন না। এইপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল, সনাতন প্রভুর বহু-অর্থ-ব্যয়ে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হইতে বসিল। দুর্ব্বৃত্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল।

সনাতন প্রভু অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ইহাও ঈশ্বরের এক কৃপা। আমার শ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারা সংগৃহীত দ্রব্যগুলি ভূত ভোজনে ব্যয়িত হইত। কিন্তু ভগবান্ আমাকে এইপ্রকার অসদ্ব্যয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমি এই সমস্ত দ্রব্য বৈষ্ণব-সেবায় লাগাইব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি সমস্ত দ্রব্য বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ সনাতন প্রভুর আনীত দ্রব্যগুলি দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি ব্যাপার! এত দ্রব্যাদি কেন আনিলেন? তখন সনাতন প্রভু আসুরিক সমাজের অত্যাচার ও ইতিবৃত্ত সমস্ত বিবরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। সমাজ তাঁহার তৃতীয়া কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন তাহার কন্যার বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে—অপরাধ, তিনি বিশুদ্ধ-ধর্ম্মপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

তখন শ্রীল প্রভুপাদ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এইপ্রকার দুর্দ্দান্ত আসুরিক সমাজের ধ্বংস-কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—সমাজ ধ্বংস হউক! সমাজ ধ্বংস হউক!! সমাজ ধ্বংস হউক!!! আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাপুরুষের ঐকান্তিক

অশিস্-অভিসম্পাতে সেই আসুরিক সমাজ অচিরেই ধ্বংস হইয়া গেল। সমাজের আসুরিক কঠোরতা প্রশমিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় রাজবোলহাট-নিবাসী শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভড় মহাশয় অগ্রণী হইয়া তৎক্ষণাৎ সনাতন প্রভুর কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের প্রিয় সনাতন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সনাতন! তুমি চিন্তিত হইও না। শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদে তোমার কন্যাকে উপযাচক হইয়াই কোন বর বিবাহ করিবে।

৫।৭ দিন পরে সনাতন প্রভু তাঁহার স্বগৃহে নিদ্রিত আছেন, হটাৎ ভোর বেলায় গৃহদ্বারে মোটরের ঘরঘর শব্দ এবং 'শরৎবাবু! শরৎবাবু!' বলিয়া তাঁহাকে কেহ আহ্বান করিতেছেন—শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন,—একখানি মোটরে ৫।৭ জন লোক। তাঁহাদের মধ্যে একজনের হস্তে বন্দুক রহিয়াছে। তন্মধ্যে জহরবাবু বলিয়া উঠিলেন,—শরৎবাবু! আপনার কন্যাকে দিন, আমরা বিবাহ দিব। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী নূতন বর 'বলাই বাবু'ও তখন মোটরেই বসিয়াছিলেন। নিবারণ বাবু তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন,—এই আপনার জামাতা। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সনাতন প্রভুর বিপদ কাটিয়া গেল। রাজবোলহাটের বিরাট ধনী জহরলাল ভড় (বিশ্ববিখ্যাত দুলালের তালমিশ্রী-কারখানার স্বত্বাধিকারী), গোষ্ঠবিহারী দাস, নিবারণ চন্দ্র ভড়, বিজয় নন্দী এবং পাঁচঘরা-নিবাসী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট যোগীন্দ্র মোহন সিংহ এবং বেগমপুর-নিবাসী শৈলধর ঘোষ, কানাই লাল দাস, নারায়ণ চন্দ্র দাস প্রভৃতি সকলে যোগাযোগ করিয়া রাজবোলহাটের নন্দদুলাল বাবুর পুত্র বলাই বাবুর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

গোষ্ঠবাবু, জহর বাবু প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়া। যাঁহারা এই বিবাহানুষ্ঠানে সহানুভূতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সনাতন প্রভুর সত্যনিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভূয়সা প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সমাজকে ধিক্কার দিতেছিলেন। তৎপরে তাঁহার চতুর্থ-কন্যা দুর্গা-বালারও রাজবোলহাটে জলধর ভড়ের সহিত নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হয়।

কনিষ্ঠা কন্যা কমলার সাত্বত বিবাহ

পঞ্চম, কনিষ্ঠা কন্যা কাঞ্চনলতা। শ্রীমতী কাঞ্চনলতা শ্রীগৌড়ায় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের নিকট হরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'কমলা' নাম প্রাপ্ত হন। কমলার তখন বিবাহ হয় নাই, কিন্তু বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের

ইচ্ছা যে, কমলাকে কোন অবৈষ্ণবের গৃহে সমর্পণ না করা। সনাতন প্রভুরও একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহার কনিষ্ঠা শেষ কন্যাটীর বৈষ্ণবগৃহে বিবাহ দেন এবং বৈষ্ণব-বিধানমতেই তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্মার্ত্ত-সমাজের ক্রিয়া-কলাপ অযৌক্তিক এবং একেশ্বর চিন্তাস্রোতের পরিপন্থী। বিশেষতঃ মোক্ষ-ধর্ম্ম হইতে এতদূরে যে, তাহা কেবল বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার এই কনিষ্ঠা কন্যাকে তাঁহাদের স্বজাতীয়, শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত শ্রীপাদ রাখালদাস অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত শ্রীমান্ বিষ্ণুপদের সহিত গোপালভট্ট গোস্বামি-বিরচিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' অনুসারে সাত্বত-মতে বিবাহ দেন। তাঁহার নিজগ্রামে বেগমপুরে নিজগৃহে তাঁহার পূর্ব্ববিরোধী সমাজ-বক্ষেই এই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। ইহাতে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য নারমা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনী মোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ মহোদয় (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক)। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। বেগমপুর গ্রামের বহু ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়া ইহাতে যোগদান করেন। গ্রামবাসী সকলেই ইহাতে সনাতন প্রভুর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং তাঁহার ধর্ম্মরক্ষণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। সনাতন প্রভু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রীয় সদাচার গুর্ব্বানুগত্যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেছেন দেখিয়া এবং অবৈষ্ণব দেবশর্ম্মা-কুলের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া উক্ত সমিতিরই সেবা-সৌষ্ঠব-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি অতিবৃদ্ধাবস্থায় ৮৭ বৎসর বয়সেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার সত্যনিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। **জয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ কি জয়!**

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা

চৈত্র-বৈশাখ দুইমাস।

৫০টী ষ্টেশনে যাতায়াত হইবে।

ভিক্ষা—২৫০৲ মাত্র।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১১শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ১ মাধব, ৪৭৩ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৬৬ ; ইং ১৪।১।৬০ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ (মধ্যাহ্ন-স্মারকম্)

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৬১-৬৮)

তত্রাশ্চর্য্যমভূদেকং রাধাকৃষ্ণৌ পুরঃ স্থিতৌ।
যুগপদ্দদৃশুঃ সর্ব্বাঃ স্ব-স্বাভিমুখতাং গতৌ॥ ৬১॥

সেই হিন্দোলিকায় একটী আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষিত হইল এই যে, সকল সখীই এক সময়ে নিজ নিজ সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৬১॥

পুনরান্দোলনাত্তাভির্বৃন্দা-কুন্দলতাদিভিঃ।
দোলায়ামতিলোলায়াং চিত্রমাসীদিদং পরম্॥ ৬২॥

অনন্তর বৃন্দা ও কুন্দলতাদি সখীগণ সেই হিন্দোলাকে পুনর্ব্বার আন্দোলিত করিলে, তাহাতে অপর এই একটী আশ্চর্য্য প্রকাশ হইল যে॥ ৬২॥—

তাসাং দলালীং পরিতঃ স্থিতানাং
পার্শ্বে হরিঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-দম্ভাৎ ॥
তিষ্ঠন্নমূভিঃ সহসোপগূঢ়ঃ
শ্রীরাধয়ান্যাভিরপি ব্যলোকি ॥ ৬৩ ॥

সেই অষ্টদলে অবস্থিত সখীগণের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবিম্বচ্ছলে অবস্থিত হইয়া ঐ সকল সখীগণ কর্ত্তৃক সহসা আলিঙ্গিত হইলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীরাধা ও অন্যান্য সখীসকল শ্রীকৃষ্ণকে এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনাচ্ছন্নেঽম্ভোদৈর্দিবসকর-বিম্বোপরি স চে-
ন্নবাম্ভোদব্যূহঃ প্রকট-চপলাভিঃ সুবলিতঃ।
মহাবাত্যোদ্‌ভ্রান্তঃ সততমভবিষ্যত্তত ইত-
স্তদা তস্যাঘারেরুপমিতিমলপ্স্যন্ত কবয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য শোভা এই যে, সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগ যদি মেঘসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয় এবং স্থিরতর বিদ্যুৎসমূহে যদি অভিনব জলধর-মণ্ডল সংযুক্ত ও মহাবায়ু-সমূহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে, তবে পণ্ডিতগণ তদ্দ্বারা এই খীবেষ্টিত ও হিন্দোলিকোপবিষ্ট অঘারি শ্রীকৃষ্ণের উপমা লাভ করিতে পারেন ॥ ৬৪ ॥

রাধাদৃগিঙ্গিতনয়াল্ললিতামঘারি-
রাকৃষ্য দক্ষিণ-ভুজং বিনিধায় তস্যাঃ।
কণ্ঠে পরং ভুজমসৌ দয়িতাংস-দেশে
মধ্যে তয়োঃ স বিবভৌ তড়িতোরিবাব্দঃ ॥ ৬৫ ॥

অঘারি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নেত্রভঙ্গীহেতু ললিতাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধোপরি দক্ষিণ বাহু, শ্রীরাধার স্কন্ধে বাম বাহু সমর্পণ করত দুইজনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দুইটী বিদ্যুতের মধ্যগত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

কৌন্দ্যব্রবীৎ পশ্যতাল্যো জ্যোতিশ্চক্রে চলে পুরঃ।
রাধানুরাধয়োর্মধ্যে পূর্ণোঽয়মুদিতো বিধুঃ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর কুন্দলতা কহিলেন,—ওহে সখীগণ! সন্দর্শন কর, সম্মুখবর্ত্তী চঞ্চল জ্যোতিশ্চক্রে শ্রীরাধা ও অনুরাধা অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ললিতার মধ্যবর্ত্তী এই পূর্ণ (সমস্ত কেলি-কলাকুশল) বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

এবং বিশাখিকাদ্যাস্তাঃ ক্রমাদাকৃষ্য মাধবঃ।
আলিঙ্গ্য দক্ষিণাংসেঽমূর্হিন্দোল-সুখমন্বভূৎ ॥ ৬৭ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিশাখা প্রভৃতি সখীগণকে যথাক্রমে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করত হিন্দোলালীলার সুখ সম্যক্-রূপে অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

থাবরুহ্য হিন্দোলাদ্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং বিরাজিতম্।
বিশাখা-ললিতাদিভ্যাং শ্রীরাধান্দোলয়ৎ প্রিয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা হিন্দোলিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই হিন্দোলার উপরি বিশাখা ও ললিতাদি দুই দুইটী সখীর মধ্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদ্বন

সামবেদীয় জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের ৯ম অধ্যায়কে তলবকার ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়া কথিত হয়।

এই তলবকার উপনিষদের প্রথম শব্দ কেন-উপনিষদের সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই এই উপনিষৎটি কেনোপনিষৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন-শব্দে—'কাহার দ্বারা', সুতরাং প্রশ্নোত্তরমুখে প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. জানা যায়।

এই উপনিষদে 'তদ্বন' শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বন-শব্দে 'অরণ্য', 'নীর' ও 'আশ্রয়' বুঝায়। 'বননীয়' শব্দ 'ভজনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বন-শব্দে ভজন মুখ্যভাবে লক্ষিত হয়। 'তদ্বন' শব্দের ন্যায় ছান্দোগ্যোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে তজ্জল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। তলবকার-উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে "যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ৩ ইতি ইতি ন্যমীমিষদ্ আ ৩"। 'আ' প্লুত স্বরে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দগতির পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে এবং তাহার অর্থ-চমৎকারিতা উৎপন্ন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে রস-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট কথা অলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের রস-সংজ্ঞা-নিরূপণে "যশ্চমৎকার-ভারভূঃ" বলিয়াছেন। "তদ্বন" শব্দের 'তৎ'-শব্দটি তন্ ধাতুর বিস্তারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ-ভেদে তন্ শব্দের উপকারার্থে, শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে, আঘাতের উদ্দেশে, শব্দপরিণতিতে এবং উপসর্গ-যোগে দীর্ঘতাকে লক্ষ্য করে। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যায়ও তৎ-শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা ও 'আ' এই উপসর্গীয় ক্রিয়া-বিশেষণে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" মন্ত্র "এক-দেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা" শ্লোকের সহিত একযোগে পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্বন-বস্তু হইতে যে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা "ব্যদ্যুতদ্ আ" মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বস্তু-নির্দ্দেশকালে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকটি তলবকারের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ হওয়ায় বারাণসীতে বহু দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করায় এই নিগূঢ় রহস্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এতদনুরূপ "যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা" প্রমুখ একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তদ্বন-শব্দে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে।

পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী সমষ্টি-বিষ্ণু বা প্রদ্যুম্ন হইতে পৃথক্ লীলা-পরিচয়ে শব্দব্রহ্মের দ্বারা পরিচিত হন অর্থাৎ পুরুষোত্তম বস্তুই ভজনীয় বস্তু। "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্"—এই কামদেবের উপাসনা করিলেই জীবের ইতর বাসনা হইতে অবসর লাভ হয়। তখনই তাঁহার দৃশ্য বিশ্বের বদ্ধানুভূতি হইতে প্রস্থান করিবার যোগ্যতা-লাভ ঘটে। পুরুষোত্তমের সেবাই বিশ্বদর্শন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র সোপান। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন "আদ্যন্ত মন্তঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্ব-ভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ক্লীব-দৃষ্ট সর্ব্বনামে যে 'তৎ'-শব্দের প্রয়োগ থাকে,

তাহাতে পুরুষোত্তমেতর-বাদ অভিব্যক্ত হয়; উহা বদ্ধ-জীবেরই চমৎকারিতা উৎপন্ন করায় এবং রস-চমৎকার-ভূমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়কে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যবাদে উপনীত করায়।

সঙ্কর্ষণ প্রভু বিস্তৃতিক্রমে তদ্রূপ-বৈভবার্ণব হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তদ্রূপ-বৈভব-শব্দ অপর ভাষায় বৃন্দাবন বা গোলোক-শব্দে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনীয় দ্বাদশ বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণবিকাশ-বৈভবাধার মাথুর বনসমূহে নিত্যকাল প্রকাশিত। চিজ্জগতের আস্বাদনীয় দ্বাদশ বন বদ্ধজীব-ভূমিকায় আংশিক দর্শনে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। বদ্ধভাব অপসারিত হইলে আমাদের প্রাপঞ্চিক বিচারগত জড়াশ্রিত জ্ঞান অপসৃত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখনই তদঙ্গ ও রহস্যের বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা কেবল-চেতন-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভাবনা-বর্ত্মের অতীত লীলাস্বাদন-মুখে অভিব্যক্ত হয়।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীনাম-প্রচার

'নদীয়া' গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

১। 'নদীয়া'—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছায়। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!
প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥

২। টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণ-ভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন।" নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু অজ্ঞানতমঃ থাকিলেও ভক্তি-প্রতিকূল ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গ-বলে নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনাম-গানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তি-মুক্তিফল-কামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনাম-চিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় ভক্তি-প্রতিকূল-বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগ-মার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ কবিবে।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥৩॥

৩। অপরাধ—দশটি। (১) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণবনিন্দা। (২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরজ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞান-জনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্য-প্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতিশাস্ত্র—বেদ, তদনুগত পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তস্বরূপ ভগবদ্গীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংসাদর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজনকৃত ভক্তিশাস্ত্রসমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রলিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না। যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষরূপ-ফলের আশা করেন, তিনি—নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নাম-মাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনাম-গ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং জড়সম্পত্তিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, জড় জগৎ জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥৪॥

৪। হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষজনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে-পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে

কৃষ্ণভাব-মিশ্রিত-বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূললিঙ্গ-দেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সার কথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নামরূপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপগত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইলে কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগোপাল-উল্লাস *

নীলাচলে পৌঁছিয়া জগন্নাথে নিরখিয়া
প্রেমানন্দে হইল বিহ্বল।
মাধবপুরীর নাম রটে গেলা সবস্থান
পরম-ভক্ত ইনি দীনের সম্বল॥
জানিয়া পুরীর খ্যাতি লোকে করে ভক্তি-স্তুতি
ভক্তের প্রতিষ্ঠা আপনি যে বাড়ে।
গোপাল-বৃত্তান্ত স্মরি' কহেন সবারে পুরী
শুনি' সবে আনে চন্দন-কর্পূরে॥
জনৈক সেবক বিপ্র চন্দন বহিতে ক্ষিপ্র
সম্বল সহিতে ধায় পুরীর পিছনে।
রাজ-পাত্র-দ্বারে গিয়া ঘাটী দানী ছাড় নিয়া
চলিলা গোসাঞি রেমুণার পানে॥

---

* শ্রীপত্রিকার ১১শ বর্ষের ৫ম সংখ্যার ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠায় **"শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কথা"**-শীর্ষক কবিতার 'শ্রীগোপাল-আবির্ভাব' অংশ ও ৯ম সংখ্যায় ৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'শ্রীগোপাল-উল্লাসও' 'শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-কথা'র শেষাংশরূপে প্রকাশিত হইল।—**প্রকাশক**

[illegible] রেমুণায়　　গোপীনাথ [illegible]
প্রেমে নৃত্য-গীত [illegible] ণ।
বহুত সম্মান করি'　　ক্ষীর প্রসাদ সেবা করি'
সে রাতে দেউলে করিলা শয়ন।
শেষ রাত্রে স্বপ্নে হেরে　　গোপাল কহেন তাঁরে
লভেছি এক্ষণে কর্পূর চন্দন।
দ্বিধা না ভাবিহ মনে　　নিতি কর্পূর চন্দনে
গোপীনাথ-অঙ্গে করহ লেপন॥
চন্দন দানিলে এঁকে　　মোর তাপ ক্ষয় হবে
আমারই এক অঙ্গ গোপীনাথ।
এত কহি শ্রীগোপাল　　হইলেন অন্তর্ধান
জাগি' পুরী হেরে সুপ্রভাত॥
গোপীনাথ সেবকগণে　　ডাকিয়া আনিলা তবে
প্রভুর আজ্ঞা কহিলা সবারে।
গোপীনাথ-অঙ্গে সবে　　চন্দন লেপহ এবে,
শীতল করিবে যদি শ্রীগোপালেরে॥
ঈশ্বরের আজ্ঞাবাণী　　সতত প্রবল জানি'
আজ্ঞা পালিতে সবে উল্লসিত মন।
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথে　　চন্দন ঘসিয়া তবে
পরা'ল শ্রীবিগ্রহে যত ভক্তগণ॥
ভক্তবৎসল হরি　　অহৈতুকী কৃপা তাঁরি
সফল করিলা পুরীর শ্রম।
পুরী পাছে দুঃখ পায়　　প্রভু তাই আজ্ঞা দেয়,
পরা'ল গোপীনাথে কর্পূর-চন্দন॥
পুরী সম ভাগ্যবান　　কে আছে ভুবনে আন
পরম বিরক্ত মৌনী উদাসীন।

যাঁরে হরি ভালবাসি' তিনবার স্বপ্নে আসি'
দরশন দিয়া কৈলা কৃপা দান ॥
মাধবেন্দ্রপুরী-কথা বাড়ায় উল্লাস যথা
শ্যাম-তনু হেরি শ্রীরাধার ভাব।
নীল নভ পানে চায় শ্যাম-কথা মনে লয়
হৃদয়ে প্রকাশিছে প্রেম-রাগ ॥
তেমতি মাধবপুরী মানসে হেরিছে হরি
কম্প-স্বেদ হয়—বহে অশ্রুধার।
অবোধ চিত্তরঞ্জন সেবা মাগে অনুক্ষণ
কৃষ্ণ-ভক্তি হয় যাঁর সাধ্য-সার ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৪)

স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু আছে, গায়ত্রীই সব। গায়ত্রীই বাক্। বাক্‌ই সব প্রাণী। কেননা, বাণী উচ্চারণ দ্বারা গায়ত্রীর কীর্ত্তন হইলে সমস্ত প্রাণী ভয়াদি হইতে রক্ষিত হয়। গায়ত্রীই পৃথিবী। তাহাতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থিত। পুরুষের শরীরেই পৃথিবী অবস্থিত। পুরুষের শরীরে যে হৃদয় আছে তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রীই ব্রহ্ম। তাঁহার ৪টী চরণ। সমস্ত ভূত ইহাঁর একপাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত প্রকাশময় আত্মাতে অবস্থিত। এই পুরুষের ভিতর এবং বাহিরে যে আকাশ দৃষ্ট হয় তাহাও পুরুষের ভিতরে বিরাজিত। এই হৃদয়াকাশ পূর্ণ, অন্যত্র ইহার প্রবৃত্তি নাই। যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনিও পূর্ণ হইতে পারেন, অন্যত্র তাঁহার প্রবৃত্তি থাকে না।

হৃদয়ে পঞ্চ দেবসুষি (ছিদ্র) আছে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ সুষিই প্রাণ। উহাই চক্ষু, উহাই আদিত্য, উহাই তেজ, উহাই অন্ন। এইরূপে উহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি তেজস্বী ও অন্ন-ভোক্তা হন। ইহার দক্ষিণ ছিদ্র ব্যান। উহাই শ্রোত্র, চন্দ্রমা, যশ ও শ্রী। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন। ইহার পশ্চিম ছিদ্র অপান। উহাই বাক্, অগ্নি, ব্রহ্মতেজ এবং অন্ন। যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্ম-

তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন। ইহার [illegible]
কীর্ত্তি ও বৃষ্টি (শরীরের লাবণ্য)। ইহা জানিলে কীর্ত্তিমান [illegible]
পারে। ইহার ঊর্দ্ধছিদ্র উদান। উহা বায়ু, আকাশ, ওজঃ এবং তেজ। এই তত্ত্ব জানিলে ওজস্বী ও তেজস্বী হয়। এই পাঁচ ব্রহ্ম-পুরুষ স্বর্গলোকের দ্বার-পাল। এই দ্বারপালগণকে জানিতে পারিলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়।

দ্যুলোকের উপর যে পরমজ্যোতি বিশ্বের ঊর্দ্ধে প্রকাশমান, উহা ঐ পুরুষের ভিতরেও অবস্থিত। এই পুরুষের দর্শনোপায় এই—যখন মনুষ্য এই শরীরে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উষ্ণতাকে জানিতে পারে। ইহার শ্রবণোপায় এই যে—যখন কর্ণ বন্ধ করিয়া রথের নির্ঘোষ, বৃষের গর্জ্জন ও জ্বলন্ত অগ্নির শব্দ শ্রবণ করিতে পারে। ঐ জ্যোতি দৃষ্ট ও শ্রুত হয়—এইপ্রকার জানিয়া উহার উপাসনা করিলে দর্শনীয় ও বিখ্যাত হইতে পারা যায়।

এই বিশ্বই ব্রহ্ম (তদভিন্ন)। কেননা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মে লীন এবং ব্রহ্মেই চেষ্টাশীল। শান্তভাবে এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত। ঐ ব্রহ্ম মনোময়, প্রাণময়, প্রকাশ-স্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশ-শরীর, সর্ব্ব-কর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্ব-গন্ধ, সর্ব্বরস এই অখিল বিশ্বকে সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বাক্‌রহিত ও সম্ভ্রমশূন্য। আমাদের হৃদয়-কমলে স্থিত এই আত্মা ধান্য, যব, সরিষা অথবা শ্যামাধান্য হইতেও সূক্ষ্ম ; আবার ইনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক অথবা সমস্ত লোক অপেক্ষা বড়। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস—এ সকলকেই সব দিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, আবার তিনিই আমাদের হৃদয়-কমলে অবস্থিত। ইনিই ব্রহ্ম। এই শরীরের মৃত্যু হইলে আমি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইব। যাহার এবিষয়ে সন্দেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অন্তরীক্ষ যাঁহার উদর, সেই বিরাট কোশের মূল পৃথিবী। দিক্‌সকল উহার কোণ, আকাশ উপরের ছিদ্র। উহাই [illegible]
কোশের পূর্ব্বদিকের নাম পুহু। দক্ষিণদিকের নাম সহমানা, [illegible]
নাম রাজ্ঞী এবং উত্তরদিক্ সুভূতা নাম্নী। বায়ু ঐ দিক্‌সকলের বৎস। যিনি ইহা জানেন, তিনি পুত্রের নিমিত্ত রোদন করেন না।

পুরুষই যজ্ঞ (তাঁহা হইতেই যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত বলিয়া)। তাঁহার যে ২৪ বর্ষ আয়ু, তাহা প্রাতঃসবন। ২৪ অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীছন্দে ঐ প্রাতঃ সবন সংবদ্ধ। বসুগণ ঐ প্রাতঃ সবনের অনুগত। প্রাণই বসু। কারণ ইনিই এই সকলকে বসাইয়াছেন। যদি এই প্রাতঃ সবনসম্পন্ন আয়ুতে কোন কষ্ট উপস্থিত হয়

তবে এইপ্রকার বলা উচিত—"হে প্রাণরূপ বসুগণ! আমার এই প্রাতঃ-সবনকে মাধ্যদিন সবনে যুক্ত করুন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণরূপ বসুর মধ্যে নষ্ট না হই।" তাহা হইলে কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ হইতে পারিবে।

এই প্রাতঃ-সবনের পর ৪৪ বর্ষ মাধ্যদিন সবন। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ ৪৪ অক্ষর-বিশিষ্ট। ঐ সবন ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে সংবদ্ধ। রুদ্রগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই রুদ্র। কেননা ইনিই সমস্ত প্রাণীকে রোদন করাইয়া থাকেন। রোদন হেতু রুদ্র নাম। যদি এই যজ্ঞকর্ত্তাকে কেহ (রোগাদি) সন্তপ্ত করে তবে তাহার এইপ্রকার প্রার্থনা করা উচিত—"হে প্রাণরূপ রুদ্রগণ! আমার এই মাধ্যাহ্নিক সবনকে তৃতীয় সবনের সহিত এক করিয়া দিউন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণ-রূপ রুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হই।" তাহা হইলে ঐ কষ্ট দূর হইয়া নীরোগ হইবে।

এতদ্ব্যতীত বাকী ৪৮ বৎসর তৃতীয় সবন। জগতীছন্দ ৪৮ অক্ষর-বিশিষ্ট। এজন্য জগতীছন্দ তৃতীয় সবনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। আদিত্যগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই আদিত্য। কারণ ইনিই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করেন। ইহার উপাসককে যদি কোন রোগাদি সন্তপ্ত করে, তবে তাহার এই প্রকার প্রার্থনা করা উচিত—হে প্রাণরূপ আদিত্যগণ! আমার এই তৃতীয় সবনকে আয়ুর সহিত একীভূত করুন। যজ্ঞরূপ আমি যেন প্রাণরূপ আদিত্য মধ্যে বিনষ্ট না হই।" এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে ঐ কষ্ট হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ঐতরের মহিদাস এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অরে রোগ! তুই কেন আমাকে কষ্ট দিতেছিস্, ইহাতে আমার মৃত্যু হইবে না। তিনি একশত ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সবন-বিদ্যাকে জানিলে ঐপ্রকার আয়ুবিশিষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি পান-ভোজনের ইচ্ছা করে, কিন্তু রমমান হয় না, তাহাতে প্রসন্ন বা আসক্ত হয় না—উহাই তাহার দীক্ষা। আর যে পান-ভোজন ও রতি অনুভব করে, সে উপসন্দের সাদৃশ্য লাভ করে। আর যে হাস্য, ভোজন ও মেথুন করে, যে স্তুতশস্ত্রের সমানতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি তপ, দান, আর্জব, অহিংসা ও সত্যবচনযুক্ত ইহা তাহার দক্ষিণা।

ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই যজ্ঞদর্শন শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে অন্যবিষয়ে তৃষ্ণাহীন হওয়া যায়। এই বিদ্যার অন্তকালে তিন মন্ত্র জপ করিতে হয়। তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত ও তুমি অতিসূক্ষ্ম প্রাণ।

এবিষয়ে দুইটি ঋক্—"আদিৎপ্রত্নস্য রেতসঃ" এবং "উদ্বয়ং তমসাপরি"। প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই,—পুরাতন প্রকাশ—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত প্রকাশ—পরমব্রহ্মে স্থিত দেদীপ্যমান তেজ। অপর মন্ত্রের অর্থ—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে উৎকৃষ্ট জ্যোতিকে দেখিতে পাইলে প্রকাশমান সর্ব্বোত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনই ব্রহ্ম—ইহা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপাসনা এবং আকাশ—ব্রহ্ম, ইহা আধিদৈবত দৃষ্টি। এই মনঃসংজ্ঞক ব্রহ্ম চারিপাদবিশিষ্ট—বাক্, প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্র। ইহা অধ্যাত্ম। আর অগ্নি, বায়ু, অদিত্য ও দিকসকল এই চতুষ্পদ আধিদৈবত। বাক্ ব্রহ্মের এক চতুর্থপাদ, উহা অগ্নিরূপ জ্যোতিতে দীপ্ত ও তপ্ত হয়। ইহা জানিলে কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ হেতু দেদীপ্যমান হয় ও তাপ প্রদান করিতে পারে। প্রাণ মনোময় ব্রহ্মের অপর চতুর্থপাদ, উহা বায়ুরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় ও তাপ দেয়। ইহা জানিলে কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হয়। চক্ষু মনসংজ্ঞক ব্রহ্মের অপর চতুর্থপাদ, তাহা আদিত্যরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়। ইহা জানিলে কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হয়। শ্রোত্র মনসংজ্ঞক ব্রহ্মের চতুর্থপাদ। তাহা দিক্‌রূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয় ও তাপ দেয়। ইহা জানিলে কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজে সম্পন্ন হয়।

আদিত্যই ব্রহ্ম। তাহার ব্যাখ্যা করা হইতেছে—প্রথমে ইহা অসৎ (কারণ) ছিল। পরে সৎ (কার্য্যাভিমুখ) হইল। তাহা অঙ্কুরিত হইল। উহা এক অণ্ডে পরিণত হইল। একবৎসর ঐরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহা দ্বিধা ভিন্ন হয়। তন্মধ্যে একটী রজত ও অপরটী সুবর্ণবর্ণ। সুবর্ণময়ই দ্যুলোক। ঐ অণ্ডের জরায়ু (স্থূল গর্ভবেষ্টন) পর্ব্বত, আর উল্ব (সূক্ষ্মগর্ভবেষ্টন) মেঘের সহিত কুয়াশা রূপে পরিণত হইল। ধমনীসকল নদী, বস্তিগত জল সমুদ্র হইল। পুনরায় তাহা হইতে আদিত্য উৎপন্ন হইল। আদিত্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ হইল এবং তাহা হইতে সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত ভোগ উৎপন্ন হইল। এজন্য উহার উদয় ও অস্ত হইলে দীর্ঘ শব্দযুক্ত ঘোষ উৎপন্ন হয় এবং প্রাণীসকল ও ভোগসকলের উৎপত্তি হয়। যিনি ইহা জানিয়া আদিত্যই ব্রহ্ম—এইপ্রকার উপাসনা করেন, তিনি আদিত্যের সামীপ্য লাভ করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

আমরা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিব।

'ভজ্' ধাতু + ক্তি = ভক্তি। 'ভজ্ সেবায়াম্। অর্থাৎ ভজ্ ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ভগবৎসেবার অপর নাম ভক্তি। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু এ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে (২১৬ অনুচ্ছেদ) জানাইয়াছেন—

ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥ (গরুড়পুরাণ)

পণ্ডিতগণ সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ ভগবৎ সেবাকেই 'ভক্তি' বলিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধাভক্তি। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধাভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথাহি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সর্ব্ব-উপাধি-নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণসুখাভিলাষ ব্যতীত যাবতীয় স্ব-সুখ-বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরত্বের সহিত অর্থাৎ অনুকূলভাবে, নির্ম্মল অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে হৃষীকেশ শ্রীহরির যে সেবা, তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসাঽম্বুধৌ॥

লক্ষ্মণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১০, ১১, ১৩)

ভগবদ্ গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বহৃদয়রাসী ভগবানের প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এই ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। অহৈতুকী অর্থে নিষ্কামা আর অব্যবহিতা অর্থে অপ্রতিহতা বা নিরন্তরা। এতাদৃশী ভক্তিকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয়। এই ভক্তিযোগ দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করত বিমল-কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন।

'জ্ঞান' বলিতে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝায়। জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানঞ্চৈকাত্মদর্শনম্।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে উক্ত শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ"। ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ ধারণাই জ্ঞান।

জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের সাধন। ভগবজ্জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। ভগবজ্জ্ঞান ভক্তির অন্তর্গত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাহা নহে, পরন্তু ভক্তি-বিরুদ্ধ।

কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ সজ্জনকে কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানানুশীলনপর ব্যক্তিগণকে জ্ঞানী বলা হয়। কর্ম্মিগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী, আর জ্ঞানিগণ মুক্তি-কামী। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" কামনাই দুঃখ বা অশান্তি, আর নিষ্কামতাই শান্তি বা সুখ। ভক্তিতে কামনা বা স্বসুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাহা অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী। জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী বলিয়া অশান্ত বা দুঃখী, আর কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত বা সুখী। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

কৃষ্ণ-ভক্ত দুঃখহীন, বাঞ্ছাতর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ (ঐ মঃ ২৪।১৭৬)

ভক্ত কৃষ্ণসুখকামী ও নিঃস্বার্থ। কিন্তু জ্ঞানী স্ব-সুখকামী বলিয়া স্বার্থপর। ভক্ত কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণভক্তিমান্; আর জ্ঞানী কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা কৃষ্ণাভক্ত। ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন; তিনি ভগবৎসেবা-পরায়ণ, কিন্তু জ্ঞানী ভোগত্যাগী ও সেবাত্যাগী হইয়া শুষ্ক-বৈরাগী, নির্ব্বিশেষবাদী। ভক্ত ভক্তি-রসিক, আর জ্ঞানী অরসিক। ভক্ত হৃদয়বান্, প্রেমিক বা রসজ্ঞ, আর জ্ঞানী শুষ্ক-হৃদয়, ভক্তিহীন, অরসজ্ঞ। ভক্ত ভগবানের সেবা করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, আর অভক্ত জ্ঞানী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের সহিত মিশিয়া যাইবার জন্য সতত চঞ্চল-চিত্ত। ইহাই ভক্তের সহিত জ্ঞানীর পার্থক্য। তাই শাস্ত্র বলেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২।২৫৭-২৫৮)

নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তাঁর কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥
জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব-আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলা-কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জানিতে পরিয়াছি যে, জীব কৃষ্ণের নিত্যসেবক বা নিত্যদাস। জীব কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নহে; পরন্তু ভগবৎসেবক। ভগবৎসেবা বা ভগবদ্ভক্তিই তাহার নিত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। এই ভক্তিই

আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপের ধর্ম্ম। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যা কিছু সবই দেহমনো-ধর্ম্ম বা বিরূপের ধর্ম্ম। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আত্মধর্ম্ম, পরমধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম নহে। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
তাতে কৃষ্ণে ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য)

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল, পরমশান্তি বা অফুরন্ত সুখ হইতে পারে না। কারণ ইহা জীবের নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম নহে। এগুলি নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম বা অনিত্য-ধর্ম্ম। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রয়োঽসি মে॥
(গীতা ১৮।৫৯, ৫৮)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণ গ্রহণ কর—আমার ভজন কর। আমার চিন্তা কর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমার ভক্তি যাজন কর, ভক্ত হও। তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে।

জীবের পরমধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। (ভাঃ ১।২।৬)

নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই মানবের পরমধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তিরূপ পরমধর্ম্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ বা পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২১)

নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবের পরম-ধর্ম্ম। আমরা শাস্ত্রে দেখিতেছি যে—ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে; পরন্তু তাহা অনিত্যধর্ম্ম বা দেহ-মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। সুতরাং ভক্তিই যে জীবের একমাত্র কৃত্য এবং তাহাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাহা সহজেই অনুভবনীয়।

বেদাদি শাস্ত্রে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। জ্ঞানবাদে ভগবানই প্রভু এবং জীব তাঁহার ভৃত্য বা সেবক—এরূপ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের কোনও কথা নাই। ভগবানের সহিত জ্ঞানীর কোন সম্পর্কই দৃষ্ট হয় না। তিনি 'হাম-খোদাই' ভাব লইয়া অহঙ্কারে মত্ত। তাঁহার প্রাপ্য-ফল বা প্রয়োজন হইল—সাযুজ্য মুক্তি। ভগবৎ সেবক জীব ভগবদাশ্রয় বা ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করত জ্ঞানী সাজিতে যাইয়া উত্তরোত্তর অজ্ঞানেই আবদ্ধ। কিন্তু ভক্ত নিজেকে ভগবৎসেবক জানিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন ও প্রেমানন্দে উন্মত্ত। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা প্রাপ্যের কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে কৃষ্ণ-রস-আস্বাদন ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ—সম্বন্ধ ॥
বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥

এই স্থানে আছে ধন বলি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল, বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, কর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও ত্যাগদ্বারা আমি সেরূপ বশীভূত হই না। সাধুদিগের প্রিয় আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্য হই। মন্নিষ্ঠ ভক্তিই চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগ ফল পায়।
সুখ-ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০শ অঃ)

ভক্তিই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে শ্রুতিও বলেন—
"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥"
(৩। ৩। ৫৩ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান—ভক্তিদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
(গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব, নিয়ন্তা, সর্ব্বত্র গমনশীল, তিনিই পূজ্য। তিনি এক হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে বহুপ্রকারে বিলাস করেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ প্রাপ্তি হয়; অন্যের তাহা লাভ হয় না।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে উত্তমা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতির গূঢ়রহস্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৪)

হে অর্জ্জুন! জীব অনন্যভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, দর্শন করিতে এবং প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ (গীঃ ৮।২২)

সমগ্র ভূতই যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্ অনন্যভক্তি দ্বারা লভ্য হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যাদ্বিড়ম্বনম্॥
(ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা এসব কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে; দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবল মাত্র নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

ভগবান্ সর্ব্বত্র 'ভক্তবৎসল' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তিনি কখনও কর্ম্মি-বৎসল, জ্ঞানি-বৎসল বা যোগি-বৎসল বলিয়া অভিহিত হন না। ভক্তই ভগবানকে পায়। ভক্তপ্রিয় মাধব ভক্তেরই বশীভূত। ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবান্ দুর্ব্বসা মুনিকে বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত-জনপ্রিয়ঃ॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৩)
ভকতের বন্ধু আমি ভকত-অধীন।
ভকত-জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন॥
হৃদয় হরিয়া মোর লৈল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫)
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯২)

বৃহন্নারদীয়-পুরাণও বলেন—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ।
স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥

সর্ব্বদেবময় শরণাগতপালক ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন। অন্য কোন সাধনে পরিতুষ্ট হন না।

গরুড় পুরাণও বলেন—

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥

বিষ্ণুভক্তির দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থই লাভ হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবান্ যেমন প্রসন্ন হন, অন্য কোন সাধনে তেমন প্রীত হন না।

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

সযতনে জ্ঞানযোগ তেজিয়া সুদূরে।
কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে ॥
সাধুমুখ-মুখরিত সাধু-সন্নিধানে।
তনু-মন-বচনে তোমার কথা শুনে ॥
সবে জীয়ে হরিকথা করিয়া জীবন।
যথা তথা থাকি' মাত্র করুক শ্রবণ ॥
সেই জন মাত্র প্রভু সবে তোমা পায়।
তিন লোকে আর কেহ অন্ত নাহি পায় ॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্তদর্পিতেহা নিজ-কর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫)

এই শ্লোকের অর্থে গৌরপার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

পূরবে সাধিল জ্ঞানযোগ যোগিগণে।
জ্ঞান-যোগ-সিদ্ধি নৈল যোগপথ হনে ॥
তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার।
ভক্তিযোগ বিনে কভু নহিব নিস্তার ॥

তুয়া পদে সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল সমর্পণ।
তোমার চরিত্র কথা শুনে অনুক্ষণ॥
তবে তারা ভক্তিযোগ লভিল তোমার।
উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান ছুটিল সংসার॥
তবে তারা লভিল পরমপদ সুখে।
এই সে কারণে ভক্তি করে বুধলোকে॥ (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীসুবলচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ

হায়! মোর কি হইবে গতি?

জনমিয়া ধরা-মাঝে,　　দিন গেল মিছা কাজে,
এখনও না হ'ল সুমতি।
গুরু-পদ না সেবিনু,　　মায়ায় মোহিত হৈনু,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ১॥
জননী-জঠরে আমি,　　কত শত বার ভ্রমি',
ধরম করমে হত মতি।
যবে জনম হইল,　　মায়া চিত্ত হ'রে নিল,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ২॥
রঙ্গ-রসে বাল্য গেল,　　সংসার লাগিল ভাল,
স্ত্রী পুত্রে করিলাম পিরিতি।
যৌবনের মত্ততায়,　　নাহি ভজি কৃষ্ণ হায়!
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৩॥
বার্দ্ধক্যের আগমনে,　　যমদণ্ড পড়ে মনে,
হৃদয়ে উদিত হ'ল ভীতি।
হরিকথা রসামৃতে,　　নাহি দিনু কর্ণ পেতে,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৪॥
জীব নিত্য কৃষ্ণ-দাস,　　ভুলে হৈনু মায়া-বশ,
ভাবি নাই কিসে হবে মুক্তি।

ত্রিগুণ মায়ার গুণ, আমাকে করিল খুন,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৫॥
অগণিত জন্ম ধরি, জড় সুখ ভোগ করি,
তথাপি না হয় মনে শান্তি।
জন্মে জন্মে কর্ম্ম করি, কর্ম্ম-ফল-ফাঁসে পড়ি,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৬॥

সাধুগণ কত হাকে, যেওনা মায়ার ডাকে,
সদা কর শ্রীকৃষ্ণে ভকতি।
না শুনিনু সাধু-কথা, মন প্রাণ গেল বৃথা,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৭॥

রাধা-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম, সমস্ত শ্রেয়ের সদ্ম,
আরাধিতে মনে কর যুক্তি।
তাতে হয় ঘৃণা-ভয়, রসনা সঙ্কোচ হয়,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৮॥

কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা- পদে যদি রহ বাঁধা,
লভিবে সচ্চিদানন্দ বৃত্তি।
হেন বৃত্তি ত্যজি মোর, বিষয়-বিষে জর্জ্জর,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ৯॥

প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ, যদি তাহে হও সতৃষ্ণ,
নির্ব্বিবাদে পাবে পরাগতি।
বজ্র-ধ্বনির মত সব, কর্ণে মোর হয় রব,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ১০॥

নামসুধা রস পান, কর যদি মতিমান,
বিঘ্ন হ'তে পাইবে নিষ্কৃতি।
যথা হয় কৃষ্ণকথা, তিলার্দ্ধ না থাকি সেথা,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ১১॥

ভক্তিধন যদি পাবে,　　ব্রজভূমে বাস হবে,
প্রেম-রস হবে অনুভূতি।
নিজকৃত কর্ম্মদোষে,　　ঘৃণা হয় প্রেম-রসে,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১২ ॥
কৃষ্ণ হয় জগদীশ,　　শক্তিমান মায়াধীশ,
নিত্যপত্নী রাধা বুদ্ধিমতী।
জগদীশ না ভজিয়া,　　মৈনু আত্মঘাতী হঞা,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১৩ ॥
তেয়াগিয়া সর্ব্বকর্ম্ম,　　শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম,
কৃতে হয় রাধাকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।
হেন ধর্ম্ম ছেড়ে দিনু,　　মায়া-ধর্ম্মে মজে রৈনু,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১৪ ॥
নাম-রস-পানে মত্ত,　　(হ'লে) নামময় হবে চিত্ত,
বলে সর্ব্বসাস্ত্র শ্রুতি-স্মৃতি।
শাস্ত্রে মোর অবিশ্বাস,　　দুর্দ্দৈব করিল গ্রাস,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১৫ ॥
নামে হয় পরা-গতি,　　নামে হয় মায়া-মুক্তি,
নামে হয় গোলোকেতে স্থিতি।
ছাড়িয়া নামানুকূল,　　লইয়াছি প্রতিকূল,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১৬ ॥
সাধুগণ-সঙ্গ-গুণে,　　ভকতি বাড়ে দ্বিগুণে,
সর্ব্ব-অনর্থ হয় নিবৃত্তি।
হেন সাধু-দরশনে,　　ক্রোধ হয় মোর মনে,
হায় ! মোর কি হইবে গতি ? ১৭ ॥
গুরু পিতা, গুরু মাতা,　　গুরু হন মুক্তিদাতা,
গুরু ভিন্ন নাই অন্যগতি।

গুরুপদে ভক্তি নাই, কেমনে নিস্তার পাই,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ১৮॥

তুমি গুরু জগদ্বন্দ্য, মোর অতি ভাগ্য মন্দ,
কলুষ নাশি' দাও ভক্তি।
ভক্তি বিনে এজীবন, বৃথায় করি ধারণ,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ১৯॥

নিবেদন সর্ব্বশেষে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাশে,
দয়া কর এ অধম প্রতি।
যদি না করিবে দয়া, কিসে পাব পদছায়া,
হায়! মোর কি হইবে গতি? ২০॥

দীনহীন কাঙ্গাল—
—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী

সম্রাট্ কুলশেখরের প্রার্থনা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

জয়তু জয়তু দেবো দেবকী-নন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভারনাশো মুকুন্দঃ॥ (মুকুন্দমালা-স্তোত্র ২)

তাৎপর্য্য :—শ্রীশ্রীদেবকীনন্দন হরির জয় হউক, জয় হউক। ভগবান্ কৃষ্ণ যিনি বৃষ্ণিবংশের প্রদীপ-স্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক। নবঘনশ্যাম কোমলাঙ্গ হরি শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক। পৃথিবীর ভার-নাশক মুকুন্দ হরির জয় হউক, জয় হউক।

বিবৃতি, যথা :—এই স্তোত্রদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বপ্রকারে বৈশিষ্ট্য বর্ণন করা হইয়াছে। বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গ যে নবঘন-শ্যামল এবং অত্যন্ত কোমল, এই বিবরণের দ্বারা ভগবানের নিরাকারত্ব-রহিত করা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ-নিরাকার ব্রহ্মের শ্যামলাঙ্গ, কোমল শরীর বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা

অর্থাৎ উপাধিনির্ম্মুক্ত "তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্"—ইন্দ্রিয়দ্বারাই অনুভবনীয়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের নাম-রূপ গ্রহণীয় নয়। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা-বৈশিষ্ট্য—"অসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্" বা নবঘনশ্যাম কৃষ্ণবর্ণ দর্শন হয়। নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মজ্যোতি—ভগবানের অঙ্গজ্যোতি মাত্র। "হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্" (ঈশোপনিষৎ)। সেই ভগবান্ তাঁহার নিজমায়া বা অন্তরঙ্গা শক্তির বলে তিনি যেমনটী ঠিক তেমনটীই শ্রীবাসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ অজ হইয়াও তাঁহার নিজজন ভক্তকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদের পুত্রত্বও স্বীকার করেন। পূর্ব্বজন্মে বসুদেব এবং দেবকী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ভগবান্ দেবকীনন্দন বা যশোদানন্দন বলিয়া পরিচিত হইলে তিনি অধিক আনন্দ অনুভব করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপেই দেবকীর নয়নগোচর হইয়া পরে পিতামাতার অনুরোধে তিনি দ্বিভুজরূপ ধারণ করিয়া মাতার অঙ্কে 'প্রাকৃত শিশুর' মত অর্থাৎ স্বাভাবিক শিশুর মত অবস্থান করিয়াছিলেন। এইজন্য ভগবানের আবির্ভাব বলা হয়। ভগবান্ আত্ম-মায়ার প্রভাবে সর্ব্বত্র অখিলাত্মরূপে অবস্থান করেন। এবং যে-কোন স্থানে যে-কোন অবস্থায় তিনি নিজেকে নিজেই প্রকট করিতে পারেন ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রাকৃত শরীরযুক্ত নহেন। ভগবানের শরীরকে যাহারা প্রাকৃত শরীর মনে করে, তাহারা অত্যন্ত অপরাধী। ভগবান্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর আবরণে অপ্রাকৃত বস্তুসত্তা প্রকাশ করিতে পারেন। এ দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রে বহু-প্রকারে পাই ; সুতরাং ভগবানের প্রাকৃত শরীর—ইহা কোন বুদ্ধিমানের কথা নহে। সেইজন্য ভগবদ্গীতায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্মের কথা যাঁহারা তাত্ত্বিক তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ হন এবং তাঁহারা এই প্রাকৃত শরীর ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ধামে প্রয়াণ করেন। জীবের পক্ষে শরীর ত্যাগের কথা আছে, ভগবানের পক্ষে শরীর ত্যাগের কথা নাই। যেখানে তাঁহার শরীর ত্যাগের অভিনয় আছে, তাহা একান্ত অসুর-মোহিনী কথা ; বাস্তবিক গম্ভীরার্থ অন্যভাবে বর্ণিত আছে ; তাহাই লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, দেবকী-নন্দন হরি, আর অপর সাধারণ ব্যক্তি একতত্ত্ব নহে। সূর্য্য যেমন লৌকিক চক্ষে পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রকটিত হন, সেইভাবে পরমব্রহ্মও দেবকীনন্দনরূপে

প্রকাশিত হন। লোকচক্ষে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে জন্মাইয়া পশ্চিম দিকে লয় হইয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন। পৃথিবীর গতিবিধির ক্রমানুসারে সূর্য্য কোথাও দৃষ্ট হয়, কোথাও বা হয় না। সেইপ্রকার জীবও দ্বন্দ্ব-মোহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ভগবানকে দেখিতে পায় না। ভাগ্যবানগণ 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-চক্ষু'র দ্বারা সর্ব্বদাই তাহা দর্শন করেন।

সেই ভগবান, এক হইয়াও তাঁহার বহুধাশক্তির দ্বারা ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান এবং তাহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যেও অবস্থান করেন। এই সমস্ত রূপ সত্ত্বেও তিনি নিজধামে মাতা-পিতা, সখা-সখী, প্রিয়-প্রিয়ার সহিত আনন্দ-চিন্ময়-রসের আদান-প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠ-জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান গোলোক-বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। পূর্ব্বশ্লোকে তাঁহার 'জগন্নাথত্ব বিচারে' আমরা এইসব তথ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভগবানের এই প্রকার আবির্ভাব-তিরোভাব বা প্রকট-অপ্রকটের কথা না বুঝিয়া ভগবানকে মানুষ মনে করে এবং মানুষকে ভগবান্ মনে করে। তাহারা ভগবানের চরণে অপরাধী বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ মানুষের মনোধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি স্বরাট, অভিজ্ঞ, পরতত্ত্ব পুরুষ; তিনিই নিজের তত্ত্ব দয়া করিয়া সেবোন্মুখ জীবকে বুঝাইয়া দেন। যাহারা সেবোন্মুখ নহেন তাহারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি-বিবর্ত্তের দ্বারা চালিত হয়। অতএব তাহারা ভগবৎতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। তত্ত্ববস্তু পরমেশ্বর ভগবানের চরমোৎকর্ষ অবস্থায় ব্যক্তিভাবে অবস্থিত। সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবগুলিই নানাবিধ শক্তি-স্বরূপে প্রকাশ পায়। যেরূপ অগ্নি একস্থানে অবস্থান করিয়াও তাঁহার তাপ ও প্রকাশ সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইভাবে পরব্রহ্মের শক্তির পরিচয় আমরা যত্র তত্র অনুভব করি। সেই অনুভবই শাক্ত অবস্থা। শুদ্ধ শাক্ত অবস্থায় জীব ভগবদ্দাস স্বরূপে অবস্থিত, আর বিদ্ধ শাক্ত অবস্থায় জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া নিজ স্বরূপ-বিভ্রান্ত এবং ভৌতিক মায়ার দাস। অতএব জীব মাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। সাক্ষাৎভাবে মুক্ত পুরুষ ভগবদ্দাস বৈকুণ্ঠ-বাসী চিদানন্দময়, আর পরোক্ষে বদ্ধজীব অনাদি-ভগবদ্বিমুখ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডবাসী ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত, সদা উদ্বিগ্নময় ভৌতিক দেহী মাত্র।

স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের বিবিধ শক্তির পরিচয় না পাইয়া এক-দেশিক বিচারে সেই ভগবানের প্রাথমিক পরিচয়—বিরাট্ রূপ অথবা নির্ব্বিশেষরূপেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পরমভাব যে চিদ্ বৈশিষ্ট্য তাহা দর্শন করিতে অসমর্থ। সেই পরম তত্ত্ব ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় যাহারা পান নাই বা স্বীকার করেন না, তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান অসম্যক্। ভৌতিক জগতেও আমরা যে-সমস্ত অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখিতে পাই, সেগুলি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। "যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং···মম তেজোংশ-সম্ভবঃ"—ভৌতিক জগতে যে আণবিক বা তদ্রূপ অন্যান্য শক্তির পরিচয় আমরা পাই, সে-সমস্তই ভগবানের বিভূতি জানিতে হইবে। সেইপ্রকার ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তি জীবশক্তি; কারণ জীবশক্তির বা ব্যক্তি-শক্তির অধীনেই ভৌতিক শক্তি কার্য্য করে। এবং সমস্ত শক্তির অধ্যক্ষ যিনি তিনি সেই পরম ব্যক্তি ব্যতীত নপুংসক নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব কখনই হইতে পারেন না। বাদ-দুষ্ট অসম্যক-দর্শীগণই ভগবানের ব্যক্তিত্ব নাশ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ভৌতিক শক্তি জীবশক্তি আদির সর্ব্বোপরি, আর যে-সকল শক্তির কথা আছে সেগুলি সমস্তই চিৎশক্তি বা ভগবানের 'আত্ম-মায়া'-তত্ত্ব। জীব-শক্তির প্রভাব দেখিয়া চিৎ-শক্তির আভাস বুঝা যায়। জীবশক্তি এবং চিৎ-শক্তি উভয়ই উৎকৃষ্ট শক্তি। ভৌতিক শক্তি নিকৃষ্ট শক্তি; কিন্তু সবই ভগবানের শক্তি। ভগবান্ অনন্ত-শক্তির আধার ব্যক্তি-পরমেশ্বর।

ভগবান্ অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও তিনি কোন কোন বিশেষ শক্তির প্রেমাধীন হইয়া সেই সেই শক্তির অধীনে তাঁহার স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। যে-সকল শক্তিতত্ত্ব কেবলমাত্র ভগবানের অধীনতা স্বীকার করে, তদপেক্ষা যাঁহারা ভগবানকে প্রেমাধীন করিয়া নিজের অধীন তত্ত্ব করিয়া লইতে পারেন, সেই শক্তিগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ ভগবান্ প্রেমাধীন হইয়া ঐশ্বর্য্যবান্ অপেক্ষা অনেকগুণ আনন্দ অনুভব করেন। যে-সকল ভক্তের প্রেমে ভগবান্ নিজেকে অধীন তত্ত্ব ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করেন তাঁহাদের প্রেমের পরিচয় বহু রসে বিভাবিত হইয়া ভাব, বিভাব, অনুভাব, মহাভাব আদি চিদ্-বৈচিত্র্যে প্রকাশ পায়। চিন্মাত্রবাদী রস-বোধহীন ক্ষুদ্র অধিকারিগণের সেই সেই প্রেমাবস্থায় প্রবেশ অধিকার নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)

১৫ই পৌষ, ১৩৬৬ ; ইং ৩১।১২।৫৯

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং** ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৬৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০, বুধবার—**ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ২রা ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার হইতে ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি. **মঙ্গলবার** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **বুধবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ পরে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

(৩রা পৌষ ১৩৬৬, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৯, শনিবার)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত শাখা-মঠেই জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারীর উৎসাহে ও যত্নে এই বিরহোৎসব অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ ও শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী মহোদয়ের চেষ্টায় বিরহ-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। আসাম শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারীর আগ্রহে ও মেদিনীপুর জেলান্তর্গত শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজের সেবা-চেষ্টায় ও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের সহায়তায় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সর্ব্বত্রই পাঠ, কীর্ত্তন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদাদি বিতরণমুখে উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইয়াছে।

বিশেষতঃ **চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজের ভক্তি-বিভাবিত আগ্রহে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি উৎসবমুখে পালিত হয়। চুঁচুড়া মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রচুর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সকাল হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদি প্রচুরভাবে চলিতে থাকে এবং "শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ" হইতে বৈষ্ণব ও আচার্য্য-বিরহসূচক 'যে আনিল প্রেমধন'—ইত্যাদি গীতি-সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য উচ্চ-কাষ্ঠাসনে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপন করা হয়। বন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পরে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী ও প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ স্থানসমূহ পাঠ করা হয়। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কয়েকটী শিক্ষা শ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় হইতে পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে বলিতে পারেন—এইরূপ আদেশ করিলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়-গণের মধ্যে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের জনৈক বিশিষ্ট সেবক শ্রীশম্ভুনাথ দেবগোস্বামী নামক ত্যাগী ব্রহ্মচারী কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুমোদনে তিনি শ্রীমদ্ বামন মহারাজের পঠিত প্রভুপাদের উক্ত

উপদেশের মধ্যে একটী উপদেশকে লক্ষ্য করিয়া সেই উপদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তা যে শিক্ষাটীকে প্রশংসা করিয়াছেন সেইটী এই—

"জীবের বিপরীত রুচি পরিবর্ত্তন করানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ালুতার পরিচয়। মহামায়ার দুর্গাভ্যন্তর হইতে যদি একটী জীবকেও রক্ষা করিতে পারা যায়, তবে তাহা অনন্তকোটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা অপেক্ষা অনন্তগুণ পরোপকারের কার্য্য হইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত উপদেশটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন,—এইরূপ নির্ভীক সত্য কথা একমাত্র মুক্তপুরুষেই বলিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় পরম মুক্ত-পুরুষের আবির্ভাব অতি বিরল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকারী আরও বিরল। বর্ত্তমান কর্ম্মী-জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অমূল্য উপদেশের কণামাত্রও গ্রহণ করিতে পারিলে ধন্য হইত। তিনি আরও বলিলেন—অদ্য এই বিরহ-উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন—যেহেতু তিনি আজ এতবড় একটা নির্ভীক সত্যকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এইরূপ সত্যকথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কর্ম্মিগণের উপদেশের দ্বারা জগৎ ক্রমশঃ মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব এক ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম "শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা"-শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চালেখ্যের আরতি করেন—পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমান্ মুকুন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত **"শ্রীল প্রভুপাদের আরতি"**-শীর্ষক গীতিটী কীর্ত্তন করেন। পরে সন্ধ্যারাত্রিক অন্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর-নিত্যসেবা-দানকারী॥
সর্ব্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ-মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর॥
ভকতি-সিদ্ধান্ত-দীপ জ্বালিলা জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে॥

পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা দুর্ম্মতি॥
ভকিতিবিনোদ-ধারা জল-শঙ্খ-ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎমৃদঙ্গ-বাদ্য পরম রসাল॥

বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্তকাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর॥

ললিত-লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী।
যতিধর্ম্মে পরিধানি' অরুণ বসন।
মুক্ত কৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয়-গগন॥

ভকতি-কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্যে, সৌরভে তার বিশ্ব আমোদিত॥
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
কেশব অতি আনন্দে নিরাজন গায়॥

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

অদ্য (৩রা পৌষ ১৩৬৬) শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি। প্রতিবৎসরই আমরা এই বিরহ তিথিতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-বিগ্রহ। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এবিষয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। হরিকথা কীর্ত্তনে তিনি একমুখে সহস্র-বদন। আমরা ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা করিয়া থাকি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনের ফলে এক দিন সহস্র দিবসে পরিণত ছিল। হরিকথা কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তাহার সীমা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সাধারণ মনুষ্যসকল আহার বিহার ও নিদ্রাদিতে কেবল আনন্দ অনুভব করে, তাহার ফলে তাহারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

আহার-নিদ্রাতেই মত্ত থাকে। আহার-নিদ্রা অপেক্ষা অধিক কোন আনন্দের বস্তুর সন্ধান তাহাদের নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আহার-নিদ্রা অপেক্ষা হরি-কীর্ত্তনেই অধিক আনন্দ পাইতেন বলিয়া তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও হরিকথা বলিতেন। আমরা প্রাকৃত দৃষ্টি লইয়া মনে করিতাম, এরূপ দিবারাত্র কথা বলিলে স্বাস্থ্য হানি হইবে। সুতরাং প্রভুপাদের হরিকথা বন্ধ করাইয়া আহার-নিদ্রার জন্য আহ্বান ও অনুরোধ করিতাম। শ্রীল প্রভুপাদ তাহাতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন —'আহার করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য নয়'। সাধারণতঃ দেখা যায়—আমোদ-প্রমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণ আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময় রাত্রি জাগরণ করত যাত্রা-থিয়েটার ও সিনেমা-টকীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাত্রা-থিয়েটার ও সিনেমা-টকীর মধ্যে তাহারা এমন একটা আনন্দ পায় যে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও নিশাযাপনে দ্বিধাবোধ করে না। যে বিষয়ে যাহার অধিক প্রীতি, তাহাতেই সে তত মত্ত হইয়া থাকিতে চাহে। আমরা পার্থিব জনসাধারণের মধ্যেও এইরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য স্বভাবে অপ্রাকৃত হরি-কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ হওয়া ত স্বাভাবিক।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই নাম ও নামীতে কোন ভেদ ছিল না বা নাই। তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষাৎ বাণী-বিগ্রহ বলা হইত। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী'—এইরূপ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেন। অত্যন্ত দৈন্য-পরবশ হইয়া 'ভক্তি'-শব্দটী নিজ-নামের পূর্ব্বে নিজ হস্তে ব্যবহার করিতেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তিতত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্তসমূহের সরস্বতী-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ। 'সিদ্ধান্ত'-কথাটি তাৎপর্য্য-নির্ণয় সম্বন্ধে সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব। বিচার-জগতে কোন 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন করিতে হইলে, ইহার পূর্ব্বপক্ষাদি আরও অন্যান্য অঙ্গসকলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক ক্ষেত্রে আমরা বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটী অঙ্গ লক্ষ্য করিয়া থাকি। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সঙ্গতি সর্ব্বশেষে উক্ত হইলেও উহার অপর নাম বিরোধ নিরাস। ইহা সিদ্ধান্তেরই আনুগত্য করিয়া থাকে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ এই 'সিদ্ধান্তের' সরস্বতী-স্বরূপ। শ্রীল ব্যাসদেব পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাভারতাদি যাবতীয় সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর স্তব করিয়াছেন। বেদব্যাসের গ্রন্থ যাঁহারা

নিষ্কপটভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই শ্লোকটী নিশ্চয়ই অবগত আছেন—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং** ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।

শ্রীল ব্যাসদেবের প্রত্যেক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেই এই শ্লোকটীর অবতারণা দেখা যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, সরস্বতী সমস্ত সিদ্ধান্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তজ্জন্যই ব্যাসদেব দেবী-সরস্বতীর স্তব করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও তাঁহার একান্ত নিজজন শ্রীল প্রভুপাদকে উদ্দেশ করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—

"**সরস্বতী** কৃষ্ণপ্রিয়া　　কৃষ্ণ**ভক্তি** যার হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

উক্ত বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্য করিয়া 'ভক্তি'-শব্দটী বাদ দিয়া কেবল মাত্র 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী' স্বাক্ষর করিলেও 'কৃষ্ণভক্তি যার হিয়া'—বাক্যের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী যে সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি-স্বরূপ—ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিলেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকেই বুঝিতে হইবে।

আমরা 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' নামক দুইটী শব্দ শুনিতে পাই। তন্মধ্যে বিদ্যা বলিলে 'পরা' ও 'অপরা' বলিয়া দুইটি তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। পরাবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, অপরাবিদ্যাকে অবিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া থাকে। উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সরস্বতী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে 'সরস্বতী'-সংজ্ঞা থাকিলেও একজন 'ছায়া-সরস্বতী' বা 'দুষ্টা সরস্বতী', অপরজন 'শুদ্ধা সরস্বতী' বা 'শিষ্টা সরস্বতী'। 'দুষ্টা' ও 'শিষ্টা' এই পদদ্বয়ের দ্বারা সরস্বতীর মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আজকাল আমাদের দেশে অনেক 'সরস্বতী' উপাধিধারী দেখা যাইতেছে। ইহারা দুষ্টা সরস্বতীর আশ্রিত জীব-বিশেষ। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ শিষ্টা সরস্বতীস্বরূপে ভৌম-জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অদ্য কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি, তাঁহার বিরহ-দিবস। শাস্ত্র-বিরোধী পার্থিব বস্তু লইয়া জীবন-যাপনকারী মনীষিবৃন্দ 'সরস্বতী' উপাধি গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে দুষ্টা সরস্বতী বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধিতা করাই দুষ্টা সরস্বতীর কার্য্য। আমরা এই শ্রেণীর অকাল মনীষিকে শিষ্টা সরস্বতীর কৃপায় শীঘ্রই নিরস্ত করিব—যেহেতু তিনি ভাগবত-বিরোধী।

অবিদ্যা ও মায়া

অবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুষ্টা সরস্বতী'—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে এই 'অবিদ্যা' ও 'মায়া' নামক দুইটী পদ বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এই 'মায়া' শব্দকেও দুইটী পদের দ্বারা বিশেষিত করিয়া ইহাকে পৃথক করা হইয়াছে। সেই পদ দুইটী 'যোগ' ও 'মহা' অর্থাৎ 'মায়া'-পদের পূর্ব্বে উহাকে সংযুক্ত করিলে "যোগমায়া" ও "মহামায়া" স্বরূপে দুইটী তত্ত্ব হইবে। যোগমায়ার ছায়াই মহামায়া। 'যোগমায়া' পরতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত পরাশক্তি-বিশেষ, আর 'মহামায়া' বিশ্ব-প্রসবিনী যোগমায়ার ছায়া-বিশেষ। মাহামায়া ও অবিদ্যা একই তত্ত্ব। কিন্তু কোন কোন দার্শনিক 'মায়া' শব্দের দ্বিবিধ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের মধ্যে নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। কেহ বলেন, মায়া জীবের ও অবিদ্যা ঈশ্বরের। অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যাগ্রস্ত হইলেই ঈশ্বর হয়, আর ব্রহ্ম মায়াগ্রস্ত হইলেই জীব হয়। অতএব তাহাদের মতে অবিদ্যা ও মায়াতে পার্থক্য হইল এই যে, অবিদ্যা অধিক শক্তিসম্পন্না হেতু ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু মায়া অবিদ্যাপেক্ষা শক্তিহীনা বলিয়া ব্রহ্মকে জীবরূপে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতে মায়াপেক্ষা অবিদ্যা শ্রেষ্ঠা। এইরূপ বিচার নিতান্ত অমূলক এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল প্রভুপাদ এই বিচার আদৌ অনুমোদন করেন নাই ; কারণ ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"মায়াধীশ," "মায়াবশ"—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২)

প্রকৃতপ্রস্তাবে অবিদ্যা ও মায়া একই বস্তু ; সংজ্ঞায় পৃথক মাত্র। মায়া ঈশ্বরের একটী শক্তি। এই শক্তি ব্রহ্মকে অভিভূত করিতে পারে না। মহামায়া যদি পরতত্ত্বকেও বশীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে জীব মায়াতীত হইবে কি-প্রকারে ? জীবের পক্ষে মায়াতীত হইবার জন্যই যত প্রকার সাধন-ভজন-চেষ্টা। জীবের সাধারণ প্রবৃত্তি মায়ার ক্লেশ-নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ঈশ্বর বা ভগবৎরাজ্যে প্রবেশ করা। যদি ব্রহ্ম বা ভগবানই মায়ার দ্বারা অভিভাব্য হইলেন, তাহা হইলে জীবের আর গতি কোথায় ? অদ্বৈতবাদ-চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলিতে চাহেন—"ঈশ্বরের অবিদ্যা স্বেচ্ছাকৃত"। তাহা হইলে বলিতে হয়, জীবের মায়া অনিচ্ছাকৃত। ঈশ্বরের স্বেচ্ছায় অবিদ্যা অঙ্গীকারের হেতু কি ?—জীবসকলকে সেই অবিদ্যার দ্বারা মুক্ত করিবার জন্যই কি ? এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে

আচার্য্য শঙ্করের নিজকৃত ভাষ্যই ইহার বিরোধিতা করিবে। আমরা এক্ষণে যদি মূল নির্ব্বিশেষ বস্তু বা ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, এরূপ ব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তির বিন্দুমাত্রও অধিষ্ঠান নাই—যেহেতু তিনি নিঃশক্তিক। তাহা হইলে 'স্বেচ্ছায়' অবিদ্যা অঙ্গীকার কথাটী অযৌক্তিক, মূঅলকও অসিদ্ধান্তপর বাক্য-বিন্যাস মাত্র।

প্রাচীন ও আধুনিক নির্ব্বিশেষ চিন্তা

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ঈশ্বরবিরোধী চিন্তাস্রোত ঈশ্বর-চিন্তাস্রোতকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করিয়া আসিতেছে। শব্দের সাম্বন্ধিকতাই ইহার কারণ। বর্ত্তমান মধ্যযুগীয় দার্শনিক চিন্তাধারা প্রাগৈতিহাসিক চিন্তাধারা হইতেই সমুদ্ভূত হইলেও একরূপ নহে। অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত সৃষ্টির প্রারম্ভে যেভাবে দার্শনিক জগতে প্রচলিত ছিল, তাহা ক্রমশঃ যুগ-পরিবর্ত্তনের ফলে কালোচিত চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতে বিকৃত হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, ঔপনিষদিক যুগের অদ্বৈতবাদের অলীক, হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। বৈদিক যুগের নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোত শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে জড়দ্বৈত ধারণার প্রতিযোগীরূপে অদ্বৈত-চিন্তাস্রোত প্রচলিত ছিল। জড় সবিশেষ বস্তু অনঙ্গীকৃত লইয়া চিৎ-সবিশেষ বস্তুর কথাই বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী চিন্তাস্রোতে এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব উপেক্ষিত হওয়ায় অদ্বৈতবাদ অবৈদিক বলিয়া কথিত।

ইতিহাস ও তত্ত্ববস্তু এক নহে

আমি বরাবরই আপনাদের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছি যে, ঐতিহাসিকতা নাস্তিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঐ ঐতিহাসিকগণ ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীন ও ঐহিক-সর্ব্বস্ববাদী; পার্থিব-রাজ্যের বহির্ভূত কোন কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। প্রকৃতি তাহাদের সেই শক্তি অপহরণ করিয়াছেন। অলৌকিক বস্তুতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহারা তাহাদের মতন মূর্খ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'তত্ত্ববস্তু তাহাদের চিন্তার বাহিরে অবস্থিত'—একথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ বা অচিন্ত্য-শক্তিমান্ বলিয়া কোন তত্ত্বে স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ববস্তু, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিসম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির গতি স্তব্ধীভূত করিয়া বা পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য ধারায়

চালাইতে সক্ষম। ইহা ঐতিহাসিকগণ কিংবা প্রাকৃত জ্যোতিষীগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ঈশ্বরের অতিমর্ত্ত্য অলৌকিক ক্রিয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে অলীক। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে আমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িব। পাশ্চাত্য-শিক্ষা আমাদের দেশকে এইরূপে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা সকলেই আনন্দের কাঙ্গাল। সুতরাং ঐতিহাসিক-চিন্তায় কোনপ্রকার অনন্দলাভ করিতে পারা যায় না—ইহা ধ্রুব সত্য।

আমরা জীবনী-লেখকগণের ভাবধারা ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিলেও উহা লেখকের 'ছাঁচে ঢালা' জীবনী-রূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। লেখক বা সমালোচকগণ নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া অনেক সময় তাহাদের অসৎচিন্তা-প্রসূত বিচারগুলি ঐতিহাসিক ধারায় জীবনীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লেখকগণ সাধারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে হত্যা করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও জীবনী-লেখক প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকালকার বিদ্যালয়গুলিও ধর্ম্ম-বিরোধী হইয়া অমঙ্গলজনক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছে।

জীবের মঙ্গল-সাধনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

যাঁ'র অদ্য বিরহ-তিথি তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁহার বিচারের সূক্ষ্মতায় জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, বিশ্ববাসীর যাবতীয় চিন্তাধারা বা বিচারধারা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিচার-মল্লতার পরাভব স্বীকার করিয়াছে। তিনি সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া বহু ব্যক্তির অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন, কারণ বিশ্ববাসী যাহাকে মঙ্গল বলিয়া মনে করেন, তিনি তাহাকে অমঙ্গল মনে করেন। সাধারণ জীব কোন্‌টী মঙ্গল ও কোন্‌টী অমঙ্গল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মঙ্গলময়ের হৃদয়ে অবস্থিত ব্যক্তিই পরমমঙ্গলের সন্ধান অবগত আছেন। সাধারণ ব্যক্তি মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃত মঙ্গলের সন্ধান রাখে না। অথবা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠায় প্রলুব্ধ হইয়া ভগবদ্ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে। জীবসকলের চিত্তবৃত্তি প্রধানতঃ হইতেই আবদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি উপদেশ ধ্রুব উপাখ্যান হইতে জানিতে পারা যায়, যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৮-৩৯)

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের এই অন্তর্নিহিত জগন্মঙ্গলকর শিক্ষার মূর্ত্ত আদর্শ ছিলেন। বিষয়ী বা ব্যবসায়ী ব্যক্তিসকল নিজ প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ কোন অর্থ বা দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেও তিনি তাহাদের কামনানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যয় করিতেন না বা তাহা সেই ভাবে ব্যয় করিতে দিতেনও না। কোন বণিক্ ধনী ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাহার প্রদত্ত অর্থ প্রভুপাদ নিজে গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করিতেন। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কেহ তাহার স্মৃতিচিহ্ন জগতের নিকটে রাখিবার জন্য ২৫০০০৲ টাকা দিলে সেই টাকার দ্বারা দাতার প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা যাহাতে ধ্বংস হইয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়, সেই-রূপ ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ন্যায় তিনি মনে করিতেন, প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা-স্বরূপ বিষয় কেন দাতাকে দেওয়া হইবে ? যাহাতে তাহার প্রকৃত আত্মমঙ্গল হয় সেইরূপ কার্য্যেই তাহার প্রদত্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। দাতা তাহার নিজ মঙ্গল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা কামনারূপ সামান্য মঙ্গল অপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রীতিমূলক সর্ব্বোত্তম মঙ্গল বিধান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—'বোকা লোকগুলির অর্থ তাহাদের নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ করা হইবে। সুতরাং আমি তাহাদের সেই সর্ব্বনাশের 'নিমিত্ত' হইব কেন ? দাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহার নিত্য-মঙ্গলের জন্য হরিসেবা উদ্দেশ্যেই অর্থ ব্যয় করা মঙ্গল-সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহাই প্রকৃত পরোপকার। এইরূপ শিক্ষা দিতে গিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় বহন-কারী শ্রীযুত জগবন্ধু দত্ত (জে, বি, ডি) এবং শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের মন্দির নির্ম্মাণকারী শ্রীযুত সখীচরণ রায় মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেন,—আমি এই দাতৃদ্বয়ের কোন মঙ্গল বিধান করিতে পারিলাম না। ইহাদের বণিক্‌বৃত্তি কোন প্রকারেই দূরীভূত হইতেছে না। ইহারা জানে না যে, **"আমরা কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইয়া এজগতে আসি নাই, আমরা বৈকুণ্ঠ-জগতের বার্ত্তাবহনকারী পিয়ন মাত্র।"**

তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত দাতৃমহোদয়দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা-স্বরূপ বণিক্‌বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য'-শব্দের অর্থ বণিক্-শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠী অর্থে বণিক্ বুঝায়। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই আচার-ব্যবহার হইতে অনেক নিগূঢ় কথা শিক্ষালাভ করিয়াছি। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণই তাঁহার অনুগত-জনগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা শিষ্যের মনোভীষ্ট পূরণ করাইয়া লওয়া ভক্তি-বিরুদ্ধ-কার্য্য। এ'স্থলে শিষ্য গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লইতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি ভগবদ্‌বাণী প্রচারের জন্য অথবা কোন গোস্বামী-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মূর্খ প্রতিষ্ঠাকামিগণ সে-বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ইট, কাঠ, পাথরের মন্দির প্রস্তুত হইলে তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে এবং প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ চূড়া গগন ভেদ করিয়া ত্রিলোকে প্রবেশ করিতে পারে; সুতরাং ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির প্রস্তুত হউক, গ্রন্থ ছাপিলে কি লাভ হইবে? ইহাই প্রতিষ্ঠাকামী ধনী বণিক্‌গণের বিচার ও চিন্তাধারা। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

আমরা ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "সনাতন প্রভুর কন্যাপঞ্চক"-শীর্ষক অণু-শিরোনামার ৩-৪ পঙ্‌ক্তিতে "দ্বিতীয় কন্যা মহামায়া দাসী ··· বর্ত্তমানে বিধবা" —ভুলবশতঃ এইরূপ ছাপা হইয়াছে। পাঠকবর্গ 'বিধবার' স্থলে **'সধবা'** পাঠ করিবেন। আমরা এজন্য শ্রীমতী মহামায়া দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। —প্রকাশক

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা

চৈত্র-বৈশাখ দুইমাস।

৫০টী ষ্টেশনে যাতায়াত হইবে।

ভিক্ষা—২৫০৲ মাত্র।

১১শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১ গোবিন্দ, ৪৭৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৬৬ ; ইং ১৩।২।৬০ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ (মধ্যাহ্ন-স্মারকম্)

(শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৬৯-৭৬)

ততোঽবরূঢ়া ললিতাদয়স্তদা
রাধেঙ্গিতৈঃ কাঞ্চন-বল্লিকাদিকাঃ।
আরোহয়ামাসুরধঃস্থিতাঃ সখী
র্হিন্দোলিকাং তাং ক্রমশো বলাচ্ছলৈঃ ॥৬৯॥

তদনন্তর শ্রীরাধার ইঙ্গিতে ললিতাদি সখীগণ হিন্দোলিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কাঞ্চন-লতাদি সখীগণকে অধঃস্থিত দেখিয়া সামর্থ্য প্রদর্শনচ্ছলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে হিন্দোলার উপরি আরোহণ করাইতে লাগিলেন ॥৬৯॥

তাসাং দ্বয়ী-দ্বয়ী-পূর্ণ-পার্শ্বং তং ক্রমশো মুদা
গোবিন্দং দোলয়ামাসুর্গায়ন্ত্যস্তাঃ সরাধিকাঃ ॥৭০॥

তৎপরে শ্রীরাধার সহিত ললিতা প্রভৃতি সখীগণ গান করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল কাঞ্চন-লতাদির দুই দুইটী সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাম ও দক্ষিণদিক্ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দোলাইতে লাগিলেন ॥৭০॥

রাধায়াঃ শ্রুতি-লগ্নায়াং ললিতায়াং হসন্ত্যসৌ।
আরুহ্য দোলামালীনাং চকার বহুমণ্ডলীঃ ॥৭১॥

অনন্তর ললিতা শ্রীরাধার কর্ণে সংলগ্ন হইয়া সঙ্কেত করায় শ্রীরাধা হাস্য করিতে করিতে দোলারোহণপূর্ব্বক সখীসকলের বহুতর মণ্ডলী রচনা করিলেন ॥৭১॥

তস্যাং স্থিতায়াং প্রিয়বাম-পার্শ্বে
প্রান্দোলয়ন্তীষু সখীষু দোলাম্।
একং পুনশ্চিত্রমভূদমূষাং
দ্বয়োর্দ্বয়োরাস হরিঃ স মধ্যে ॥৭২॥

তদনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অবস্থিত হইলে, সখীসকল দোলা আন্দোলিত করায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সকল সখীদিগের দুই দুইটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইয়াছিলেন ॥৭২॥

তাপিঞ্ছশ্চেৎ খচর-কনকক্ষ্মাভৃদুত্থোঽভবিষ্যৎ
প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরট-লতয়া বেষ্টিতাঙ্গঃ পরীতঃ।
তাপিঞ্ছানাং কনক-কদলী-সংযুজাং মণ্ডলীভিঃ
সাম্যং শৌরের্জগতি স তদা তাদৃশস্যাপ্যবাপ্স্যৎ ॥৭৩॥ *

সে যাহা হউক, জগন্মধ্যে যদি প্রফুল্ল স্বর্ণলতাদ্বারা বেষ্টিতাঙ্গ তমাল-

* এই শ্লোকে আকাশগামী পর্ব্বতের সহিত দোলার, স্বর্ণলতার সহিত শ্রীরাধার, তমালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং স্বর্ণকদলী-সংযুক্ত তমালবৃক্ষসকলের সহিত সখীগণসহ শ্রীমূর্ত্তিসকলের তুলনা করা হইয়াছে।

তরু আকাশগামী স্বর্ণপর্ব্বতের উপরিভাগে উৎপন্ন হয় এবং স্বর্ণ-কদলী-সংযুক্ত তমালবৃক্ষের মণ্ডলীসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত কনকবেষ্টিত তমালবৃক্ষ হয়, তাহা হইলে দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য হইতে পারে ॥৭৩॥

অথাবরূঢ়াসু বিশাখিকেঙ্গিতৈঃ
সখীষু সখ্যৌ ললিতাদয়ো মুদা।
রাধাচ্যুতৌ সংভ্রময়ন্ত্য উচ্চকৈঃ
প্রেঙ্খোলিকান্দোলনমাশু চক্রিরে ॥৭৪॥

অতঃপর বিশাখার ইঙ্গিতে সখীসকল দোলা হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলে, ললিতা প্রভৃতি সখীগণ আনন্দ-সহকারে শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে সম্যক্ রূপে হিন্দোলায় ঘূর্ণিত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রেঙ্খোলিকায় (ঝুলনায়) আন্দোলন করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

ব্যাকুলাং রাধিকাং প্রেক্ষ্য গাঢ়ালিঙ্গিত-বল্লভাম্।
স্মেরাস্বালীষু গৃহ্ণংস্তাং হসন্নবরুরোহ সঃ ॥৭৫॥

তখন সখীসকল হাস্য করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তরভাবে আলিঙ্গিতা বল্লভা শ্রীরাধাকে ব্যাকুল দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক দোলা হইতে অবতরণ করিলেন ॥৭৫॥

আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ সম্বীতাঙ্গঃ কৃষ্ণাব্দঃ
কৌন্দী-বৃন্দাদীনাং চক্ষুর্বাপীহালী-তৃষ্ণাহৃৎ।
লীলা-কীলালালী-ধারাপাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বংশ্রী-
বৃন্দারণ্যেঽসৌ জীয়াদেবং 'দোলা-লীলাখেলঃ' * ॥৭৬॥

আহা, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আর কি বর্ণনা করিব ? দোলা-লীলায় তৎপর শ্রীকৃষ্ণরূপী নবজলধর গোপাঙ্গনারূপ সৌদামিনী-সমূহে বেষ্টিতাঙ্গ হইয়া কুন্দলতা প্রভৃতির নেত্ররূপ চাতকীগণের তৃষ্ণা হরণ-পূর্ব্বক লীলারূপ সলিলসমূহের ধারাপাতে বিশ্বকে সেচন করত বৃন্দাবনে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৭৬॥

---

* এই শ্লোক "লীলাখেল" নামক ছন্দে গ্রথিত। তাহার লক্ষণ, যথা—

"একন্যূনৌ বিদ্যুন্মালাপাদৌ চেল্লীলাখেলঃ ॥"

অর্থাৎ আটটী গুরুবর্ণে বিদ্যুন্মালা হয়, তাহার দুই পাদে এক বর্ণ-বিহীন অর্থাৎ সমষ্টিতে ১৫টী গুরুবর্ণ হইলে "লীলাখেল" ছন্দ হয়। এই ছন্দটী অবিশ্রামে ৬০ বার পাঠ করিলে এক দণ্ড সময় হইয়া থাকে ॥৭৬॥

'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'

চেতনের ধর্ম্মের নির্ব্বিকাশক্রমে জীবের 'বড় আমি'র প্রগতি লাভজনক বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্র গান করেন। আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে 'বড় আমি'কে ভোক্তা বা ভোগ-রহিত বলিয়া বিচার করেন। আর নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতার্কমরীচিমালা 'বড় আমি'র বিচার ভোগে বা ত্যাগে নিযুক্ত না করিয়া 'ভাল আমি'র বিচার ব্যক্ত করেন। সেই বিচার অনুসরণ করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ আমি' জড়জগতে 'ছোট আমি'র দৌর্ব্বল্য-বাণে বিদ্ধ হয়। প্রাকৃত-বিচারে 'ছোট আমি'র আদর নাই; 'রহিত আমি'র আদরমূলে অনুভূতি-রাহিত্যই 'ক্লিষ্ট আমি'র পরিণামে কর্ত্তব্য বলিয়া গীত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ 'আর্ত্ত আমি'কে অধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণের অনুগমন করিতে সুযোগ দিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকতা ও অনাধ্যক্ষিকতা উভয় বিচারই বাস্তব-সত্যজ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক বলিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ মহাবদান্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। 'ভাল আমি'র বুদ্ধিদাতা মুণ্ডকশ্রুতি বলেন,—সেই বস্তু বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম। আধ্যক্ষিকের বিচার আত্ম-প্রতারিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্বের অবৈধ অধিকার-লাভে প্রযত্নবান; আর 'ভাল আমি'র বিচার-প্রণালীতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম জীবের অমঙ্গল নাশ করিয়া বদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গানকালে বলেন যে,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। এজন্যই অজ্ঞতা-পরিহারকল্পে বিজ্ঞন্মন্যের নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" এই বিচাররহিত ব্যক্তিগণ বিচারের কৈতব আবাহন করিয়া ও অভক্তিপথে স্বীয় রোচমানা প্রবৃত্তি দেখাইয়া মায়াবাদী সাজেন; তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ে বিচরণ করিলে নিজ স্বরূপের সুষ্ঠু উপলব্ধি করিতে পারেন।

কেবল-চেতনের কেবল-চেতনসেবা কেবল-চেতনের সুসূক্ষ্মানুভূতি হইতে উদিত হয় বলিয়া ইংরাজী ভাষায় "Immanent" শব্দ বা সংস্কৃত ভাষায় "অন্তর্যামী" শব্দ প্রত্যেক অণুচিৎএর আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ জ্ঞাপন করেন। সুতরাং 'ভাল আমি'র পরিবর্ত্তে যদি 'বড় আমি'র জন্য জড়ের প্রতি ধাবিত হওয়া যায় তবে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান পরবিদ্যার অনুসন্ধান দিবে না।

পরবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মুক্তজীব-হৃদয়ে প্রাকট্য-লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অত্যধিক—ইহা বুঝা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখে বাক্যবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াবাদ-বিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কায়বেগ আমাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈদান্তিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্মরাজ্যের আলানে মনঃকুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মাপারাণীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রা-মাত্র-জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায় তমিস্রভোগের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ স্কন্ধারূঢ় ভূতকে তাড়াই।

'বড় আমি'র চাকরাণ ভোগীদিগের বেইমানি-বিচারে নানারূপ বে-আদবী ছাড়িয়া দিয়া যদি রাধারাণীর মন্দিরের সৌন্দর্য্যদর্শনে 'ভাল আমি'র বা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমি শ্যামসুন্দরের আকর্ষণ অচিরেই লাভ করিব। তখনই আমি 'ভাল আমি' হইবার জন্য 'মাপারাণী'র প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে রাধারাণীর দাস্যে আত্মনিয়োগ করিব। অপৌরুষেয় শ্রুতিগুলি আধ্যক্ষিকতার বা প্রচ্ছন্নতর্কের গোলামিতে নিযুক্ত হওয়ায় যে-প্রকার শ্রুতি-ব্যাখ্যা-দ্বারা মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, নৈমিষারণ্যের আরণ্যকসমূহ আমাদিগকে পরমহংসী-সংহিতার মঠে আশ্রয় দিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করিবে। এজন্যই শ্রীনারদোপদিষ্ট ভক্তিপথাবলম্বী শুনিয়াছেন,—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"।

আমাদের বৈষ্ণববন্ধু * * আমার মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা বা ভাগবতার্ক-মরীচিমালা গাঁথিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কাষ্ঠের মার্জ্জার যেরূপ সেতুবন্ধনে অসমর্থ, বামনের চন্দ্রধারণ যেরূপ অসম্ভব, আমারও শ্রুতিসার-সেবা ভাগবতার্কোদয়-কিরণে আলোকিত হইবার প্রয়াস তদ্রূপ। যাহা হউক, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার অনুসরণ করিয়া 'ভাল আমি'র দলের শ্রৌতদর্শন, শ্রৌতশ্রবণ, শ্রৌতঘ্রাণ, শ্রৌত-আস্বাদন, শ্রৌতস্পর্শন ও শ্রৌত-মননের অনুগমন-চেষ্টা করি।

পরম-কারুণিক গৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। সেই

প্রেমের কথা কি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? শুনিয়াছি—কলিকাল দোষসমুদ্র। কিন্তু এই সমুদ্রের একটি মহাগুণ আছে। কীর্ত্তনবিহারী শুকদেব প্রভু শ্রীসূতদেবকে ভাগবতী কথা বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবতী কথাই তৃতীয় অধিবেশনে নৈমিষারণ্যে—যেস্থানে ব্রহ্মার নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেই অধোক্ষজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াই শ্রীব্যাসের কৃপা আমরা যাহাতে লাভ করিতে পারি—ইহাই ভরসা।

স্যমন্তপঞ্চকে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ দিক্ লাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরপীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী সুবর্ণ-বিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত-ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গোবিন্দস্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-সংহিতার গোবিন্দস্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেই দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও স্বয়ং-রূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ-বিহারী স্বীয়রূপমূর্ত্তি অধোক্ষজ-সেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মী-দেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পদসেবনে অসমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীরূপানুগসেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আঁকশী বা আকর্ষণী আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়-বাহনের কৃপা-ক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মাপারাণীর প্রভু-সাজ হইতে রাধারাণীর পরম

সৌন্দর্য্যময়ী পদনখ-শোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূরপরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুম-দ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশগোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-সমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি– আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় 'জগন্নাথ-বল্লভের' লেখকের রাধাগোবিন্দমিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি-যোগমধোক্ষজে"। সুতরাং শ্রীধামসেবা কি 'শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত' হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত নহে!! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণ-প্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়েই শিক্ষা-মন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্য-কল্যাণ বিধান করুক্। আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব; তবেই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান —ভাগবতার্ক-মরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

সাধন-ভক্তি যত প্রকার আছে তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শিক্ষাষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থ-মতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ 'বুড়ন' নামে কোন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাক্তনীয় সংস্কার-

ক্রমে হরিভজনে রতি হয়। গৃহত্যাগ করত বেনাপুলের বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনে ও স্মরণে দিনযাপন করিতেন। কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে বেশ্যাকে তাঁহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই বেশ্যা সুকৃতিক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বেনাপুলের কুটীর সেই নবীনভক্তাকে অর্পণ করিয়া হরিদাস সে দেশ পরিত্যাগ করেন। হরি-নাম গান করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন।

আচার্য্যের সহিত তিনি ঐ গ্রামের মকররীদার মজুমদারোপাধিক শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধনের সভায় যাতায়াত করিতেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক কোন ব্রহ্মবন্ধুর সহিত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিতর্ক হয়। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন সেই ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিলে পর বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ হয়। ঐ সময়ে গোবর্দ্ধন-পুত্র শ্রীল রঘুনাথ-দাস নিতান্ত বালক-বয়সেও হরিদাসের কৃপা-প্রযুক্ত বৈষ্ণবপ্রবৃত্তি লাভ করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর ক্লেশ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিদাস তাঁহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়া গ্রমে গঙ্গাতীরে একটি গোফা করিয়া নির্জ্জনে হরিভজন করিতে লাগিলেন। ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।

ভক্তি-প্রভা বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের ঈর্ষার উদয় হইল; তাহারা মুলুকপতিদ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিশেষরূপে নির্য্যাতন করে। হরিদাস সর্ব্বভূতদয়ায় পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্ব্বাদ করত সে স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় স্বীয় গোফায় আসিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর নামপ্রচারে আচার্য্য-স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন সে-সময়ে হরিদাসকে সিদ্ধ-বকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া সমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন ও বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে-ভক্ত যে-ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হরিদাসকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে নামতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করান। এইসকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে অনেকস্থলে বর্ণিত আছে। আমরা কোন সময়ে কোন বৈষ্ণব-কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া হরিদাস-প্রচারিত নামতত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত কোন দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলিতে "সহজিয়া", "বাউল" এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সে গুলিকে যত্নসহকারে পরিত্যাগ করি। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মত-সম্মত বোধ হইয়াছিল। একখানি গ্রন্থে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের সম্পূর্ণ রসিকার্থ পাওয়া যায়। তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল, বোধ হয় শ্রীহরিদাস কোন শুদ্ধ ভক্তকে নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ গ্রন্থখানি রচনা করিয়া রাখেন। উক্ত গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের শ্রীহট্ট-দেশীয় তৎপ্রেরক-ভক্তবর্গকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছিলাম।

সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার। কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণবসকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন, শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসের' শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামীদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

রক্ষা

গৌড়-অধিপতি সুবুদ্ধি রায় হ'লা যবে রাজ্যহারা,
ভৃত্য হুসেন হইল রাজন্ পেয়ে মস্‌নদে ছাড়া।
স্বামীর অঙ্গে মারণের চিন্ হেরিয়া একদা রাণী,
পুছিলা রাজারে কে তোমা' মেরেছে, কহ এ'র বিবরণী!

কহিল হুসেন,—"রায়ের অধীনে চাকুরী করিনু যবে,
মন্‌সীব আদেশে দীঘী দর্শাতে ভুল হয়েছিল তবে।
ছিদ্র পেয়ে মোরে মেরেছে চাবুক, তারি এই দাগ রহে,"
—শুনি' এ বচন ভার্য্যা তাহার রায়কে মারিতে কহে।

রাজা কহে,—মোর পিতা সুবুদ্ধি, মারি তারে কেমনে?
কহিল স্ত্রী—জাতি লহো তার যদি না বধিবে প্রাণে।
ইথেও রাজার নাহি আকাঙ্ক্ষা, রাণী যে বধিতে চায়,
সঙ্কটে রাজা তাই রায়-মুখে করোঙার পানি দেয়।

সুবুদ্ধি রায় ত্যজিয়া বিষয় গিয়া বারাণসী ধামে,
প্রায়শ্চিত্ত লাগি' মাগেন বিধান সেথা পণ্ডিত-স্থানে।
পণ্ডিতেরা কহে,—'তপ্ত ঘৃত খেয়ে এখনি ত্যজহ প্রাণ,
হেন মহাপাপ করিতে মোচন নাহি কোন বিধি আন।'

এলেন গৌরাঙ্গ বারাণসী ধামে বিলাইতে হরিনাম,
মিলিলেন রায় প্রভু-সনে সেথা পেতে তাঁর কৃপাদান।
কহিলেন প্রভু—'যাহ বৃন্দাবন, নাম কর অবিরাম,
এক নামে যত কলুষ নাশিবে, আর নামে পাবে শ্যাম।'

প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনেতে গিয়া,
নাম নিতে নিতে ঘুচে গেল পাপ, শুদ্ধ হ'ল তাঁর হিয়া।
প্রভু যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন গুরু হ'য়ে উপদেশি',
বিতরি' করুণা রক্ষিলেন রায়ে বিদূরিয়া পাপ-রাশি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৫)

জনশ্রুত রাজার প্রপৌত্র বড় দাতা ছিলেন, তাঁহার নাম জানশ্রুতি। তিনি এইপ্রকার অভিলাষবিশিষ্ট ছিলেন যে 'সর্ব্বত্র সমস্ত লোক আমারই অন্ন ভোজন করিবে এবং আমার গৃহে বাস করিবে'—এই বিচারে তিনি অন্নছত্র ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকালে একদিন রাত্রে কতিপয় হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তন্মধ্যে এক হংস অপর একটী হংসকে বলিল—অরে ভল্লাক্ষ! দেখ জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের তেজ দ্যুলোকের সমান প্রকাশমান। তুমি উহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেলে ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন ভল্লাক্ষ উত্তরে বলিল—অরে, তুই এই রাজার কোন্ মহত্ত্ব দেখিয়া ইহাকে এতটা সম্মান প্রদান করিতেছিস, এ কি শকটবান রৈক্কের সমান? অপর হংস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—রৈক্ক কি প্রকার? তদুত্তরে অন্য হংস কহিল—যেরূপ পাশা খেলায় বিজেতা ব্যক্তির অধীন সমস্ত পাশাই হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করে, সে সবই রৈক্ক প্রাপ্ত হন। যে রৈক্ককে জানে, সে আমাকে তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে।

জানশ্রুতি ঐ পক্ষীদের কথা শুনিয়া প্রাতঃকালে সেবকগণকে রৈক্কের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। বহু অনুসন্ধানের পর সেবকগণ রৈক্ককে এক শকটের নীচে শরীর চুলকাইতে চুলকাইতে যাইতে দেখে। তাহারা আসিয়া রাজার নিকট সংবাদ দিলে, রাজা এক হাজার গাভী, হার, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি লইয়া রৈক্কের নিকট গিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া উপদেশ প্রার্থনা করেন। রৈক্ক প্রথমে রাজাকে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করেন অর্থাৎ রৈক্কের প্রশংসায় রাজার মনে দুঃখ হইয়াছিল বলিয়া শূদ্র সম্বোধন করেন। পরে রাজাকে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন। উপদেশ-সার এই—বায়ুই সংবর্গ। যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় ও সূর্য্য-চন্দ্র অস্ত হয়, তখন বায়ুতে লীন হয়। জল শুকাইলে বায়ুতেই লয় প্রাপ্ত হয়। বায়ু সমস্ত জলকে নিজ মধ্যে লীন করে—ইহা অধিদৈবত দৃষ্টি।

এখানে অধ্যাত্মদর্শন বলা যাইতেছে—প্রাণই সংবর্গ। যখন পুরুষ শয়ন করে, বাগিন্দ্রিয় প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, শ্রোত্র ও মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। প্রাণ সকলকে নিজ মধ্যে লীন করিয়া লয়। এই দুইটীই সংবর্গ বায়ু ও প্রাণ।

কপিগোত্রজ শৌনক এবং কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী ভোজনরত থাকিলে জনৈক ব্রহ্মচারী উহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভিক্ষা

দেন নাই। তখন ব্রহ্মচারী বলেন—ভুবন-রক্ষক দেব প্রজাপতি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন। নানাভাবে নিবাসকারী মনুষ্যগণ সেই দেবতাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং যাহার জন্য অন্ন, তাহাকেই অন্ন দেয় না। শৌনক ঐ বাক্য মনন করিয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন—যিনি দেবগণের আত্মা, প্রজাসকলের উৎপত্তি-কর্ত্তা, হিরণ্যদংষ্ট্র, ভক্ষণশীল ও মেধাবী, যাঁহার মহিমা প্রভূতভাবে ঘোষিত, অন্যে যাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে না, আমি তাঁহারই উপাসনা করি—এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন।

উপরিউক্ত ঐ অগ্নি প্রভৃতি এবং বায়ু পঞ্চবস্তু এবং প্রাণাদি পঞ্চবস্তু—এই দশই কৃত (কৃত-নামক পাশা ক্রীড়ায় উপলক্ষিত হয়)। সকলদিকের অন্নই ঐ দশ কৃত। এবং বিরাটই অন্নাদ (অন্নভক্ষক)। তদ্দ্বারাই সমস্ত দৃষ্ট হয়।

জবালা-পুত্র সত্যকাম নিজ মাতাকে বলিয়াছিলেন,—"মাতঃ, আমি ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুকুলে নিবাস করিতে ইচ্ছা করি; অতএব আমার গোত্র কি তাহা বলুন।" মাতা তদুত্তরে বলেন—"আমি তাহা জানি না। আমি জবালা, আর তুমি সত্যকাম। সুতরাং তুমি সত্যকাম-জাবাল নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবে।"

সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া কহিল,—"আমি পূজ্যপাদ আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বাস করিতে ইচ্ছা করি।" তদুত্তরে গৌতম উহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে সত্যকাম বলিল—"আমার জননী এই বলিয়াছেন—আমি যৌবনকালে বহু পরিচারিণী অবস্থায় তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তোমার গোত্র কি, তাহা জানি না। আমার নাম জবালা ও তুমি সত্যকাম নামধারী; অতএব তোমার পরিচয়—সত্যকাম-জাবাল।" তখন গৌতম বলিলেন—"এইরূপ সত্য-ভাষণ ব্রাহ্মণেতর কেহ বলিতে পারে না। অতএব তুমি সমিধ্ লইয়া আইস, তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব। তাহাকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিয়া চারিশত কৃশ গাভী উহাকে দিয়া বলিলেন—"তুমি এই গাভীসকলের পশ্চাতে গমন কর"। যাইবার সময় সত্যকাম বলিয়া গেল, "এই গাভীসকল এক সহস্র সংখ্যক না হইলে আমি ফিরিব না।" গো-সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইলে, এক ষাঁড় সত্যকামকে বলিল—"সত্যকাম! আমরা সহস্র সংখ্যক হইয়াছি, এক্ষণে আচার্য্যের নিকট আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দাও। তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ বলিতেছি।" সত্যকাম শুনিতে অভিলাষী হইলে,

ষণ্ড বলিল—পূর্ব্বদিক 'কলা', পশ্চিমদিক 'কলা', উত্তরদিক ও দক্ষিণদিক 'কলা'—এই চারি 'কলা' ব্রহ্মের প্রকাশবান নামক চারিপাদ। যে ইহা জানিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে ব্যক্তি প্রকাশবান হয় এবং প্রকাশবান লোককে জয় করা যায়। অতঃপর অগ্নি তোমাকে দ্বিতীয় উপদেশ করিবে"—বলিয়া বৃষ মৌন হইল।

গুরুকুলে প্রত্যাবর্ত্তনাভিমুখে সায়ংকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদানার্থ অগ্নির পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখে বসিলে অগ্নি তাহাকে অপর পাদ উপদেশ করেন—পৃথিবী 'কলা', অন্তরীক্ষ 'কলা', দ্যুলোক 'কলা' ও সমুদ্র 'কলা'। এই চারি 'কলা' ব্রহ্মের অনন্তবান নামক চতুষ্পাদ। ইঁহাকে এইরূপ জানিলে অনন্তবান হইয়া অনন্তবান লোকে জয় করিতে পারে। হংস তোমাকে তৃতীয় পাদ উপদেশ করিবে। এই বলিয়া অগ্নি নীরব হইলেন।

পরদিন সায়ংকালে গাভীসকল কোনস্থানে একত্রিত হইলে সত্যকাম অগ্নির পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখে বসিবার পর এক হংস তাহার সমীপে গিয়া তাহাকে বলিল—"সত্যকাম! আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ উপদেশ করিব।" সত্যকাম স্বীকৃত হইলে হংস কহিল—অগ্নি কলা, সূর্য্য কলা, চন্দ্র কলা ও বিদ্যুৎ কলা। এই চতুষ্কলা ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান নামক চতুষ্পাদ। এই পাদের উপাসনা করিলে জ্যোতিষ্মান হইয়া জ্যোতিষ্মান লোককে জয় করিতে পারে। মদ্‌গু তোমাকে চতুর্থপাদ বলিবে—বলিয়া হংস নীরব হইল।

পরদিন গুরুকুলাভিমুখে গমনকালে সন্ধ্যার সময় কোনস্থানে একত্রিত হইয়া অগ্নিতে সমিধাধানপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখে বসিলে মদ্‌গু তাহার নিকট অবতরণ করিয়া বলিল—সত্যকাম আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদ উপদেশ করিতেছি—প্রাণ কলা, চক্ষু কলা, শ্রোত্র কলা ও মন কলা। ইহা ব্রহ্মের আয়তনবান নামক চতুষ্কলা। ইহাকে জানিলে আয়তনবান হইয়া আয়তনবান লোককে জয় করিতে পারে।

অতঃপর সত্যকাম আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হয়। তাহাকে দেখিয়া আচার্য্য বলিলেন,—"সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মবেত্তা বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে কি কেহ উপদেশ দিয়াছে?" সত্যকাম বলিল—"আমাকে মনুষ্যেতর প্রাণী উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার নিকট উপদেশ প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। কারণ আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাই অতিশয় সাধুতা প্রাপ্ত করায়।" তখন আচার্য্য তাহাকে ঐ বিদ্যাই উপদেশ করেন।

উপকোশল নামক ব্রহ্মচারী সত্যকামের নিকট উপসন্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর নিবাস করেন। সত্যকাম অন্য ব্রহ্মচারীর সমাবর্ত্তন সংস্কার করিলেও তাহার কিছুই করেন নাই। তখন আচার্য্যপত্নী আচার্য্যকে কহিলেন, এই ব্রহ্মচারী খুব তপস্যা এবং উত্তমরূপে অগ্নির সেবা করিয়াছে; এখন ইহাকে বিদ্যা উপদেশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আচার্য্য তাহা শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। উপকোশল মনের খেদে অনশন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে আচার্য্যপত্নী কহিলেন, ব্রহ্মচারিন্! তুমি ভোজন কর। ব্রহ্মচারী বলিল—মাতঃ! মানুষের মধ্যে বহুদিক্‌গামী অনেক প্রকার কামনা থাকে। আমি ব্যাধিতে পূর্ণ, এজন্য ভোজন করিব না।

পুনরায় অগ্নিসকল একত্রিত হইয়া কহিল,—এই ব্রহ্মচারী আমাদের উত্তম সেবা করিয়াছে। আচ্ছা, আমরাই ইহাকে উপদেশ করিব। এই বলিয়া অগ্নি বলিল—প্রাণ ব্রহ্ম, 'ক' ব্রহ্ম, আর 'খ' ব্রহ্ম। ব্রহ্মচারী বলিল,—প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা জানি; কিন্তু 'ক' ও 'খ' কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা জানি না। উত্তর—'ক'ই 'খ' এবং 'খ'ই 'ক'। 'খ'=আকাশ অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্ম। এইরূপে প্রাণ ও তাহার আশ্রয়ভূত আকাশের উপদেশ প্রাপ্ত হইল।

পুনরায় তাহাকে গার্হপত্যাগ্নি বলিল—পৃথ্বী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য এই চারিটী আমার শরীর। আদিত্যের অন্তর্গত যে পুরুষ দৃষ্ট হন তাহাই আমি। এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিলে পাপসমূহের নাশ হয়। অগ্নিলোকবান হয়, পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়, উজ্জ্বল জীবন অতিবাহিত করে ও কদাপি ক্ষীণ হয় না। তাহাকে ইহলোক ও পরলোকে পালন করে।

অতঃপর অন্বাহার্য্য পবন অগ্নি তাহাকে শিক্ষা দেয়—জল, দিক্, নক্ষত্র ও চন্দ্র—আমার চারিটী শরীর। চন্দ্রে স্থিত পুরুষই আমি। এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিলে উপরিউক্ত ফল সকল লাভ হয়।

তৎপরে আহবনীয় অগ্নি উপদেশ করে—প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক ও বিদ্যুৎ আমার ৪টী শরীর। এই বিদ্যুতের অন্তবর্ত্তী পুরুষই আমি। ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে উপরিউক্ত ফল লাভ হয়।

তদনন্তর আচার্য্য উপকোশলকে উপদেশ করেন—নেত্রে দৃষ্ট পুরুষই আত্মা, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম। উহাতে ঘৃত বা জল পড়িলে তাহা পলকে অদৃশ্য হয়। ইহাকে সংযদ্বাম' বলে। সমস্ত সেবনীয় বস্তু সর্ব্বদিকহইতে ইহাকেই প্রাপ্ত হয়। ইহা বামনী, কারণ সম্পূর্ণ বামনের বহন করে। ইহা ভামনী,

কারণ সমস্ত লোকে ভাসমান। এজন্য শবকর্ম্ম (দাহনাদি) করুক অথবা না করুক, এই ব্রহ্মবেত্তা অর্চ্চি অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে দিবসাভিমানী দেবতা, তথা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, উত্তরায়ণের ছয় মাস, তৎপরে সংবৎসর, তাহা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ-লোক প্রাপ্ত হয়। সেখান হইতে এক অমানব পুরুষ উহাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যায়। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ। ইহাকে জানিলে আর পুনরার্ত্তন হয় না।

এই বিচরণকারী পরমই যজ্ঞ। ইহা সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে। মন ও বাক্—এই দুইটী ইহার মার্গ। তন্মধ্যে এক মার্গকে ব্রহ্মা মনদ্বারা সংস্কার করেন। হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা বাণীদ্বারা অন্য মার্গকে সংস্কার করেন। যদি প্রাতরনুবাক আরম্ভ হইলে পরিধানীয় ঋকের উচ্চারণের পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়া উঠেন, তবে এক মার্গেরই সংস্কার হয়—অন্য মার্গ নষ্ট হয়। একপদে বিচরণকারী ব্যক্তির ন্যায় যজ্ঞ নাশ হইয়া যায়। তৎপশ্চাৎ যজমানের নাশ হয়, সুতরাং যজমান অধিক পাপী হয়। যদি উক্ত সময়ে ব্রহ্মা কিছু না বলেন তাহা হইলে সমস্ত ঋত্বিক্ মিলিয়া উভয় মার্গেরই সংস্কার করেন। যজমানও যজ্ঞে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, যজ্ঞও শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

প্রজাপতি লোকসককে লক্ষ্য করিয়া ধ্যানরূপ তপ করেন। তপঃপ্রভাবে পৃথ্বী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, আর দ্যুলোক হইতে আদিত্য উৎপন্ন হয়। পুনঃ তপঃপ্রভাবে অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ ও আদিত্য হইতে সাম উৎপন্ন হয়। পুনর্ব্বার ত্রয়ী বিদ্যাকে লইয়া তপ করিলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রকাশ হয়। যজ্ঞে ঋক্-শ্রুতির ক্ষতি হইলে ভূঃ স্বাহা বলিয়া গার্হপাত্যাগ্নিতে হোম করিতে হয়। যজুঃ-শ্রুতির ক্ষতি হইলে ভুবঃ স্বাহা বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে এবং সাম-শ্রুতির ক্ষতি হইলে স্বঃ স্বাহা বলিয়া আহবনীয়াগ্নিতে হোম করিতে হয়। এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মাই সমস্ত কর্ম্মের অপূর্ণাঙ্গ পূর্ণ করিতে সমর্থ। সেজন্য যজ্ঞে উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্রহ্মা নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ভগবদ্ধামোপলব্ধি

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যখন আকাশমার্গের দিকে লক্ষ্য করে, হাওয়াই জাহাজ দ্বারা অন্যান্য লোকে যাইবার জন্য প্রয়াস করে বা অণুপরমাণুর অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার বিপরীত চিৎপরমাণুর সন্ধানের চেষ্টা করে, তখন আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়। আনন্দ হয় এইজন্য যে, হয়ত' এভাবে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তির কথা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং ক্ষুদ্র অপস্বার্থগুলি পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র পৃথিবীর মোহ-মমতার অতীত হইয়া বিপুল বৈকুণ্ঠ রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিবে। সেইভাবের কিছু আব-হাওয়ার নিদর্শন পাইতেছি এবারকার **'নোবেল' পুরস্কার** বিতরণ সম্পর্কে। গত ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৯ তারিখের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (Times of India) কাগজে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে, যাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ।—

"এবার 'নোবেল' পুরস্কার পাইয়াছেন দুইজন মার্কিন দেশীয় আণবিক বৈজ্ঞানিক যাঁরা আণবিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ের বিলক্ষণ চিৎ-পরমাণু বা anti-material পরমাণুর সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বস্তুতত্ত্ব অপরা ও পরা বা প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত দুইভাবে বর্ত্তমান আছেন"।

"তাঁদের মধ্যে একজন ইটালী দেশীয় ৬৯ বৎসরের বৃদ্ধ ডাঃ এমিলো সার্জ্জ এবং অপরজন সান্‌ফান্সিস্‌কো দেশীয় শ্রীমানতাঃ চেম্বারলেন * *।

"এই বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের অভিমত এই যে, প্রাকৃত বা অপরা ভৌতিক জগৎ ছাড়া আর একটি অপ্রাকৃত বা পরা প্রকৃতির জগৎ থাকিতে পারে। সেই অপ্রাকৃত জগৎটা সমস্ত ভৌতিক জগতের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাতা। সেই জগতের গতিবিধি সমস্তটাই এই জগতের বিপরীত। অর্থাৎ এই জগতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেই জগৎ। তাঁরা একথাও স্বীকার করেন যে, এই দুই জগতের কোন দিন সংঘর্ষ সম্ভব হইলে মুহূর্ত্তমাত্র সময়েই এক বিদ্যুৎ প্রকাশের দ্বারা উভয় জগৎই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে"।

উপরিউক্ত সাংবাদিক বিবরণদ্বারা নিম্নলিখিত তিনটি তথ্য সিদ্ধ হইতেছে। যথা :—

(১) পরাপ্রাকৃতির পরমাণুগুলি ভৌতিক পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বা সেগুলি সমস্তই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

(২) যে-হেতু পরা প্রকৃতির পরমাণু আছে, সে-হেতু পরা প্রকৃতির আকাশ নির্ব্বিশেষ নহে ; পরন্তু সেখানেও পরা প্রকৃতিসম্ভূত লোকাদি বর্ত্তমান আছে।

(৩) এই দুই জগতের বা অপরা ও পরা জগতের সংঘর্ষে এক সময়ে উভয়ের নাশ হইতে পারে (?) ইত্যাদি।

পারমার্থিক জগতের পথিক হিসাবে আমরা উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি বিনা আপত্তিতে স্বীকার করি। কিন্তু তৃতীয় বিষয়টি আংশিক মাত্র স্বীকার করি।

পাঞ্চভৌতিক বা অষ্ট-ভৌতিক অপর দ্রব্যের সম্ভারে যে-সকল সৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি সমস্তই বিনাশশীল। আর পরাপ্রকৃতি-সম্ভূত পরমাণু যদি অপরা প্রকৃতির পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ হয়, তাহা হইলে স্বতঃই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরা প্রকৃতি-সম্ভূত দ্রব্যমাত্রই অবিনাশী। ভৌতিক দ্রব্যমাত্রই ছেদ্য, দাহ্য, ক্লেদ্য, শোষ্য ইত্যাদি এবং তদ্বিলক্ষণ পরা প্রকৃতির পরামাণুগুলি সেইজন্য অবশ্যই অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য হইবেই। এই সকল বিষয় আমরা পারমার্থিক ভ্রম-প্রমাদাদি-শূন্য শব্দ-ব্রহ্মের দ্বারা জানিতে পারি, এই বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

জগতের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদ। বেদ একটি মাত্র ; কিন্তু পরে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ সাম, যজু, অথর্ব্ব, ঋক্ আদি বিভাগ করা হয়। বেদের গম্ভীর শব্দগুলির অর্থ স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্যাদি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে না বলিয়া পরে পঞ্চমবেদ মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণাদি গ্রন্থও প্রণীত হয়। রামায়ণ ঐতিহাসিক কাব্য ; কিন্তু যেহেতু মূল রামায়ণও বৈদিক জ্ঞানের বিকাশ মাত্র, সেইজন্য তাহাও বৈদিক গ্রন্থ। উপনিষদগুলি বিভিন্ন বেদের অঙ্গীভূত বিবরণ ; সেইজন্য বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদগুলি বেদের শিরোভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং উপরিউক্ত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রগুলির নির্যাস-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং সমস্ত উপনিষদের সারাংশ বলিয়া 'ভগবদ্গীতা' গীতোপনিষদ নামেই প্রসিদ্ধ। সুতরাং ভগবদ্গীতায় আমরা যে-সকল পারমার্থিক সংবাদ প্রাপ্ত হই, তাহা সমস্তই গম্ভীর বৈদিক সিদ্ধান্ত। ভারতবর্ষে ভগবদগীতার অমান্যকারীকে নাস্তিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। এ-ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে শ্রীমদ্ভগবদগীতা এক অপূর্ব্ব আদরণীয় গ্রন্থ। সুতরাং ভগবদগীতার প্রমাণ শব্দ-প্রমাণ, বৈদিক প্রমাণ এবং দার্শনিক প্রমাণ। একমাত্র ভগবদগীতা

হইতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইতে পারে। সেই ভগবদগীতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত গ্রন্থ। অপ্রাকৃত জগতের সংবাদ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিযোগ্য নহে। সেইজন্য অপ্রাকৃত জগৎ হইতে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া anti-material বা অপ্রাকৃত পরা প্রকৃতি পরমাণু-গঠিত জগতের সংবাদ যথাযথ দান করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ লোক তাহা গ্রহণ করিয়া অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করে; আর দুর্ভাগাগণ নিত্যবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত জগতে অবস্থান করত নানা দুঃখ-ক্লেশ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করে।

সেই পরা প্রকৃতি বা শক্তির কথা ভগবদগীতায় বিশেষ বর্ণন করা হইয়াছে। জড় বৈজ্ঞানিকগণ যে দুই প্রকার প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন (matter and anti-matter), সেই প্রকৃতিদ্বয়ের পুরুষ-তত্ত্ব—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। জড় জগতের সমস্ত বস্তুগুলি অচেতন এবং জ্ঞানহীন বস্তু। অপ্রাকৃত জগতের ভগবান্ এবং জীব ও অপ্রাকৃত বিলাস-বৈভব সমস্তই চেতন এবং বিজ্ঞান মাত্র তত্ত্ব। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইই ভগবানের শক্তিতত্ত্ব বলিয়া এবং ভগবান্ সেই শক্তিদ্বয়ের পরিচালক বিধায় সমস্ত শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান এক তত্ত্ব। বৈদিক ভাষায় সেই একই তত্ত্ব—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া পরিচিত। শক্তি-তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে শক্তিমান্-তত্ত্বের বিচার স্বতঃই উদিত হয়। কারণ শক্তি-তত্ত্ব কোন সময়েই স্বাধীন তত্ত্ব হইতে পারে না। শক্তিকে চালনা করিবার জন্য শক্তিমান-তত্ত্বের আবশ্যকতা আছে এবং শক্তিমান-তত্ত্ব কখন নির্ব্বিশেষও হইতে পারেন না। শক্তিমান-তত্ত্ব ব্যক্তি, স্বতন্ত্র, স্বভিজ্ঞ এবং পুরুষ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ শক্তি যতই চমৎকারিণী হউক নাকেন, তাহার একজন চালক নিশ্চয়ই আছে যাহার নাম Power-house এবং Power-house এর কর্ত্তা-ব্যক্তিবিশেষ। আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন—অগ্নি। অগ্নির জ্যোৎস্না এবং দাহিকা শক্তি দুইটি শক্তি তত্ত্ব। সেই প্রকার জড় এবং চেতনা শক্তির (matter and anti-matter এর) পরিচালক একজন নিশ্চয়ই আছেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভগবদগীতায় সেই পরিচালক-বিশেষের নাম শ্রীকৃষ্ণ।

বৈদিক শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চতম তত্ত্বকে ভগবান্ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই ভগবান্ অচিন্ত্য শক্তি ও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব। সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিকের জড় ও চেতনের আবিষ্কারই সম্পূর্ণ নহে; পরন্তু সেই শক্তিদ্বয়ের চালককেও জানিবার জন্য আরও অধিক গবেষণা করিতে হইবে।

বিলক্ষণ-পরমাণু (anti-matter) বা পরা প্রকৃতির বিবরণ কি-ভাবে পাওয়া যায় ? ভৌতিক পরমাণুর অনুভূতি আমাদের যে-প্রকার আছে, তাহার বিপরীত ভাব উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। ভগবদগীতায় সেই তত্ত্বদ্বয় যে-ভাবে বর্ণিত আছে তাহা এইরূপ। যথা :—

"সেই পরা প্রকৃতির পরমাণুই জীবাত্মা চেতনময় জ্ঞানময় বস্তু। সেই চেতন বস্তুই জড় শরীরে আবদ্ধ হইয়া শিশুত্ব হইতে বালকত্ব, বালকত্ব হইতে যৌবনত্ব এবং যৌবনত্ব হইতে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইতেছে। পরিবর্ত্তন জড় শরীরের ; চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। অতএব চেতন পরমাণু জড় পরমাণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার পরিস্থিতি জড় হইতে বিলক্ষণ (anti material)। সেই চেতন পরমাণু যখন জড় পরমাণু-পিণ্ড (শরীর) ছাড়িয়া দেয়, তখন শরীর মৃত-শরীর নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু জড় ও চেতনের (matter and anti-matter) সম্বন্ধ যাহারা জানেন তাহারা মৃত শরীর দ্বারা মুহ্যমান হন না।"

ভগবদগীতার এই বিবৃতি অনুসারে জড় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে যে প্রকৃতির দুই ভাগ, তাহা সমর্থন করি। এই জড় ও চেতনের সংঘর্ষ সকল সময়েই চলিতেছে ; কিন্তু সেই সংঘর্ষে জড়ের পরাজয় হয়। কারণ চেতন পরিত্যাগ করিলে জড়ের প্রলয় হইয়া যায়। চেতনের প্রলয় বা নাশ নাই। সেজন্য জড়ের বিপরীত লক্ষণ চেতনে দৃষ্ট হয়।

"জড়ের প্রলয়ে সেজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মুহ্যমান হন না। জড়ের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যে সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়, তাহা সকলই অনিত্য এবং তাৎকালিক। সেই সকল সুখ-দুঃখ সমস্তই আসে ও চলিয়া যায়, চেতন স্থির এবং অচল থাকে। ইহাই জড় ও চেতনের পার্থক্য।

এই বিবৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জড় অনুৎকৃষ্ট প্রকৃতি এবং চেতন উৎকৃষ্ট প্রকৃতি। উৎকৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবতত্ত্ব সম-জাতীয়।

"প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি জড়ের আঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা বিচলিত না হইয়া সুখ-দুঃখে সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই পরা প্রকৃতি-(anti-material) সম্ভূত অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।" এই বিবৃতির দ্বারা জড়ের মৃতত্ব এবং তদ্বিলক্ষণ চেতনের অমৃতত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

অবতারী গৌরহরি

প্রেমদাতা বিশ্বম্ভর স্বয়ং অবতারী।
রাধাভাব আস্বাদিতে এলেন রাসবিহারী॥
শ্রীরাধার গূঢ়ভাব বুঝিবার তরে।
আসিলেন নন্দসূনু গুপ্তরূপ ধ'রে॥

স্বয়ং কৃষ্ণ নাহি করে অসুর-দলন।
বৈভব-বিলাসদ্বারা করেন নিধন॥
দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণের হয় প্রকটন।
সব অবতারগণ তাঁহাতে মিলন॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ গোলোক-বিহারী।
দুর্লভ প্রেম বিলাতে হ'লো গৌরহরি॥
রাধা-কৃষ্ণ যুগ্ম-তনু শ্রীগৌরসুন্দর।
জীব উদ্ধারিতে এলো নদীয়া-ভিতর॥

সর্ব্বদেশে ভক্তপীড়ণ সহিতে না পেরে।
অদ্বৈতের আকর্ষণে এলো মায়াপুরে॥
অসুরের মস্তকেতে পড়ে যেন বাজ।
এককার্য্যে করে প্রভু সংখ্যাতীত কাজ॥

শ্রীকৃষ্ণের সখা-সখী প্রিয়-পার্ষদগণ।
প্রচ্ছন্নভাবেতে সবার প্রপঞ্চাগমন॥
সবার উদ্ধার লাগি' (প্রভু) সন্ন্যাস করিলা।
সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন আরম্ভিলা॥

এক সর্ব্বেশ্বর প্রভু পঞ্চতত্ত্ব হ'য়ে।
ব্রহ্মাণ্ড চেতন কৈলা কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মাদি না জানে।
মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব বুঝিবে কেমনে??

ধর্ম্মের নামেতে গ্লানি উপস্থিত হ'লে।
অবতার হন কৃষ্ণ এই ধরাতলে॥
সেইজন্য মহাপ্রভু নহে অবতরে॥
শ্রীরাধিকার পরানন্দ উপভোগ-তরে॥
নিত্যানন্দ-গৌরহরি জগৎজীবন।
উন্নত-উজ্জ্বল-রস করেন বিতরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম সব উদ্ধারিলেন প্রভু।
মহাপরাধীগণের জ্ঞান নহে কভু॥
এমন করুণানিধি যেবা না চিনিল।
মনুষ্য-জনম তার অকারণে গেল॥
যে-দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণ আসেন ধরায়।
পরের কলিতে কৃষ্ণ গৌররূপ হয়॥
ঈশ্বরের স্নেহ বদ্ধজীবে না বুঝয়।
মাতা-পিতা-স্নেহে সবে ঈশ্বর ভুলয়॥
সূঁচিভেদ্য অন্ধকার মায়া কলি-পুর।
হিরণ্যকশিপু, কংস বাড়িছে প্রচুর॥
হে প্রভো, করুণাসিন্ধো, অধম-তারণ!
এই জনমে মোরে দেহ শ্রীচরণ॥

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

—০—

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তিই পরা বা নিত্যশান্তি লাভের—ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পন্থা। ভক্তিই অকুতোভয় সাধন। ভক্তি স্বয়ং সমর্থ বলিয়া নিরপেক্ষ। ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করেন না। ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত ফলই দান করিতে সমর্থ। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধন সাপেক্ষ-ধর্ম্মযুক্ত। তাহারা সর্ব্বদা ভক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোন ফলই দিতে পারে না। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

অর্থাৎ, নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না অর্থাৎ কোন ফলই দান করিতে পারে না, তখন অমঙ্গলপ্রসূ কর্ম্ম শ্রীহরিতে অর্পিত না হইলে—ভক্তিরহিত হইলে তাহা নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে অর্থাৎ কিরূপে ফল দানে সমর্থ হইবে?

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

তাৎপর্য্য এই যে,—কি তপস্বী, কি দানী, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও যদি তাহা ভগবৎপাদ-পদ্মে অর্পিত না হয় অর্থাৎ ভগবৎসেবা বা ভক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

তাই শাস্ত্র বলেন—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তিবিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

নিখিল মঙ্গলের নিদান ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধি লাভের জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, তুষকে পেষণ

করিলে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, কেবল ক্লেশ মাত্র সার হয়, তাহাদেরও সেইরূপ কোন ফল হয় না, কেবল কষ্টই লাভ হয়।

জ্ঞান ব্যক্তিরেকে কেবল ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! যাঁহারা আমার ভজনা করেন—আমার ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই এই দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বলেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (চৈঃ চঃ)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
(ভাঃ ১০।২।২৬)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন, আপনার পাদপদ্মে ভক্তি না থাকায় বিমুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অর্থাৎ ভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে পারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
(চৈঃ চঃ মঃ ২২ ও ২৪ পরিচ্ছেদ)

প্রভু কহে—কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন—

মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাদ।
(চৈঃ চঃ মঃ ১০।২৫০-২৫১, ২৫৫)

শাস্ত্র বলেন—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥
(রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণবাক্য)

মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমনরূপ ভক্তি আচরণ না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও অর্থাৎ সে জ্ঞানী হইলেও ব্রহ্মরাক্ষস হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৩১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—ভক্তেরণ্যানিরপেক্ষত্বাৎ অন্যস্য (কর্ম্মজ্ঞানাদেঃ) চ তৎসাপেক্ষত্বাৎ ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠঃ।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সাধন ভক্তির সাহায্যেই ফল দান করিতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে ফল দান করিতে তাহাদের কোন সামর্থ্য নাই। কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত ফলই দান করিতে পারেন। ভক্তিতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ভক্তির দ্বারা সর্ব্বসুখ-তিরস্কারী কৃষ্ণসেবাসুখ বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, আর আনুষঙ্গিকভাবে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি যাবতীয় সাধনের ফলও লাভ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥
(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা তীর্থ-ভ্রমণ ও ব্রতাদি-সাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সে-সমস্ত ফলই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

মুক্তি প্রভৃতি ভক্তি-সম্পত্তির অনুচরী। যেমন অধীশ্বরী যেখানে গমন করেন দাসীও বিনা আহ্বানে তথায় উপস্থিত হয়, সেইরূপ যিনি ভক্তি লাভ করেন তিনি না চাহিলেও মুক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্তিতেই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু প্রীতি-সন্দর্ভ-গ্রন্থে (১৯ অনুচ্ছেদ) জানাইয়াছেন—

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চোটিকা বদনুব্রতাঃ॥
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহ এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ভোগসকল দাসীর ন্যায় শ্রীহরিভক্তি মহাদেবীর অনুগমন করিয়া থাকে।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও কৃষ্ণ-কর্ণামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষা॥
(কৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭)

ভগবানে অচলা ভক্তি হইলে ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে দিব্য কিশোর মূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়, মুক্তি করযোড়ে তাঁহার সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতও বলেন—

যেয়ং সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনদ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ হয়। কিন্তু উক্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধন ব্যতীত কেবল নারায়ণাশ্রয় রূপ ভক্তি-যোগ দ্বারাই সেই সমস্ত পুরুষার্থ অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্র-সম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেরই দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভক্তি যাজন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৫)

অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে বিচার দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কেবল ভক্তি যাজনের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম বা ভগবৎ সাক্ষাৎকার সবই লাভ হয়। ইহাই অন্বয় মুখে বিচার। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। যদিও এ সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, তথাপি প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে সংক্ষেপেই উল্লেখ করা হইল। ভগবানে ভক্তি না করিলে সকলেরই প্রত্যবায়, অধঃপতন বা নরক হয়। ইহাই ব্যতিরেক বিচার। জ্ঞান কিন্তু মুক্তির প্রতি এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকী নহে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হইবে, নতুবা হইবে না এইরূপ নহে। কেননা জ্ঞান ব্যতিরেক কেবল ভক্তি দ্বারাই মুক্তি অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ—এ-সব ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন ফলই দিতে পারে না। তবে যে জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভের কথা শুনা যায়, তাহা ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। কারণ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কোন ফলই দিতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।৫।১ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা প্রসিদ্ধিস্তত্র জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। জ্ঞানস্য নাম মাত্রেণৈব কারণতা।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫।১২ ও ১১।১৪।২২ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"ভক্তিশূন্যানি জ্ঞান-বাক্-চাতুর্য্য কর্ম্ম-কৌশলানি ব্যর্থান্যেব।" "ভক্ত্যভাবে অন্যৎ সাধনং ব্যর্থম্।"

অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সকলেরই ভক্তির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়; কিন্তু ভক্তিতে অন্য কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় না। ভক্তি স্বয়ং সর্ব্বফল দান করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভজন ব্যতীত সকলেরই অধঃপতন অনিবার্য্য—নরক অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

মুখবাহুরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বার জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

ঈশ্বরের মুখ ভুজ-উরু-পদ হনে।
চরি-বর্ণ-আশ্রম জন্মিল তিন-গুণে ॥
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় দুই করে।
উরে বৈশ্য জনমিল, শূদ্র পদতলে ॥
সে প্রভু সবার পিতা, সবার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে, সেই পতিত পামর ॥
অধোগতি চলে যেবা করে অবজ্ঞান।
দূরে হরিকথা যার দূরে হরিনাম ॥ (কৃঃ প্রেঃ তঃ)

মহাভারতেও আমরা পাই—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহার-কারকম্।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্ ॥
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন ॥

যে জগৎপিতা শ্রীহরির সেবা করে না, সে ব্রহ্মঘাতী, জীবন্মৃত ও অসম্ভাষ্য।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্য-ভগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয় ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ ॥

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্বব্যর্থ তার ॥
ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥

ধন-যশ-ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল।
অন্ন খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই সে ধনবন্ত॥

গরুড়পুরাণ বলেন—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

বেদসমূহে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিতে হইবে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥
অমায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ-ভজিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন॥

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ-মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

বৃন্দাবনেই থাকি বা গৃহেই থাকি, জেলেই থাকি বা রাজাই হই, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রই হই বা নরকেই থাকি, কৃষ্ণভজন ব্যতীত কোথাও সুখ হয় না।

(ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীসুবলচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ

———০———

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি　　**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন** গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা)** উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে** উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৬ই পৌষ, ১৩৬৬ ; ইং ১।১।৬০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেব-পল্লী (শিবিরে রাত্রি-যাপন)।**

২। ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার—(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ;

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী (শিবিরে রাত্রি-যাপন)** এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রিযাপন।**

৫। ২৮শে ফাল্গুন, শনিবার—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিঠা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।**

৬। ২৯শে ফাল্গুন, রবিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ৩০শে ফাল্গুন, সোমবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটী ও তৎসংশোধন-চেষ্টা

দেশের শিক্ষা-প্রণালী বিলাতী ধরণে গড়িতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই! নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি মামুলী কথা আছে। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ মাতাপিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বরং বালকগণের চিত্তে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে থাকে, ততই তাহারা ভগবদ্বিশ্বাসটী পর্য্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চাল-চলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বাপ-মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতী-শিক্ষা লাভ করিয়া গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতামাতার নিত্য অর্চ্চনীয় শালগ্রাম-শিলা-পূজাকে পুতুল-পূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষ্ণুদাসের চিহ্নস্বরূপ তুলসী-মাল্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাঁহার মতে কুসংস্কার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়, শুদ্ধভক্তগণসঙ্গে হরিকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করা অপেক্ষা গার্ডেনপার্টি, ইভিনিং ক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা চুরুট, পান-তামাক প্রভৃতি কলির সেবাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি।

ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্য ভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সৎশিক্ষার অভাব। শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রকারগণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিকা ভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্রগণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা তাহাদের হৃদয়ে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে সংস্কার পরে শত চেষ্টাতেও যাইতে চাহে না। ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি-কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্রগণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহুদিন ধরিয়া একটী পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়।

তখন ছাত্রগণকে অষ্টম বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে গুরুগৃহে যাইতে হইবে এবং গুরু

সেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশ মত ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে--কথাটীর মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না ; কেননা তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতাধিকার লাভ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষা কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে, আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্য্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন সৌভাগ্যবান্ যুবক বর্ত্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কারগুলি তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না ; হয় তাঁহাকে ভোগী কর্ম্মী, না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা যোগী করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ সাত্বত-শাস্ত্র-প্রচারকগণের আনুগত্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের উন্নত-জীবনের আশা করা যায়। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্ত্তন দু'এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে ; তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকবর্গ যদি শিশুকাল হইতেই সন্তানগণকে সাত্বত শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ে সাত্বত শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে সুকুমারমতি বালকগণ সচ্চরিত্রবান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্র-গণ দ্বারাই ভারতের ধর্ম্মাকাশ অধর্ম্মমেঘ-মুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে সৎশিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। সাত্বত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহুল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্ম্মের ভাণ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটি শান্তিময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটি কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্থ করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্দিষ্ট আচরণ-হীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধ-ভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতে লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সৎ-শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সৎশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী করিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রসার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থিরচিত্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চাল-চলনের অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না। শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট-প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ** বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, ১লা ডিসেম্বর ১৯৫৯, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, হাওড়া ও ২৪ পরগণার বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও প্রচারিত ধর্ম্ম অকপটে নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু সজ্জন-ব্যক্তি স্বামীজিকে স্ব স্ব গ্রামে আহ্বান করিয়া লইয়া যান ও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির আয়োজন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। স্বামীজির উক্তি হইতে তাঁহারা অনেকেই ছলধর্ম্মগুলির স্বরূপ ও নানা প্রকার

মনগড়া ভগবানের অবতার-বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচার-ধারা শ্রবণ করত প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। স্বামীজির প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া সমিতির সদুদ্দেশ্যের সফলতা ও প্রচার-কার্য্যের উন্নতি-কল্পে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। স্বামীজির প্রচার-স্থলগুলির মধ্যে বেগমপুর, ধরমপুর, শিরোমণি, গুড়বাড়ী, একতারা, সরবেড়িয়া, বয়ারগদী, কৌতলা, কাশীনগর, মেমারী, সলদা, আমুদপুর, পানপাড়া, চেতুয়া, সোদপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক **শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী** শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ দাসাধিকারী, শ্রীরমানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারীসহ গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬, ইং ৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৯, বুধবার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথমে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর অঞ্চলে এবং পরে ২৪ পরগণার অন্তর্গত গদামথুরা, আইপ্লট, নাদাভাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সাফল্যের সহিত সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি ধাম-পরিক্রমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সমিতির অন্যতম প্রচারক **শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী,** শ্রীহরিসাধন ব্রহ্মচারী ও শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীসহ গত ৯ই পৌষ ১৩৬৬, ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৯, শুক্রবার মেদিনীপুর-অঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হন। তাঁহারা প্রথমে এড়াশাল, চণ্ডীপুর, পূর্ব্বচক, অস্তিচক, সাতশতমাল, জামুয়া লছিমপুর, ইছাবাড়ী, কলমিছাবাড়, ডিসিমুলিয়া, দক্ষিণবারোজ, মোহাটী, জুখিয়া, হেড়িয়া, পরে ঘোলপুকুর, ভেটুরিয়া, আসদতলিয়া, পাথুরিয়া প্রভৃতি স্থানে পাঠ-কীর্ত্তনমুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচার করেন। মোহাটীতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা-দিবসে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের গূঢ় রহস্য", আসদতলিয়া স্কুলে "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" এবং পাথুরিয়ার গ্রাম্য ক্লাবে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উক্ত তত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবহিত করেন। দোলোৎসবের পূর্ব্বেই তাঁহারা ধাম-পরিক্রমার আনুকূল্যাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে বিশেষ তার পাইয়া গত ১৮ই মাঘ ১৩৬৬, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬০, বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব বিমানযোগে ধুবড়ী হইয়া গোলোকগঞ্জ মঠে শুভ-বিজয় করেন। তথা হইতে ধুবড়ী, অমরাপুর প্রভৃতি স্থানে ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দান করিয়া পুনরায় গোলোকগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সপ্তাহকাল শ্রীমঠে অবস্থানকালে অনুগত জনগণকে বিবিধ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গত ২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার তিনি বিমানযোগে কলিকাতা পৌঁছেন এবং শ্রীব্যাসপূজার প্রথম দিবসেই শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভাগমনপূর্ব্বক ভক্ত-চাতকগণের দর্শন-পিপাসার শান্তি করেন।

—নিজস্ব সংবাদ